بسم الله الرحمن الرحيم

الطريق إلى القرآن الكريم

এসো কোরআন শিখি

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

শিক্ষক, আরবীভাষা ও সাহিত্য

মাদরাসাতুল মাদীনাহ

প্রকাশনায়

দারুল কলম

আশ্‌রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা - ১৩১০

ফোন ঃ ৭৩২ ০২২০

প্রকাশক-
দারুল কলম
আশ্‌রাফাবাদ, লালবাগ
ঢাকা - ১৩১০

মাদানী নেছাব প্রকাশনা - ৯

প্রথম প্রকাশ-
জুমাদাল উখরা, ১৪২৬ হিজরী
জুলাই, ২০০৫ খৃষ্টাব্দ

প্রচ্ছদঃ বশির মিছবাহ

অক্ষর বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা
হাসান মিছবাহ

কম্পিউটার কম্পোজ-
দারুল কলম কম্পিউটার
আশ্‌রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা-১৩১০
ফোন ঃ ৭৩২ ০২২০

যেখানে পাবেন

মাওলানা ইয়াহ্‌য়া ছাহেব
ইমাম জামেয়া শারইয়্যা মালিবাগ মসজিদ,
মালিবাগ, ঢাকা
ফোন - ৯৩৩৬২০২

মোহাম্মদী কুতুবখানা
৩৯/১ নর্থ ব্রুক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা

আহসান পাবলিকেশন্স
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা- ১০০০
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার,
ঢাকা- ১২১৭

কোহিনুর লাইব্রেরী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার

মীর পাবলিকেশন্স
বাইতুল মুকাররম, ঢাকা

করীম ইন্টার ন্যাশনাল
মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
ফোন- ৯১৩০৪৫৭

মুদ্রণে ঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১
ফোন ঃ ৮৬২২৩১৩

একমাত্র পরিবেশক
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা - ১২১১
ফোন ঃ ৭৩১ ৫৮৫০

হাদিয়া ঃ ১৬০/০০ টাকা মাত্র

আমার দিলের দু'আ

এখন তার পরিচয় মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ। তার আম্মা-আব্বা তাকে 'আবু' বলতেন, আমিও পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে আবু বলেই ডাকতাম। কেন এ ডাক আমার যবানে এসেছিলো, জানি না, তবে ঘটনা এটাই। যখন সে পটিয়া মাদরাসায় মেশকাতে দাখেলা নেয়ার জন্য আসে তখনই আমি তাকে প্রথম দেখি। মেশকাতের দরসে যখন সে আমার সামনে 'দো-যানু' হয়ে বসলো এবং প্রথম দিনের দরসে তার চোখ থেকে পানি ঝরলো তখনই তার জন্য আমার দিলে জায়গা হয়ে গেলো, যে জায়গা তখনো পর্যন্ত একজন তালিবে ইলমের জন্য মুনতাযির ছিলো।

বলা হয় 'আনকা' পাখী এমনই দুর্লভ যে, কোন মানুষ কখনো তাকে দেখেনি, আমার মনে হলো, দুর্লভ সেই 'আনকা' পেয়ে গেলাম। তার মেধা ও স্মরণশক্তি, বোধ ও অনুধাবনশক্তি এবং বাংলা ও আরবীভাষার প্রতি স্বভাব-অন্তরঙ্গতা ছিলো অতুলনীয়। বিশেষত আমার সঙ্গে আরবী বলার সময় তার শব্দচয়ন ও বাক্যশৈলী এমন হতো যাতে ফাছাহাত-বালাগাত এবং ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য প্রকাশ পেতো; সেই সঙ্গে আমি তার মাঝে পেয়েছি আখলাক ও বিনয় এবং 'পাকীযাহ জোয়ানি'। পরবর্তীতে তার আব্বাকে দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর আখলাক, ইবাদত-বন্দেগি এবং যুহদ ও তাকওয়ার আছর কিছুটা হলেও পুত্রের উপর পড়েছে, সেই সঙ্গে তার আম্মা-আব্বার নেক দু'আ তো ছিলোই। আল্লাহ জানেন, শেষ রাতের আহাজারিতে তারা তার জন্য আল্লাহর দরবারে কী কী চেয়েছিলেন, তবে সেই আহাজারির নেক আছর আমি ছাত্রজীবনেই তার মাঝে অনুভব করেছিলাম।

তার আব্বার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তাকে কষ্ট করে চলতে হয় এটা আমার নযরে এসেছিলো, কিন্তু সে মাদরাসার ইমদাদ গ্রহণ করেনি (তার আব্বারও নিষেধ ছিলো) এবং কারো কাছে নিজের অবস্থা প্রকাশ করেনি।[১]

---

১ – আমার জীবনের সেই কঠিন দিনগুলোতে আমার প্রিয় উস্তাদ আমার প্রতি কতভাবে কত রকমের ইহসানের আচরণ করেছেন তা জানেন শুধু আল্লাহ। এখানে এইটুকু বলি, একদিন যখন আমার চেহারা দেখে তিনি বুঝলেন (তিনি যা বুঝতেন আমার চেহারা দেখেই বুঝতেন) যে, ভিতরে আমি খুব অস্থির-পেরেশান। তখন তিনি বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা দিয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'আমার যদি তাওফীক থাকতো তাহলে তোমার আব্বার সমস্ত করয আমি শোধ করে দিতাম।'

সেই সান্ত্বনার শীতল স্পর্শ এখনো আমি অনুভব করি।

পরে যখন মাদরাসাতুল মাদীনাহ কায়েম হলো তখন তিনি – এবং একমাত্র তিনি– আমার কম্পিত হাতে দশটি টাকা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এটা রাখো, হয়ত আল্লাহ বরকত দান করবেন। সেই বরকত আজো চলছে, সামনেও চলবে, ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং হে 'সুলতান'! আপনার বিনিময় আল্লাহর কাছে।

এভাবে সময় অগ্রসর হলো এবং তার প্রতি আমার ও আমার প্রতি তার কলবি মুহব্বত বাড়তে থাকলো। অবস্থা এমন হলো যে, তার কথা যেহেনে আসামাত্র দিল থেকে বে-ইখতিয়ার দু'আ বের হতো। আলহামদু লিল্লাহ্ এ অবস্থা এখনো বহাল রয়েছে। যতদূর জানি, তার অন্যান্য আসাতেযাও তার প্রতি খোশ এবং দু'আগো ছিলেন ও আছেন। আমার বিশ্বাস তার ইলমী কামিয়াবির এটাই হলো রায ও রহস্য। ইনসানের যিন্দেগির আসল কামিয়াবি তো আখেরাতে। আল্লাহ যেন সেই কামিয়াবি আমার 'প্রিয় পুত্র' আবু তাহের মেছবাহকে পূর্ণরূপে দান করেন, যারা আমীন বলবে তাদেরও যেন দান করেন, আমীন।

আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব ছিলো, আমি তার আদাবি যাওক ও ছালাহিয়াতের বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করেছি। ইফাদাহ ও ইস্তিফাদাহ-এর জন্য প্রধান শর্ত হলো উস্তাদ-শাগিরদের মাঝে কামিল মুনাসাবাত ও পুরখুলূছ মুহাব্বাত। যেহেতু এই শর্ত এখানে বিদ্যমান ছিলো সেহেতু আল্লাহর রহমতে আশ্চর্যরকম অল্প সময়ে তার আদাবী ছালাহিয়াত ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো। এখন তো তিনি বর্তমান প্রজন্মের (প্রত্যক্ষ, কিংবা পরোক্ষ) উস্তাদ এবং কামিয়াব উস্তাদ। আমি শুধু দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা আপন খাজানা থেকে তাকে বে-ইনতিহা দান করুন এবং কবূল ও মকবূল করুন।

আমার পেয়ারা বাচ্চা আবু তাহের বাংলা ও আরবী উভয় ভাষায় খুব শক্তিশালী কলমের অধিকারী, এ কথা আমার বলার দরকার নেই; যারা তার আরবী ও বাংলা লেখনীর সাথে পরিচিত তারা সবাই তার গুণমুগ্ধ। আমি মনে করি, ইসলামী উম্মাহর 'কুতুবখানার' জন্য এগুলো অতি উত্তম উপহার। বিশেষ করে তার নিছাবী কিতাবগুলো তো খুবই উপকারী ও মকবূলে আম হয়েছে। যেমন– الطريق إلي العربية و الطريق إلي الصرف و الطريق إلي النحو و الطريق إلي البلاغة ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সম্প্রতি সে অত্যন্ত মূল্যবান এবং অতুলনীয় একটি কিতাব الطريق إلي القرآن الكريم নামে প্রণয়ন করছে। প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, এখন দ্বিতীয় খণ্ড আত্মপ্রকাশের পথে। এ কিতাবে তার কাজের পদ্ধতি এই যে, الطريق إلي العربية সমাপ্তকারী ছাত্রদের আরবী যোগ্যতার স্তর অনুযায়ী কিতাবুল্লাহ থেকে সহজ আয়াতগুলো নির্বাচন করা হয়েছে, তারপর প্রত্যেক আয়াতের প্রয়োজনীয় শব্দবিশ্লেষণ ও বাক্যবিশ্লেষণ পরিবেশন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বেশ অভিনব ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন–

(ক) শব্দবিশ্লেষণে অর্থের সঙ্গে তার ব্যবহার নির্দেশ করা হয়েছে, যা আরবী আদবের শিক্ষার্থীর জন্য অতীব জরুরী

(খ) যে শব্দের বিশ্লেষণ পিছনে গিয়েছে, তার হাওয়ালা বারবার দেয়া হয়েছে, যেন তালিবে ইলম তা দেখে নিতে পারে। এটি শব্দবিশ্লেষণ ইয়াদ রাখার জন্য খুব উপযোগী পদ্ধতি এবং এটি এ কিতাবের এমন বৈশিষ্ট্য যা আমাদের নিছাবী কিতাবগুলোতে অনুপস্থিত।

(গ) বাক্যবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নাহবী আলোচনা এমন সহজবোধ্যরূপে

পেশ করা হয়েছে যা আর কোথাও আমার নযরে আসেনি।

(ঘ) প্রয়োজনীয় তারকীব যেমন সহজভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি যে সমস্ত তারকীব পিছনে গিয়েছে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আকারে তামরীনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তদুপরি ক্ষেত্রবিশেষে পিছনের হাওয়ালাও দেয়া হয়েছে, যাতে তালিবে ইলম ভুলে যাওয়া বিষয় ইয়াদ করে নিতে পারে।

(ঙ) তারকীবী আলোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাক্যটির আরবী তারকীব বোঝার উপযোগী করে শাব্দিক তরজমা পেশ করা হয়েছে, যাতে তরজমার উপর বাছীরত ও শারহে ছদর হাছিল হয়।

(চ) সব শেষে সহজ সরল ও সুন্দর বাংলা তরজমা পেশ করা হয়েছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালিবে ইলম শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণের সাহায্যে আয়াতের তরজমা নিজেই বুঝতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস, তবে মানসম্মত বাংলা তরজমা ইস্‌তি'দাদ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

(ছ) লেখক বলেছেন, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে তারকীব আরবীতে দেয়া হবে, যাতে এ বিষয়ে আরবী مصادر علميه থেকে ইসতিফাদা করার যোগ্যতা তালিবে ইলমের মাঝে পয়দা হয়ে যায়। এটি অবশ্যই একজন শিক্ষকের সুদীর্ঘ তা'লীমী তাজরাবা ও গভীর প্রজ্ঞার প্রমাণ।

(জ) লেখক আরো জানিয়েছেন যে, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে তরজমা পর্যালোচনা নামে একটি বিষয় যুক্ত করা হবে, যাতে তরজমার উপর 'তানকীদী বাছীরত' বা সমালোচনাজ্ঞান অর্জিত হয়, এটিও লেখকের অভিনব চিন্তা। দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু নমুনা দেয়া হয়েছে। যেমন সাধারণভাবে و ألقي السحرة سجدين এর তরজমা করা হয়, 'আর যাদুগরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়লো।' কিন্তু লেখক তরজমা করেছেন, 'আর জাদুগরেরা সিজদায় নিক্ষিপ্ত হলো।'

তারপর তিনি পর্যালোচনা পেশ করেছেন, 'এখানে وقع এর পরিবর্তে ألقي ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একটি গায়বী কুদরত এখানে কাজ করেছে। এই গভীর তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য ألقي এর তরজমা করা হয়েছে 'নিক্ষিপ্ত হলো'। 'সিজদায় লুটিয়ে পড়লো' তরজমায় এ তাৎপর্য প্রকাশ পায় না।'

আমি মনে করি, এই পর্যালোচনাপদ্ধতি তারজামাতুল কোরআনের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবী চিন্তা, যা শিক্ষার্থীদের বিরাট উপকারে আসবে, ইনশাআল্লাহ। (দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা লেখকের ইলম ও আমল আরো বাড়িয়ে দিন, তাঁর তাওফীক দ্বারাই সবকিছু হয়, নিজের যোগ্যতা দ্বারা কিছুই হয় না, এটা সবাইকে সবসময় মনে রাখার তাওফীক যেন আল্লাহ দান করেন, আমীন)

মোটকথা, ترجمة معاني القرآن الكريم শিক্ষাদানের কোন নিছাবী কিতাব এতদিন আমাদের দেশে তো বটেই, পাক-ভারত উপমহাদেশেও ছিলো না, অথচ এর প্রয়োজন ছিলো। আলোচ্য কিতাব এ ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা পূরন করবে বলে আমি আশা করি। আমার জন্য পরম আনন্দের বিষয় যে, এ মহান

খেদমতের জন্য আল্লাহ তা'আলা আমার 'প্রিয় পুত্র' আবু তাহের মিছবাহকে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহর দরবারে অন্তর দিয়ে দু'আ করি, পুরো কাজটি সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে পূর্ণ করার তাওফীক তাকে দান করুন। তার সমস্ত মিহনতকে কামিয়াব করুন, কবূল ও মকবূল করুন, আমীন।

এখানে আল্লাহর শোকর হিসাবে একটি ঘটনা বলবো। নাদওয়াতুল উলামার এক সফরে আমি মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মুছাফাহা করার পর বসা ছিলাম, কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'ইকরা পত্রিকা এবং ছোটদের জন্য বিভিন্ন আরবী কিতাব বের করেন, তিনি কে? আমি আরয করলাম, হযরত! সে আমার শাগেরদ মওলবী আবু তাহের মিছবাহ।

একথা শুনে হযরত খুবই খুশী প্রকাশ করলেন এবং মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা, তিনি আপনার শাগেরদ! তাহলে তো আপনার সঙ্গে আবার মুছাফাহা করা দরকার! একথা বলে হযরত উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে আবার মুছাফাহা-মুআনাকা করলেন। আলহামদু লিল্লাহ! [১]

আমার প্রিয় আবু তাহের মেছবাহকে আল্লাহ তা'আলা একটি অতি বড় গুণ এই দান করেছেন যে, তার অন্তরে রয়েছে আসাতিযা কিরামের প্রতি অশেষ মুহাব্বাত এবং বড়দের প্রতি আযমাত ও আকীদাত। যাদের থেকে তিনি শিক্ষা

---

১ – ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এখানে একথা লিখে রাখা সঙ্গত মনে করি যে, বড়দের উপযোগী ফিকরি, ইলমি ও আদবি পত্রিকা তখনো বাংলাদেশে ছিলো, কিন্তু শুধু ছোটদের এবং নরম ও কাঁচা কলমগুলোর জন্য আরবী আদবের শিক্ষা ও চর্চার উপযোগী শিশু পত্রিকা প্রকাশের প্রথম চিন্তা আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে اقرأ এর মাধ্যমেই ঘটেছিলো। সম্ভবত একারণেই হযরত আলী নাদবী (রহ) এত খুশী হয়েছিলেন এবং পত্র লিখে আমাকে ধন্য করেছিলেন। কিন্তু আফসোস, আমার অনেক দুর্ভাগ্যের একটি এই যে, পত্রটি হারিয়ে গেছে।

আরবী ও বাংলাভাষায় আদাবুল আতফালের উপর কাজ করার প্রেরণাও আমি হযরত নাদাবী (রহ) এর চিন্তা ও কর্ম থেকেই লাভ করেছিলাম।

নূরিয়া মাদ্‌রাসা থেকে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ইকরা' আরবী সাহিত্যের বিচারে আদর্শ পত্রিকা ছিলো না, কিন্তু প্রথম বীজ হিসাবে তার মূল্য ছিলো। এরপর মাদরাসাতুল মাদীনাহ থেকে القلم আত্মপ্রকাশ করে, যা আপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ছিলো, কিন্তু যামানার ঝড়-ঝাপটার আঘাত থেকে আমি আমার এ 'সন্তান'কেও রক্ষা করতে পারি নি।

আমার যিন্দেগির একটি বড় ব্যর্থতা এই যে, আরবী আদবের মেহনতের ক্ষেত্রে আমি আমার প্রিয় ছাত্রদেরকে তৈয়ার করতে পারি নি। আরবীভাষার আদীব আলী তানতাবী (রহ) এর ভাষায় তারা يحاولون الكتابة قبل القراءة ফলে তাদের লেখা মুবতাদীদের জন্য উপকারের চেয়ে ক্ষতিরই কারণ হচ্ছে। তবে আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি সেই তালিবে ইলমের যে প্রথমে আরবী আদব নিজে শিখবে, তারপর ছোটদের উপযোগী একটি আদর্শ আরবী পত্রিকা প্রকাশ করবে। সেদিন আমার কলিজা ঠাণ্ডা হবে। আল্লাহ অবশ্যই তা করতে পারেন। –আবু তাহের

গ্রহণ করেছেন তাদের ইহ্সান তিনি স্মরণ করেন এবং তাদের দু'আ নেয়ার ফিকির করেন। অন্যদের যোগ্যতাকে তিনি স্বীকার করেন এবং নিজেকে ছোট মনে করেন। তালিবানে ইলমের মাঝে এ গুণ একসময় তো আম ছিলো, এখন খুব কমই দেখা যায়। উসতাদের ইহ্সান স্বীকার করায় উসতাদের কোন লাভ-ক্ষতি নেই, কারণ তার আজর তো আল্লাহর কাছে। ফায়দা তো স্বয়ং ছাত্রের, এতে তার নিজের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়। আফসোস, এখন ছাত্র তো আছে, কিন্তু ওয়াফাদার ছাত্র কোথায়? এ কারণেই ছাত্রজীবনের বড় বড় প্রতিভা ও সম্ভাবনা এক সময় হারিয়ে যায়, বহু কলি ফুল হয়ে না ফুটেই ঝরে যায়।

বড়দের প্রতি আবু তাহের মেছবাহের আকীদাতের একটি শানদার মেছাল হচ্ছে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাছান আলী নাদবী (রহ) এর প্রতি তার 'বে-পানাহ' মুহাব্বাত। আমার খুব মনে পড়ে, ছাত্র যামানায় একবার সে আমাকে বলেছিলো, হযরত! এমন কথা ভাবলে কি গোনাহ হবে যে, আমি যদি 'আমি' না হয়ে আবুল হাসান আলী নাদাবী হতাম!

কী পরিমাণ মুহাব্বাত, আযমাত ও আকীদাত হলে এমন তামান্না দিলে আসে!

তা'লীম ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে মাওলানা আবু তাহের মেছবাহের রয়েছে বিশেষ কিছু চিন্তা ও দর্শন, যা তার মতে আসাতেযায়ে কেরামের ছোহবত থেকে তিনি লাভ করেছেন। আগামী দিনের যোগ্য আলিম তৈরীর জন্য তার অন্তরে রয়েছে সীমাহীন দরদ-ব্যথা ও আবেগ-জযবা। এ জন্য তিনি মাদরাসাতুল মাদীনা কায়েম করেছেন এবং নিজস্ব দর্শনের উপর নিছাবে তা'লীম তৈয়ার করেছেন এবং নিছাবের উপযোগী প্রয়োজনীয় কিতাব তৈয়ার করছেন। স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক বিরাট সীমাবদ্ধতার মাঝেও তিনি মেহনত ও মোজাহাদার ঘোড়া দৌড়ানো অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহ্ তার সমস্ত মেহনত কবুল করুন এবং জিসমানী ও রূহানী ছিহ্হত দান করত হায়াতে তাইয়েবা দান করুন। যারা তাকে মুহাব্বাত করে, তার জন্য দু'আ করে এবং তাকে সহযোগিতা করে তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহম্মদ সুলতান যাওক নাদাবী
চট্টগ্রাম, দারুল মা'আরিফ
২/৬/ ১৪২৬ হিঃ

কিছু কথা

আলহামদু লিল্লাহ, الطريق إلى القرآن الكريم দ্বিতীয় খণ্ড আজ আত্মপ্রকাশ করছে। প্রথম খণ্ডের পর অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় খণ্ডের আত্মপ্রকাশ অবশ্যই এক বিরাট প্রাপ্তি, যা আল্লাহর মদদ ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতো না। স্বাস্থ্যের 'অস্থিরতা' এবং পরিস্থিতির প্রতিকূলতার মাঝে মন ও মনোবল যখন ভেঙ্গে পড়ার কথা তখন আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেছেন, গায়ব থেকে এবং 'হাবলুল-ওয়ারীদ'-এর চেয়ে নিকট থেকে। রাহীম ও কারীমের এই রহম-করমের জন্য অধম বান্দা তাঁর যত শোকর আদায় করবে তা কমই হবে।

হে রাহীম, রাহমান! তোমার মরুভূমিতে যত বালুকণা, আমার শোকর সেই পরিমাণ। তোমার সাগর-মহাসাগরে যত জলবিন্দু, আমার শোকর সেই পরিমাণ। গাছে-গাছে, ডালে-ডালে যত ফুল ও ফল, যত সবুজ পাতা, আমার শোকর সেই পরিমাণ। অক্ষম বান্দার এ সামান্য শোকরানা ও নাযরানা তুমি কবুল করো হে আল্লাহ!

তোমার নতুন নতুন দানে, তোমার অশেষ দয়া ও করুণার কারণে হে আল্লাহ! আমার হৃদয়-বৃক্ষে আশা ও প্রত্যাশার নতুন নতুন কলি ফুটছে; এত অক্ষমতার পরও অন্তরের গভীরে এ আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হচ্ছে, 'তুমি আরো দেবে এবং আমি আরো পাবো।' নিতে নিতে আমি হয়ত ক্লান্ত হবো, কিন্তু হে মহান দাতা! দানে তোমার কখনো ক্লান্তি হবে না, ভাণ্ডারে তোমার কখনো কমতি হবে না। তাই আমি আরো চাই। তোমার দানের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে দু'হাত ভরে আরো চাই। আমাকে দাও এবং যারা তোমার দুয়ারে হাত পেতে মিনতি জানায়, তাদেরও দাও, যত চায় তত দাও। আমীন, ইয়া জাওয়াদু! ইয়া কারীম!

আমি জানি আমার ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতা এবং আমার অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা, তবু মাদানী নেছাব সম্পর্কে আমার বুকে রয়েছে অনেক আশা ও প্রত্যাশা এবং কল্পনা ও পরিকল্পনা। আশ্চর্য! কেন আমরা আশা করি, কেন স্বপ্ন দেখি, অথচ জীবনের দৈর্ঘ্য এবং ভবিষ্যতের আয়তন আমাদের অজানা! আমাদের তো স্বপ্ন দেখারও যোগ্যতা নেই; যাদের স্বপ্ন দেখার এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের যোগ্যতা ছিলো তাদেরও তো ডাক আসামাত্র চলে যেতে হয়েছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে, সবকিছু 'আধুরা' রেখে। কারণ 'তিনি' বড় বে-নেয়ায, তাঁর দুয়ারে আমরাই 'বা-নেয়ায'।

তাই যখনই সুযোগ হয়, বুকে জমা না রেখে কিছু কথা কাগজের পাতায় আমি লিখে রাখি। আমাদের পরে যাদের স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা হবে তারা যেন আরো সুন্দর স্বপ্ন দেখতে পারে এবং স্বপ্নের বাস্তবায়নে আরো বহুদূর যেতে পারে।

আমার কথা নয়, আমাদের আগে যারা রাহবার ছিলেন এবং আমাদের দুর্বল কাঁধে দায়িত্ব রেখে যারা বিদায় নিয়েছেন তাঁদের কথা, তারা বলেছেন, স্পষ্ট

ভাষায়–

'কোরআন ও সুন্নাহ হলো নিছাবে তা'লীমের মাকছূদ, আর সবকিছু হলো পথ ও পন্থা। মাকছুদে যেমন কোন পরিবর্তন হতে পারে না, তেমনি পথ ও পন্থা সবসময় এক হতে পারে না, তদ্রূপ লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ কখনো অধিক গুরুত্ব পেতে পারে না।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের নেছাবে তা'লীমে এখন সেটাই হচ্ছে। পথ পেয়ে গেছে মানযিলের মর্যাদা, আর উপলক্ষ হয়ে উঠেছে লক্ষ্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ) এবং শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী (রহ) থেকে শুরু করে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ), এমনকি আমাদের হযরত ছদর ছাহেব (রহ) পর্যন্ত সকলেই এ সম্পর্কে আফসোস করেছেন এবং 'নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ' থেকে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন এবং পরবর্তীদেরকে প্রয়োজনীয় সংস্কারের 'যথাযথ' প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার তাকীদ করেছেন, কিন্তু হাকীমুল উম্মতের ভাষায়–

'আফসোস! কেউ আমার কথা শোনে না, শুনতে চায় না, তাই এখন আর বলতে ইচ্ছা করে না।'

কত ব্যথা, কত মর্মজ্বালা এখানে, এই শব্দ ক'টিতে! যখনই পড়ি এবং ভাবি আমি অবাক হই এবং ব্যথিত হই। সামান্য হলেও এ মর্মজ্বালা আমাদেরও হৃদয়কে স্পর্শ করে। অযোগ্য হলেও সন্তান তো আমরা তাদের।

তাই আমাদের প্রতিজ্ঞা, মহান পূর্ববর্তীদের আফসোস আমরা দূর করবো, তাঁদের কথা আমরা শোনবো এবং তাঁদের চিন্তার বাস্তবায়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবো। মাদরাসাতুল মাদীনাহ এবং মাদানী নেছাবের যাবতীয় মেহনত এ মহান উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

তারজামাতুল কোরআন কাওমী নেছাবে তা'লীমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ সম্পর্কে আমাদের আকাবির যা কিছু চিন্তা করেছেন তারই বাস্তবায়নের চেষ্টা আমরা করছি الطريق إلى القرآن الكريم প্রণয়নের মাধ্যমে। কারণ এপথেই শুধু একজন তালিবে ইলমকে সল্পতম সময়ে কালামুল্লাহর অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের মোবারক সফরে রওয়ানা করে দেয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় খণ্ডের রূপরেখা মৌলিকভাবে প্রথম খণ্ডেরই অনুরূপ, তবে প্রথম খণ্ডের উপস্থাপন ছিলো বিশদ ও সহজ। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্যতার ক্রমোন্নতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দ্বিতীয় খণ্ডের উপস্থাপন সংক্ষেপিত ও অধিকতর অনুশীলন-নির্ভর করা হয়েছে। তাছাড়া প্রথম খণ্ডের শেষ দিকে যেমন দ্বিতীয় খণ্ডের রূপকাঠামোর কিঞ্চিত নমুনা পেশ করা হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় খণ্ডেরও স্থানে স্থানে, বিশেষত শেষ দিকে পরবর্তী খণ্ডের সম্ভাব্য রূপকাঠামোর নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু কিছু বাক্যবিশ্লেষণ আরবীতে দেয়া হয়েছে এবং কোথাও কোথাও তরজমা পর্যালোচনা যোগ করা হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডে এ

ধারাই অনুসরণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের জন্য আনন্দের এবং শোকরের বিষয় যে, প্রথম খণ্ডের আত্মপ্রকাশের পর কাওমী মাদারেসের চিন্তাশীল মহল উদারচিত্তে এ নতুন প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমাদেরও ধারণা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামের একটি উপকারী ও সময়োপযোগী খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করেছেন। আল্লাহ যদি কবুল করেন, কাজটি যদি সুসমাপ্ত হয় তাহলে এর ফায়দা ইনশাআল্লাহ আম ও তাম হবে।[১]

তরজমার পর আসে তাফসীরুল কোরআনের বিষয়। এ সম্পর্কেও আকাবিরীনে উম্মত বলেছেন, 'আমাদের নেছাবে অসম্পূর্ণতা রয়েছে।'

জালালাইন অবশ্যই একটি মর্যাদাপূর্ণ তাফসীরগ্রন্থ, কিন্তু শুধু জালালাইন (ও বায়যীর সামান্য অংশ) সমগ্র তাফসীরুল কোরআনের প্রতিনিধিত্ব করে না। তাছাড়া গবেষণাগ্রন্থ ও পাঠ্যগ্রন্থ– এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। জালালাইন ও অন্যান্য তাফসীরী কিতাব মূলত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ, পাঠ্যগ্রন্থ নয়।

আমার ছাত্রজীবন ও শিক্ষকজীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, তাফসীরুল কোরআনের মাহসমুদ্রে অবগাহনের জন্য 'মাদখাল' বা 'প্রবেশদ্বার' হিসাবে একটি নেছাবী কিতাব প্রণয়নের অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে। তবে সত্য এই যে, এক্ষেত্রে নতুন কিছু করার ইলমী ও আমলী যোগ্যতা আমাদের নেই। অর্থাৎ একদিকে রয়েছে কাজের আবশ্যকতা, অন্যদিকে রয়েছে আমাদের অক্ষমতা। কিন্তু সময়ের প্রয়োজন তো থেমে থাকতে পারে না! তাই আমাদের কর্তব্য হবে মহান পূর্ববর্তীগণের সমগ্র তাফসীর ভাণ্ডারকে সামনে রেখে তাঁদের 'ইলমিয়াত ও রূহানিয়াত'-এর ছায়ায় থেকে এ গুরুদায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা। মুসলিম জাহানের স্বনামধন্য কয়েকজন আলিম ইতিমধ্যে অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কিছু কাজ করেছেন। এখন আমাদের নিয়ত হলো এগুলোকে সামনে রেখে দরসে নিযামী ও মাদানী নেছাবের উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসীরী নিছাব তৈরীর কাজে অগ্রসর হওয়া।

الطريق إلي القرآن الكريم প্রথম খণ্ড যখন আত্মপ্রকাশ করে এবং তার প্রথম নোসখাটি আমি আমার পরমপ্রিয় মুরুব্বী হযরতুল উসতায পাহাড়পুরী হুজুরের হাতে তুলে দেই তখনই তিনি বলেছিলেন, الطريق إلي الحديث এর উপরও আপনাকে কাজ করতে হবে। আমি দু'আ করি, আল্লাহ যেন আপনাকে তাওফীক দান করেন।'

---

১. প্রথম খণ্ডে যে সকল কিতাব থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডে সেগুলো ছাড়াও إعراب القرآن و بيانه এবং إعراب القرآن এ দু'টি কিতাব থেকেও সাহায্য নেয়া হয়েছে।

আমি তখন নিয়ত করেছি, ইনশাআল্লাহ কালামুল্লাহর পর কালামুর-রাসূলের খেদমতেও আমি আমার কলমের ও কলবের সবকিছু কোরবান করবো। যেহেতু আমার নিয়তের উৎস হচ্ছে রাব্বে যুলজালালের লুতফ ও করম, সুতরাং এটা অসম্ভব কোন নিয়ত নয়। তাছাড়া এ সুসংবাদ তো রয়েছেই–

نية المؤمن خير من عمله

আমাদের শুধু প্রার্থনা, আল্লাহ যেন তাওফীক দান করেন এবং কবুল করেন, আমীন। আল্লাহর ইচ্ছায় কী না হয়! কুদরতের ইশারায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। সৃষ্টিজগতে 'কুন-ফায়াকূন'-এর কারিশমা তো চলছে সবসময়!

এখন আমি নেছাবে তা'লীম সম্পর্কে সামগ্রিক কিছু কথা বলতে চাই। আমার আসাতেযা ও মুরুব্বীগণের নেগরানিতে নেছাবে তা'লীম সম্পর্কে আকাবিরীনে উম্মতের 'আফকার' ও চিন্তা আমি যতটুকু অধ্যয়ন ও অনুধাবন করতে পেরেছি – ভুল থেকে আল্লাহ হেফাযত করুন– তা এই যে, আমাদের নেছাবে তা'লীমের মূল উদ্দেশ্য হলো–

(ক) কোরআন ও সুন্নাহর উপর পূর্ণ ইলমী মাহারাত ও আমলী তারবিয়াত হাছিল করা

(খ) ইলম ও আমল উভয় ক্ষেত্রে আমাদের সিলসিলা 'মুআল্লিমে আউয়াল' ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অটুট রাখা।

(গ) কোরআন ও সুন্নাহর তাফাক্কুহ অর্জনের জন্য যে সকল ইলম অপরিহার্য তাতে পূর্ণ 'উমুক' ও গভীরতা অর্জন করা।

(ঘ) প্রত্যেক ইলম ও ফনের তাদরীসের ক্ষেত্রে ছালাফে ছালেহীনের কিতাব নির্বাচন করা এবং প্রয়োজনে ছালাফের তরীকায় সময়-উপযোগী নিছাবী কিতাব প্রণয়ন করা।

(ঙ) যুগের বৈধ চাহিদা পূরণ এবং অবৈধ চাহিদা দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের নিশ্চয়তা বিধান করা।

বস্তুত নেছাবে তা'লীমের ক্রমবিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাস দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, সর্বযুগে আকাবিরীনে উম্মত 'যুগচাহিদা'র বিষয়কে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। যুগচাহিদার কারণেই মানতিক-ফালসাফা এবং ফারসীভাষা নেছাবে তা'লীমে দাখিল হয়েছিলো।

যুগের কিছু চাহিদা থাকে বৈধ ও উপকারী, আর কিছু চাহিদা থাকে অবৈধ ও ক্ষতিকর। যে নেছাবে তা'লীম তার শিক্ষার্থীদের মাঝে যুগের বৈধ চাহিদাগুলো পূরণ করার এবং অবৈধ চাহিদাগুলো দমন করার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারে না সে নেছাবে তা'লীম যুগোপযোগী নয়, অন্যান্য নেযামে তা'লীমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ঐ নেছাব টিকে থাকতে পারে না, বরং ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে এক সময় সে বেঁচে থাকার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। এ তিক্ত সত্য আমাদের অবশ্যই

মনে রাখতে হবে এবং সুচিন্তিতভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠত্ব এবং আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষতা ছাড়া এ যুগে একজন আলিমে দ্বীনের পক্ষে নবীর নেয়াবাত এবং দ্বীনী দাওয়াতের মহান দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গরূপে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর দ্বীনীভাষা আরবী, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীকে আমাদের নেছাবে তা'লীমে 'শ্রেণীমত' গুরুত্ব অবশ্যই দিতে হবে। ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূগোল ও সাধারণ বিজ্ঞানকেও একটি স্তর পর্যন্ত নেছাবভুক্ত করতে হবে, যাতে যুগের আলিম যুগের সাথে অপরিচিত না হয়ে পড়ে এবং আলিম ও তার জাতির মাঝে 'দোভাষীর' প্রয়োজন না হয়ে পড়ে।

তবে মনে রাখতে হবে, দ্বীনী বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি এসকল ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক আমাদেরকেই তৈরী করে নিতে হবে। অন্যদের বই আমাদের নেছাবে পড়ানো আত্মসম্মানের যেমন উপযোগী নয়, তেমনি ঈমান, আকীদা ও আখলাকের জন্যও মঙ্গলজনক নয়। এজন্য আমাদেরকে আগে শিখতে হবে, তারপর লিখতে হবে আমাদের নিজস্ব চিন্তা, দর্শন ও দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন মানতিক-ফালসাফাসহ সে যুগের আধুনিক বিষয়গুলো আমাদের আকাবির আগে শিখেছেন, তারপর লিখেছেন এবং পাঠ্য করেছেন। সন্দেহ নেই, এ জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময় ও ধৈর্যের এবং কঠিন মেহনত ও মোজাহাদার। কিন্তু নেছাবে তা'লীম তো হালকা কোন বিষয় নয়; এরই উপর নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যত। এটা কীভাবে হতে পারে যে, দু'এক মজলিসে কিছু বই বাছাই করলে, কিংবা জোড়াতালি দিয়ে 'রচনা' করলেই নেছাব প্রণয়নের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে! এটাকে চিন্তার বান্ধ্যাত্ব বলতে যদি কষ্ট হয় তাহলে চিন্তার তরলতা তো বলতেই হবে।

আমি তো মনে করি, কাওমী মাদারেসের তা'লীম ও নেছাবে তা'লীম আমাদের সামনে আজ ইলমী জিহাদের এক নতুন ময়দান খুলে দিয়েছে। এ ময়দানে এখন প্রয়োজন এমন একদল 'জানবায' মুজাহিদীনের যারা শুধু যুগের উপযোগী নয়, বরং যুগের নিয়ন্ত্রণকারী নেছাবে তালীম প্রণয়নের মহাকর্মযজ্ঞে নিজেদের উৎসর্গ করবে এবং সেই নেছাবের উপর তালিবানে ইলমকে গড়ে তোলার মেহনতে নিজেদের কোরবান করবে। এছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই।

কলবের ইযতিরাব এবং হৃদয়ের অস্থিরতার কারণে এখানে আরেকটি কথা বলতে চাই, কাওমী নেছাবের সরকারী স্বীকৃতির যে আওয়ায চারদিকে আজ উঠেছে, সবার সদিচ্ছার প্রতি আস্থা থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, এটা আত্মঘাতী চিন্তা।

অধিকার ও স্বীকৃতি আবদার করে নয়, হযরত আলী নাদাবীর ভাষায়,

যোগ্যতার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়, আর স্বীকার করতেই হবে, যুগের বিচারে আমাদের নেছাবে তা'লীমে এখন যোগ্যতার বড় অভাব, আর যোগ্যতার অভাব থেকেই স্বীকৃতির প্রয়োজন অনুভব করা হয় । সুতরাং আমাদের সময় ও চিন্তা এবং শ্রম ও মেধা এখন স্বীকৃতি অর্জনের পরিবর্তে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রেই নিয়োজিত হওয়া উচিত। আমাদের নেছাবে তালীম এমন হতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী হয়ে যুগের মোকাবেলা করতে পারে এবং জীবনসংগ্রামে সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে।

দ্বিতীয় কথা, যে উদ্দেশ্যে আমরা সরকারী স্বীকৃতি লাভ করতে চাই, আমার আশংকা এই যে, তা তো অর্জিত হবেই না, বরং যুগ যুগ ধরে সরকার এবং বহিঃশক্তি যা চেয়ে আসছে, তখন সেটাই ঘটবে। অর্থাৎ আমাদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণের বজ্রআটুনি চেপে বসবে। তখন অনুতাপের অশ্রু ঝরানো ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না।

কাওমী মাদারেসের মহলে 'স্বীকৃতি-চিন্তার' স্রোত এখন প্রবল। আর আমি জানি, স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে তীরের নাগাল পাওয়া যায় না, তবু নিজের কাছে সান্ত্বনা এবং আগামী প্রজন্মের কাছে কৈফিয়ত থাকবে যে, আমি আমার কথা বলেছিলাম, অন্তত বলতে চেষ্টা করেছিলাম।

আরেকটি কথা, ইংরেজীভাষা আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে এবং কিছুসংখ্যক তালিবে ইলমকে এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বও অর্জন করতে হবে, তবে আমাদের উদ্দেশ্য যেন হয় শুধু দ্বীনের দাওয়াত ও খেদমত, অন্য কিছু নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে হযরত আলী নাদাবীর সেই অবিস্মরণীয় মন্তব্য–

'ইংরেজী আমিও জানি এবং দ্বীনী কাজে তা ব্যবহারও করি, কিন্তু আমি কখনো ভুলতে পারি না যে, এটা সেই জাতির ভাষা যাদের হাত মুসলিম উম্মাহর রক্তে রঞ্জিত।'

মোটকথা, দুশমনের অস্ত্র দুশমনের মোকাবেলায় ব্যবহার করার জন্য আমরা তা আয়ত্ত করবো, তবে তার 'শর' থেকে সতর্কও থাকবো। যেমন আমাদের পূর্ববর্তীগণ মানতিকের মোকাবেলায় মানতিক ব্যবহার করেছেন, তবে এর 'মাফাসিদ' থেকেও সতর্ক ছিলেন।

মাকছাদ ও জাযবা যদি এ-ই না হয় তাহলে বলতে হবে, কাওমী মাদারেসে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হবে এমন এক ফিতনা যা এর ভিত্তিমূলেই আঘাত হানতে পারে। শুধু এ আশংকার কারণেই প্রয়োজনের সুতীব্র অনুভূতি সত্ত্বেও মাদরাসাতুল মাদীনায় ইংরেজীভাষাকে 'প্রবেশ-অনুমতি' দিতে এখনো সাহস করছি না, বরং ফায়দার লোভ না করে নোকছানের আশংকা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম মনে করছি। সামনের কথা আল্লাহ জানেন।

নেছাবে তা'লীমের প্রতিটি বিষয় বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনা দাবী করে, যা এখন এখানে সম্ভব নয়। 'মাদানী নেছাব কী ও কেন' নামে একটি স্বতন্ত্র

কিতাবে তা পেশ করার ইচ্ছা রয়েছ, হৃদয়ের সকল ইচ্ছা যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি যদি তাওফীক দান করেন।

الطريق إلى القرآن الكريم দ্বিতীয় খণ্ড ছাপাখানায় যথারীতি ছাপা হওয়ার পর হঠাৎ যেন 'আসমান থেকে ইশারা' হলো যে, আমার পরম প্রিয় উস্তায, আরবী আদবের কঠিন সফরে আমার রাহনুমা হযরত সুলতান যাওক ছাহেবের মোবারক কলম থেকে কিছু দু'আ-বাক্য হাছিল করা আমার জন্য কল্যাণকর হবে, প্রথম খণ্ডে যেমন হযরাতুল উস্তায পাহাড়পুরী হুজুরের দু'আ-বাক্য রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আমি এই ভুমিকাটি লেখার মাঝপথে চিটাগাং সফর করলাম এবং দারুল মাআরিফে হযরতের খেদমতে হাজির হলাম, আর তিনি খুশি ও মুহব্বতের সাথে এমন كلمات دعائية দিয়েছেন যাকে আমি মনে করি, আল্লাহর দরবারে আমার নাজাতের ওছীলাহ। আল্লাহ হযরতকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, দুদিন পর বিদায়ের সময় সবাইকে সরিয়ে একান্তে যখন তিনি আমাকে তার 'রুমাল' দান করলেন তখন তিনি তাঁর সেই আশ্চর্য করুণ আওয়াজে –যার সঙ্গে আমি প্রায় ত্রিশ বছর ধরে পরিচিত– বললেন, তোমার 'আসমানী ইশারা'র অর্থ কী? আমার মৃত্যু সম্পর্কে কিছু দেখেছো?

আমি তো স্তব্ধ! শুধু বললাম, হযরত! এমন কিছু নয়, আমি তো বরং আশা করি, দ্বীনের খিদমতের জন্য আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আরো দীর্ঘ জীবন দান করবেন। (ইনশাআল্লাহ)

তিনি বললেন, অবশ্য যখন মাওলার ডাক আসবে তখনই লাব্বাইক বলার জন্য আমি রাযি আছি।

সুবহানাল্লাহ! আমাদেরও যেন আল্লাহ এমন তাওফীক দান করেন।

পরিশেষে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি আমার আসাতেযায়ে কেরামকে, আমার তালেবানে ইলমকে, আমার আহবাবকে এবং তাদেরকে যাদের সঙ্গে আমার চোখের দেখা নেই, কিন্তু হৃদয়ের দেখা রয়েছে, যারা দ্বীনের বন্ধনে আমাকে মুহব্বত করেন এবং আমার ইলমী, আমলী ও রূহানী তারাক্কীর জন্য দু'আ করেন।

আল্লাহ সকলকে আমার পক্ষ হতে এমন উত্তম বিনিময় দান করুন, যার পর কোন বান্দা আর 'অখুশী' থাকতে পারে না, আমীন।

আবু তাহের মেছবাহ
৬ / ৬ / ১৪২৬ হিঃ

الإهداء

إلى من أحببته من بعيد، و عشت أفكاره من قريب، فكنت بعيدا عنه قالبا، قريبا منه قلبا

إلى من سعيت أن أتبع خطاه في طريق الحياة، بل في طريقي إلى الممات، ليكون محياي و مماتي لله رب العالمين

إلى من تمنيت أن يكون قلمي كقلمه، تنبع منه حروف النور و كلمات الخبر، و أن يكون قلبي كقلبه تفيض منه بركات الحب، و تفوح روائح الخلوص

إلى من علمني كيف أتفكر و كيف استفيد، كيف اتزود و كيف اسير، .كيف اتسلح و كيف أجاهد ضد طغاة العلم و طواغيت القلم

إلى فقيد الامة الإسلامية السيد أبي الحسن على الحسني الندوي اتشرف بإهداء هذا الكتاب

رحمه الله تعالى رحمة واسعة و اسكنه فسيح جنانه

المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى في القرآن عن القرآن :

و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

নিঃসন্দেহে কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, সুতরাং আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী।

(١) فَانطلقا حَتّٰى اذا اَتيا اهلَ قريةٍ استَطعَما اهلَها فَاَبَوْا ان يُضَيِّفوهما فَوجدا فيها جدارًا يُريد ان ينقَضَّ فَاقامَه، قال لو شِئت لَتَّخذْتَ عليه اجرًا * قال هذا فِراقُ بَينى وَ بَينِك، سَأُنَبِّئُك بتأويلِ مالم تستطِعْ عليه صبرا *

শব্দবিশ্লেষণ

حتى — এটি হরফুল জর নয়, বরং স্বতন্ত্র অব্যয়। এটি বাক্যের শুরুতে আসে, তারকীবে এর কোন অবস্থান নেই। একে حتى الابتدائِيَّةُ বলে। বাংলায় এর তরজমা হলো 'এমনকি'

ضَيَّفَ (و أَضافَ) মেহমানরূপে গ্রহণ করলো। মেহমানদারি করলো।

اِنْقِضاضٌ — ভেঙ্গে যাওয়া, ঝাঁপিয়ে পড়া (দ্বিতীয়টি على অব্যয়যোগে)
মূলত اِنْقَضَّ - يَنْقَضُّ — انقَضَضَ - ينقَضِضُ

أقام بمكان কোন স্থানে অবস্থান করলো, বসবাস করলো।

أقام المسافرُ মুসাফির মুকীম হলো।

أقامه (من مكانِه) তাকে (তার স্থান থেকে) দাঁড় করালো।

أقام مدرسةً মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করলো।

أقام الجدارَ দেয়াল সোজা করলো, মেরামত করলো।

فِراق — (বিচ্ছেদ) فِراقًا ও مُفارَقَةً ত্যাগ করা, ত্যাগ করে চলে যাওয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

أن ... — এ অংশটি أن অব্যয়যোগে মাছদার হয়ে أبوا এর مفعول به

يريد أن ينقض — এ বাক্যটির তারকীব বলো এবং পুরো বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

إذا — পরবর্তী বাক্যটি এর مضاف إليه আর সে নিজে استطعما এর ظرف

هذا — মুবতাদা, فراق মুযাফ, পরবর্তী معطوف ও معطوف عليه মিলে مضاف إليه আর পুরো অংশটি খবর।

ما	পরবর্তী বাক্যটি এর ছিলাহ – যামীরে মাজরূর হচ্ছে عائد
عليه	এটি صبرا মাছদারের সাথে অগ্রবর্তী متعلق
	ছিলা-মাওছূল মিলে শব্দগতভাবে تأويلُ এর مضاف إليه আর অর্থগত দিক থেকে উক্ত মাছদারের مفعول به
	ما এর স্থানীয় অর্থ হলো أَمْرٌ (বিষয়) বা تَصَرُّفٌ (আচরণ)।

তরজমা ঃ তখন তারা দু'জন (আবার) যাত্রা করলেন, এমনকি যখন তারা একটি জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছলেন তখন তারা তাদের কাছে খাবার চাইলেন, কিন্তু তারা তাদেরকে মেহমান-রূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো।

আর তারা সেখানে একটি দেয়াল দেখতে পেলেন, যা পড়ে যায় যায়। তখন তিনি (হযরত খিযর) তা মেরামত করে দিলেন। (তখন) তিনি (মূসা) বললেন, আপনি যদি চাইতেন তাহলে এই কাজের (উপর) পারিশ্রমিক অবশ্যই গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি বললেন, এটাই হলো আমার মাঝে এবং তোমার মাঝে বিচ্ছেদ, (তবে) যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারোনি তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবশ্যই আমি তোমাকে অবহিত করব

দ্রষ্টব্য ঃ নৌকা ফুটো করার হিকমত হযরত খিযর (আঃ) এভাবে বয়ান করলেন–

(٢) اَمَّا السفينةُ فكانت لِمَسٰكينَ يعملون في البحرِ فاردتُّ ان اَعِيبَها و كان و راءَهم مَلِك ياخذُ كلَّ سفينةٍ غَصْبًا *

শব্দবিশ্লেষণ

أردتُّ أن أَعِيبَ (দোষযুক্ত করার ইচ্ছা করলাম)

عاب - يَعِيب - عَيْبًا (ض) দোষযুক্ত হওয়া। দোষযুক্ত করা।

(متعد ও لازم) عاب شيءٌ - عاب شيأً

عاب فلانًا অমুকের দোষ বর্ণনা করলো।

ما عابَ رسولُ الله صلى اللّٰهُ عليه وسلم طعامًا قَطُّ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন খাবারের দোষ বলেন নি।

غَصْبًا (ض) ছিনিয়ে নেয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

أَمَّا এর তারকীব পরে বুঝতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

السفينةُ এটি মুবতাদা, পরবর্তী বাক্যটি তার খবর।

كَانَتْ এর মাঝে সুপ্ত هي যমীরটি তার ইসম مَمْلُوكَةٌ لِمَسَاكِيْنَ এটি (মালিকানাভুক্ত) এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা خبر এর كانت

يَعملون في البحرِ এই বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

وراءهم এটি উহ্য موجودًا এর متعلق এবং তা كان এর অগ্রবর্তী খবর, আর مَلِكٌ হচ্ছে তার পশ্চাদ্‌বর্তী ইসম।

سفينةً এর পরে صَالِحَةٌ (নিখুঁত) এই ছিফাতটি উহ্য রয়েছে।

غَصْبًا অর্থাৎ غاصِبًا কিংবা يَغْصِبُها غَصْبًا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) তরজমায় কোন তারকীব অনুসৃত হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ আর নৌকাটি, তা ছিলো কয়েকজন দরিদ্র লোকের, যারা সমুদ্রে 'কাজ' করতো। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করার ইচ্ছা করলাম। কেননা তাদের পিছনে ছিলো এক (জালিম) বাদশাহ, যে বলপূর্বক প্রতিটি (ত্রুটিমুক্ত) নৌকা নিয়ে নিতো।

দ্রষ্টব্য ঃ বালক-হত্যার হিকমত তিনি এভাবে বয়ান করলেন-

(٣) أمَّا الغُلٰمُ فكانَ أبَواه مؤمنيْنِ فَخشينا أن يُرهِقَهما طُغْيٰنًا و كفرًا * فَأردنا أن يُبْدِلَهما ربُّهما خيرًا منه زَكٰوةً و اقربَ رُحْمًا *

শব্দবিশ্লেষণ

إرهاقا শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করা। ভারাক্রান্ত করা।

طُغيانا (ف) সীমালঙ্ঘন/স্বেচ্ছাচার করা। সীমাহীন নাফরমানি করা।
الطغيان স্বেচ্ছাচার (দেখো, ১২/১৬ এবং ১৬/২২)
إبدالا বদল করা, পরিবর্তন করা (অন্য অর্থ) পরিবর্তে দান করা (এখানে এটিই উদ্দেশ্য) زَكٰوة পবিত্রতা। সততা।

رحم (করুণা, সদয়তা) (س) رَحْمَةً، رُحْمًا، مَرْحَمَةً দয়া/করুণা করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

الغلام মুবতাদা, আর كان أبواه مؤمنين পুরো বাক্যটি তার খবর।

يرهق এর অর্থে طاغيا و كافرا এই মাছদার দু'টি طغيانا و كفرا

فاعل থেকে হাল, কিংবা মাছদাররূপে পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول

له শাব্দিক অর্থ যথাক্রমে–

(ক) আমি আশংকা করেছি যে, সে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে ফেলবে, স্বেচ্ছাচারী ও কাফির অবস্থায়।

(খ) স্বেচ্ছাচার ও কুফুরের কারণে সে তাদেরকে ....

তুমি خشينا এর مفعول به নির্ধারণ করো।

خيرا এটি يبدل এর দ্বিতীয় مفعول به আর منه হচ্ছে خيرا এর সাথে متعلق আর زكوة হচ্ছে خيرا এর تمييز

أقرب (অধিকতর নিকটবর্তী) এর متعلق উহ্য রয়েছে, সেটি কী এবং তার উহ্যতার কারণ কী, বলো।

رحما এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ আর বালকটি, তার মা-বাবা ছিলো মুমিন, আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্য ও কাফির হয়ে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে ফেলবে। তাই আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে (ঐ সন্তানের) পরিবর্তে দান করবেন পবিত্রতার দিক থেকে তার চেয়ে উত্তম এবং দয়া-মায়ার দিক থেকে (তার চেয়ে) নিকটবর্তী (ঘনিষ্ঠ) একটি সন্তান।

(٤) وَ اما الجدارُ فكان لِغلمين يَتيمين في المدينَةِ و كانَ تحتَه كنزٌ لهما وَ كان اَبوهما صٰلحا فاراد ربُّك ان يَبْلُغا اَشُدَّهما وَ يَسْتخرِجا كنزَهما رَحْمَةً من ربك، و ما فعلتُه عن امري، ذلك تاويلُ ما لم تَسْطِع عليه صبرًا

শব্দবিশ্লেষণ

أَشُدٌّ পূর্ণতা, প্রাপ্তবয়স্কতা। শক্তিসমর্থতা بَلَغَ أَشُدَّهُ (সে তার শক্তসমর্থতার অবস্থায় উপনীত হলো, অর্থাৎ) শক্তসমর্থ হলো, জোয়ান হলো بلغ الغلام বালক প্রাপ্তবয়স্ক হলো।

استخراجا বের করা, বের করে আনা। আহরণ করা।

لم تسطع আসলে ছিলো لم تستطع

বাক্যবিশ্লেষণ

لغلامين এটি উহ্য مملوكًا এর সঙ্গে متعلق এবং তা كان এর খবর
سَاكِنَيْنِ في ... অর্থাৎ في المدينة (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

كان تحته كنز لهما বাক্যটির তারকীবগত মূলরূপ তুলে দেয়া হচ্ছে, তুমি তার তারকীব করো– كانَ كنزٌ مَملوكٌ لهما موجودًا تحته

أشدهما এটি يبلغا এর مفعول به

رحمةً (نازلةً) من ربِّك এটি أراد এর مفعول له (তোমার প্রতিপালক তা ইচ্ছা করেছেন তাঁর পক্ষ হতে অবতীর্ণ করুণার কারণে।)

(صادرًا) عن امري এটি ه যামীর থেকে حال (আমি তা করিনি এমন অবস্থায় যে, তা আমার বিষয় থেকে প্রকাশপ্রাপ্ত [ঘটিত] মতলব– আমি নিজের ইচ্ছা থেকে তা করি নি।)

صُدورا (ن) প্রকাশ পাওয়া, ঘটা।

ذلك ..... صبرا এই পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর দেয়ালটি, তা ছিলো শহরে বাসকারী দুই এতীম বালকের, আর দেয়ালের নীচে ছিলো তাদের গুপ্তধন। আর তাদের পিতা ছিলেন সৎ। তাই তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে উপনীত হবে এবং তাদের গুপ্তধন বের করে নেবে। (এ ইচ্ছা তিনি করেছেন) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ করুণার কারণে। আমি তা আমার ইচ্ছা থেকে করি নি। সেটাই হলো ঐ কর্মের ব্যাখ্যা, যার উপর তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারো নি।

(٦) وَ عَرَضْنا جَهَنَّم يومَئِذٍ للكفرين عَرْضًا * الذين كانت أعينُهم في غِطاءٍ عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سَمْعًا *

শব্দবিশ্লেষণ

عرضنا (পেশ করবো, মোযারে অর্থে) দেখো, ১২/২
عَرَضَ এর উপযুক্ত অব্যয় হচ্ছে على তবে এখানে তা قَرَّبْنَا (নিকটবর্তী করলাম) এর সমার্থকরূপে لِ অব্যয়যোগে ব্যবহৃত হয়েছে। (এ সম্পর্কে সামনে জরুরী আলোচনা আসছে)

(١٤) فَلَمَّا اعْتَزَلَهم و ما يعبدون من دُونِ اللّٰه وَ هبنا له إِسحٰقَ و يَعقوبَ، وَ كُلًّا جعلنا نَبِيا * وَ وَهبنا لهم مِن رَّحمَتِنا و جعلنا لهم لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا *

শব্দবিশ্লেষণ

و هبنا (আমরা দান করলাম) দেখো, ৩/১৬

لسان জিহ্বা, বহু أَلْسِنَةٌ ভাষা, বহু أَلْسُنٌ

لسانَ صدقٍ উত্তম প্রশংসা। عَلِيًّا সুউচ্চ।

বাক্যবিশ্লেষণ

لما ... পুরো বাক্যটির মূলরূপ বলো (এ সম্পর্কে দেখো, ৭/৩২)

و ما يعبدونَ من دونِ اللّٰهِ এর তারকীব বলো

كُلًّا এটি جعلنا এর প্রথম مفعول به আর نبيا হচ্ছে দ্বিতীয় مفعول به

مِن رحمتنا তরজমা দেখে অব্যয়টি ব্যাখ্যা করো।

لسانَ صدقٍ এটি جعلنا এর মাফঊল, عليا হচ্ছে لسانَ এর ছিফাত

তরজমা ঃ আর তিনি যখন পরিত্যাগ করলেন তাদেরকে এবং ঐ উপাস্য-দেরকে যাদের তারা উপাসনা করতো আল্লাহর পরিবর্তে তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। আর প্রত্যেককে আমি নবী বানালাম। আর আমি তাদেরকে দান করলাম আমার কিছু অনুগ্রহ এবং তাদের জন্য নির্ধারণ করলাম সুউচ্চ সুখ্যাতি

(١٥) وَ اذكُرْ في الكتٰبِ اسمٰعيلَ، إِنه كانَ صادِقَ الوَعْدِ و كان رَسولًا نبيًا * و كان يَأْمُر اهلَه بالصلٰوة و الزكٰوة و كان عندَ ربِّه مَرْضِيًّا * و اذكر في الكتٰب ادريسَ، إِنه كان صِدِّيقا نبيا * وَ رَفَعْنٰه مكانًا عَلِيًّا *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

مرضى পছন্দনীয়, সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত رَضِي এর اسم المفعول দেখো, ৬/৭

في الكتب এর তারকীব দেখো, এই পারার ১৩ নং আয়াতে।

صادق الوعد নমুনা দেখো, ৪/১৬ এবং সে আলোকে এর ব্যাখ্যা করো
عنـد ربـه مرضـيا অর্থাৎ مرضيا عند ربه (ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ আর আপনি ইসমাঈলের ঘটনা বর্ণনা করুন, যা (পূর্ববর্তী) কিতাবে উল্লেখিত রয়েছে। নিঃসন্দেহে তার ওয়াদা ছিলো সত্য। (তিনি ওয়াদা পালনে ছিলেন সত্যনিষ্ঠ) আর তিনি ছিলেন রাসূল, নবী। আর তিনি তার পরিবারকে নামাযের ও যাকাতের আদেশ করতেন। আর তিনি তার প্রতিপালকের কাছে ছিলেন পছন্দনীয়। আর আপনি ইদরীসের ঘটনা বর্ণনা করুন, যা (পূর্ববর্তী) কিতাবে এসেছে। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, নবী। আর তাঁকে আমি উচ্চস্থানে উন্নীত করেছিলাম।

(١٦) وَ يقول الانسـٰـنُ اَ اِذا مَامِتُّ لسوفَ اُخْرَجُ حَيًّا * اَوَلا يـذكُر الاِنْـسٰنُ اَنَّـا خـلقـنٰـه من قبـلُ وَ لَمْ يَـكُ شـيـئـا * فَـوَ رَبِّـك لَنَحشُـرنَّـهم و الشـيٰـطِينَ ثم لَنُحضِرنـهم حولَ جـهنَّم جِثِيًّا *

শব্দবিশ্লেষণ

(ن) جُثُوًّا، جَثْوًا হাঁটু গেড়ে বসা, পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। এর اسم الفاعل হলো جاثٍ (ال যোগে الجاثي) বহুবচনে جِثِيٌّ হাঁটুগেড়ে বসা ব্যক্তি।

বাক্যবিশ্লেষণ

مت এটি إذا এর شرط এবং مضاف إليه আর أخرج হচ্ছে جواب الشرط আর إذا নিজে তার ظرف الزمان রূপে নছবের স্থানে এসেছে।

ما অব্যয়টি অতিরিক্ত। মূলরূপ– أَ أُخْرَجُ حيًّا حِينَ موتى

حيا এর তারকীব বলো। (এটি على وزنِ فَعْلٍ এর বহুবচন أَحْيَاءٌ)

لا يذكر এর مفعول به নির্ধারণ করো।

من قبل অর্থাৎ قبلَ هذا الموتِ (কথাটি ব্যাখ্যা করো)
এটি خلقنا এর ظرف الزمان তবে শব্দগতভাবে তা অতিরিক্ত من এর অধীনে 'জর' এর স্থানে রয়েছে।

و لم يك شيئا এটি حال হয়েছে خلقنا এর مفعول به থেকে (দেখো, ১৬/৯)

و ربك অর্থাৎ أُقسِمُ وَ رَبِّك (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

غِطاء — আবরণ, ঢাকনা أَغْطِيَةٌ বহুবচন (تَغْطِيَةٌ) غَطَّاه তাকে ঢেকে ফেললো, আবরণ দ্বারা আবৃত করলো, মাদ্দাহ غطو

বাক্যবিশ্লেষণ

يومئذ — এটি عَرَضْنا এর ظرف الزمان তুমি عَرْضًا এর ইরাব ব্যাখ্যা করো

الذين كانت ... — এটি هم এই উহ্য মুবতাদার খবর। এটি الكفرين এর ছিফাত নয় কেন? (বাংলায় কোন তারকীব অনুসৃত হয়েছে?)

في غطاء — অর্থাৎ ... موجودةً في (কথাটি ব্যাখ্যা করো)

عن ذكري — অর্থাৎ مانعٍ عَن ذكرى (কথাটি ব্যাখ্যা করো)

শাব্দিক অর্থ– তারাই ঐ সমস্ত লোক যাদের চক্ষু এমন আবরণে বিদ্যমান ছিলো যা আমার স্মরণ থেকে বাধাদানকারী।
তুমি শেষ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ সেদিন আমি জাহান্নামকে কাফিরদের সামনে হাজির করবো, যাদের চোখ আমার স্মরণ থেকে বাধাদানকারী আবরণের মাঝে ছিলো, আর যারা শ্রবণেও সক্ষম হতো না, (শুনতেও পেতো না)

দ্রষ্টব্য ঃ 'চোখ' – এখানে জমার আলামত যুক্ত করার প্রয়োজন নেই, কারণ 'যাদের' দ্বারাই সেটা বোঝা যায়।

(٧) أَفَحَسِبَ الذين كفروا ان يَتَّخذوا عبادي مِن دوني أَوْلِياءَ، إِنَّا أَعْتدنا جَهَنَّمَ للكفرين نُزُلا * قل هل نُنَبِّئُكم بالأَخْسَرين أَعملا * الذين ضَلَّ سعيُهم في الحَيٰوة الدُّنْيا و هم يَحْسَبون انهم يُحسنون صُنعا * اولئك الذين كفروا بِاٰيٰتِ ربِّهم و لِقائِه فَحَبِطَت اعمالُهم فلا نُقيم لهم يومَ القِيٰمَةِ وَزْنا * ذٰلك جَزاؤُهم جهنَّمُ بِما كَفَروا وَ اتخذوا اٰيٰتي و رُسُلي هُزُواً *

শব্দবিশ্লেষণ

حَسِبَ — (ধারণা করেছে) (س) حِسْبانًا ধারণা করা (ব্যবহার) حَسِبْتُ راشدًا صالحًا

نُزُل — অবস্থানক্ষেত্র, বাসস্থান। মেহমানখানা।

أَخْسَرُ — এটি اسم التفضيل অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত (দেখো, ৭/২২)

ضَلَّ سَعْيُه \ عَمَلُه তার প্রচেষ্টা/ আমল ব্যর্থ হলো, বেকার হলো (৫/৩)

حَبِطَ (নষ্ট হলো) (س) حَبَطًا নষ্ট হওয়া إِحْبَاطًا নষ্ট করা।

هُزُوًا মূলত هُزُؤًا (হামযা واو দ্বারা বদল হয়েছে) উপহাসের পাত্র
هَزِئَ به أو منه (هُزْءًا، هُزُؤًا، هُزُوءًا، س) (তিনটি মাছদারই প্রচলিত)
তাকে উপহাস করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

حسب এর فاعل ও مفعول به নির্ধারণ করো।

عبادي এটি يتخذون এর প্রথম مفعول به আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে أولياءَ

من دوني এটি معدودين এর متعلق, আর তা أولياءَ এর অগ্রবর্তী حال
ذو الحال নাকেরাহ হলে حال কে অগ্রবর্তী করা অপরিহার্য।

نزلا এটি أعتدنا এর দ্বিতীয় مفعول به

أعمالا এটি أخسرين ও তার যামীরের নিসবত থেকে تمييز

الذين ضل ছিলা-মাওছূল মিলে الأخسرين থেকে বদল (আমি কি তোমাদের অবহিত করবো আমলের দিক থেকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে, (অর্থাৎ) ঐ লোকদের সম্পর্কে যাদের ...)
কিংবা তা هم এই উহ্য মুবদাতার খবর।
তরজমায় কোন তারকীব অনুসৃত হয়েছে বলো।

في الحيوة ... এটি ضَلَّ এর সাথে কিংবা سَعْيُ মাছদারের সাথে متعلق (উভয় তারকীবমতে শাব্দিক অর্থ বলো)

وهم يحسبون এই বাক্যটি سعي এর مضاف إليه থেকে حال যা মূলত سعي মাছদারের فاعل

هم يحسنون ... এ বাক্যটি أَنَّ দ্বারা মাছদার হয়ে يحسبون এর مفعول به
(حسب এর দু'টি مفعول به থাকে, এখানে مَصدرٌ مُؤَوَّلٌ কে يحسبون এর দুই مفعول به এর স্থলবর্তী ধরা হয়েছে)

صنعا এটি يحسنون এর مفعول به

أولئك .... و لقائه বাক্যটির তারকীব করো।

وزنا এটি পূর্ববর্তী فعل এর مفعول به

ذلك এটি মুবতাদা, جَزاؤُهم তার থেকে বদল جَهَنَّمُ হচ্ছে খবর
শাব্দিক অর্থ– সেটি অর্থাৎ তাদের প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম।

بما كفروا — অর্থাৎ بِكُفْرِهم এটি جزاء এই মাছদারের সঙ্গে متعلق

و اتخذوا .... هزوا বাক্যটির তারকীব করো এবং তা কার উপর معطوف বলো

তরজমা ঃ যারা কুফুরি করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি তো কাফিরদের জন্য জাহান্নামকে 'মেহমানখানা' বানিয়ে রেখেছি। আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে কর্মের দিক থেকে চরম ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে খবর দেবো ? তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের পার্থিব জীবনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে, তারা উত্তম কর্ম করছে। ওরাই ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের আমল বরবাদ হয়েছে। তাই কেয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন ওযন (গুরুত্ব) নির্ধারণ করবো না। (কিংবা- তাদের জন্য আমলের মীযান কায়েম করবো না) তারা কুফুরি করার কারণে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে ও আমার রাসূলদেরকে উপহাসের পাত্র বানানোর কারণে তাদের প্রতিদান হলো জাহান্নাম।

দ্রষ্টব্য ঃ সাবলীলতা রক্ষার জন্য ذلك এর তরজমা করা হয়নি।

(৮) إن الذين اٰمنوا و عَمِلوا الصّٰلِحٰتِ كانت لهم جَنّٰتُ الفِرْدَوْسِ نُزُلًا * خٰلدين فيها لا يَبْغونَ عنها حِوَلًا *

শব্দবিশ্লেষণ

فِردَوس — আঙ্গুরবৃক্ষপূর্ণ স্থান। উর্বর উপত্যকা। জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর।

لا يبغون — (তারা চাইবে না) দেখো, ১৩/৪

حِوَل — স্থানান্তর, অন্যস্থানে গমন।

বাক্যবিশ্লেষণ

إنّ — এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

نُزُلًا — এটি كانت এর খবর, لهم হচ্ছে উহ্য مُعَدًّا (প্রস্তুতকৃত) এর সাথে متعلق এবং তা نزلا এর অগ্রবর্তী حال

হালকে অগ্রবর্তী করার কারণ বলো।

خلدين — এটি حال হয়েছে ل এর যামীরে মাজরূর থেকে।

তরজমা ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, নিঃসন্দেহে জান্নাতুল ফিরদাউস হবে তাদের জন্য মেহমানখানা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তারা সেখান থেকে স্থানান্তর পছন্দ করবে না।

(٨) قُل لو كانَ البحرُ مِداداً لكلمٰتِ ربي لَنَفِدَ البحرُ قبلَ أنْ تَنفَدَ كَلِمٰت ربي وَ لو جِئنا بِمِثْلِه مَدَدًا * قل إنَّما أنَا بشرٌ مِثْلُكم يُوحٰى إلَيَّ أنَّما إلٰهُكم إلٰه واحد، فمن كان يرجو لِقاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صٰلِحًا و لا يُشْرِكْ بعبادة ربه أحدا *

শব্দবিশ্লেষণ

مِـداد — কালি (যা দ্বারা লেখা হয়)।

نَـفِـد — সামি'আ থেকে نَفادًا শেষ হওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া।
نَفِدَ الزَّادُ / الصَّبْرُ/المالُ

مدد — যা দ্বারা সাহায্য করা হয়। সাহায্যদ্রব্য। এটি أَمَدَّ এর اسم مصدر রূপেও ব্যবহৃত হয়, সাহায্য।

বাক্যবিশ্লেষণ

لو — এটি حرف شرط غير جازم এর شرط ও جواب الشرط নির্ধারণ করো

لكلمت — (مُستَعْمَلا) (ব্যবহৃত) এটি مدادا এর ছিফাত।

ربي ... قبل أن এর তারকীব করো এবং এর তারকীবী অবস্থান বলো।

و لو جئنا — এটি পূর্ববর্তী لو كان এর উপর মা'তূফ, ب অব্যয়টি لتعدية

لَنَفِدَ ذلك المِثْلُ এটি উহ্য জওয়াব (আর যদি আমরা সমুদ্রের অনুরূপকে সাহায্যরূপে আনয়ন করতাম তাহলে সেই অনুরূপটিও ফুরিয়ে যেতো)

مددا — এটি تمييز রূপে মানছূব হয়েছে।

لو সম্পর্কে কয়েকটি কথা

لو এর جواب الشرط মাযী হওয়া জরুরী; শব্দগতভাবে হোক কিংবা অর্থগতভাবে।

لو এর জাওয়াব مثبت ও منفي দুটোই হতে পারে। জওয়াব مثبت

হলে তার শুরুতে لام আসে, منفي হলে সাধারণত لام আসে না

مِثْلُكُم এটি بَشَرٌ এর ছিফাত।

إِنَّما ও أَنَّما উভয় ক্ষেত্রে ما হচ্ছে ما الكافّةُ

أن এর পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে يُوْحي এর نائب الفاعل

من এটি যুগপৎ اسمُ شرطٍ جازمٌ ও اسمُ موصولٍ পরবর্তী বাক্যটি তার ছিলাহ ও শর্ত। ছিলাহ-মাওছূল মিলে মুবতাদা।

ف এ অব্যয়টি সম্পর্কে কী জানো বলো।

عَمَلاً صٰلِحًا এটি مفعول به (তুমি শেষ বাক্যটির তারকীব করো)

তরজমা ঃ আপনি বলুন, আমার রবের কথা লেখার জন্য যদি সমুদ্র কালি হতো তাহলে অবশ্যই সমুদ্র ফুরিয়ে যেতো আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগে, যদিও 'আমরা' সমুদ্রের অনুরূপ 'সাহায্য' আনয়ন করতাম। আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে অহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন নেক আমল করে এবং আপন রবের ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক না করে।

(٩) يٰزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ اسْمُهُ يحيٰى لم نجعل له من قبلُ سَمِيًّا * قال رب أنّٰى يكون لي غُلم و كانَتِ امْرأتي عاقرًا و قد بلغتُ مِنَ الكِبَرِ عِتِيًّا * قال كذٰلك قال ربُّك هو عَلَيَّ هَيِّنٌ و قد خلقتُك من قبل و لم تَكُ شَيئا * قال رب اجعل لي اٰيةً، قال اٰيتُك الا تكلم الناسَ ثلاثَ ليالٍ سَوِيًّا * فخرج على قومه منَ المحراب فَاوحٰى اليهم اَنْ سَبِّحوا بكرةً و عَشِيًّا *

শব্দবিশ্লেষণ

سمی এটি (على وزنِ فَعيلٍ) সমনামসম্পন্ন (দু'জনের নাম ইয়াহয়া হলে একজন হবে অপরজনের سمي এবং উভয়ে سميان)

أنى (এ সম্পর্কে দেখো, ২/২০) عاقر বন্ধ্যা পুরুষ ও বন্ধ্যা নারী।

عتيا	(চূরান্ত সীমা) (ن) عَتَا - يَعْتُو - عُتُوًّا و عِتِيًّا অতি দাম্ভিক হলো
	عتا الشيءُ চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হলো।
	عتا الشيخُ অতিবৃদ্ধ হলো।
هين	সহজ, তুচ্ছ (ن) هَوْنًا، هَوَانًا، مَهَانَةً হীন ও তুচ্ছ হওয়া।
	هان عليه شيءٌ (هَوْنًا، ن) কোন কিছু তার জন্য সহজ হলো।
لم تك	মূলত لم تكن সহজায়নের জন্য أُسْقِطَ اللامُ
سَوِيًّا	সমান। নিখুঁত।
بُكرةً	সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দিবসের সূচনা-অংশ (আগামীকালকেও بُكرةً বলা হয়) عَشِيًّا বিকাল বা রাতের প্রথম অংশ।

বাক্যবিশ্লেষণ

اسمه يحيى	এটি غُلَم এর প্রথম ছিফাত, পরবর্তী বাক্যটি দ্বিতীয় ছিফাত।
من قبلُ	অর্থাৎ من قَبْلِه (কথাটি ব্যাখ্যা করো)
سميا	এটি لم نجعل এর مفعول به
من الكِبَرِ	এ অব্যয়টি হেতুবাচক এবং بلغت এর সাথে متعلق
عِتِيًّا	এটি بلغتُ এর مفعول به
أَنّـٰى	এটি মুবতাদা।
أَلَّا	এটি أَنْ ও لا এর যুক্তরূপ, পরবর্তী বাক্যটি أَنْ দ্বারা মাছদার হয়ে পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।
ثلاث ليال	এটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের ظرف الزمان
سويا	এটি تكلم এর فاعل থেকে حال
أن	এটি حرف التفسير দেখো, ১৩/২৮ এবং ১৪/১৩

তরজমা ঃ হে যাকারিয়্যা! অবশ্যই আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম (হবে) ইয়াহয়া। ইতিপূর্বে আমি তার কোন 'সমনাম' রাখিনি। সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে আমার কোন পুত্র হবে, অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, আর আমিও পৌছে গেছি বার্ধক্যের চূড়ান্ত সীমায়! (জিবরীল) বললেন, (বিষয়টি) এমনই (হবে)। আপনার প্রতিপালক বলেছেন, তা আমার জন্য সহজ। আর আমি তো ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, এমন অবস্থায় যে, তুমি কিছু ছিলে না।

সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার জন্য একটি নিদর্শন নির্ধারণ করুন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন রাত্র মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তারপর সে মেহরাব থেকে বের হয়ে তার কাওমের কাছে এলো এবং তাদের প্রতি এই ইঙ্গিত করলো যে, তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে স্মরণ করো।

(১০) يٰيَحْيٰى خُذِ الكتٰبَ بِقُوَّة و اٰتينٰه الحُكْمَ صبيا * و حنانًا من لَدُنَّا و زكوٰة و كان تَقيا * وَ بَرًّا بِوٰلِدَيْه و لم يكن جبارا عَصِيًّا * و سَلٰمٌ عليه يومَ وُلِدَ و يومَ يموت و يومَ يُبْعَثُ حَيًّا *

শব্দবিশ্লেষণ

حُكْم বিচক্ষণতা/প্রজ্ঞা (ك) حَكَم الرجلُ حُكْمًا বিচক্ষণ/প্রাজ্ঞ হলো

حَنان হৃদয়ের কোমলতা, মমতা (حَنانًا، ض)

حَنَّ إِلَيه তার প্রতি অনুরাগী হলো।

حَنَّ عليه তার প্রতি মমতা বোধ করলো।

تقي ধার্মিক, ধর্মনিষ্ঠ। বহুবচনে أَتْقِيَاءُ

بَرّ এর বহুবচন أَبْرَارٌ পুণ্যবান, নেককার, মাতা-পিতার প্রতি সদাচারী। একই অর্থে بَارٌّ বহুবচনে بَرَرَةٌ

(بَرًّا، ض) بَرَّ وَالِدَيْهِ সে তার মা-বাবার প্রতি সদাচার করলো

جبار পরাক্রমশালী। عَصِيٌّ নাফরমান, অবাধ্য।

বাক্যবিশ্লেষণ

صبيا এটি اٰتينا এর প্রথম مفعول به থেকে حال

حنانا এটি الحكم এর উপর معطوف

من لدنا (مَوهوبا) (প্রদত্ত) এটি حنانا এর ছিফাত।

زكوة এটি معطوف হয়েছে حنانا এর উপর।

برا এটি تقيا এর উপর معطوف

بِوَالِدَيه এই হরফুলজর ও মাজরূর সম্পর্কে যা জানো বলো।

سلم মুবতাদা, আর عليه হচ্ছে نازل এর সাথে متعلق এবং তা খবর।

يَوْمَ وُلِدَ এর এবং পরবর্তী দু'টির মূলরূপ উল্লেখ করো, এগুলো উহ্য খবর نازل -এর ظروف الزمان আর حيا হচ্ছে يُبعث এর نائب الفاعل থেকে حال

তরজমা ঃ হে ইয়াহয়া! তুমি কিতাবকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করো। আর আমি তাকে শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং (দান করেছিলাম) আমার পক্ষ হতে মমতা ও পবিত্রতা, আর সে ছিলো ধার্মিক এবং আপন মা-বাবার প্রতি সদাচারকারী। সে উদ্ধত ও নাফরমান ছিলো না। তার প্রতি শান্তি, যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

(١١) قال اني عبد الله اٰتٰنِيَ الكتٰب وَ جعلني نَبِيا * و جعلني مُباركا أين ما كنت و أَوْصٰني بالصلٰوة و الزكٰوة ما دمتُ حيا * وَ بَرًّا بِوالدَتي و لم يَجعلني جبارا شَقِيا * و السّلٰم عَلَيَّ يومَ وُلِدْتُّ و يومَ اموت و يومَ أُبعَث حيا *

শব্দবিশ্লেষণ

أوصٰى (অছিয়ত করেছেন) إيصاء অছিয়ত করা, উপদেশ দেয়া, (যে বিষয়ের উপদেশ দেয়া হয় তা ب অব্যয়যোগে আসে)

شَقِيٌّ দুর্ভাগা, হতভাগ্য, সৌভাগ্যবঞ্চিত। বহু أَشْقِياءُ
(س) شَقِيَ - يَشْقٰى، شَقاءً দুর্ভাগা হলো, দুর্দশাগ্রস্ত হলো।
أشقاء তাকে দুর্ভাগা/সৌভাগ্যবঞ্চিত/দুর্দশাগ্রস্ত করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

ما دمت حيا এটি পূর্ববর্তী فعل এর ظرف আর حيا হচ্ছে ما دمت এই فعل ناقص এর খবর। (দেখো, ৬/১৬)

برا এটি جعلني এই উহ্য ফেয়েলের দ্বিতীয় مفعول به

شقيا এটি جبارا এর ছিফাত।

و السلم على ... পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ (সন্তানটি) বললো, নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন এবং তিনি আমাকে বরকতপূর্ণ করেছেন, যেখানেই আমি থাকি। আর তিনি আমাকে আমার আম্মার প্রতি সদাচারকারী বানিয়েছেন। তিনি আমাকে উদ্ধত ও কল্যাণবঞ্চিত করেন নি। আর আমার প্রতি শান্তি, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন আমাকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

(١٢) و اذكر في الكتٰبِ ابرهيمَ، انه كان صِدِّيقا نَبيا * اِذْ قال
لابيه يا اَبَتِ لِمَ تعبد ما لا يَسمع و لا يُبصر و لا يُغني
عنك شيئا * يابت اني قد جاءني مِنَ العِلم ما لم يَأتِك
فَاتَّبِعني اَهْدِك صِراطا سَويا * يابت لا تَعبُدِ الشيطٰنَ،
ان الشيطٰن كان للرحمن عَصيا * يابت انى اخاف اَنْ
يَمَسَّك عذابٌ من الرحمٰن فتكونَ لِلشيطٰن وَلِيا *

শব্দবিশ্লেষণ

صديق — সত্যনিষ্ঠ (যিনি প্রতিটি আমল দ্বারা তার অন্তরের ঈমান ও বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণিত করেন।)

يا ابت — দেখো, ১২/২০ يا امت সম্পর্কেও একই কথা।

لا يغني عنك شيئا — আপনার কোন কাজে আসে না। (দেখো, ৩/১৭)

عصي — নাফরমান, অবাধ্য

يَمَسَّ — (স্পর্শ করবে) দেখো, ৭/২৮

বাক্যবিশ্লেষণ

ابرهيم — এখানে مضاف উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ خبر ابراهيم

في الكتب — এটি مذكورا এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق আর তা (خَبَرٌ) ابرهيمَ থেকে অগ্রবর্তী হাল।

শাব্দিক অর্থ – আপনি ইবরাহীমের ঘটনা আলোচনা করুন এমন অবস্থায় যে, তা (পূর্ববর্তী) কিতাবে আলোচিত হয়েছে।

نبيا — এটি كان এর দ্বিতীয় খবর। (তরজমায় তা কী হয়েছে দেখো)

إذ قال — এর মূলরূপ– اذكر خبرَ إبراهيمَ حِينَ قولِ إبراهيمَ لِأبيه এটি إبراهيمَ (خبرَ) থেকে بدل শাব্দিক অর্থ– ইবরাহীমের ঘটনাকে অর্থাৎ তিনি তার পিতাকে এ কথা বলার সময়টিকে উল্লেখ করুন।

إنه كان ... এ বাক্যটি بدل ও مبدل منه এর মাঝে এসেছে। পূর্বের ও পরের সাথে এর তারকীবগত কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের বাক্যকে الجملةُ المعترِضَةُ বলে। (অর্থাৎ একটি জুমলার মাঝে বিদ্যমান অন্য একটি জুমলা, যা ঐ জুমলার পূর্বাপরের সাথে তারকীবগতভাবে সম্পর্কহীন)

من العلم — এটি جاء এর সাথে متعلق

ما لم يأتك এটি صلة ও موصول মিলে جاء এর فاعل

أهدك — এটি আমর-পরবর্তী مضارع রূপে মাজযূম। কারণ এখানে إن ও شرط উহ্য রয়েছে أهدِك হচ্ছে উহ্য إن এর جواب الشرط মূলরূপ– إن تَتَّبِعْني أَهْدِك

فاتبعني — এটিও উহ্য إنِ الشرطيّةُ এর جواب الشرط মূলরূপ এই– إنْ أردتَ الهِدايةَ فاتبعني সুতরাং ف অব্যয়টি হচ্ছে رابطة

صراطا سويا এটি أهد এর দ্বিতীয় مفعول به

إن — এর ইসম-খবর নির্ধারণ করো للرحمن কার সাথে متعلق বলো।

عذاب — এটি يَمَسَّ এর فاعل আর বাক্যটি أن যোগে .... (পূর্ণ করো)

من الرحمن — অর্থাৎ نازل من (কথাটি ব্যাখ্যা করো)

فتكون — অর্থাৎ أخافُ أن تكونَ (কথাটি ব্যাখ্যা করো)

للشيطن — এটি وليا এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ আর আপনি ইবরাহীমের ঘটনা উল্লেখ করুন, যা (পূর্ববর্তী) কিতাবে এসেছে। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও নবী। যখন তিনি তার আব্বাকে বললেন, হে আমার আব্বা! কেন আপনি উপাসনা করেন, ঐ সকল উপাস্যের যা শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোন উপকারে আসে না। হে আমার আব্বা! নিশ্চয় আমার কাছে এমন কিছু জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি। সুতরাং আপনি আমাকে অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে

সঠিক পথ প্রদর্শন করবো। হে আমার আব্বা! আপনি শয়তানের উপাসনা করবেন না, শয়তান তো রহমানের নাফরমান। হে আমার আব্বা! আমি আশংকা করি যে, দয়াময়ের পক্ষ হতে কোন আযাব আপনাকে পাকড়াও করবে, আর আপনি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবেন।

(١٣) قَالَ اَ رَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِي يٰاِبْرٰهِيمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ، وَ اهْجُرْنِي مَلِيًّا * قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ، سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا * وَ اَعْتَزِلُكُمْ وَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ اَدْعُوا رَبِّي عَسٰى اَنْ لَا اَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا *

শব্দবিশ্লেষণ

راغب আগ্রহী (في অব্যয়যোগে) অনাগ্রহী (عن অব্যয়যোগে)
رَغِبَ في ... (رَغَبًا و رَغْبَةً، س) আগ্রহী হলো।
رَغِبَ عن ... বিমুখ হলো, অনাগ্রহী হলো।

إن لم تنته যদি বিরত না হও (দেখো, ২/৯)

لأرجمن দেখো, ৪/১৮ رَجْمًا (ن) দেখো, ১২/১৩

اهجر (ত্যাগ করো) هَجْرًا، هِجْرَانًا (ن) সঙ্গ ত্যাগ করা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া, পরিত্যাগ করা। هَجَرَ شخصًا أو شيئًا

ملي দীর্ঘকাল।

حفي আন্তরিক, মমতাপূর্ণ حَفَاوَةً (س) (ب অব্যয়যোগে)
حَفِيَ به তার প্রতি মমতাপূর্ণ/আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করলো।
اِحْتَفٰى به এটি حفي به এর সমার্থক।

اعتزل (ত্যাগ করবো) اعتزله/عنه তাকে পরিত্যাগ করলো, তার থেকে দূরে সরে গেলো।
عَزْلًا (ض) সরিয়ে দেয়া, দূর করা, অপসারণ করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

راغب এটি অগ্রবর্তী খবর, أنتَ পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা, যেহেতু খবরটিই প্রশ্নের ক্ষেত্র, সেজন্য তা অগ্রবর্তী হয়েছে। এখানে أ উহ্য

أ راغبٌ أنتَ عن اٰلِهَتي أَمْ راغِبٌ فيهم –অর্থাৎ রয়েছে,
এসম্পর্কে জরুরী আলোচনা সামনে আসছে।

لئن

ملیا এটি أَهْجُرْ ফেয়েলের ظرف الزمان রূপে মানছূব, কিংবা তা
وَ اهْجُرني هَجْرًا مليا অর্থাৎ نائبُ المفعولِ المطلَقِ

سلم মুবতাদা, عليك এটি উহ্য খবর نازل এর সাথে متعلق

كان এটি অতিরিক্ত। بي حفيا অর্থাৎ حفيا بي
إن এর খবর চিহ্নিত করো।

ما تدعون ... ছিলাহ-মাওছূল মিলে اعتزل এর مفعول به এর উপর معطوف

من دون الله এটি উহ্য معدودا এর متعلق এবং তা উহ্য عائد থেকে حال
মূলরূপ– ما تدعونه (معدودا) من دون الله (যাকে তোমরা ডাকো এমন অবস্থায় যে, তা আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য)

ألا এটি أن ও لا এর যুক্তরূপ।

عسى এটি বিশেষ ফেয়েল যা قَرُبَ এর সমার্থক। আর مَصدرٌ مُؤَوَّلٌ হচ্ছে তার فاعل (আমার প্রতিপালককে ডাকার ব্যাপারে দুর্ভাগা না হওয়া নিকটবর্তী হয়েছে।)
মূলরূপ এই– قَرُبَ عَدَمُ كَوْنِي شقيًّا بِدُعاءِ ربي
কিংবা عسى হবে رجوتُ এর সমার্থক (আমার প্রতিপালককে ডাকার ব্যাপারে দুর্ভাগা না হওয়া আমি আশা করেছি/করছি।)

তরজমা ঃ (পিতা) বললো, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ! যদি তুমি (তাদের নিন্দা করা থেকে) বিরত না হও তাহলে অবশ্যই তোমাকে আমি পাথর মেরে শেষ করবো। আর তুমি চিরতরে আমাকে পরিত্যাগ করো। তিনি বললেন, আপনার উপর শান্তি হোক, অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার জন্য ইসতিগফার করবো। নিঃসন্দেহে তিনি আমার প্রতি দয়াবান। আর আমি পরিত্যাগ করছি তোমা-দেরকে এবং ঐ উপাস্যদেরকে যাদেরকে তোমরা ডাকো, আল্লাহর পরিবর্তে। আশা করি আমি আমার প্রতিপালককে ডাকা দ্বারা বঞ্চিত হবো না।

দ্রষ্টব্য ঃ لأرجمن এখানে দু'টি তাকীদ রয়েছে: তরজমায় তাকীদ দু'টি কীভাবে এসেছে দেখো।

ل — এটি لام القسم পরবর্তী বাক্যটি হলো جواب القسم

و الشيطين — এটি কার উপর معطوف বলো।

جثيا — এটি نُحضِر এর مفعول به থেকে حال

তরজমা : আর মানুষ বলে, আমি যখন মারা যাবো, আমাকে কি জীবিত অবস্থায় (কবর থেকে) বের করা হবে ? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এমন অবস্থায় যে, সে কিছুই ছিলো না। সুতরাং আপনার প্রতিপালকের কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্র করবো, তারপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চার-পাশে উপস্থিত করবো।

(১৭) الرحمٰن على العرشِ استَوٰى * له ما في السمٰوٰت و ما في الأَرْضِ
وَ ما بَيْنَهما و ما تحتَ الثَّرٰى وَ اِن تجهَرْ بالقولِ فانه يعلَم
السِّرَّ و اَخْفٰى * اللّٰه لا اِلٰهَ اِلا هُو له الاَسْماء الحُسْنٰى *

শব্দবিশ্লেষণ

اِستَوٰى شيئان দু'টি জিনিস সমান হলো।

اِستوى شيءٌ কোন কিছু সুষ্ঠু/নিখুঁত হলো।

استوى الرحمٰنُ على العرشِ রহমান আরসে সমাসীন হলেন।

ثَرًى — (ال যোগে الثَّرٰى) ভূমি, ভিজা মাটি।

تجهر — جَهَرَ بالكلامِ (جَهْرًا، جِهارًا، ف) কথা প্রকাশ্যে বললো।

جَهَرَ بِالحقِّ সত্য প্রকাশ করলো। (সত্যের ঘোষণা দিলো)

جَهرَ بالقِراءَةِ সশব্দে পড়লো। সশব্দে কিরাত পাঠ করলো।

أخفى — এটি خَافٍ বা خَفِيٌّ এর أَفْعَلُ অধিকতর গোপনীয় / লুকায়িত।

سر — ভেদ, রহস্য, অপ্রকাশিত বিষয়। বহু أسرار

বাক্যবিশ্লেষণ

ما في ... — সব কটি ছিলাহ-মাওছূল মিলে পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা, আর له হচ্ছে উহ্য ثابتةٌ এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর।

في অব্যয়টি তার মাজরূরকে নিয়ে موجودٌ এর সাথে متعلق আর

شبـه الجـملة شبـه الفعل – شبـه الفاعل ও متعلق মিলে শبه الجملة হয়ে ছিলাহ।
এভাবে بين ও تحت এর তারকীব করো।

تجهر بالقول এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَاللّٰهُ مُسْتَغْنٍ عَن ذٰلك
(তবে আল্লাহ তা থেকে নির্মুখাপেক্ষী)
اِسْتَغْنٰى عن شيء কোন কিছু থেকে নির্মুখাপেক্ষী হলো।
مُسْتَغْنٍ এটি اسم الفاعل বহু مستغنون
পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে جواب الشرط এর হেতু।

الله এ মহান শব্দটি মুবতাদা لا الـه إلا هو এ বাক্যটি তার খবর।
إلٰهَ হচ্ছে لا النافية للجنس এর ইসম موجود হচ্ছে তার খবর।
এখানে প্রথমে إلٰهَ এর 'জিনস'-এর উপর عَدَمُ الوُجودِ (অনস্তিত্ব)
এর হুকুম আরোপ করা হয়েছে, তারপর 'ব্যতিক্রম অব্যয়' إلا
যোগে هو কে তা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। অর্থাৎ هو এর
উপর অনস্তিত্বের হুকুম সাব্যস্ত নয়।

তরজমা ঃ রহমান আরশে সমাসীন হয়েছেন। যা কিছু আসমানে এবং যা কিছু যমীনে এবং যা কিছু তাদের মধ্যবর্তী স্থানে এবং যা কিছু মৃত্তিকার নীচে আছে সবকিছু তাঁর মালিকানাধীন।
তুমি যদি উচ্চকণ্ঠে কথা বলো তবে তিনি তো গুপ্ত কথা এবং অধিকতর গুপ্ত বিষয়ও জানেন। আল্লাহ, তিনি ছাড়া নেই তো কোন ইলাহ। তাঁরই জন্য রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।

(১৮) وَ هل اتٰـك حديثُ موسٰى * إذ رءا نارًا فـقال لِاَهلِه امْـكثوا
اِنـي اٰنسـتُ نارًا، لَّـعلّي ءاتيكم منهـا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِـدُ على
النار هُدًى * فَلما اَتٰـها نُودِيَ يٰموسـى * اني انا ربُّـك فاخلَعْ
نَعْلَيْكَ، اِنـك بالوادِ المقدَّسِ طُوًى * وَ انـا اخْتَـرتُك فاستَمِع
لِمـا يُوحٰى * اِنـني أنا اللّٰه، لا اله الا أنـا فـاعـبُدني و اَقِـم
الصلٰوةَ لِذِكْـرِي *

শব্দবিশ্লেষণ

حديث কথা, আলোচনা, বাণী, হাদীছ। বহুবচনে أَحاديثُ

امكثوا	(তোমরা অবস্থান করো) مُكْثًا، مَكَثًا، مُكوثًا، ن
	مَكثَ بالمكانِ স্থানটিতে অবস্থান করলো, অপেক্ষা করলো।
آنستُ	(আমি দেখতে পেয়েছি)
	آنَسَ شيئًا কোন কিছু অনুভব করলো, দেখতে পেলো।
	آنَسَ صوتًا একটি আওয়াজ শুনতে পেলো।
	آنس منه رُشْدًا তার কাছ থেকে বিচক্ষণতা পেলো।
	آنَسَهُ আপন সঙ্গ দ্বারা তার অপরিচয়বোধ দূর করলো।
	أنس به/إليه (أَنَسًا، س) তার প্রতি অন্তরঙ্গতা বোধ করলো, তাকে আপন অনুভব করলো, তার সঙ্গ দ্বারা স্বস্তি লাভ করলো
قَبَسٌ	অগ্নিখণ্ড।
هُدًى	অর্থাৎ هادٍ (কথাটি ব্যাখ্যা করো) (প্রয়োজনে, ১/২)
بالوادِ	মূলত بالوادي নিয়মের বাইরে أسقط اللام
طُوًى	শামদেশের পাহাড়বিশেষ। তূর উপত্যকার নিম্নাংশ।

বাক্যবিশ্লেষণ

إذ	এটি মাযীর জন্য ব্যবহৃত اسم الظرف এটি حديث এর ظرف রূপে 'নছব'-এর স্থানে এসেছে। পরবর্তী বাক্যটি إذ এর مضاف إليه সুতরাং পুরো বাক্যটির মূলরূপ হলো–
	هل اتٰكَ حديثُ موسى عِندَ رُؤيَتِهِ نارًا ... (মূসার আগুন দেখার সময়ের (মূসার) ঘটনা কি আপনার কাছে এসেছে?)
منها	এটি آتي এর সাথে متعلق আর যামীরের مرجع হলো نارا অর্থগতভাবে এটি اٰتِي এর দ্বিতীয় মাফঊল। بقبس
على النار	অর্থাৎ قُرْبَ النارِ

فلما اتٰها نودي বাক্যটির মূলরূপ উল্লেখ করো।

أنا	এটি إن এর ইসমের مُؤَكِّدٌ আর ربك হচ্ছে إن এর খবর, কিংবা أنا ربك মুবতাদা-খবর মিলে জুমলা হয়ে إن এর খবর।
فاخلع ...	এটি উহ্য شرط এর جواب অর্থাৎ ... إنْ عرفتَ هذا فاخلَعْ
بالواد	এখানে ب অব্যয়টির অর্থ নির্ধারণ করো।
طوى	এটি الوادي থেকে بَدَلُ البعضِ (বা আংশিক বদল) কেননা طوى

হচ্ছে পবিত্র উপত্যকার অংশবিশেষ, অর্থাৎ তার নিম্নাঞ্চল

إنك ... এ বাক্যটি হেতুবাচক।

فاستمع ... অর্থাৎ (إليك) إنْ عرفتَ قَدْرَك فاستَمِعْ لِما يُوحٰى

এখানে ما الموصولةُ এর স্থানীয় অর্থ হলো বাণী, (ঐ বাণী শ্রবণ করো যা তোমার কাছে অহী রূপে প্রেরণ করা হচ্ছে)

إنني أنا الله এবং لا اله الا انا বাক্য দু'টির তারকীব করো।

দ্রষ্টব্য ঃ هل أتٰك এখানে প্রশ্নের শৈলীতে বক্তব্য শুরু করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরবর্তী বক্তব্যের প্রতি শ্রোতাকে আকৃষ্ট করা।

তরজমা ঃ আপনার কাছে কি মূসার ঘটনা পৌঁছেছে ? যখন তিনি (দূর থেকে) আগুন দেখতে পেয়ে তার পরিবারকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা করো। আমি আগুনের আভাস পেয়েছি," হয়ত আমি তোমাদের জন্য তা থেকে একখণ্ড আগুন আনতে পারবো, কিংবা আগুনের আশেপাশে কোন পথপ্রদর্শনকারী পেয়ে যাবো। যখন তিনি আগুনের কাছে এলেন তখন তাকে নেদা করা হলো, হে মূসা! আমিই তোমার রাব্। সুতরাং তুমি তোমার জুতাজোড়া খুলে ফেলো। কেননা তুমি পবিত্র উপত্যকা 'তুয়া'য় অবস্থান করছো। আর আমি তোমাকে (রিসালাতের জন্য) নির্বাচন করেছি। সুতরাং তোমাকে যে অহী প্রদান করা হচ্ছে তা মনোযোগসহ শ্রবণ করো। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। সুতরাং তুমি আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করো।

(١٩) وَ ما تِلكَ بِيَمينِك يٰموسى قال هي عَصايَ أَتَوَكَّؤُ عليها وَ
أَهُشُّ بها على غَنَمي وَ لِيَ فيها مَآرِبُ أُخْرٰى * قال أَلْقِها
يٰموسى * فَأَلْقِها فَإذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى * قال خُذها و لا
تخَفْ، سَنُعِيدُها سِيرتَها الأُولىٰ *

শব্দবিশ্লেষণ

عَصًى (ال যোগে العَصٰى) দ্বিবচনে عَصَوانِ বহু عِصِيٌّ লাঠি

اتوكؤ تَوَكَّأَ - يَتَوَكَّأُ - تَوَكُّأً মাছদার تَوَكُّؤًا ভর দেয়া

أهش (পাতা পাড়ি) هَشَّ الشجرةَ (هَشًّا، ن) লাঠি দিয়ে গাছ থেকে পাতা পাড়লো।
هَش له/إليه (هَشًّا، هَشاشًا، هَشاشَةً، ض) তার প্রতি প্রফুল্লতা প্রকাশ করলো।

غنم ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদির জাতিবাচক শব্দ। (এই লফয থেকে একবচনের শব্দ নেই) বহু أغنام
مَعْزٌ - مَعَزٌ চুলওয়ালা ছাগল-এর জাতিবাচক শব্দ। একবচনে ماعِز বহুবচনে أَمْعُزٌ
ضَأْنٌ পশমওয়ালা দুম্বা, ভেড়া كَبْشٌ হচ্ছে ضَأْنٌ এর নর।
شاة এটি দুম্বা, ভেড়া ও ছাগলের একবচনের জন্য, (নর ও মাদী উভয়ের ক্ষেত্রে) বহুবচনে شِياءٌ

مَأْرَبٌ প্রয়োজন, বহু مآرب

سيرة তরীকা, পন্থা, অবস্থা سيرةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم এবং السِّيرةُ النَّبَوِيَّة সীরাত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত।

বাক্যবিশ্লেষণ

ما এটি أيُّ شيءٍ এর সমার্থক প্রশ্ন-শব্দ, মুবতাদা রূপে رفع এর স্থানে রয়েছে। تلك হচ্ছে খবর। এখানে ب কোন্ অর্থে ব্যবহৃত বলো بِيَمِينِكَ (موجودةٌ) হচ্ছে খবর থেকে হাল।

ولي ... أخرى অর্থাৎ مآربُ أُخرىٰ موجودةٌ لي فيها (কথাটি ব্যাখ্যা করো)

تسعى এ বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

سيرتَها অর্থাৎ إلى سيرتِها (ব্যাখ্যা করো, (৮/৫ এবং ৯/১৫)

তরজমা ঃ আর হে মূসা! তোমার হাতে ঐটি কী ? তিনি বললেন, তা আমার লাঠি, আমি তাতে ভর দিয়ে চলি এবং তা দ্বারা আমার মেষপালকে (গাছ থেকে) পাতা পেড়ে দিই। আর তাতে আমার আরো কিছু প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বললেন, হে মূসা! তুমি তা নিক্ষেপ করো, তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, আর হঠাৎ দেখা গেলো যে, তা চলন্ত এক সাপ। তিনি বললেন, তুমি তা ধরো, ভয় পেয়ো না। অবশ্যই আমি তাকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবো।

দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে আরেকটি মু'জিযা দান করলেন, তিনি বগলে হাত রেখে তা বের করতেন আর তা খুব উজ্জ্বল দেখা যেতো। এ দু'টি মু'জিযা দিয়ে আল্লাহ বললেন–

(২১) اِذهَبْ الى فرعونَ اِنه طَغٰى * قال رب اشرَحْ لي صَدرى * وَ يَسِّرْ
لي امري * وَ احْلُلْ عُقدةً من لساني * يَفقَهوا قولي * و
اجعل لي وزيرًا من اَهلي * هٰرونَ اخي * اشْدُدْ بِهٖ اَزْري * و
اَشْرِكْهُ في اَمري * كَيْ نسبِّحَك كثيرًا * و نذكُرَك كثيرًا *
انك كنت بنا بصيرا * قال قد اوتيت سؤلك يموسى *

শব্দবিশ্লেষণ

طغى (ভীষণ স্বেচ্ছাচারী হয়েছে) দেখো– ১২/১৬ এবং ১৬/২২

يسر (সহজ করুন) تيسيرا সহজ করা।

احلل (খুলে দিন, দূর করুন) দেখো, ৬/৮

عقدة গিঠঁ, গেরো (রশির), গিঠঁ (গাছের) বহু عُقَدٌ
عُقْدَةُ (اللِّسانِ) জিহ্বার জড়তা।

يفقهوا (যাতে তারা বুঝতে পারে) (দেখো, ৯/১৮)

وزير সর্বোতভাবে সাহায্যকারী, মন্ত্রী, মন্ত্রণাদানকারী। বহু وُزَراءُ

اشدد (ن) شَدًّا বাঁধা।

ازر শক্তি, বল شَدَّ به أَزْرَهٗ তার মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করলো

اشرك শরীক করুন। (সরাসরি مفعول به) .... اَشْرَكَه في
(ب যোগে) أَشْرَكَ بالله আল্লাহর সাথে শরীক/শিরক করলো

سؤل প্রার্থনা, প্রার্থিত বস্তু।

বাক্যবিশ্লেষণ

من لساني এটি উহ্য صادرةٌ এর সাথে متعلق এবং তা عقدةٌ এর ছিফাত
يفقهوا قولي এর তারকীব করো।

من أهلي অর্থাৎ معدودا من أهلي (কথাটি ব্যাখ্যা করো।)

هرون أخى এটি بدل ও مبدل منه মিলে اجعل এর প্রথম مفعول به আর وزيرا দ্বিতীয় مفعول به আর لي হচ্ছে اجعل এর সাথে متعلق

كي	حرفُ مصدرٍ يَنْصِبُ المضارعَ মুযারেকে নছবদাতা হরফুল মাছদার
	متعلق এর সাথে اجعل যোগে ل টি উহ্য হরফুলজর مصدر مؤول
	نائب তা সুতরাং। ছিফাত এর مصدر উহ্য হচ্ছে كثيرا আর
	ذكرا كثيرا এবং تسبيحا كثيرا অর্থাৎ المفعول المطلق
سؤلك	তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ তুমি ফিরআউনের কাছে যাও, সে তো ভীষণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়েছে। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার অনুকূলে আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিন এবং আমার অনুকূলে আমার কাজকে সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা খুলে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার ভাই হারুনকে আমার জন্য আমার পরিবার থেকে সাহায্যকারী নির্ধারণ করুন: তার মাধ্যমে আমাকে শক্তিশালী করুন এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন, যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং বেশী করে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। আপনি তো আমাদের বিষয়ে সর্বদর্শী। তিনি বললেন, হে মূসা, তোমাকে তোমার প্রার্থিত বিষয় দান করা হলো।

(٢٢) اِذهَبْ انتَ و اخوك بِاٰيٰتِي و لا تَنِيا في ذكري * اذهَبا الى فِرعونَ اِنه طَغٰى * فَقُولَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعله يتذكر او يخشٰى * قالا رَّبنا اِننا نخاف ان يفرُطَ علينا اَوْ أن يطغٰى * قال لا تخافا انني معكما اسمَعُ و اَرٰى *

শব্দবিশ্লেষণ

لا تنيا	(তোমরা দুর্বল/নিস্তেজ হয়ো না) (ض) وَنْيًا، وَنَاءً দুর্বল হওয়া,
	নিস্তেজ হওয়া وَنٰى - يَنِيْ - نِ - وَانٍ - وَانِيَةٌ
	وَنٰى في أمرٍ কোন বিষয়ে নিস্তেজ/দুর্বল হলো।
	وَنٰى شَيْئًا/عن شيءٍ পরিত্যাগ করলো, ছেড়ে দিলো।
طغى	(স্বেচ্ছাচারী হয়েছে) (ف) طَغْيًا، طُغْيَانًا সীমালঙ্ঘন করা,
	স্বেচ্ছাচারী হওয়া

طَغَى الرجلُ স্বেচ্ছাচার করলো, সীমাহীন নাফরমানি করলো।
طغى الماءُ পানি স্ফীত হলো
طَغَى البحرُ সাগর উত্তাল হলো, তরঙ্গবিক্ষুদ্ধ হলো।
طغى الموج তরঙ্গ বিক্ষুদ্ধ হলো। ঢেউ ভয়ংকর হলো।

يفرط (ن) فَرْطًا، فُرُوطًا তাড়াহুড়া করা
فَرَطَ عليه তার প্রতি বেধড়ক জুলুম করে বসলো।
فَرط منه كلامٌ তার মুখ ফসকে কোন কথা বের হয়ে গেলো।
فَرطَ في أمرٍ কোন বিষয়ে শিথিলতা/ত্রুটি করলো
أَفْرَطَ কথায় বা কাজে সীমালঙ্ঘন করলো

বাক্যবিশ্লেষণ

أنت — এটি হচ্ছে পূর্ববর্তী ফেয়েলের মাঝে সুপ্ত যামীরের مؤكّد সুপ্ত ও যুক্ত যমীরে মারফূ-এর উপর কোন শব্দকে معطوف করতে হলে বিযুক্ত যামীরে মারফূ দ্বারা তাকে مؤكّد করা জরুরী।

قَوْلاً — এটি كَلامًا অর্থে قُولا এর مفعول به আর মাছদার হলে তা হবে مفعول مطلق তখন مفعول به টি উহ্য হবে, অর্থাৎ– فَقُولا لَه ما يَهْدِيه قَوْلاً لينًا
তরজমায় কোন তারকীব অনুসরণ করা হয়েছে বলো।

أن يطغى — এটি أو যোগে معطوف হয়েছে أن يفرُطَ এর উপর। মূলরূপ হলো– نَخافُ فُروطَه عَلينا وَ طُغيانَه

معكما — এটি إن এর উহ্য খবর موجود এর ظرف

أسمع و أرى অর্থাৎ أسمع ما يقول এবং أرى ما يصنع (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও, আর আমাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে শিথিলতা করো না। তোমরা উভয়ে ফিরআউনের কাছে যাও। সে তো ভীষণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়েছে। তারপর তোমরা তাকে নম্র কথা বলো, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে কিংবা ভয় গ্রহণ করে। তারা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের উপর জুলুম করে বসবে কিংবা স্বেচ্ছাচার শুরু করবে। আল্লাহ বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, আমি (তার কথা) শোনবো এবং (তার আচরণ) দেখবো।

(٢٣) فَأْتِيَاه فَقُولا إنا رَسولا رَبِّك، فَأَرْسِل مَعَنا بني اسرائيلَ و لا
تُعَذِّبهم قد جِئْنٰك بِاٰيَةٍ من رَّبك وَ السلام على مَنِ اتَّبَعَ
الهُدٰى ✻ إنا قد اُوحِيَ الينا اَنَّ العذابَ على من كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى

শব্দবিশ্লেষণ

فأتيا — মূলত ছিলো ائتيا – শুরুতে ف এবং পরে মাদ্দাহর হামযা থাকার কারণে همزة الوصل কে হযফ করা হয়েছে। তারপর মাদ্দার হামযাকে, যা শোশার উপরে লিখিত ছিলো তাকে আলিফের উপর লেখা হয়েছে।

تولى — (মুখ ফিরিয়ে নেয়) পিছনে দেখো– ৬/২২

বাক্যবিশ্লেষণ

اِئْتِيَاه — এটি امر حاضر معروف تثنية مذكر এবং مَبْنِيٌّ على حذفِ النُّونِ আর الف হচ্ছে দ্বিবচন ফায়েলের যামীর। আর ه হচ্ছে مفعول به

من ربك — অর্থাৎ ... موهوبةٍ من (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

و السلام على من ... বাক্যটির তারকীব করো।

بني — অর্থাৎ بَنِين (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

أن العذاب على ... এ অংশটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ সুতরাং তোমরা তার কাছে যাও এবং বলো, নিঃসন্দেহে আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করো (যেতে দাও), তাদেরকে নির্যাতন করো না। অবশ্যই আমরা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। আর যে হেদায়াত অনুসরণ করে তার উপর শান্তি অবতীর্ণ হয়। আমাদের কাছে অহী পাঠানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে এবং (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তার উপর আযাব নেমে আসে।

(٢٤) مِنها خلقنٰكم وَ فيها نُعيدكم وَ منها نُخرِجكم تارةً اُخْرٰى ✻

শব্দবিশ্লেষণ

تارة — সময়, কাল تور মাদ্দাহ تارة أخرى অর্থাৎ مَرَّةً أُخْرٰى

বাক্যবিশ্লেষণ

হরফুলজরগুলো কার সাথে متعلق বলো।

تارة أخرى এটি إِخراجًا آخَرَ এর স্থলবর্তীরূপে مفعول مطلق
কিংবা তা উহ্য হরফুলজর-এর متعلق এবং وقت, এর সমার্থক।
অর্থাৎ في وقتٍ آخَرَ (যামীরের مرجع আলোচনা করো)

তরজমা ঃ এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো এবং তা থেকেই আমি তোমাদেরকে পুনরায় বের করবো।

(২৫) وَ لَقد أرينٰه ءايٰتِنا كلَّها فَكذَّب وَ ابٰى * قال اَ جِئْتَنا لِتُخرِجَنا من أرضِنا بِسِحْرِك يٰموسٰى * فَلَنأتِينَّك بِسِحرٍ مِثْلِهٖ فاجعَلْ بينَنا و بينَك مَوْعِدا لَّا نُخلِفه نحن وَ لا انتَ مَكانًا سُوًى *

শব্দবিশ্লেষণ

موعدا এটি وعد এর اسم الظرف ওয়াদার স্থান বা সময়।

لا نخلفه আমরা তা ভঙ্গ করবো না, তার অন্যথা করবো না।
أَخْلَفَ الوعدَ ওয়াদা ভঙ্গ করলো।

لنأتين এটির বিশ্লেষণ করো। (দেখো, ৪/১৮)

سوى এটি فُعَل এর ওজনে গঠিত ইসম, অর্থ– মধ্যবর্তী।

বাক্যবিশ্লেষণ

كلّها এর إعراب আলোচনা করো।
مفعول به এর যমীরটি فرعون এর দিকে ফিরেছে।

جئتنا .... بسحرك এর তারকীব করো।
بسحر এখানে ب অব্যয়টি للتعدية (অর্থাৎ لازم ফেয়েলকে متعدى বানানো কিংবা এক মাফউলবিশিষ্ট ফেয়েলকে দুই মাফউলবিশিষ্ট ফেয়েলে রূপান্তরিত করা।)

مثله এটি سحرٍ এর صفة

موعدا এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

لا نخلفه এর তারকীবগত অবস্থান বলো।

نحن এটি لا نخلف এর মাঝে সুপ্ত যমীরের مؤكد রূপে রফা-এর স্থানে এসেছে। (দেখো, ১৬/২২)

و لا أنت এই لا অব্যয়টি অতিরিক্ত। নফী-এর তাকীদের জন্য এসেছে। أنت এই বিযুক্ত যামীরটি পূর্ববর্তী ফায়েলের উপর معطوف

مكانا سوى এটি موعدا থেকে বদল। অর্থাৎ ওয়াদার স্থান বলে যা বোঝানো হয়েছে مكانًا سُوًى বলে সে স্থানই বোঝানো হয়েছে। বাক্যটির সংক্ষেপ فاجعَلْ موعِدًا مكانًا سُوًى (একটি ওয়াদার স্থান অর্থাৎ একটি মধ্যবর্তী স্থান নির্ধারণ করো)

তরজমা ঃ আর অবশ্যই ফিরআউনকে আমি আমার সকল নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সে (সেগুলোর প্রতি) মিথ্যা আরোপ করেছে এবং প্রত্যাখ্যান করেছে। সে বললো, হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এসেছো, তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বহিষ্কার করার জন্য ? তাহলে আমরাও তোমার সামনে অবশ্যই হাজির করবো তার অনুরূপ জাদু। সুতরাং আমাদের এবং তোমার মাঝে নির্ধারণ করো একটি ওয়াদার স্থান অর্থাৎ একটি মধ্যবর্তী স্থান, যার খেলাফ আমরাও করবো না, তুমিও করবে না।

(٢٦) قُلنا لا تَخَفْ إنك انتَ الْأَعْلٰى * وَ أَلْقِ ما في يمينك تَلْقَفْ ما صَنَعوا إنما صَنَعوا كَيْدُ سٰحِرٍ و لا يُفلح السٰاحِرُ حيث أَتٰى *

শব্দবিশ্লেষণ

أعلى এটি عال এর أَفْعَلُ (أعلى من ... . থেকে উঁচু)

تَلقف বাবে সামিআ لَقْفًا ও لَقَفَانًا গিলে ফেলা।

বাক্যবিশ্লেষণ

أنت أعلى এবং أنت الأعلى এ দু'টির অর্থগত পার্থক্য বলো।

أنت এটি إن এর ইসমের মুআক্কিদ الأعلى হচ্ছে إن এর খবর, অথবা أنت الأعلى মুবতাদা-খবর মিলে জুমলা হয়ে إن এর খবর

ما في يمينك এর তারকীব করো এবং তা তারকীবে কী হয়েছে বলো।

تلقف এর ইরাব ব্যাখ্যা করো এবং পুরো বাক্যটির মূলরূপটি বলো।

إنما মুছহাফে যুক্তভাবে লেখা হয়েছে, সাধারণ 'লিপি-বিধানে' শুধু ما الكافة কে إن এর সঙ্গে যুক্তভাবে লেখা হয়।

إن صَنَعَهم كيدُ سٰحِرٍ অথবা إنَّ ما صَنَعوه كيدُ ساحِرٍ (ব্যাখ্যা করো)

حيث اتى অর্থাৎ مكانَ إتيانِه (ব্যাখ্যা করো) এটি لا يفلح এর ظرف المكان (জাদুগর তার আগমনের স্থানে সফল হয় না)

তরজমা ঃ আমি বললাম, ভয় করো না, (কারণ) তুমিই তো বিজয়ী হবে। আর তোমার ডান হাতে যে লাঠি আছে, তুমি তা নিক্ষেপ করো, (তখন) তা গ্রাস করে ফেলবে ঐ সবকিছু যা তারা করেছে। নিঃসন্দেহে তারা যা কিছু করেছে তা শুধু জাদুগরের চক্রান্ত। আর জাদুগর যেখানেই আসুক, সফল হয় না।

(২৭) فَأُلْقِيَ السحَرَةُ سُجَّداً قالوا ءامنا بِرَبِّ هٰرونَ و موسٰى * قال
أٰمنتم له قَبْلَ أن أٰذَنَ لكم، إنَّه لَكبيرُكم الذي عَلَّمَكم السِّحْرَ *
فَلَأُقَطِّعَنَّ أيدِيَكم وَ ارجُلَكم من خِلٰفٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكم في
جُذوعِ النخلِ و لَتَعْلَمُنَّ اَيُّنا اَشَدُّ عذابًا وَ اَبْقٰى *

শব্দবিশ্লেষণ

سحرة এটি ساحر এর বহুবচন (দেখো, ৯/৩)

سجدا এটি ساجد এর বহু, সিজদাকারী।

لاقطعن এ সম্পর্কে দেখো, ৪/১৮ এবং ৯/২১

لأصلبن (ن) صَلْبًا শূলে চড়ানো।
صَلَّبَ ও صَلَبَ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো।

جُذوع এটি جِذْعٌ এর বহু। বৃক্ষের কাণ্ড (বিশেষতঃ খেজুর ও এ জাতীয়)।

نَخْلَةٌ একটি খেজুরবৃক্ষ نَخْلٌ হচ্ছে اسم جنس (শ্রেণী বা জাতিবাচক শব্দ) খেজুরবৃক্ষ, نَخِيلٌ খেজুর বাগান।

لتعلمن মূলত تعلمون শুরুতে لام التوكيد এবং শেষে نون التوكيد যুক্ত হয়েছে এবং নিয়ম মত نون الإعراب পড়ে গেছে, আর দুই সাকিন

একত্র হওয়ার কারণে حرف العلة পড়ে গেছে।

أي এটি প্রশ্ন-শব্দ اسم استفهام অর্থ– কে ? কোন্ ?

أبقى এটি باق এর اسم التفضيل

বাক্যবিশ্লেষণ

سجدا এটি ألقى এর نائب الفاعل থেকে حال দেখো, ১৯/১০

كبيركم এর শুরুতে যুক্ত لام হচ্ছে توكيد এর জন্য।

الذي علمكم السحر মাওছূল-ছিলাহ মিলে তারকীবে কী হয়েছে বলো।

مِنْ خِلَفٍ অর্থ– উল্‌টোভাবে, এটি مُخْتَلِفاتٍ এর সমার্থক। তারকীবে এটি مفعول به থেকে حال মূলরূপ–

فَلَأُقَطِّعَنَّ أيدِيَكم وَ أرجُلَكم مُخْتَلِفاتٍ (অবশ্যই আমি কর্তন করবো তোমাদের হাত ও পা এমন অবস্থায় যে তা বিভিন্ন)

أَيُّنا এটি প্রশ্ন-শব্দ এবং মুবতাদারূপে মারফূ أَشَدُّ হচ্ছে খবর, عذابًا হচ্ছে তামীয। এটি স্বতন্ত্র বাক্য, পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে যার কোন তারকীবী সম্পর্ক নেই।

কিংবা তা اسمُ موصولٍ مبنيٌّ على الضمِّ তখন (هو) أشد বাক্যটি হবে ছিলা। আর ছিলা-মাওছূল মিলে مفعول به (তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের ঐ ব্যক্তিকে যে, শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে ভীষণতর এবং অধিকতর স্থায়ী।)

তরজমা ঃ তখন জাদুগরেরা সেজদায় নিক্ষিপ্ত হলো। তারা বললো, আমরা হারূন ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। ফেরআউন বললো, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে! আসলে সে তো তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা কর্তন করবো উল্‌টোভাবে এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে খেজুরবৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াবো। আর অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে, আযাব দেয়ার দিক থেকে আমাদের কে অধিকতর কঠোর এবং অধিকতর স্থায়ী।

(٢٨) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ على ما جاءَنا مِنَ البَيِّنٰتِ وَ الذي فَطَرَنا ،

فَاقْضِ ما انت قاضٍ، إِنَّما تَقْضِي هذه الحيٰوةَ الدنيا * إِنا
ءامَنا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لنا خَطٰيٰنا وَ ما أَكْرَهْتَنا عليه مِنَ
السِّحرِ، وَ اللهُ خيرٌ و أَبْقٰى *

শব্দবিশ্লেষণ

لن نُؤثِرَ (কিছুতেই অগ্রাধিকার দেবো না) يُؤثِرون على أنفسِهم
إيثارًا অগ্রাধিকার দেয়া (على অব্যয়যোগে)

فطر (সৃষ্টি করেছেন) (ن) فَطْرًا সৃষ্টি করা, চিরা, খণ্ড করা।

اقض (তুমি ফায়ছালা করো) (ض) قَضاءٌ দেখো– ১১/১৫

أكرهت তুমি বাধ্য করেছো। إكراهًا বাধ্য করা। মজবুর করা।
لا إكراهَ في الدين দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন বলপ্রয়োগ নেই।
كَرِهَ شيئًا (كُرْهًا، كَراهَةً، كَراهِيَةً، س) কোন কিছু অপছন্দ করলো। ঘৃণা করলো। ঘৃণিত বস্তুটি مكروه ও كريه
كَرُهَ الأمرُ أوِ المنظرُ (كَراهَةً، كَراهِيَةً، ك) বিষয়টি বা দৃশ্যটি বিশ্রী/অসুন্দর হলো।
رَائِحةٌ كَرِيهَة - مَنْظَرٌ كَرِيهٌ - أَمْرٌ كَرِيه

خَطايا এটি خَطِيئَة এর বহু, পাপ, গোনাহ।
خَطَأٌ বহু أَخْطاءٌ ভুল, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি।

বাক্যবিশ্লেষণ

على ما جاءنا (ঐ জিনিসের উপর যা আমাদের কাছে এসেছে।) এখানে ما এর স্থানীয় অর্থ হচ্ছে প্রমাণ ও নিদর্শন। সে হিসাবে অর্থ হবে– আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেবো না ঐ প্রমাণাদির উপর যা আমাদের কাছে এসেছে।
مِنَ البيِّنٰتِ হচ্ছে ما এর স্থানীয় অর্থের ব্যাখ্যা।

و الذي فطرنا এটি معطوف হয়েছে ما جاءنا এর উপর।

ما أنت قاض এটি ছিলাহ-মাওছূল মিলে اقض এর مفعول به আর عائدহচ্ছে উহ্য যমীর, যা মূলত قاض এর مفعول به তবে এখানে তা তার مضاف إليه হবে। অর্থাৎ مَا أنتَ قاضِيْهِ

هذه الحيوة الدنيا অর্থাৎ في هذه الحيٰوةِ الدنيا বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

امنا بربنا ليغفر لنا হরফুলজরগুলো কার সাথে متعلق বলো।

ما أكرهتنا ছিলাহ-মাওছূল মিলে পূর্ববর্তী مفعول به এর উপর معطوف

জাদুগরদেরকে কিসের উপর বাধ্য করা হয়েছিলো?

জাদুপ্রদর্শনের উপর। সুতরাং 'জাদুপ্রদর্শন' হচ্ছে ما এর স্থানীয় অর্থ, যা পরে বয়ান আকারে এসেছে। (যেন তিনি ক্ষমা করেন আমাদের পাপসমূহ এবং ঐ জিনিস যার উপর তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছ, অর্থাৎ জাদুপ্রদর্শন।)

সহজ তরজমা– যেন তিনি ক্ষমা করেন আমাদের পাপসমূহ এবং ঐ জাদুপ্রদর্শন যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছো। জাদুপ্রদর্শনের পাপও خطايانا এর অন্তর্ভুক্ত, তবে গুরুতর পাপ হিসাবে তা আলাদাভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

তরজমা ঃ তারা বললো, আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেবো না। সুতরাং তুমি যে ফায়ছালা করবে, তা করো। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই ফায়ছালা করতে পারবে। আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের পাপসমূহ এবং যে জাদুপ্রদর্শনের উপর তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছো তা মাফ করে দেন। আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।

(٢٩) إنه مَن يَّأتِ رَبَّه مُجْرِمًا فَإن له جهنَّمَ لا يموت فيها و لا يَحْيٰى * وَ من يأتِهٖ مُؤْمِنًا قد عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَأُولٰئِك لهم الدَّرجٰتُ العُلٰى * جَنّٰتُ عدنٍ تجري من تحتِها الأَنْهٰرُ خلدين فيها، وَ ذٰلك جَزاءُ من تَزَكّٰى

শব্দবিশ্লেষণ

لا يحيى (বাঁচবে না, প্রাণধারণ করবে না)

حَيِيَ - يَحْيٰى (حَياةً، حَيَوانًا، س) প্রাণ ধারণ করলো।

حَيِيَ منه (حَياءً، س) তাকে লজ্জা পেলো।

العلى عالٍ (উঁচু) এর أفعَلُ এর হচ্ছে أعلى আর এর مؤنث হচ্ছে عليا এর বহু عُلًى (ال যোগে العلى) সর্বোচ্চ মর্যাদাসমূহ الدرجٰتُ العُلٰى

বাক্যবিশ্লেষণ

إنه এটি ضمير الشأن এ সম্পর্কে দেখো– ৭/২৩

من এটি যুগপৎ اسمٌ موصولٍ و شرطٍ। সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি ছিলাহ ও শর্ত। এবং এ কারণেই তা মাজযূম হয়েছে।

إن له جهنم -এর তারকীব করো এবং তারকীবে কী হয়েছে বলো

ف অব্যয়টি সম্পর্কে কী জানো ?

قد عمل الصلحت এ বাক্যটি يأت এর ফায়েল থেকে দ্বিতীয় হালরূপে নছবের স্থানে এসেছে।

اولئك لهم ... বাক্যটির তারকীব করো। যামীরে মাজরূরকে বাদ দিলে বাক্যটি কেমন হবে ?

جنت عدن এটি বদল হওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

তরজমা ঃ যে তার প্রতিপালকের কাছে অপরাধী অবস্থায় আসে নিঃসন্দেহে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর কাছে আসে মুমিন অবস্থায় এবং এমন অবস্থায় যে, তারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মরতবা, অর্থাৎ বসবাসের এমন বাগবাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেটা তাদের পুরস্কার যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে।

(٣٠) وَ من اَعْرَضَ عن ذِكري فَإِنَّ له معيشةً ضَنْكًا، و نحشُره يومَ القيٰمةِ اَعْمٰى * قال رب لِمَ حشَرْتَني اَعْمٰى و قد كنتُ بصيرًا * قال كذلك اَتَتْكَ اٰيٰتُنا فَنَسِيتَها وَ كذٰلك اليومَ تُنْسٰى * وَ كَذٰلك نجزي من أَسْرَفَ و لم يؤمن بِاٰيٰتِ ربه، و لَعَذاب الاٰخرَةِ اشَدُّ وَ اَبْقٰى *

শব্দবিশ্লেষণ

أعرض عنه সে তাকে উপেক্ষা করলো, তাকে এড়িয়ে গেলো।

معيشة যা দ্বারা জীবন ধারণ করা হয়।

ضنك (উভয় লিঙ্গে) সংকীর্ণ, অনটনপূর্ণ معيشة ضنك অনটনপূর্ণ জীবন

বাক্যবিশ্লেষণ

من পিছনে তিন প্রকার من এর কথা জেনেছো, এটি কোন প্রকার?

فان এই ف অব্যয়টির পরিচয় বলো।

أعمى এর তারকীব বলো।

وقد ... এ বাক্যটি حشرت এর مفعول به থেকে দ্বিতীয় حال হয়েছে।

তরজমা ঃ আর যে আমাকে স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য থাকবে অনটনপূর্ণ জীবিকা এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্র করবো। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় একত্র করলেন, অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিলো, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে, তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।

এভাবেই আমি প্রতিফল দেবো ঐ ব্যক্তিকে যে সীমালঙ্ঘন করে, আপন প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনে না। আর আখেরাতের আযাব অবশ্যই অধিকতর কঠিন এবং অধিকতর স্থায়ী।

(١) اِقـتربَ للناسِ حـسـابـهُم و هـم في غَـفْـلَـةٍ معـرِضُـون *

শব্দবিশ্লেষণ

غفـلـة গাফলত, উদাসীনতা (ن) غُـفولًا وَ غَـفْـلَـةً গাফিল/উদাসীন হওয়া। غَـفَـلَ عن شَـيءٍ কোন কিছুর ব্যাপারে উদাসীন হলো। কোন কিছু ভুলে গেলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

فـي غـفـلـة অর্থাৎ ... مُنغمسـون في (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
إنـغماسًا ডুবে থাকা, লিপ্ত হওয়া। (اِنغمَسَ في المَعاصِي)
(ض) غَمْسًا ডোবানো, লিপ্ত করা। (لا تَغْمِسْ يدَكَ في إناءٍ)
(عَن رَبِّهم) مُعرِضون এটি দ্বিতীয় খবর।

তরজমা ঃ মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা গাফলতে রয়েছে, (আপন প্রতিপালক হতে) বিমুখ হয়ে আছে।

(٢) ما اٰمَـنَتْ قَبْـلَهم مِن قَـرْيَـةٍ اَهـلـكـنٰـها اَ فَـهُـم يُؤْمِـنون * وَ ما اَرْسلنا قبلَكَ اِلَّا رِجالًا نُوحِي اليهم فَسْـئَلوا اهلَ الـذكرِ ان كنتم لا تعلمـون * وَ ما جَعلنٰهم جَسَـدًا لا يَـأكلون الطعـامَ و ما كـانوا خٰلدين * ثم صـدقـنٰـهم الوعْـدَ فـانجـيـنٰـهم وَ مـن نَـشـاء و اَهـلـكـنا الْمُـسـرفين * لَـقَـد انزلـنا اِلـيـكم كـتـابا فـيـه ذِكْـرُكم، اَفـلا تعـقِـلون *

শব্দবিশ্লেষণ

صـدقـنا (ن) صِـدْقًا সত্য বলা।
صَـدَقَ فـلانٌ في الحديث অমুক সত্য কথা বলেছে।
(الحديثَ) صَـدَقَ فـلانًا অমুককে সত্য কথা বলেছে।
صـدق فـلانًا الوعـدَ অমুককে দেয়া ওয়াদা রক্ষা করেছে।

কোরআনে আছে– وَلقد صدقكم اللّٰهُ وعدَه
(আল্লাহ তোমাদেরকে দেয়া তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেছেন)

বাক্যবিশ্লেষণ

قرية এটি শব্দগতভাবে من এর মাজরূর, আর অর্থগতভাবে ما امنت এর ফায়েল, اهلكنها বাক্যটি তার ছিফাত।

أ فهم يؤمنون অর্থাৎ لا يؤمنون (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

إلا নফীর পরে إلا ব্যবহৃত হলে তা حصر বা বিশিষ্টায়ন ও সীমাবদ্ধায়নের অর্থ প্রদান করে। (আপনার পূর্বে আমি প্রেরণ করিনি [কাউকে] কিন্তু এমন কতিপয় লোককে যাদের প্রতি আমি অহী নাযিল করি)

সরল অর্থ– আপনার পূর্বে আমি এমন কতিপয় মানুষকেই শুধু প্রেরণ করেছি যাদের প্রতি আমি অহী নাযিল করে থাকি।

فسئلوا এই ف হচ্ছে رابطة, এখানে শর্ত ও শর্তের অব্যয় উহ্য রয়েছে। পরবর্তী إن كنتم لا تعلمون হচ্ছে তার قرينة আর এই শর্ত-এর জওয়াব উহ্য রয়েছে, যার قرينة হচ্ছে পূর্ববর্তী جواب الشرط

جسدا এটি مفرد তবে এখানে جمع উদ্দেশ্য। কিংবা এখানে مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ذَوِي جَسَدٍ

لا يأكلون الطعام বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

তরজমা ঃ তাদের পূর্বে বহু জনপদ ঈমান আনেনি, যাদের আমি ধ্বংস করেছি, সুতরাং এরা কি আর ঈমান আনবে ? (আনবে না) আপনার পূর্বে তো কতিপয় মানুষকেই আমি প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি অহী পাঠাতাম, সুতরাং তোমরা যদি না জানো তাহলে আহলে ইল্‌মকে জিজ্ঞাসা করো। আর আমি তো তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যারা খাদ্য গ্রহণ করতো না, আর তারা অমরও ছিলো না। তারপর আমি তাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছি, অর্থাৎ নাজাত দিয়েছি তাদেরকে এবং যাদেরকে আমি ইচ্ছা করেছি, আর অবিচারকারীদেরকে আমি বরবাদ করেছি। আর আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে তোমাদের প্রতি উপদেশ। সুতরাং তোমরা কি উপলব্ধি করো না।

(٣) وَ ما خَلقنا السَّماءَ و الارضَ وَ ما بَينهما لٰعِبين *

বাক্যবিশ্লেষণ

ما بينهما এর তারকীব করো, এবং তা কার উপর معطوف হয়েছে বলো।

لعبين এটি হাল হয়েছে خلقنا এর ফায়েল থেকে।

তরজমা ঃ আর আসমান ও যমীন এবং তাদের মাঝে যা কিছু রয়েছে তা আমি খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।

(٤) وَ له مَنْ في السمٰوٰتِ وَ الارضِ وَ مَنْ عِندَه لا يَستكبِرون عن عبادَتِه وَ لايستحسِرون * يُسبِّحون الَّيلَ و النهارَ لايَفتُرون *

শব্দবিশ্লেষণ

استكبر অহংকার করলো। استكبرَ عن شيءٍ অহংকারবশত কোন কিছু বর্জন করলো। إستحسَرَ বিতৃষ্ণ হলো।

فُتورا (ن) নিস্তেজ হওয়া, ঝিমিয়ে আসা। শিথিল হয়ে পড়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

له من في السموت و الأرض এর তারকীব বলো।

من عنده ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা, পরবর্তী বাক্যটি খবর।

لا يفترون এটি يسبحون এর فاعل থেকে হাল।

তরজমা ঃ আর তাঁরই মালিকানাধীন ঐ সকল সৃষ্টি যা আসমানে ও যমীনে রয়েছে। আর যারা তাঁর নিকটে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদতের বিষয়ে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। তারা রাত-দিন তার পবিত্রতা বর্ণনা করে, কখনো ক্লান্ত হয় না।

(٥) لَو كانَ فيهما اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰه لَفَسَدَتا، فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ ربِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفون * لا يُسئَلُ عَمَّا يَفعل و هم يُسئَلون

শব্দবিশ্লেষণ

سبحان এটি سَبَّحَ এর মাছদার। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার জন্য বলা হয় سبحانَ اللهِ – কোন বিষয়ে বিস্ময় বা মুগ্ধতা প্রকাশের জন্য বলা হয় سبحانَ مِنه যেমন কোন কিছুর সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা

প্রকাশ করে বলা হয়– سبحان من جمالِه (কী অপূর্ব তার সৌন্দর্য)

يصفون (তারা বর্ণনা করে, আখ্যায়িত করে) দেখো. ১৩/৮

لو এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

(ক) حرفُ عَرْضٍ (আবদার-অব্যয়) অর্থাৎ কোমলভাবে কোন কিছু চাওয়া। এখানে 'ফা-পরবর্তী' مضارع টি উহ্য أن দ্বারা মানছূব হয়। উদাহরণ– لو تَنزِلُ عندَنا فَتنالَ خيرًا (যদি তুমি আমাদের কাছে অবস্থান করতে! যাতে কল্যাণ লাভ করো।)

(খ) حرفُ تَمَنٍّ (আকাঙ্ক্ষা-অব্যয়) (এখানেও 'ফা-পরবর্তী' مضارع টি উহ্য أن দ্বারা মানছূব হয়।) উদাহরণ–
لَو أنَّ لنا كَرَّةً فنكونَ مِن المؤمنِين (যদি আমাদের জন্য ফিরে যাওয়া সাব্যস্ত হতো! যাতে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হই)

(গ) حرفُ مصدرِيٍّ (যা পরবর্তী ফেয়েলকে মাছদারে পরিণত করে এবং তাকে বাক্যের অংশ-রূপে সাব্যস্ত করে।) উদাহরণ–
أوَدُّ لو تجتهِدُ অর্থাৎ أوَدُّ اجْتِهادَك

(ঘ) حرف شرطٍ للماضي অতীতকালীন শর্তের অব্যয়। এর অন্য নাম حرفُ امْتِناعٍ কারণ এটি এ কথা বোঝায় যে, শর্ত বিদ্যমান হলে جواب الشرط অবশ্যই বিদ্যমান হতো, যেহেতু শর্ত বিদ্যমান হয়নি সেহেতু جواب الشرط বিদ্যমান হয়নি। আলোচ্য আয়াতে لو এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ اِمتنعَ الفسادُ لِامْتِناعِ وُجودِ غيرِ اللّٰهِ (আসমান যমীনের) ফাসাদ অবাস্তব হয়েছে গায়রুল্লার অস্তিত্ব অবাস্তব হওয়ার কারণে। (দেখো, ৫/৮)

বাক্যবিশ্লেষণ

الهة এটি كان এর ইসম, إلا এটি غيرُ এর সমর্থকরূপে آلِهةٌ এর ছিফাত, ছিফাতের ইরাবটি مضاف إليه এ প্রকাশ পেয়েছে।

فيهما (موجودةٌ) হচ্ছে كان এর অগ্রবর্তী খবর।

سبحان এটি مَصدرٌ و مفعولٌ مطلقٌ لفعلٍ محذوفٍ، وَ ربُّ العرشِ بَدَلٌ مِنَ اللّٰهِ، وَ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بالمصدرِ

তরজমা ঃ যদি আসমানে ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্য থাকতো তাহলে আসমান-যামীন ধ্বংস হয়ে যেতো। সুতরাং তারা যা

বর্ণনা করে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ চিরপবিত্র। তাঁর কর্ম সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় না, কিন্তু (তাদের কর্ম সম্পর্কে) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(٦) وَ ما اَرْسلنا مِنْ قَبلِك مِنْ رسولٍ اِلاَّ نُوحِي اليه اَنَّه لا اله الا

اَنا فاعبدونِ *

বাক্যবিশ্লেষণ

من قبلِك অর্থাৎ قبلَك (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

من رسول এটি শব্দগতভাবে .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

إلا এটি হচ্ছে أداةُ الحَصْرِ – বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করো।

فاعبدون অর্থাৎ إن صدَّقْتُمُوني فاعبُدوني (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ আর আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার কাছে এ অহীই প্রেরণ করেছি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো।

(٧) وَ هو الذي خلَقَ الَّيلَ و النهارَ و الشمسَ و القمَرَ، كلٌّ في

فَلَكٍ يسبَحُونَ *

শব্দবিশ্লেষণ

فلك আরবদের ভাষায় যে কোন গোল বস্তুকে فَلَك বলে, বহুবচনে أَفْلاك – আকাশে গ্রহ-তারার প্রদক্ষিণপথকে فلك বলে। বাংলায় বলে 'কক্ষপথ'।

বাক্যবিশ্লেষণ

في فلك এটি يسبحون এর সাথে متعلق

هو الذي خلق ... এর তারকীব করো।

كل শব্দটি মুবতাদা। نكرة শর্তসাপেক্ষে মুবতাদা হয়। একটি শর্ত হলো নাকেরা শব্দটির অর্থে ব্যাপকতা থাকা। এখানে كل শব্দটি ব্যাপকতাজ্ঞাপক।

কিংবা এখানে مضاف إليه উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ كلُّهم

তরজমা ঃ তিনিই ঐ সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্র ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। প্রত্যেকে একটি কক্ষপথে বিচরণ করে।

(٨) وَ ما جعَلنا لِبَشرٍ مِّنْ قبلِك الْخُلْدَ، اَ فَإِن مِّتَّ فَهم الخٰلدون * كلُّ نفسٍ ذائقَةُ الموتِ، وَ نَبلوكم بالشرِّ و الخيرِ فتنةً و الينا تُرجعون *

শব্দবিশ্লেষণ

خلد অমরত্ব (ن) خُلودا، خَلْداً অমর হওয়া। চিরস্থায়ী হওয়া।

مت নিয়ম হিসাবে বাবে নাছারার ফেয়েল مُت হওয়ার কথা, কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রমরূপে مت হয়েছে।

نبلو (পরীক্ষা করবো) (ن) بَلْواً، بَلاءً পরীক্ষা করা فتنة দেখো, ৯/১৫

বাক্যবিশ্লেষণ

الخلد এটি جعلنا এর মাফঊল مت এটি إن এর شرط পরবর্তী বাক্যটি جواب الشرط আর ف অব্যয়টি رابطة

أ এখানে همزة টি প্রশ্নের জন্য নয়, বরং অস্বীকারের জন্য।

الموت এটি مضافٌ إليه إعرابًا و مفعولٌ به معنًى لِاسْمِ الفاعلِ

فتنة এই মাছদারটি مفعولٌ لِأَجْلِه রূপে মানছূব, কিংবা فاتنِين অর্থে نَبلو এর فاعل থেকে حال

بلواً ও فِتنةً প্রায় সমার্থক, যেমন পরীক্ষা করা ও যাচাই করা, প্রায় সমার্থক।

نبلوكم فتنةً (আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যাচাই করার জন্য) এখানে ফেয়েলের সমার্থক মাছদারকে مفعول له বা حال রূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য বক্তব্যকে তাকীদ করা।

মতলব– আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করবো এবং যাচাই করে দেখবো যে, কে শোকর করে ও ছবর করে, আর কে করে না।

তরজমা ঃ আপনার পূর্বেও কোন মানুষের জন্য আমি অমরত্ব নির্ধারণ করিনি, সুতরাং আপনি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তারা কি অমর হবে! প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুকে আস্বাদন করবে। আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি ভালো ও মন্দ দ্বারা, যাচাই করার জন্য। আর আমারই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

(٩) وَ إِذا رَءاك الذين كَفروا اِن يَتَّخِذونك إِلَّا هُزُوًا ، أَ هذا الذي
يَذكُر ءالِهتَكم وَ هم بِذِكْرِ الرحمٰن هم كٰفرون *

শব্দবিশ্লেষণ

هزوا — মাছদারটি اسم المفعول অর্থে ব্যবহৃত। যাকে উপহাস করা হয়। উপহাসের পাত্র। (দেখো- ১৬ /৭)

বাক্যবিশ্লেষণ

إذا — এর جواب الشرط ও شرط নির্ধারণ করো। যে কোন 'জাওয়াবে শর্ত' إن বা ما যুক্ত হলে তাতে رابطة থাকা জরুরী। পক্ষান্তরে إذا এর জওয়াব إن ও ما যুক্ত হলে তা رابطة থেকে মুক্ত থাকে, যেমন এই আয়াতে তুমি দেখতে পাচ্ছো।

هزوا — এটি يتخذ এর দ্বিতীয় مفعول به

أ — প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিস্ময় প্রকাশ করা। আর هذا এর ব্যবহার তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্য। এটি মুবতাদা।

الذي يذكر الهتكم ছিলা-মাওছূল মিলে খবর। দেখো يذكر ১৭/১৫

و هم .... كافرون এ বাক্যটি حال হয়েছে يتخذون এর فاعل থেকে।

بذكر الرحمن এটি كافرون এর সাথে متعلق আর দ্বিতীয় هم হচ্ছে প্রথমটির مؤكّد বাক্যটির মূলরূপ হচ্ছে- وَ هُمْ كافِرون بِذكرِ الرحمٰنِ

তরজমা ঃ আর যারা কুফুরি করেছে তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে শুধু উপহাসের পাত্ররূপে গ্রহণ করে (আর বলে) এ-ই কি ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে, অথচ তারাই রহমানের আলোচনাকে অস্বীকার করে।

(١٠) خُلِق الْاِنْسٰنُ مِنْ عَجَلٍ، سَأُريكم ءايتي فَلا تَستعجِلون *
وَ يقولون مَتٰى هٰذا الوعدُ اِن كنتم صٰدقين * لَو يعلَمُ
الذين كَفَروا حِينَ لا يَكُفُّونَ عن وُجوهِهِمُ النارَ و لا عَنْ
ظُهورِهم و لا هم يُنصَرون * بل تَأتِيهم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهم
فلا يَستطيعون رَدَّها و لا هم يُنظرون *

শব্দবিশ্লেষণ

عجل (তাড়াহুড়া) عَجَلاً و عَجَلَةً، س তাড়াতাড়ি করা, তাড়াহুড়া করা (إلى অব্যয়যোগে) দ্রুত যাওয়া। কোরআনে আছে–
و عَجِلتُ إليك رَبِّ لِتَرْضَى (হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার সমীপে দ্রুত উপস্থিত হয়েছি, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন)

لا يكفون (বিরত রাখতে পারবে না) (ن) كَفًّا দেখো, ৬/১১

بغتة (আচমকা) (بغتًا، بغتةً، ف) بَغَتَه তাকে চমকিত করলো। চমকে দিলো।

تَبْهَتُ (হতভম্ব করে) (ف) بَهْتًا হতভম্ব করা।

رَدٌّ রোধ করা। দেখো, ৪/৩

বাক্যবিশ্লেষণ

مِنْ عَجَلٍ এটি متعلق হয়েছে خُلِقَ এর সাথে
মানুষের সৃষ্টি তো মাটি থেকে, কিন্তু من عجل দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, মানুষের তাড়াহুড়ার স্বভাব এত বেশী, যেন তাড়াহুড়া থেকেই তার সৃষ্টি)।

لا تستعجلون অর্থাৎ إن سألتم شَيْئًا فلا تَستعجلوني (ব্যাখ্যা করো)

هذا الوعد এই মুবতাদার পূর্বে একটি খবর উহ্য রয়েছে, সেই উহ্য খবরের
اسمُ استفهامٍ عن زمانٍ مبنيٌّ এটি – متى হচ্ছে ظرف زمان
الوعد এটি ذا থেকে بدل রূপে মারফূ।

إن كنتم অর্থাৎ إن كنتم صادقين في قَولِكم فَمَتى يأتي هذا الوعدُ

لو এখানে جوابُ الشرطِ محذوفٌ، أيْ ما استعجَلوا العذابَ أوْ قيامَ الساعَةِ

حين এখানে এটি يعلم এর مفعول به পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে এর مضاف إليه মূলরূপ–
لو عَلِمَ الذين كفروا وقتَ عَدَمِ كَفِّهِمُ النارَ عن وُجوهِهم
যারা কুফুরি করেছে তারা যদি তাদের চেহারা থেকে আগুনকে তাদের রোধ করতে না পারার সময়টিকে জানতো ....

بغتة এই মাছদারটি باغِتةً অর্থে تأتي এর ফায়েল থেকে হাল।
وَ فاعلُ تأتي يَعود إلى " الساعةِ " المفهومةِ مِنْ سؤالِ الكفارِ
(কেয়ামত তাদের কাছে আসবে এমন অবস্থায় যে, তা চমকিতকারী)

তরজমা ঃ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়া (এর স্বভাব) দিয়ে, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো, সুতরাং তোমরা আমার কাছে 'তাড়াহুড়া' চেয়ো না। আর তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এ ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে ? যারা কুফুরি করেছে তারা যদি ঐ সময়টিকে জানতো যখন তারা তাদের অগ্র ও পশ্চাত থেকে আগুনকে রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না (তাহলে তারা আযাবের তাড়াহুড়া চাইতো না)।

দ্রষ্টব্য ঃ 'অগ্র ও পশ্চাৎ' এটি ভাব তরজমা।

(١١) قُل إِنَّمَا أُنْذِرُكم بِالْوَحْيِ و لا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اذا ما يُنْذَرون * وَ لَئِن مَّسَّتْهُم نَفْحَةٌ من عذابِ رَبِّك لَيقولُنَّ يٰوَيْلَنا اِنَّا كُنا ظٰلِمينَ * وَ نَضَعُ الموازينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيٰمَةِ فلا تُظْلَم نفسٌ شيئًا، وَ إن كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ من خَرْدلٍ اَتَيْنا بِها، و كَفٰى بنا حٰسِبينَ *

শব্দবিশ্লেষণ

صُمٌّ এটি أَصَمٌّ এর বহু। বধির। أَصَمَّ বধির হলো, বধির করলো

مَسَّتْ (স্পর্শ করে, মাযীকে মোযারে অর্থে) দেখো, ৭/২৮

نفحةٌ مِنْ شيءٍ কোন কিছুর ঝাপটা।

ليقولن এর বিশ্লেষণ لتعلمن এর (প্রায়) অনুরূপ, দেখো, ১৬/২৭

يا এখানে নিদা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপ প্রকাশ করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

ويلنا (আমাদের ধ্বংস) এটি منادى مضاف রূপে মানছূব হয়েছে। নিজেদের ধ্বংসকে সম্বোধন করে অনুতাপ প্রকাশ করা হচ্ছে। শাব্দিক অর্থ, হে আমাদের ধ্বংস! সরল অর্থ, হায় আফসোস!

إذا এখানে এটি শুধু اسم الظرف তাতে শর্তের অর্থ নেই। সুতরাং এটি لا يسمع এর ظرف – আর পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে এর مضاف إليه আর ما অব্যয়টি অতিরিক্ত। বাক্যটির মূলরূপ–

لا يسمَعُ الصُّمُّ الدعاءَ حِينَ إنذارِهم

القسط (ইনসাফ) অর্থাৎ ذَوَاتِ القِسْطِ (ইনসাফওয়ালা) এটি الموازينَ এর ছিফাত। ذواتِ এর ইরাব ব্যাখ্যা করো

نفس তারকীবে কী হয়েছে বলো।

شيئا এটি ظلما মাছদারের نائب বা স্থলবর্তী রূপে مفعول مطلق হয়েছে। মূলরূপ لا تُظلَم نفسٌ ظُلْمًا مَّا (كبيرًا أو صغيرًا) কোন নফসকে (ছোট বড়) কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।

كان এর মাঝে সুপ্ত هو যামীর হচ্ছে তার ইসম, যা ফিরেছে পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে অনুভূত العمل এর দিকে।

من خردل অর্থাৎ معدودةٍ من خردلٍ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

أتينا بها বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, আমি তো শুধু অহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু বধিরদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা ডাক শুনতে পায় না। আর যদি আপনার প্রতিপালকের আযাবের কোন ঝাপটা তাদেরকে স্পর্শ করে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, হায় আফসোস! আমরা অবশ্যই (নিজেদের উপর) অবিচারকারী ছিলাম। আর আমি কেয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের পাল্লা স্থাপন করবো, সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা উপস্থিত করবো, আর হিসাব গ্রহণের জন্য আমি যথেষ্ট।

(١٢) وَ لقد ءاتينا مُوسى و هٰرون الفُرقانَ وضياءً و ذكرًا للمتقين * الذين يَخشون ربَّهم بالغيبِ و هم مِنَ الساعَةِ مُشفقون * وَ هذا ذِكرٌ مباركٌ انزلنٰه أفَأنتُم له منكرون

শব্দবিশ্লেষণ

الفرقان এটি মাছদার (ن) فَرَقَ (بَيْنَ شيئين) فَرْقًا و فُرقانًا দু'টি জিনিসকে পরস্পর থেকে পৃথক করলো।

فَرَق بين الخَصْمين দুই প্রতিপক্ষের মাঝে ফায়ছালা করলো।

এটি اسم الفاعل অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী (প্রমাণ), কোরআনকেও الفُرقان বলা হয়।

ضياء (আলো) (ضَاءَ شيءٌ (ضَوْءًا، ضِيَاءً، ن) আলোকিত হলো।
أَضَاءَ شيءٌ/شيئًا (إِضَاءَةٌ) আলোকিত হলো/করলো
مُشفقون (শংকিত) أَشْفَقَ مِنْ شيءٍ কোন কিছু থেকে ভীত হলো। কোন কিছুকে ভয় করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

و لقد এখানে أُقْسِمُ وَ اللّٰهِ উহ্য রয়েছে, পরবর্তী বাক্যটি جواب القسم আর جواب القسم এর শুরুতে لام القسم এসেছে। সমস্ত لقد সম্পর্কে একই কথা।

للمتقين এটি يَتَعَلَّقُ بِـ : ذِكرًا و "من الساعة " يَتَعَلَّقُ بِـ : مُشفقون

أنزلناه এ বাক্যটি ذِكرٌ এর দ্বিতীয় ছিফাত, কিংবা ذكر থেকে حال কারণ نكرة ছিফাতযুক্ত হওয়ার কারণে তার নাকিরাত্ব কমে গেছে।

أ এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো তিরস্কার করা।

তরজমা ঃ আর অবশ্যই আমি মূসা ও হারুনকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ এবং আলো এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ, যারা তাদের প্রতিপালককে গায়বের মাধ্যমে ভয় করে এবং কেয়ামত থেকে শংকিত থাকে। আর এটা হলো বরকতপূর্ণ উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি, সুতরাং তোমরা কি তা অস্বীকার করবে!

(١٣) وَ لَقد ءاتَينا إبراهيمَ رُشْدَه مِن قبلُ وَ كُنا بِه عٰلِمين * إذْ قالَ
لِأبيهِ و قَومِه ما هٰذه التَّماثيلُ التي انتم لها عٰكِفون *
قالوا وَجَدنا ءابآءَنا لَها عٰبدين * قال لَقَد كنتُم أنتم وَ
ءاباؤُكم في ضَلٰلٍ مُبين *

শব্দবিশ্লেষণ

رشد প্রাপ্তবয়স্কতা, জ্ঞান ও সুবোধ, হেদায়াত।
بَلَغَ الصبيُّ رُشْدَه বালকটি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে।
فقد الرجلُ رشدَه জ্ঞান ও সুবোধ হারিয়েছে, ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে

عاكف (অবিচলভাবে গ্রহণকারী) (عَكْفًا، عُكوفًا، ن)
عَكَفَ في مكانٍ অবিচলভাবে অবস্থান করলো।
عَكف لِشيءٍ/على شيءٍ কোন কিছুকে অবিচলভাবে গ্রহণ করলো

বাক্যবিশ্লেষণ

من قبلُ — অর্থাৎ قبلَ مُوسٰى (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

به — এটি علمين এর সাথে متعلق

إذ — এর পরিচয় বলো। এখানে এটি اتينا এর ظرف পুরো বাক্যটির মূলরূপ বলো (তরজমায় কোন তারকীব অনুসৃত হয়েছে বলো)

التى انتم لها عكفون এর তারকীব করো।

عبدين — এটি وجدنا এর দ্বিতীয় مفعول به আর উভয় مفعول به মূলত ছিলো মুবতাদা ও খবর।

أنتم — এখানে এর অবস্থান সম্পর্কে কী জানো বলো। (১৬/২২)

তরজমা ঃ আর আমি ইবরাহীমকে ইতিপূর্বে জ্ঞান ও সুবোধ দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলাম। (ঐ সময়কে স্মরণ করুন) যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলো কী, যাদের সামনে তোমরা অবিচল হয়ে আছো? তারা বললো, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এগুলোর পূজা করতে দেখেছি। তিনি বললেন, অবশ্যই তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছো।

(١٤) قَالوا اَجِئْتَنا بِالحَقِّ اَمْ انتَ مِن اللّٰعِبين * قال بَل رَّبكم ربُّ السمٰوٰتِ و الاَرْضِ الذي فَطَرَهُنَّ و انا علىٰ ذٰلكم مِن الشّٰهِدين * وَ تاللّٰهِ لَاَكِيدَنَّ اَصْنٰمكم بعدَ ان تُوَلُّوا مُدبِرين * فَجَعَلَهم جُذٰذا اِلاَّ كبيرًا لهم لعلهم إليه يَرْجِعون *

শব্দবিশ্লেষণ

وَلَّوْا مُدبرين সে পিছন ফিরে চলে গেলো, বহুবচনে وَلّٰي مُدْبِرًا

لأكيدن দেখো, ১২/২০ جذاذ টুকরো টুকরো। গুঁড়ো গুঁড়ো

বাক্যবিশ্লেষণ

من اللعبين — অর্থাৎ ... معدودٌ من (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

بل ... — পূর্বে বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ ... بل لَيسَ ما قُلتموه صَحيحًا

الذي ... — এটি ... ربُّ السمٰوٰت এর ছিফাত কিংবা তা থেকে বদল।

على ذلكم — এটি الشاهدين এর সাথে অগ্রবর্তী متعلق
من الشهدين — অর্থাৎ أنا معدودٌ مِنَ الشاهدين على ذٰلكم (ব্যাখ্যা করো)
تالله — দেখো, ১৩/৭
مدبرين — এটি تولون এর فاعل থেকে حال (উদ্দেশ্য তাকীদ করা)
وَلّٰى সে চলে গেছে (পিছনের দিকে)
أَدْبَرَ সে পিঠ দেখাল, পিছনের দিকে চলে গেলো।
وَلّٰى مُدبِرًا সে চলে গেলো পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী অবস্থায়
هم — এ যামীর أصنام এর দিকে ফিরেছে। উপাস্য হিসাবে এগুলোকে جمع مذكر عاقل ধরা হয়েছে।
إلا — এটি أداة الاستثناء এখানে বড় মূর্তিটিকে مُستثنًى (ব্যতিক্রম) সাব্যস্ত করা হয়েছে মূর্তিগুলোর উপর আরোপকৃত হুকুম থেকে, (মূর্তিগুলোর উপর আরোপকৃত হুকুমটি কি তা বুঝিয়ে বলো) এবং مُستثنًى منه চিহ্নিত করো।
لهم — এটি উহ্য ثابتًا এর সাথে متعلق যা كبيرًا এর صفة (ঐ বড় মূর্তিটি ছাড়া যা মূর্তিগুলোর জন্য সাব্যস্ত রয়েছে)
এখানে মূল তারকীব হচ্ছে ইযাফতের, অর্থাৎ إِلَّا كَبِيرَهم

তরজমা ঃ তারা বললো, তুমি কি আমাদের সামনে সত্যকে উপস্থিত করেছো, না তুমি কৌতুক করছো। তিনি বললেন, (তোমাদের বক্তব্য ঠিক নয়) বরং তোমাদের রাব্ব হলেন আসমান ও যমীনের রাব্ব, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি এ বিষয়েরই সাক্ষ্যদানকারী। আর (তিনি মনে মনে বললেন) আল্লাহর কসম! তোমরা পিছন ফিরে চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোকে শায়েস্তা করবো। তারপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন, ওদের বড়টিকে ছাড়া, যাতে তারা তার কাছে ফিরে আসে।

(١٥) قالوا مَنْ فَعَلَ هٰذا بِاٰلِهَتِنا اِنه لَمِنَ الظّٰلمين * قالوا سَمِعنا
فَتًى يَّذكُرهم يُقال له اِبرٰهيمُ * قالوا فَأْتُوا به عَلٰى اَعْيُنِ الناسِ
لعلهم يَشْهَدون * قالوا أَ اَنت فعلتَ هٰذا بِاٰلِهَتِنا يا

اِبرٰهيم * قال بَلْ فَعَلَهٗ كبيرُهم هٰذا فَسْئَلُوهم اِن كانوا يَنْطِقون *

শব্দবিশ্লেষণ

على اعين الناس (লোকদের চোখের সামনে, অর্থাৎ প্রকাশ্যে)

يشهدون (তারা অবলোকন করবে) (س) شُهودًا অবলোকন করা, উপস্থিত থাকা شَهِدَ مجلسًا - شهد أمْرًا

ينطقون (ض) نَطْقًا، نُطقًا কথা বলা, উচ্চারণ করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

من — প্রশ্ন-শব্দ, মুবতাদারূপে রফার স্থানে এসেছে। ... فعل هذا বাক্যটি খবর, কিংবা ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা إنه لمن الظلمين বাক্যটি খবর। (যে এটা করেছে সে অবশ্যই যালিম।)

يذكرهم — এখানে بِسُوْءٍ এই متعلق টি উহ্য রয়েছে। বক্তব্যের পরিবেশ থেকে তা বোঝা যায়। কেননা শত্রু তো মন্দভাবেই আলোচনা করবে। বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

ابرهيم — এর তারকীব বলো।

على أعين ... (ظاهرًا) এটি যামীরে মাজরূর থেকে حال যা অর্থগতভাবে পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول به (তাকে উপস্থিত করো এমন অবস্থায় যে, সে মানুষের সামনে প্রকাশিত।)

هذا — এটি كبيرهم থেকে بدل রূপে রফার স্থানে এসেছে।

اسألوهم — অর্থাৎ إن كانوا يَنطقون فَاسْألوهم পরবর্তী إن كانوا ينطقون হচ্ছে পূর্ববর্তী উহ্য شرط এর ব্যাখ্যা।

তরজমা ঃ তারা বললো, আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করলো, সে তো বড় যালিম। তারা বললো, আমরা ইবরাহীম নামক এক যুবককে তার সমালোচনা করতে শুনেছি। তারা বললো, তাকে মানুষের সামনে আনো, যাতে তারা (বিষয়টি) প্রত্যক্ষ করে। তারা বললো, হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ করেছো? তিনি বললেন, বরং এদের এই বড়টি তা করেছে, সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যদি তারা কথা বলতে পারে।

(١٦) قال أَفتعبُدون مِن دون اللّٰهِ ما لا يَنْفَعكم شيئًا و لا يَضُرُّكم *
أُفٍّ لَّكم وَ لِما تَعبُدون مِن دون اللّٰهِ أفَلا تعقِلون * قالوا حَرِّقُوه
وَ انصُروا اٰلِهتَكم اِن كنتم فٰعلين * قلنا يا نار كوني بَرْدًا و
سلامًا على ابرٰهيم * وَ أرادوا بِهٖ كيدًا فجعلنٰهم الاخسَرِين *

শব্দবিশ্লেষণ

أف — এটি أَتَضَجَّرُ وَ اَتَأَسَّفُ এর সমার্থক اسم الفعل (আমি বিরক্তি প্রকাশ করছি বা আফসোস করছি)

بردا — এটি মাছদার, اسم الفاعل অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ بارِدةٌ (بَرُدَ (بَرْدًا، بُرودًا، ن) ঠাণ্ডা বা শীতল হলো।

أخسر — এটি خاسِر এর أفعَلُ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। দেখো- ৭/২২

বাক্যবিশ্লেষণ

من دونِ اللّٰه (معدودًا) এটি أفتعبدون এর مفعول به অর্থাৎ ما থেকে অগ্রবর্তী حال (তোমরা কি ঐ সকল উপাস্যের উপাসনা করবে যা আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য)

لكم — এটি أُفٍّ এর সাথে متعلق আর পরবর্তী হরফুলজর ও মাজরূরটি لكم এর উপর معطوف

ما تعبدون من ... অর্থাৎ ما تَعبُدونه معدودًا من ... (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

كنتم فعلين এখানে جواب الشرط চিহ্নিত করো।

তরজমা ঃ তিনি বললেন, তারপরো কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করবে, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও ~~করতে~~ পারে না? ধিক তোমাদের জন্য এবং ঐ সকল উপাস্যের জন্য যাদের তোমরা উপাসনা করো আল্লাহকে ছেড়ে। এরপরো কি তোমরা বোঝবে না?
তারা বললো, একে পুড়িয়ে ফেলো এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। আর তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চাইলো, তখন আমি তাদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত বানালাম।

দ্রষ্টব্য ঃ 'তাকে পোড়াও' এ তরজমার ত্রুটি এই যে, তাতে ক্রোধের পরিবেশটি বিবেচনায় আসেনি।

(১৭) وَ نَجَّيْنٰه و لوطًا الى الأَرْضِ التى بٰركنا فِيها للعٰلَمين * و وَهَبْنا له اِسْحٰقَ و يَعقُوبَ نافِلَةً، و كُلًّا جعلنا صٰلِحين * وَ جعلنٰهم أَئِمَّةً يهدُون بِأَمْرِنا وَ اَوْحَيْنا إليهم فِعْلَ الخَيْراتِ وَ إقامَ الصلٰوة وَ ايتاءَ الزكٰوة، وَ كانوا لنا عٰبدين *

শব্দবিশ্লেষণ

نافلة — প্রাপ্যের অতিরিক্ত বা ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত, দান, নাতি, পৌত্র (এখানে এটিই উদ্দেশ্য)

বাক্যবিশ্লেষণ

إلى — এটি أَوْصلنا এর স্থলবর্তী نَجَّينا এর সাথে متعلق

একটি জরুরী কথা

কোন ফেয়েলের পরে তার অনুপযোগী হরফুলজর এলে তার মাঝে এমন ফেয়েলের অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার সাথে ঐ হরফুলজরটি متعلق হতে পারে। নাহবের পরিভাষায় এটাকে تضمين বলে।

إلى অব্যয়টি نجينا এর সাথে متعلق হওয়ার উপযুক্ত নয়। তাই তাতে إلى এর উপযোগী أَوصلنا এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরবীতে تضمين এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

نافلة — এটি يعقوبَ থেকে حال (আর তাকে দান করেছি 'ইয়াকুব' এমন অবস্থায় যে, সে অতিরিক্ত) (পৌত্র তো বাস্তবে পুত্রের অতিরিক্ত)

كلا — এটি جعلنا এর অগ্রবর্তী প্রথম مفعول به আর صالحين হচ্ছে جعلنا এর দ্বিতীয় مفعول به

أئمة — এর তারকীব এবং পরবর্তী বাক্যটির তারকীবী অবস্থান কী ?

الأرض التي ... দ্বারা বাইতুল মাকদিস ও তার সংলগ্ন অঞ্চল উদ্দেশ্য।

তরজমা ঃ আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে ঐ ভূমিতে পৌঁছে দিলাম যেখানে আমি বিশ্বের সকলের জন্য বরকত রেখেছি। আর আমি তাকে দান করলাম ইসহাক, এবং (দান করলাম)

ইয়াকূবকে পৌত্র রূপে। আর প্রত্যেককেই আমি নেককার বানিয়েছি। আর তাদেরকে আমি এমন ইমাম বনালাম যারা আমার নির্দেশে পথ প্রদর্শন করে। আর আমি তাদের প্রতি অহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার এবং নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার, আর তারা আমার ইবাদাতকারী ছিলো।

দ্রষ্টব্য ঃ তরজমায় তাযমীনের অর্থটি বিবেচনায় আনা হয়েছে।

(١٨) وَ نُوحًا اذ نادىٰ مِنْ قبلُ فاستَجَبْنا له فَنَجينٰه و أهلَه مِن الكَرْبِ العَظيم * و نصرنٰه مِنَ القومِ الذين كذّبوا بِاٰيٰتنا ، اِنهم كانوا قومَ سوءٍ فَاَغْرقنٰهم اَجمعين *

শব্দবিশ্লেষণ

استجبنا (কবুল করলাম) استجابةٌ সাড়া দেয়া, কবুল করা (ل অব্যয়যোগে)
কোরআনে আছে– اُدعوني اَسْتَجِبْ لكم

كرب বিপদ, মুছীবত, বহু كُرُوب

قومَ سوءٍ মন্দকর্মের সম্প্রদায়। দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়।

বাক্যবিশ্লেষণ

نوحا অর্থাৎ وَ اذكُرْ خَبَرَ نوحٍ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

إذ نادى অর্থাৎ حِينَ نِدائِهِ فاستجابَتِنا له (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
এটি উহ্য মুযাফ خبرَ نوحٍ এর ظرف হয়েছে। (নূহের [আমাকে] ডাক দেয়ার এবং তার ডাকে আমার সাড়া দেয়ার সময়ে [ঘটিত] তার ঘটনা উল্লেখ করুন।)

من قبلُ অর্থাৎ قبلَ لوطٍ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

مِنَ القوم এটি نصرنا এর متعلق কারণ তাতে مَنَعْنا এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (বাংলায় তরজমা হয় এরকম, আমি তাকে সাহায্য করেছি ঐ কাওমের মোকাবেলায় যারা ....)
শাব্দিক অর্থ– আমি তাকে সাহায্য করে তার কাওম থেকে তাকে রক্ষা করেছি যারা ......

أجمعين শুধু أغرقنٰهم দ্বারা ধারণা হতে পারে যে, কেউ কেউ বেঁচে গেছে,

তাই أجمعين দ্বারা তাকীদ করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, সকলকে ডোবানো হয়েছে, কেউ বাঁচেনি।

তরজমা ঃ আর স্মরণ করুন নূহ-এর ঘটনা, যখন তিনি এর পূর্বে দু'আ করেছিলেন, আর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, তারপর তাকে ও তার পরিবারকে বিরাট বিপদ থেকে নাজাত দিয়েছিলাম। আর আমি তাকে তার কাওমের মোকাবেলায় সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিলো। নিঃসন্দেহে তারা ছিলো মন্দ স্বভাবের পাপাচারী সম্প্রদায়। তাই আমি তাদেরকে, সকলকে ডুবিয়ে দিলাম।

দ্রষ্টব্য ঃ 'তার কাওম' تُشِيرُ هذه الترجمَةُ إلى أَنَّ "الْ" عِوَضٌ عَنِ المضافِ إليه

(১৯) فَمَن يَّعمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ و هُو مُؤمِنٌ فَلا كُفرانَ لِسَعْيِه و إنّا له كٰتِبُونَ *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

كفرانَ (অকৃতজ্ঞতা) (দেখো– ১/১০)

من এটি যুগপৎ اسم موصولٍ و شرطٍ সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি شرط এবং صلة আর ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা لا كفرانَ لِسَعْيِه বাক্যটি خبر এবং جواب الشرط

من এটি تَبْعِيضِيٌّ বা بعضُ এর সামার্থক অব্যয় এবং এখানে তা يعمل এর সাথে متعلق সুতরাং বাক্যের মূলরূপ হবে এই -- فمن يعمَلْ بعضَ الصّٰلِحٰتِ

و هو مؤمن এর তারকীবী অবস্থান বলো।

لا এটি النافيةُ للجنسِ আর كفرانَ হচ্ছে তার ইসম আর لِسَعيِه উহ্য ثابتٌ এর সাথে متعلق এবং তা لا النافيةُ للجنسِ এর খবর। (কোন অকৃতজ্ঞতা সাব্যস্ত নেই তার মেহনতের জন্য)

له অর্থাৎ كاتبون لِأَعْمالِه (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ সুতরাং যারা মুমিন অবস্থায় কিছু নেক আমল করবে তাদের মেহনতের প্রতি কোন অকৃতজ্ঞতা হবে না, বরং আমি তাদের আমল লিখে রাখবো।

(٢٠) إِنَّكُم وَ ما تَعْبُدون مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جهنَّمَ، انتم لَها
وَارِدُونَ * لو كانَ هؤلآءِ اٰلِهةً ما وَرَدُوها، وَ كُلٌّ فيها خٰلِدونَ *
لهم فيها زَفِير و هم فيها لا يَسْمَعون *

শব্দবিশ্লেষণ

حَصَب (আগুনে যা ফেলা হয়) জ্বালানীদ্রব্য

واردون (অবতণকারী) (ض) وُرودًا অবতরণ করা (ব্যবহার)

وَرَدَ الماءَ জলাশায়ে বা পানিতে নামলো বা পৌঁছলো।

وَرد المَوْرِدَ পানির ঘাটে নামলো বা পৌঁছলো।

وَرَدَ حديثٌ একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

وَرَدَ إشكالٌ একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।

زفير লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়া, এর বিপরীত হলো شَهيق লম্বা শ্বাস নেয়া।

অন্য আয়াতে আছে لهم فيها زَفيرٌ و شَهيق

زَفَرَ (زَفْراً، زَفيرًا، ض) লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়লো।

زَفَرتِ النارُ আগুনের আওয়াজ হলো।

شَهِقَ (شَهِيقًا، س) লম্বা শ্বাস নিলো। ফুপিয়ে কাঁদলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

ما تعبدون ছিলা-মাওছূল মিলে কার উপর معطوف বলো। বাক্যটির উহ্য রূপ– ما تعبدون (ه معدودًا) من دون الله (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

إن এর খবর চিহ্নিত করো।

لو كان এখানে لو এর পরিচয় বলো এবং সে আলোকে আয়াতটি ব্যাখ্যা করো। (لو সম্পর্কে দেখো– ১৭/৫ এবং ১৬/৯)

لهم فيها زفير বাক্যটির তারকীব করো এবং শাব্দিক অর্থ বলো।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা করো সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন (হবে)। তোমরা তাতে উপনীত হবে। এই মূর্তিগুলো যদি (সত্য) উপাস্য হতো তাহলে তারা জাহান্নামে উপনীত হতো না। আর প্রত্যেকে তাতে চিরকাল থাকবে। তারা সেখানে চিৎকার করবে, আর সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।

(٢١) قُل اِنما يُوحٰى إِلَىَّ أَنَّما اِلٰهكم الٰه وَاحِدٌ، فَهَل أنتُمْ مُسلمون *

বাক্যবিশ্লেষণ

أن ও إن এর সাথে যুক্ত ما এর পরিচয় বলো।

এখানে أن তার পরবর্তী জুমলাকে মাছদারে পরিণত করেছে এবং এর পদ্ধতি হচ্ছে খবর থেকে মাছদারকে বের করে ইসমের দিকে ইযাফত করা। যেমন أعرفُ أنَّك صَادِقٌ অর্থাৎ أعرِفُ صِدْقَك সেই হিসাবে বাক্যটির মূলরূপ হবে এই- يُوحٰى إِلَىَّ وَحدانِيَّةُ اِلٰهكُم (তোমাদের ইলাহের একত্বের বিষয়টি আমার কাছে অহীরূপে পাঠানো হয়েছে।)

فهل انتم مسلمون অর্থাৎ فَأَسْلِموا (ব্যাখ্যা করো) এটি উহ্য شرط এর جواب অর্থাৎ إن جاءكم خَبَرُ ذٰلك فَ ...

তরজমা : আপনি বলুন, আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণ করবে?

(٢٢) يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكم، إن زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيءٌ عَظِيم * يومَ تَرونَها تَذْهَلُ كلُّ مرضِعَةٍ عما اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ ترَى النَاسَ سُكٰرٰى وَ ما هم بِسُكٰرٰى وَ لٰكنَّ عذابَ اللّٰهِ شَديدٌ *

শব্দবিশ্লেষণ

زلزلة (ভীষণ কম্প) (زَلْزَلَةً، زِلْزَالًا) زَلْزَلَ شيئا ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দিলো

تَزَلْزَلَ شيءٌ ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো।

زَلْزَال ভূমিকম্প, বহু زَلازِلُ

تذهل (ভুলে যাবে) (ذَهْلًا، ذُهولًا، ف) ذَهَلَ شيئًا/عَنْ شَيءٍ ভুলে গেলো

س، ذُهولًا একই অর্থ এবং একই ব্যবহার।

أَذْهَلَه عن شَيءٍ তাকে কোন কিছু ভুলিয়ে দিলো।

مُرضِعة (و مُرضِعٌ) স্তন্যদান কারিণী

إِرْضاعًا স্তন্যদান করা ارْتِضاعًا স্তন্য গ্রহণ করা।

تضع (প্রসব করবে) (وَضْعًا، ف) وَضَعَتِ الأُنْثٰى حَمْلَهَا স্ত্রীপ্রাণীটি গর্ভ প্রসব করলো। ذَاتُ حَمْلٍ গর্ভবতী।

سُكٰرٰى এটি سَكْرَانُ এর বহু, স্ত্রীলিঙ্গে سَكْرٰى
سَكِرَ مِنَ الشَّرَابِ (سَكَرًا، س) পানে মাতাল হলো।
سَكِرَ من الغضَبِ ক্রোধে উন্মত্ত হলো।
أَسْكَرَهُ الشرابُ পানীয় তাকে মাতাল করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

يوم... অর্থাৎ يومَ تَرَوْنَهَا إياها (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
এ অংশটি ظرف الزمان এর تذهل

عما ... অর্থাৎ عما أرضعته এটি تذهل এর متعلق (ঐ শিশুকে ভুলে যাবে যাকে সে স্তন্যদান করেছে)

ما هم অর্থাৎ ليسوا (ব্যাখ্যা করো) ب অব্যয়টি সম্পর্কে কী জানো?

ترى ... বাক্যটির তারকীব করো।

ما هم ... এটি ترى এর مفعول به থেকে দ্বিতীয় হাল।

তরজমা ঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন এক ভয়ংকর বিষয়। ঐ ভূ-কম্পটি দেখার দিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারিণী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভকে প্রসব করে ফেলবে, আর লোকদের তুমি মাতাল অবস্থায় দেখতে পাবে, অথচ তারা মাতাল নয়। আসলে আল্লাহর আযাব ভয়ংকর।

দ্রষ্টব্য ঃ عما أرضعت এর ভাব তরজমা করা হয়েছে।

(٢٣) ذٰلك بِأَنَّ اللّٰهَ هو الحَقُّ و أَنه يُحْيِي الموتٰى وَ أنه عَلٰى كُلِّ شيءٍ قديرٌ وَ أنَّ الساعَةَ اٰتيةٌ لا ريبَ فيها وَ أنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ في القُبورِ *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

حق সত্য, পরম সত্য, সুপ্রমাণিত يبعث (পুনরুত্থিত করবেন) ২/২০

ذلك এটা দ্বারা ইশারা করা হয়েছে মানব সৃষ্টি এবং পৃথিবীকে সজীবতা দান করার দিকে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

بأن الله ... এখানে ب অব্যয়টি এমন একটি উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق যেটিকে বক্তব্যের ধারা দাবী করে। উহ্যরূপটি এই– ذلك المذكور شَاهِدٌ بِأَنَّ اللهَ ...

তরজমা ঃ ঐ উল্লেখিত বিষয় এ কথা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহই চিরসত্য এবং তিনি মৃতদেরকে জীবন দান করবেন এবং তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান এবং কেয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ কবরবাসীদেরকে পুনর্জীবিত করবেন।

(٢٤) إن اللّٰهَ يُدخِل الذين اٰمَنوا وَعَمِلوا الصّٰلِحٰتِ جنّٰتٍ تجري من تحتها الاَنْهٰرُ، اِنَّ اللّٰهَ يفعَلُ ما يُريد *

তরজমা ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে 'বাগ-বাগিচায়' দাখেল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ তো তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।

দ্রষ্টব্য ঃ নীচের আয়াতটি সিজদার আয়াত, সুতরাং আয়াতটি পাঠ করার পর যথানিয়মে তিলাওয়াতি সিজদা করো।

(٢٥) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يسجُد له مَنْ في السمٰوٰتِ وَ مَنْ في الاَرْضِ و الشمسُ و القَمَرُ و النُّجومُ وَ الجِبالُ و الشجَرُ وَ الدوابُّ و كثيرٌ مِنَ الناسِ، وَ كثيرٌ حَقَّ عليه العَذابُ، وَ من يُهِنِ اللّٰهُ فَمالَهُ مِن مُكرِمٍ، ان اللّٰه يفعَلُ ما يَشاءُ *

শব্দবিশ্লেষণ

دواب এটি دَابَّةٌ এর বহু, পৃথিবীতে বিচরণকারী যে কোন প্রাণী।

حق حَقَّ الأمرُ (حَقًّا ، ض) বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হলো।
حَقَّ عليه شيءٌ কোন কিছু তার উপর অবশ্যসাব্যস্ত হলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

يسجد এর فاعل কোন্‌টি ? ছিলাহ-এর তারকীব করো।

من الناس (معدودٌ) এটি كثير এর ছিফাত, দ্বিতীয় كثير হচ্ছে মুবতাদা,

নাকিরা মুবতাদা হতে পেরেছে, معدود من الناس এই উহ্য ছিফাতের কারণে। পূর্ববর্তী من الناس হচ্ছে কারীনা।

حَقَّ عليه العذابُ এ বাক্যটি كثير এর খবর।

من ... এটি অতিরিক্ত, অর্থাৎ مكرِمٌ শব্দটি ... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

له (ثابِتٌ) এটি ما এর খবর, ليس এর সমার্থক ما অগ্রবর্তী খবরের মাঝে আমল করতে পারে না।

তরজমা ঃ তুমি কি দেখো নি যে, আল্লাহ, তাঁকে সিজদা করে যা কিছু রয়েছে আসমানে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর আযাব অবধারিত হয়েছে। আর আল্লাহ যাকে অপদস্থ করেন তাকে কোন সম্মানদানকারী নেই, আর আল্লাহ তো তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।

(٢٦) إن اللّٰهَ يُدخِل الذين اٰمنوا وَ عَمِلوا الصّٰلِحٰتِ جنّٰتٍ تَجري من تَحتِها الانْهٰر، يُحَلَّوْن فيها مِنْ اَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ و لُؤْلُؤاً، وَ لِباسُهم فيها حَريرٌ * وَ هُدُوا إلى الطَّيِّبِ مِنَ القولِ وَ هُدوا إلى صِراط الحَميدِ *

শব্দবিশ্লেষণ

يحلون (তাদেরকে অলংকার পরানো হবে) حَلْيٌ অলংকার, حُلِيٌّ বহুবচন حِلْيَةٌ অলংকার, বহু حِلًى أَساوِرُ এটি سِوارٌ এর বহু, বালা।
حَلّاه (تَحْلِيَةً) অলংকার পরালো, অলংকার দ্বারা সজ্জিত করলো
تَحَلّٰى (تَحَلِّياً) অলংকার পরলো, অলংকার দ্বারা সজ্জিত হলো

বাক্যবিশ্লেষণ

من أساور এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত, সুতরাং ..... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

مِن ذهبٍ (مصنوعةٍ) এটি أساورَ এর ছিফাত।

لؤلؤاً এটি معطوف হয়েছে أساورَ এর অর্থগত অবস্থানের উপর।

إلى الطيبِ من القولِ ~~(উত্তম~~ কথার দিকে) من القول এটি معدوداً এর সাথে متعلق আর তা الطيبِ থেকে حال (তাদেরকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে উত্তম জিনিসের দিকে, এমন অবস্থায় যে তা কথার মধ্য

হতে গণ্য) গ্রহণযোগ্য বাংলা তরজমা হবে মাওছূফ-ছিফাত, অর্থাৎ هدوا إلى القول الطيّب

দ্রষ্টব্য ঃ جنّت বহুবচনের ক্ষেত্রে তরজমা 'জান্নাত' হবে না, উদ্যান বা বাগ-বাগিচা হবে।

তরজমা ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই দাখেল করবেন এমন সব উদ্যানে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে সেখানে পরানো হবে সোনার বালা এবং মুক্তো এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমী। তাদেরকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছিলো উত্তম কথার দিকে এবং পরিচালিত করা হয়েছিলো পরম প্রশংসিত-এর পথে।

(٢٧) لَن ينالَ اللّٰهَ لُحومُها و لا دِماؤُها وَ لٰكِن يّنالُه التقوٰى منكم، كذلك سَخَّرَها لكم لِتُكَبِّروا اللّٰهَ على ما هَدٰىكم، وَ بَشِّرِ المُحْسِنين *

শব্দবিশ্লেষণ

سخر (বশীভূত করেছেন) দেখো, ১৩/৩৮

ينال (س) نَيْلاً লাভ করা, পৌঁছা।

نال فلانٌ شيئًا অমুক কোন কিছু অর্জন করলো।

نال فلانًا شيءٌ কোন কিছু অমুকের কাছে পৌঁছলো।

كبر الله আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

منكم অর্থাৎ ظاهرةً منكم (তাঁর কাছে পৌঁছে তাকওয়া, এমন অবস্থায় যে তা তোমাদের থেকে প্রকাশিত) বাংলা তরজমা হবে– تقواكم

على ما هداكم অর্থাৎ شاكرين على هدايته إيّاكم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ এগুলোর গোশত এবং এগুলোর রক্ত তো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করো, তোমাদেরকে হেদায়াত দান করার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।

(٢٨) وَ اِن يُّكَذِّبُوك فَقَدْ كَذَّبَتْ قبلَهم قومُ نوحٍ و عادٍ و ثمودَ* و
قومُ ابرٰهيمَ و قومُ لوطٍ * وَ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ، وَ كُذِّبَ مُوسٰى،
فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفرين ثم اخذتُهم، فكيفَ كان نكيرِ *

শব্দবিশ্লেষণ

أَمْلٰى- يُمْلِي- إِملاءً ঢিল দেয়া   نكير সাজা, শাস্তি, আযাব

বাক্যবিশ্লেষণ

إن يكذبوك অর্থাৎ فلا تحزنْ পরবর্তী ف অব্যয়টি হেতুবাচক।

نكير এটি كان এর ইসমরূপে মারফূ। রফার আলামত হচ্ছে ر এর উপর অপ্রকাশিত যাম্মা। কারণ ياءُ المتكلم এর পূর্ববর্তী হরফ মাকসূর হয়, এখানে ياء المتكلم কে সহজায়নের জন্য হযফ করা হয়েছে।

كيف হচ্ছে كان এর খবর। এটি مبنيٌّ على الفتحةِ এটি অগ্রবর্তী হলো কেন?

তরজমা ঃ আর তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে (আপনি দুঃখিত হবেন না, কারণ) আপনার পূর্বে কাওমে নূহ্‌, আদ ও ছামূদ এবং কাওমে ইবরাহীম ও কাওমে লূত এবং মাদয়ানের অধিবাসীরা (তাদের নবীদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছে এবং মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। আর কী ভীষণ ছিলো আমার শাস্তি!

(٢٩) اَلْمُلْكُ يومَئِذٍ لِّلّٰه يحكُم بينهم، فَالذين اٰمَنوا و عَمِلوا
الصّٰلحٰتِ في جنّٰتِ النَّعيمِ * وَ الذين كَفَرُوا وَ كَذَّبوا
بِاٰيٰتِنا فَاُولٰئِك لهم عذابٌ مُّهينٌ * و الذين هاجَروا في
سَبيلِ اللّٰهِ ثم قُتِلُوا اَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزقًا حَسَنًا، و
اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خيرُ الرّٰزقين * لَيُدخِلَنهم مُّدْخَلا يَّرضَوْنَه، و
اِن اللّٰه لَعليمٌ حَلِيمٌ *

শব্দবিশ্লেষণ

يومئذ সেদিন, نعيم নেয়ামত, যা ভোগ করা হয়।

مدخلا এটি ইফ'আলের اسم الظرف প্রবেশ করানোর স্থান। (ছুলাছী মাযীদ-এর اسم الظرف সর্বদা اسم المفعول এর ওজনে আসে) اسم الظرف এর পরিচয় বলো, প্রয়োজনে দেখো- ১৯/৭

বাক্যবিশ্লেষণ

يومئذ এটি উহ্য খবর ثابتٌ এর অগ্রবর্তী যরফ لله হচ্ছে ثابت এর متعلق

في جنت النعيم এটি مقيمون এর সাথে متعلق এবং তা খবর।

الذين كفروا ... এটি মুবতাদা, اولئك لهم عذاب বাক্যটি খবর, এখানে 'শর্ত'-এর আভাস রয়েছে, তাই رابطة এসেছে।

أولئك لهم عذاب مهين এর তারকীব করো। একক বাক্য থেকে দ্বৈত বাক্যে এর রূপান্তর প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো।

مدخلا এটি ليدخلن এর দ্বিতীয় مفعول به

يرضون এ বাক্যটি مدخلا এর ছিফাত।

তরজমা ঃ রাজত্ব সেদিন আল্লাহরই জন্য হবে। তিনি তাদের মাঝে বিচার করবেন। অতএব যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তারা নেয়ামতের উদ্যানে থাকবে। আর যারা কুফুরি করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে 'মিথ্যা' বলবে তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারপর নিহত হয়েছে কিংবা মৃত্যুবরণ করেছে; অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করবেন, আর আল্লাহই তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা। অবশ্যই তিনি তাদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা পছন্দ করবে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সহনশীল।

(٣٠) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً، اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ *

শব্দবিশ্লেষণ

مخضرة (সবুজ) اِخْضَرَّ، يَخْضَرُّ، اِخْضِرارًا (সবুজ হওয়া) থেকে اسم الفاعل

لطيف আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম, মহাসূক্ষ্মদর্শী, সূক্ষ্ম।

তরজমা ঃ তুমি কি দেখো নি যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেছেন, ফলে পৃথিবী সবুজ হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাসূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবগত।

(٣١) وَ هو الذي اَحْياكُم ثُمَّ يُمِيتُكم ثم يُحْيِيكم، اِن الانسٰنَ لَكَفُور *

তরজমা ঃ তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তারপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন, তারপর পুনর্জীবন দান করবেন। নিঃসন্দেহে মানুষ ভীষণ অকৃতজ্ঞ।

(٣٢) وَ ان جٰدَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اعلَمُ بِما تعمَلون * اللّٰهُ يحكُم بينكم يومَ القِيٰمَةِ فيما كُنتم فيه تَخْتَلِفون *

বাক্যবিশ্লেষণ

শেষ বাক্যটির তারকীব করো। দেখো, ১/২৫

তরজমা ঃ যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে তাহলে আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অধিক অবগত। আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন ঐ বিষয়ে যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

(٣٢) يٰاَيُّها النَاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاستَمِعوا له، اِن الذين تَدْعُون مِنْ دُون اللّٰهِ لن يَخْلُقوا ذُبابًا وَّ لَو اجْتَمَعُوا له، وَ اِن يَّسلُبْهم الذُّباب شيئًا لَّا يَستنقِذوه منه، ضَعُفَ الطالِبُ و المطلوبُ * ما قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه، ان اللّٰه لَقَوِيٌّ عزيزٌ *

শব্দবিশ্লেষণ

ضَرَبَ مَثَلاً (ض) উদাহরণ বর্ণনা করলো (ل অব্যয়যোগে)

سَلْبًا (ن) ছিনিয়ে নেয়া। سَلَبَه তার থেকে ছিনিয়ে নিলো

استنقاذا উদ্ধার করা।

ما قدروا (তারা মর্যাদা দান করেনি) قَدَرَ فُلانًا (قَدْرًا، ض) অমুককে মর্যাদা দান করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

تدعون من دون الله অর্থাৎ تَدْعُون (هم مَعدودين) مِن دُونِ اللّٰهِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) إن এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

إن এর جواب ও شرط নির্ধারণ করো।

له অর্থাৎ لِخَلْقِه (মাছিকে সৃষ্টি করার জন্য)

তরজমা ঃ হে লোকসকল! একটি উদাহরণ বর্ণনা করা হলো, সুতরাং তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সেজন্য একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তাহলে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। উপাসক ও উপাস্য উভয়ে দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে। তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য কদর করেনি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী।

(٣٢) يَاَيُّهَا الذين اٰمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدوا ربّكم و افْعَلوا الخَيْرَ لَعلَّكم تُفْلِحون *

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু করো এবং সিজদা করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো এবং নেক আমল করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

(١) قَد افْلَحَ المؤمنون * الذين هُم في صَلاتِهم خُشِعون * و
الذين هم عَنِ اللغْوِ مُعرضون * وَ الذين هم لِلزَّكٰوةِ
فٰعلون * ..... وَ الذين هم لِأَمٰنٰتِهم وَ عهدِهم رٰعون * و
الذين هم على صَلَوٰتِهم يُحافِظون * اُولٰئِكَ هم الوارِثُون *
الذين يَرِثُون الفِردَوْسَ هم فيها خٰلدون *

শব্দবিশ্লেষণ

خشعون (খুশুখুযু অবলম্বনকারী) (ف) خُشُوعًا অনুগত হওয়া, বিনয়নম্র হওয়া, ভয় পাওয়া।
خَشَعَ لِرَبِّه প্রতিপালকের প্রতি নিবেদিত ও বিনয়াবনত হলো।
خَشَعَ في صَلاتِه নামাযে 'খুশুখুযু' (অর্থাৎ একাগ্রতা, নিমগ্নতা ও ভয়ভাব) অবলম্বন করলো।

لغو (বেহুদা কথা) (ن) لَغْواً বেহুদা কিছু করলো।
لَغا في القَوْلِ বেহুদা কথা বললো।

راعون (রক্ষাকারী) (ف) رَعْيًا، رِعايَةً
رَعٰى شيئًا হেফাজত/রক্ষা করলো। তদরাক ও দেখভাল করলো। দায়িত্বভার গ্রহণ করলো।

عهد প্রতিশ্রুতি عُهود বহুবচন وارث (উত্তরাধিকারী) দেখো, ৯/৭

বাক্যবিশ্লেষণ

প্রতিটি হরফুলজর তার পরবর্তী ফেয়েল বা شبه الفعل এর সাথে متعلق হয়েছে, তবে 'সুরছন্দ' রক্ষা করার জন্য সেগুলোকে ফেয়েল থেকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। মাওছূলগুলো عطف এর মাধ্যমে المؤمنون এর ছিফাত। শেষ মাওছূলটি তার ছিলাকে নিয়ে الوارثون এর ছিফাত হয়েছে।

তরজমা ঃ অব্যশই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়নম্র, যারা বেহুদা কথা থেকে নির্লিপ্ত, যারা যাকাত

আদায়কারী। .... যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষাকারী, আর যারা তাদের নামাযগুলোকে হেফাযত করে, তারাই হলো উত্তরাধিকারী যারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

(٢) وَ لقد ارسَلْنا نُوحا الى قومِه فقال يٰقوم اعبُدوا اللّٰهَ ما لكم
من الٰهٍ غيرُه اَ فَلا تَتَّقُون * فَقال المَلَؤُ الذين كَفَروا من
قومِه ما هذا اِلا بَشَر مِثْلُكم يُريد أن يتفَضَّلَ عليكم، وَ لو
شاءَ اللهُ لانزَلَ مَلٰئِكةً ما سَمِعنا بهذا في اٰبائِنا الأوَّلِين *
اِنْ هُوَ اِلا رجلٌ به جِنَّة فتربَّصُوا به حَتّٰى حين *

শব্দবিশ্লেষণ

تَفَضَّل عليه তার প্রতি অনুগ্রহ করলো, তার উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করলো। (দ্বিতীয় অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য)

جنة (جُنون) মস্তিষ্ক বিকৃতি। অন্য অর্থ– জিনজাতি (الجن)

تَربَّص به তার কল্যাণের বা অকল্যাণের অপেক্ষা করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

ما لكم من اله غيره এখানে ما অব্যয়টি ليس এর সমার্থক। তবে খবরের অগ্রবর্তিতার কারণে তার আমল রহিত। (প্রয়োজনে ৮/২৭)

من قومه অর্থাৎ معدودين من قومه (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ما এটি إلا এর উপস্থিতির কারণে আমল-রহিত ما
উহ্য شيء হচ্ছে খবর ও مستثنى منه আর بشر হচ্ছে مستثنى

مثلكم এটি بشر এর ছিফাত।

لو شاء الله ... বাক্যটির তারকীব করো।

في ابائنا অর্থাৎ في أخبارِ اٰبائِنا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

إن ... এ অব্যয়টি ليس এর সমার্থক, কিন্তু তার আমল রহিত, কেন?
هو হচ্ছে মুবতাদা, এর খবরটি তুমি চিহ্নিত করো।

به جنة অর্থাৎ جِنَّةٌ مُتَعلِّقَةٌ بهٖ এ বাক্যটি رجل এর ছিফাত।

فتربصوا অর্থাৎ إن أردتُم معرِفَةَ حقيقَتِه ف ... (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ আর আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা কি ভয় করবে না! তখন তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কুফুরি করেছিলো, বললো, এ তো তোমাদেরই মত মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তো ফিরেশতা-দেরকেই নাযিল করতেন। আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনায় এ ধরনের কথা শুনিনি। সে তো শুধু এমন ব্যক্তি যার মাঝে রয়েছে মস্তিষ্কবিকৃতি। সুতরাং (যদি তার আসল অবস্থা জানতে চাও তাহলে) কিছুকাল অপেক্ষা করো।

(٣) قال ربِّ انْصُرني بما كذَّبون * فَأَوْحينا اليه أَنِ اصْنَعِ الفُلْكَ بِأَعْيُننا و وَحْيِنا فَإذا جاءَ امرُنا و فارَ التَّنُّورُ، فاسلُكْ فيها مِن كلٍّ زوجَينِ اثْنَيْنِ و اهلَكَ إلا مَنْ سبَق عليه القولُ منهم، و لا تُخاطِبني في الذين ظَلموا، إنهم مُغرقون *

শব্দবিশ্লেষণ

فار বাবে নাছারা থেকে فَوَرَانًا ও فَوْرًا বলক দিয়ে ওঠা
فارَ الماءُ ভূমির অভ্যন্তর থেকে সবেগে পানি বের হলো।

تنور চুল্লী, মাটিতে গর্ত করে তৈরী করা চুল্লী। বহু تنانير

فاسلك (ن) سُلُوكًا চলা, প্রবেশ করা, প্রবেশ করানো।
سَلَك طريقًا কোন পথে চললো
سَلَكَ مكانًا/في مكانٍ/بمكانٍ কোন স্থানে প্রবেশ করলো।
سلك شيئًا في شيءٍ প্রবেশ করালো।

سبق (আগেই সাব্যস্ত হয়ে গেছে) (ض) سَبْقًا ছাড়িয়ে যাওয়া, আগে চলে যাওয়া (ব্যবহার) سَبَقَني إلى شيءٍ সে কিছুর দিকে আমার আগে উপনীত হয়েছে।
سَبَقَني في الفضْلِ শ্রেষ্ঠত্বে সে আমাকে ছাড়িয়ে গেছে।
سَبَقَ عليه القولُ তার বিষয়ে আগেই ফায়ছালা হয়ে গেছে

বাক্যবিশ্লেষণ

بما — ب অব্যয়টি হেতুবাচক। ما এর পরিচয় দাও। ফেয়েলের সঙ্গে যুক্ত ن সম্পর্কে যা জানো বলো। বাক্যটির মূলরূপ হলো–

أنصرني بتكذيبهم إيايَ

أن اصنع — এই أن সম্পর্কে যা জানো, বলো। প্রয়োজনে দেখো, ১৩/২৮

باعيننا — এটি উহ্য مُسْتَعِينًا এর সাথে متعلق এবং তা হাল। শাব্দিক অর্থ– তুমি কিশতি তৈরী করো, আমার তত্ত্বাবধান ও আমার নিদের্শনা দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করা অবস্থায়।

فاسلك — এই ف সম্পর্কে কী জানো বলো। (إذا)

مِن كلٍّ এটি أسْلُكْ এর সাথে দ্বিতীয় متعلق

زوجين — এটি اسلك এর مفعول به আর اثنين হচ্ছে তার ছিফাত। উদ্দেশ্য হলো দ্বিবচনত্বকে তাকীদ করা।

اهلك — এ শব্দটি কীভাবে কী ইরাব গ্রহণ করেছে বলো। إلا অব্যয়টি দ্বারা এখানে কী বোঝানো হয়েছে?

منهم (معدودا) এটি عليه এর যামীর থেকে হাল।

في الذين — অর্থাৎ في أمرِ الذين

তরজমা ঃ তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করার কারণে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি তার কাছে অহী পাঠালাম যে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার নির্দেশনায় কিশতি তৈরী করো। তারপর যখন আমাদের আদেশ আসবে এবং চুল্লী বলক দিয়ে ওঠবে তখন কিশতিতে তুলে নাও প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, তাদের মধ্য থেকে যাদের উপর ফায়ছালা সাব্যস্ত হয়ে গেছে তাদেরকে ছাড়া। আর তুমি ঐ লোকদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না যারা অবিচার করেছে। তাদেরকে তো ডুবিয়েই দেয়া হবে।

(٤) فَإذا استويتَ انت و مَن معَك على الفلكِ فقُلِ الحمدُ لِلّٰهِ الذي نَجّٰنا مِنَ القومِ الظّٰلمين * و قُل رَّبِّ أنْزِلْني مُنْزَلاً مُباركا و انتَ خيرُ المنزِلين *

শব্দবিশ্লেষণ

استوى على ... ঠিকঠাকমত (পোক্ত হয়ে) বসলো। দেখো, ১৬/১৮

منزلا এটি إفعال এর اسم الظرف আর ثلاثي مجرد ছাড়া ... (১৭/২৯)

বাক্যবিশ্লেষণ

أنت এখানে এর ভূমিকা কী বলো, দেখো, ১৬/২২

على অব্যয়টি কার সাথে متعلق বলো।

وأنت ... এ বাক্যটি أَنزِلْ এর ফায়েল থেকে হাল, কিংবা স্বতন্ত্র বাক্য, যা পূর্ববর্তী বাক্যের হেতু বর্ণনা করেছে।

তরজমা ঃ যখন তুমি ও তোমার অনুগামীরা নৌকায় অবস্থান গ্রহণ করবে তখন তুমি বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন, আরো বলো, হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে কল্যাণপূর্ণ স্থানে অবতারণ করুন, কেননা আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

(٥٠) إن في ذلك لَآيٰتٍ وَ إنْ كُنا لَمُبتلين * ثم أَنْشَأْنا مِن بعدِهم قَرْنًا أٰخَرين * فَارسلنا فيهم رَسُولا منهم أَنِ اعْبُدوا اللّٰهَ ما لكم من الٰهٍ غيرُه، أَفَلا تتقون *

শব্দবিশ্লেষণ

مبتل পরীক্ষাকারী, বহুবচনে مُبْتَلون মাছদার اِبْتِلاءٌ পরীক্ষা করা।

قَرْن শতাব্দী القَرْنُ العِشرون বিংশ শতাব্দী। قَرْنُ الظبي হরিণের শিং বহু قرون – এখানে أهلُ القَرْنِ (জাতি ও সম্প্রদায়) অর্থে ব্যবহৃত।

বাক্যবিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির তারকীব করো। آيٰتٍ এর ইরাব বলো।

إن এটি إن এর লঘুরূপ, আর লঘুরূপে তার আমল রহিত হয়ে যায়, এবং তা ফেয়েলের শুরুতেও আসে।

قرنا এটি قوم অর্থে ব্যবহৃত বলে তার ছিফাত বহুবচন হয়েছে।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন। আর আমি তো (রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে বান্দাদেরকে) পরীক্ষা করি। তারপর তাদের পরবর্তীতে অন্য এক সম্প্রদায়কে আমি সৃষ্টি করেছিলাম।

তারপর তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে (এই নির্দেশ দিয়ে) একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা কি ভয় করবে না?

(٦) وَ قال المَلأُ مِن قَوْمِه الذين كَفَروا و كَذَّبوا بِلِقاء الآخِرَةِ و
اَترفنٰهم في الحيٰوةِ الدُّنيا ما هذا اِلا بشَرٌ مِّثْلُكم يَأكل مِمَّا
تَأكلون منه و يشرَب مِما تَشربون * وَ لَئِنْ اَطَعتُم بشرًا
مثلَكم اِنكم اذًا لخٰسِرون * اَ يَعِدُكم اَنَّكم اِذا مِتُّم و كنتم
تُرابا و عِظاما اَنَّكم مُخرَجون * هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدون *
اِنْ هِيَ اِلا حَياتُنا الدنيا نَموت وَ نَحْيَا وما نَحنُ بِمَبعوثين *
اِنْ هو اِلاَّ رجلٌ افْترٰى على اللّٰه كَذِبا وَّما نحن له بِمُؤمنين *

শব্দবিশ্লেষণ

أترفنا (বিলাস-প্রাচুর্য দিলাম) مُتْرَفُوْن শব্দটিও কোরআনে এসেছে।
أَتْرَفَ فلانٌ স্বেচ্ছাচারে মেতে থাকলো। (لازم)
أَترفَ فلانًا অমুককে বিলাস-প্রাচুর্য দান করলো।
أترفَتْه النعمَةُ প্রাচুর্য তাকে দুর্বিনীত করলো।

هيهات এটি بَعُدَ এর সমার্থক اسم الفعل এবং তা ফাতহার উপর স্থির শব্দ। এর পরবর্তী ইসমটি তার ফায়েলরূপে মারফূ হয়।

বাক্যবিশ্লেষণ

من قومه এটি معدودين এর সাথে متعلق এবং তা الملأ থেকে حال

الذين ... এর পরবর্তী তিনটি বাক্য হলো ছিলাহ। তুমি প্রতিটি বাক্যের عائد إلى الموصول নির্ধারণ করো।
ছিলা-মাওছূল মিলে قوم এর ছিফাত।

أنكم প্রথমটির খবর হচ্ছে مُخرَجون দ্বিতীয় أنكم হচ্ছে প্রথমটির মুআক্কিদ اَنَّ এর ইসম ও খবরের মাঝে দীর্ঘ ব্যবধানের কারণে اَنَّ ও তার ইসমের পুনরুক্তি (تكرار) করা হয়েছে (لِطُولِ الفَصْلِ)

إذا — এটি শুধু اسم الظرف পরবর্তী বাক্যটি তার مضاف إليه এটি ظرف হয়েছে مخرجون এই شبه الفعل এর।

ما توعدون — ছিলা-মাওছূল মিলে هيهات এর ফায়েল, لام অব্যয়টি অতিরিক্ত। দ্বিতীয় هيهات হচ্ছে প্রথমটির মুআক্কিদ।

إن هي — এখানে مَرجعُ هذا الضميرِ هو" الحياةُ " المفهومَةُ من الكلامِ السابِقِ

نحن — এটি اسمُ ما، وَ الباءُ حرفُ جرٍّ زائدٌ، و مبعوثون مجرورٌ لفظًا، منصوبٌ مَحَلًّا، لِأنه خبرُ ما

افترى على الله ... বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

তরজমা ঃ তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কুফুরি করেছিলো এবং আখেরা-তের সাক্ষাৎকে 'মিথ্যা' বলেছিলো এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে প্রাচুর্য দান করেছিলাম তারা বললো, এ তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তোমরা যা পানাহার করো সেও তা থেকেই পানাহার করে। তোমরা যদি তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমরা যখন মারা যাবে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে? তোমাদেরকে দেয়া ওয়াদা বহু দূরবর্তী (অর্থাৎ তা ঘটা অসম্ভব) সে তো আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছু নয়। (এখানেই) আমরা মৃত্যুবরণ করি এবং জীবন ধারণ করি। এরপর আমরা পুনরুত্থিত হবো না। সে তো এমন ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয় যে আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করেছে। আমরা তো তার প্রতি বিশ্বাস রাখি না।

দ্রষ্টব্য ঃ 'পানাহার' এটি সংক্ষেপিত তরজমা, বিশদ তরজমাও করা যায়।

(৭) ثم أرسلنا موسى وَ اخاه هٰرونَ بِاٰيٰتِنا و سُلطٰنٍ مُبينٍ * إلى فرعونَ و ملائِه فَاستكبروا وكانوا قومًا عالين * فقالوا أ نُؤمِنُ لِبشَرَيْنِ مثلِنا و قومُهما لنا عٰبدون * فَكذَّبوهما فكانوا مِنَ المُهلَكين * وَ لقد ءاتينا موسَى الكِتٰبَ لعلهم يَهتَدون * و جَعلنا ابْنَ مريمَ و اُمَّه اٰيةً و ءاوَيْنٰهما الى رَبْوَةٍ ذاتِ قرارٍ ومعينٍ *

শব্দবিশ্লেষণ

عال দম্ভকারী, দাম্ভিক (ن) عُلُوًّا দম্ভ করা, বড়ত্ব দেখানো।
অন্য আয়াতে আছে– إن فرعونَ علا في الأرضِ

اوينا (আশ্রয় দিলাম) দেখো, ১০/৪

رَبوة উঁচু ভূমি, বহু رُبًى এটি رابِيَةٌ এর সমার্থক, এর বহু رَوابٍ
বলা হয়– أخذَه أخذةً رابيةً তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করলো

قرار স্থিতি, স্থিরতা, ذاتُ قرارٍ স্থিরতাপূর্ণ।
رَبوةٍ ذاتِ قرارٍ এমন উঁচু ভূমি যেখানে স্থিরভাবে প্রশান্তির সাথে বাস করা যায়। সমতল বিস্তীর্ণ ভূমি কিংবা ফলফলাদিপূর্ণ ভূমি উদ্দেশ্য। معين ঝরণা, উপত্যকায় প্রবাহিত পানি।

বাক্যবিশ্লেষণ

أنؤمن প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান।
هذه الهمزَةُ للإنكارِ، لا لِلإستِفهامِ، أيْ لا نُؤمنُ

مثلنا এটি بَشَرَيْنِ এর ছিফাত। পরবর্তী বাক্যটি بشرين এই মাওছূফ নাকিরাহ থেকে حال হয়েছে।

من المهلكين অর্থাৎ ... معدودين من (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

و لقد ... দেখো– ১৭/১২

معين এটি উহ্য মাওছূফের ছিফাত, অর্থাৎ ماءٍ معينٍ প্রবাহিত পানি।

তরজমা ঃ তারপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ, ফিরআউন ও তার অনুচরদের কাছে। তখন তারা অহংকার করলো, আর তারা ছিলো উদ্ধত সম্প্রদায়। তারা বললো, আমরা আমাদেরই মত দু'জন মানুষের প্রতি ঈমান আনবো, অথচ তাদের সম্প্রদায় হলো আমাদের দাসত্বকারী! তারপর তারা তাদের দু'জনকে মিথ্যাবাদী বললো, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। আর অবশ্যই মূসাকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা হেদায়াত লাভ করে। আর মারয়াম-পুত্র ও তার আম্মাকে আমি (মানব সম্প্রদায়ের জন্য আমার কুদরতের) নিদর্শন বানিয়েছিলাম এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম স্থিতিপূর্ণ ও স্বচ্ছ পানিপূর্ণ এক উঁচু ভূমিতে (বাইতুল মাকদিসে)

(٨) اَم يقولون بِه جِنَّة، بل جاءهم بِالحقِّ و اكثرُهم لِلْحَقِّ كٰرِهون * وَ لَوِ اتَّبَعَ الحقُّ اهواءَهم لَفَسدَتِ السمٰوٰتُ و الارضُ وَ مَنْ فيهِنَّ بل اَتَينٰهم بذكرِهم فهم عَنْ ذكرِهم مُّعرِضون *

শব্দবিশ্লেষণ

كاره (অপছন্দকারী) দেখো, ১১/২০

هوى বহু أَهْوَاءٌ প্রবৃত্তি, খাহেশ (هَوًى، س) هَوِيَ فلانٌ فلانًا ভালোবাসলো

بذكرهم এখানে ذكر দ্বারা উদ্দেশ্য এমন জিনিস যা তাদের সুখ্যাতির কারণ হবে, অর্থাৎ কোরআন।

বাক্যবিশ্লেষণ

و اكثرهم ... এটি حَالٌ من مفعولِ "جاءَ"، وَ للحقِّ متعلقٌ بِـ : كارِهون

فيهن এখানে جمع مؤنثٍ عاقلٍ এর যমীর ফিরেছে جمع غير عاقلٍ এর দিকে। এটা ব্যতিক্রম, তবে এর প্রচলন রয়েছে جمعٌ غيرُ عاقلٍ স্বাভাবিক নিয়মে واحد مؤنث এর মত ব্যবহৃত হয়।

পুরো جواب الشرط এর তারকীব করো।

عن ذكرهم কার সাথে متعلق বলো।

তরজমা ঃ না কি তারা বলে যে, তার মাঝে মস্তিষ্কবিকৃতি রয়েছে। বরং তিনি তো তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছেন, তবে তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করতো তাহলে আসমান ও যমীন এবং তাতে যারা রয়েছে সব কিছু বরবাদ হয়ে যেতো। বরং আমি তো তাদেরকে দান করেছি তাদের উপদেশ (কিংবা তাদের সুখ্যাতির বিষয়) কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে বিমুখ থাকে।

(٩) وَ اِنك لَتَدعُوهم الى صِرٰطٍ مستَقيم * وَ الذين لا يؤمنون بالاٰخِرَةِ عن الصرٰطِ لناكبون (مائلون)

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আপনি তাদেরকে সরল পথের দিকে আহ্বান করছেন। কিন্তু যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তারা তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত।

(١٠) وَ هو الذي اَنْشَأَ لَكُم السمعَ و الابصارَ و الاَفْئِدَةَ، قليلًا ما تَشكرون * و هو الذي ذَرَأكم في الارضِ و اليه تُحشرون * و هو الذي يُحيي و يُميت وَ له اخْتِلافُ الّيلِ و النهارِ، اَ فَلا تعقِلون

শব্দবিশ্লেষণ

فؤاد — হৃদয় বহু أفئدة

ما — এ অব্যয়টি নাকিরার পরে এসে নাকিরাত্বকে গভীরতা দান করে। رجلٌ একজন লোক, رجلٌ ما কোন একজন লোক।

اختلاف الليل و النهار — রাত ও দিনের আবর্তন (রাতের পর দিনের এবং দিনের পর রাতের আসা-যাওয়া)

বাক্যবিশ্লেষণ

قليلا — এটি উহ্য মাছদার شُكْرًا এর ছিফাত রূপে نائب مفعول مطلق এর বা স্থলবর্তী।

اختلاف ... — এটি পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা, আর له (ثابتٌ) হচ্ছে অগ্রবর্তী খবর

তরজমা ঃ তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন (কিন্তু) তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাকো। আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, আর রাত ও দিনের বিবর্তন তাঁরই কাজ। তবু কি তোমরা বোঝবে না!

দ্রষ্টব্য ঃ তরজমায় 'খুব' এবং 'ই' যুক্ত হওয়ার কারণ এই যে, قليلا কে অগ্রবর্তী করার কারণে তাতে 'হাছর'-এর অর্থ এসেছে, আর ما দ্বারা قليلا এর নাকিরাত্বকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(١١) بَل قالوا مِثْلَ ما قالَ الاَوَّلون * قالوا اَ ءِ ذا مِتْنا وَ كُنّا ترابًا وَ عِظامًا اَ ءِ نّا لَمَبعوثون * لَقَدْ وُعِدْنا نحنُ و اٰباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذا اِلّا اَساطِيرُ الاَوَّلِين *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

أَسَاطِيرُ এটি أَسْطُورٌ এবং أُسْطُورَةٌ এর বহু। অলীক ও অবাস্তব কথাবার্তা। রূপকথা।

ما অর্থাৎ مِثْلَ قولِ الأوّلين কিংবা اسم موصول তার স্থানীয় অর্থ- كلام (কথা) যা পূর্বাপর থেকে বোঝা যায়। তখন عائد উহ্য থাকবে

قالوا দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে কিংবা قال থেকে বদল।

إذا উহ্য نُبْعَثُ হচ্ছে جواب الشرط এবং إذا হচ্ছে তার যরফ إن এর খবরটি হচ্ছে উহ্য جواب الشرط এর কারীনাহ।

إذا কে مبعوثون এর ظرف বলা সম্ভব নয়। কেননা إن এর পরবর্তী শব্দ إن এর পূর্ববর্তী শব্দে আমল করতে পারে না।

نحن . এ সম্পর্কে দেখো, ১৬/২২ أباؤنا কার উপর معطوف বলো।

هذا এটি مجهول এর দ্বিতীয় مفعول به আর نا হচ্ছে তার نائب الفاعل

তরজমা ঃ বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলতো, তারা বলে যখন আমরা মারা যাবো এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবো তখনো কি আমরা পুনরুত্থিত হবো? ইতিপূর্বে তো আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিলো। এটা তো পূর্ববর্তীদের কল্পকথা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

(১২) إن الذين يُحِبُّون ان تَشِيعَ الفاحِشةُ في الذين آمنوا لهم عذابٌ أَليم في الدنيا و الآخِرَةِ، وَ اللّٰه يعلَم و أَنتم لا تعلَمون *
وَ لو لا فضلُ اللّٰهِ عَليكُم وَ رَحمتُه وَ أَنَّ اللّٰهَ رؤوفٌ رَحيم *

শব্দবিশ্লেষণ

أن تشيع (ছড়িয়ে পড়া) (ض) شُيُوعًا ছড়িয়ে পড়া, বিস্তার লাভ করা। أَشاعَ شيئًا/بِشَيءٍ (إشاعَةً) কোন কিছু ছড়ালো।

فاحشة দেখো- ৩/৭ (فُحْشًا. ك) فَحُشَ القولُ و الفِعلُ অশ্লীল হলো। فَحُشَ الأمرُ বিষয়টি চরম হলো।

رؤوف কোমল, করুণাময়, দয়ালু (رَأْفَةً. ف) رَأَفَ به তার প্রতি অত্যন্ত করুণা করলো। (رَأْفَةً، رَآفَةً. ك) رَؤُفَ به একই অর্থ।

বাক্যবিশ্লেষণ

إن এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

في الدنيا و ... এটি عذاب এর সাথে متعلق

لولا এটি حرف شرطٍ غيرُ جازم এর অর্থ এই যে, শর্ত অস্তিত্ব লাভ করায় موجودٌ জওয়াব অস্তিত্ব লাভ করেনি فضلُ اللهِ عليكم মুবতাদা جواب الشّرط হচ্ছে খবর, যা محذوفٌ وُجوبًا আর لَهَلَكْتُم হচ্ছে উহ্য جواب الشرط

و أن الله ... পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে رحمته এর উপর معطوف অর্থাৎ لولا فضلُ اللهِ عليكم و رحمتُه و رَأفتُه (لولا এর অন্য অর্থ দেখো, ১৮/২৩)

তরজমা ঃ যারা ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার চায় নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো এবং আল্লাহ মমতাময় ও করুণাময় না হতেন (তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে)।

(١٣) يٰاَيُّها الذين اٰمنوا لا تَتَّبِعوا خُطُوٰتِ الشيطٰن، وَ من يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشيطٰنِ فانه يأمرُ بالفَحْشاءِ و المنكَرِ، وَ لولا فضلُ اللّٰهِ عليكم و رحمَتُه ما زَكٰى منكم من اَحدٍ ابدًا و لٰكن اللّٰه يُزَكِّي من يَشاء، وَ اللّٰه سَميع عليم *

শব্দবিশ্লেষণ

خُطُوت (পথসমূহ) خُطوةٌ বহু خُطُوات و خُطًى পদক্ষেপ, হাঁটার সময় দুই পায়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব خَطْوَةٌ বহু خطاء একই অর্থ।

خطا (خَطْوًا، ن) হাঁটলো। পদক্ষেপ করলো।

ما زكى এটি কোরআনের লিপিবিধান, সাধারণ লিপিবিধানে زَكَا কারণ يزكو হচ্ছে তার মোযারে' يَزْكِي নয়।

زَكاءٌ و زَكاةٌ (ن) পবিত্র/সংশোধনপ্রাপ্ত হওয়া। দেখো, ১/২৭

বাক্যবিশ্লেষণ

من এর شرط ও جواب الشرط নির্ধারণ করো।

فإنه ... বাক্যটি নিষেধের বা উহ্য جواب الشرط এর কারণ।

ما زكى ... এ বাক্যটি لولا এর جواب الشرط (নফীর ক্ষেত্রে لام التوكيد আসে না)
من أحد অর্থাৎ أحدٌ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
منكم (معدودًا) এটি ما زكى এর فاعل থেকে অগ্রবর্তী হাল।

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। যে ব্যক্তি শয়তানের পথ অনুসরণ করবে (সে বরবাদ হবে)। কারণ সে তো অশ্লীল ও অন্যায় কাজের আদেশ করে। যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো তাহলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতো না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(١٤) إِنَّ الذين يَرْمون المحصَنٰتِ الغٰفِلٰتِ المؤمنٰتِ لُعِنوا في الدنيا
وَ الأٰخِرَةِ و لهم عَذاب عَظيم * يومَ تشهَدُ عليهم اَلْسِنَتُهم
وَ اَيْدِيهِمْ و ارجُلُهم بِما كانوا يَعملون * يومَئِذٍ يُّوَفِّيهم
اللّٰهُ دينَهم الحَقَّ وَ يعلمون اَنَّ اللّٰهَ هو الحَقُّ المبين *

শব্দবিশ্লেষণ

يرمون (অপবাদ আরোপ করে) (ض) رَمْيًا، رِمايَةً নিক্ষেপ করা।
رَمى شيئًا/بِشيءٍ কোন কিছু নিক্ষেপ করলো।
رَماه بِسَهْمٍ তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লো
رمى فلانًا/فُلانَةَ بأمرٍ قبيحٍ অমুকের নামে কোন মন্দ বিষয়ের অপবাদ দিলো।

المحصَنٰت (সতী ও পবিত্র নারিগণ) أَحْصَنَ বিবাহ করলো, চরিত্রবান হলো
(ص নয়) الرجلُ محصَن و المرأةُ محصَنة
أحصَنَ شيئًا কোন কিছু রক্ষা করলো, হেফাজত করলো।

الغٰفِلٰت (সরল ও ভোলাভালা নারিগণ)

يوفي (পূর্ণ করে দেবেন) (تَوْفِيَةٌ) وَفّى فلانًا حَقَّه অমুককে তার হক পূর্ণরূপে প্রদান করলো।
تَوَفّى حَقَّه সে নিজের হক পূর্ণরূপে গ্রহণ করলো।
تَوَفّاه اللّٰهُ আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করলেন।
أَوْفى بِالوَعْدِ/بالعَهْدِ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলো।

أَوْفٰى نَذْرَه/بِنَذْرِه সে তার 'নযর' পূর্ণ করলো।

أَوْفٰى الكَيْلَ পাত্রের মাপ পূর্ণ পরিমাণে প্রদান করলো।

وَفٰى شيءٌ (وَفاءٌ، ض) পূর্ণ হলো।

دين ধর্ম, দ্বীন, প্রতিদান, প্রাপ্য শাস্তি বা পুরস্কার (এটিই উদ্দেশ্য।)

الحق অবশ্যসাব্যস্ত, অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত।

বাক্যবিশ্লেষণ

إن এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

تشهد ... এ বাক্যটি مضافٌ إلى "يومَ" و هو ظرفٌ لِخَبَرِ الجملةِ السابِقَةِ মূলরূপ—
عذابٌ عظيمٌ ثابِتٌ لهم يومَ شهادَةِ السنَتِهم و ... عليهم بِعَمَلِهم

يومئذ এটি يوفى এর ظرف

তরজমা ঃ যারা সতী, সরল, মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়াতে ও আখেরাতে অভিশপ্ত হবে, আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি, যেদিন তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের সমুচিত শাস্তি পূর্ণরূপে দান করবেন। আর তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ই ন্যায়পর, স্পষ্ট ব্যক্তকারী।

(١٥) يٰاَيُّها الذين اٰمَنوا لا تَدخلوا بُيوتًا غيرَ بُيوتِكم حَتّٰى تَسْتَأْنِسوا وَ تُسَلِّموا على اَهْلِها، ذٰلِكم خير لكم لعلكم تَذَكَّرون * فَإن لم تجدوا فيها اَحدًا فلا تَدخلوها حتى يُؤْذَنَ لكم، وَ إن قيلَ لكُمُ ارْجِعوا فَارْجِعوا، هو اَزْكٰى لكم، وَ اللّٰه بِما تَعملون عَليم *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

حتى تستأنسوا অর্থাৎ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوا

أزكى অধিক পবিত্রতার বিষয় زاكٍ এর أَفْعَلُ (দেখো, ১৮/১৩)

غيرَ بيوتِكم এটি بيوتا এর ছিফাত।

حتى অর্থাৎ لا تَدخلوا حَتّٰى اسْتِئْذانِكم وَ سَلامِكم

هو অর্থাৎ رُجوعُكم (দেখো, ৪/৭) ذلكم দেখো, ১১/১২

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যান্য ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ করো এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দাও। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারো। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তবে তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না, আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে তোমরা ফিরে যেয়ো। সেটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতার বিষয়। আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

(١٦) اَلَمْ تَرَ أن اللّٰهَ يُسَبِّح له مَنْ في السمٰوٰتِ و الاَرْضِ و الطيرُ صٰفّٰتٍ كُلٌّ قد عَلِمَ صلاتَه وَ تسبيحَه وَ الله عَليم بِما يَفعلون * و لِلّٰهِ ملكُ السمٰوٰتِ وَ الاَرْضِ و الى اللّٰهِ المصيرُ

শব্দবিশ্লেষণ

صَافٌّ (ডানা বিস্তার করে উড্ডয়নকারী) صَافَّةٌ বহু صَوَافٌّ ও صَافَّاتٌ

صَفًّا (ن) সারিবদ্ধ হওয়া, সারিবদ্ধ করা। দেখো, ১৫/২৫

صَفَّ الطيرُ في السماءِ পাখি আকাশে ডানা বিস্তার করে উড়লো

مصير এটি صار - يصير থেকে اسم الظرف পৌঁছার স্থান। مَصيرُ الماءِ (পানির প্রবাহ পথ) পরিণতি, পরিণাম مصيرُ القوم

صَيْرُورَةٌ و مَصِيرًا (ض) এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া (إلى অব্যয়যোগে) উপনীত হওয়া, প্রত্যাবর্তন করা

বাক্যবিশ্লেষণ

الم تر প্রশ্নের উদ্দেশ্য, পরবর্তী বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ।

الطير এটি معطوف হয়েছে يسبح এর ফায়েল من এর উপর

صافات এটি الطير থেকে হাল।

كل শব্দটি গুণগতভাবে নাকিরাহ নয়, কারণ مضاف إليه উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ كلٌّ واحدٍ منهم কিংবা এটি ব্যাপকতাজ্ঞাপক শব্দ। علم এর ফায়েল হচ্ছে তার মাঝে সুপ্ত যামীর, যা كل এর দিকে ফিরেছে। পরবর্তী যামীরে মাজরূর দু'টিও সেদিকেই ফিরেছে।

المصير মুবতাদা, আর إلى اللهِ (ثابِتٌ) হচ্ছে খবর।

তরজমা ঃ তুমি কি দেখো নি যে, আল্লাহ্, তাঁরই জন্য পবিত্রতা ঘোষণা করে যারা আসমানে ও যমীনে রয়েছে এবং ডানাবিস্তার করে উড়ন্ত পাখীরা। তাদের প্রত্যেকেই তার উপযুক্ত ছালাত ও তাসবীহ্ জেনে নিয়েছে। আর আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর আসমান ও যামীনের রাজত্ব আল্লাহ্রই জন্য। আর আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন সাব্যস্ত হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ তরজমায় 'সম্যক' শব্দটি যুক্ত করার কারণ চিন্তা করো

(١٧) يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَ النهارَ، اِنَّ في ذٰلك لَعِبْرَةً لِأُولى الأَبْصار *

وَ الله خلَقَ كلَّ دابَّةٍ من ماءٍ، فمنهم مَنْ يَمْشِي على بَطْنِه

و منهم مَّن يَّمْشِي على رِجْلَيْن وَ منهم مَّن يَّمْشِي على

اَرْبَعٍ، يخلُقُ الله ما يَشاء، اِن اللّٰه على كل شَيءٍ قديرٌ *

শব্দবিশ্লেষণ

يقلب (আবর্তন করেন)

قَلْبًا (ض) উল্টানো, উপর-নীচ করা।

قَلَبَ صفحةً পাতা বা পৃষ্ঠা উল্টালো।

قَلَبَ شيئًا উপুড় করলো, উপর-নীচ করলো।

قَلَّبَ (এতে অতিশয়তার অর্থ রয়েছে, অর্থাৎ) ভালোভাবে বা বেশীভাবে উলটপালট করলো। (দেখো, ৯/২১)

عبرة শিক্ষা, উপদেশ عِبَرٌ বহু اِعْتَبَرَ বিবেচনা করলো, গণ্য করলো (ب অব্যয়যোগে) কোন কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলো।

أولو الأبصار (চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ) أولو সম্পর্কে দেখো, ২/১১

বাক্যবিশ্লেষণ

لأولى الأبصار এটি عِبرةً এর সাথে متعلق – তুমি বাক্যটির পূর্ণ তারকীব করো। এ বাক্যটি হেতুবাচক, অর্থাৎ আল্লাহ্ রাত্র-দিনের আবর্তন কেন ঘটান তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

ف অব্যয়টি পূর্ববর্তী বক্তব্যের বিশদ বিবরণনির্দেশক।

من يمشي .. এটি পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা, আর منهم হচ্ছে معدودٌ এর সাথে متعلق যা অগ্রবর্তী খবর। (যারা নিজেদের পেটের উপর গড়িয়ে হাঁটে তারা (যমীনে বিচরণকারী) প্রাণীদের মধ্য হতে গণ্য।) পরবর্তী বাক্য দু'টির তারকীবও অভিন্ন।

তরজমা ঃ আল্লাহ্‌ রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান। নিঃসন্দেহে তাতে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। আর আল্লাহ্‌ বিচরণকারী প্রতিটি জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতিপয় বুকে ভর দিয়ে চলে, আর তাদের কতিপয় দু' পায়ের উপর চলে, আর কতিপয় চলে চার পায়ের উপর, আর আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সকল কিছুর উপর 'পূর্ণ' ক্ষমতাবান।

(١٨) لَقد اَنْزلنا اٰيٰتٍ مُبَيِّنٰتٍ، وَ اللّٰه يَهْدِي من يَشاء الى صِراطٍ مُستقيمٍ * وَ يقولون امنا بِاللّٰهِ وَ بالرَّسولِ و اَطَعْنا ثم يَتَولّٰى فريقٌ منهم مِن بَعْدِ ذٰلك، وَما اُولئِكَ بِالمؤمنين * وَ اِذا دُعُوا إلى اللّٰه و رَسولِه لِيَحْكُمَ بينَهم اِذا فَريقٌ منهم مُعرِضون * و اِن يَكُن لَهم الحَقُّ يأتو إليه مُذعِنين *

শব্দবিশ্লেষণ

يتولى (ফিরে যায়) ... تولّى عن . . . থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। মাছদার تَوَلِّيًا দেখো, ৬/২২ مُذعِنٌ অনুগত, একান্ত বাধ্যগত

বাক্যবিশ্লেষণ

إذا (দেখো, ৯/৩) তারকীবে এর কোন ভূমিকা নেই।

منهم (معدودٌ) فريقٌ এটি নাকিরাহ হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হতে পেরেছে, কারণ পরবর্তী ছিফাত দ্বারা তাতে কিছুটা বিশিষ্টতা এসেছে, ফলে শব্দটির নাকিরাত্ব হ্রাস পেয়েছে।

معرضون এটি খবর। আর বাক্যটি পূর্ববর্তী 'শর্ত'-এর জওয়াব।

الحق (প্রাপ্য) এটি يكن এর ইসম, لهم (ثابتًا) হচ্ছে তার খবর। ل অব্যয়টি অনুকূলতা এবং على অব্যয়টি প্রতিকূলতা বোঝায়

(আর যদি 'হক' তাদের অনুকূলে সাব্যস্ত হয় তাহলে ....)

إليه এটি ياتوا এর সাথে متعلق

مذعنين এটি ياتوا এর ফায়েল থেকে হাল।

তরজমা ঃ আমি তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। আর তারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আনুগত্য করলাম। তারপর তাদের একদল এ কথা বলার পর ফিরে যায়; ওরা মুমিন নয়। আর যখন তাদেরকে আল্লাহর দিকে এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় যেন তিনি তাদের মাঝে ফায়ছালা করেন তখন হঠাৎ তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি 'হক' তাদের অনুকূলে সাব্যস্ত হয় তাহলে তারা অনুগত অবস্থায় তাঁর কাছে চলে আসে।

(١٩) اَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اَمِ ارْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ ان يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيهِم وَ رَسُولُه، بَلْ اُولٰئِكَ هم الظّٰلِمون * اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المؤمنين اِذا دُعوا الى اللّٰهِ و رَسولِه لِيَحْكُم بَيْنَهم اَنْ يَّقولوا سَمِعنا وَ اَطَعْنا، وَ اُولئِك هم المُفْلِحون * وَ مَن يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رسولَه و يَخْشَ اللّٰهَ وَ يَتَّقْهِ فَاولئك هم الفائِزون *

শব্দবিশ্লেষণ

مرض এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে نفاق

ارتابوا (তারা সন্দেহগ্রস্ত হলো) اِرْتِيابًا মাদ্দাহ ريب (ব্যবহার في ও ب যোগে)

رَابَه الأمرُ বিষয়টি তাকে সন্দিহান করলো।

رابَه فلانٌ অমুক তাকে সন্দিহান করলো।

উপরের উভয় অর্থে أَرابَ - إِرابَةٌ এর ব্যবহার রয়েছে।

হাদীছ শরীফে আছে– دَعْ ما يُرِيبُك إلى ما لا يُرِيبُك

যা তোমাকে সন্দেহগ্রস্ত করে তা ছেড়ে দিয়ে ঐ জিনিস গ্রহণ করো যা তোমাকে সন্দেহগ্রস্ত করে না।

(ض) حَيْفًا জুলুম/অবিচার করা। (على অব্যয়যোগে)

বাক্যবিশ্লেষণ

ارتابوا এখানে متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ في نبوّته

أن يقولوا ... أن হরফুলমাছদার দ্বারা ফেয়েলকে মাছদারে রূপান্তরিত করা হলে নাহবের পরিভাষায় সেটাকে مصدر مؤول বা রূপান্তরিত মাছদার বলে। এখানে أن يقولوا হচ্ছে مصدر مؤول এবং তা كان এর পশ্চাদ্‌বর্তী ইসমরূপে রফার স্থানে রয়েছে।

আর قول المؤمنين ... بينهم হলো كان এর অগ্রবর্তী খবর।

إذا এটি শর্তের অর্থমুক্ত নিছক اسم الظرف যা قول এর ظرف

ليحكم بينهم এর পূর্ণ তারকীব করো।

من এটি اسم موصول و شرط পরবর্তী তিনটি ফেয়েল হচ্ছে শর্ত ও ছিলা, ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা, جواب ও খবর তুমি নির্ধারণ করো

يخش ও يتقْ এর إعراب আলোচনা করো।

يتقْه মূলত ق এর নীচে কাসরাহ ছিলো, উচ্চারণের সহজায়নের জন্য ق কে সাকিন করা হয়েছে।

তরজমা ঃ তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না তারা (তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে) সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের উপর অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচার-কারী। মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যেন তিনি তাদের মাঝে ফায়ছালা করেন, তখন তাদের বক্তব্য তো শুধু এই যে, তারা বলবে, শুনলাম এবং মানলাম, আর ওরাই তো সফলকাম। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর আযাব থেকে বেঁচে থাকবে তারাই হবে কৃতকার্য।

(٢٠) قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ و أَطِيعُوا الرَّسول، فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّما عَليهِ ما حُمِّلَ وَ عَليكم ما حُمِّلْتُم، وَ إِنْ تُطِيعوهُ تَهْتَدوا، و ما على الرسولِ إِلَّا البَلاغُ المبين *

শব্দবিশ্লেষণ

تولوا (মুখ ফিরিয়ে নেয়) মূলত تَتَوَلَّوا (মুযারে') (দেখো, ৬/২২)

حمل (তার উপর চাপানো হয়েছে) দেখো, ৩/১৪ حَمْلًا (ض) (এর অনেক অর্থ রয়েছে, প্রধান অর্থ বহন করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

إن تولوا অর্থাৎ (عَنْ إطاعَتِهِ فَلا ضَرَرَ عليه) إِنْ تَوَلَّوْا (বিষয়টির ব্যাখ্যা করো)

ف অব্যয়টি হচ্ছে হেতুবাচক।

ما حُمِّل এটি ছিলা-মাওছূল মিলে পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা, عليه হচ্ছে উহ্য واجب এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর।

শেষ বাক্যটির তারকীব করো, প্রয়োজনে দেখো, ৭/১০

উপরের প্রতিটি ما সম্পর্কে আলোচনা করো।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে তাঁর অর্থাৎ রাসূলের কোন ক্ষতি নেই) কারণ তাঁর উপর বর্তাবে ঐ বিষয় যা তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আর তোমাদের উপর বর্তাবে ঐ বিষয় যা তোমাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য করো, তাহলে হেদায়তপ্রাপ্ত হবে। আর স্পষ্ট পৌঁছানো ছাড়া রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব নেই।

(২১) اَقِيموا الصَّلٰوةَ و ءاتوا الزكٰوةَ وَاَطيعوا الرسولَ لعلكم تُرْحَمون * لا تَحْسَبَنَّ الذين كَفَروا مُعْجِزين في الأَرْضِ، و مَأْوٰهم النارُ، وَ لَبِئْسَ المصيرُ *

শব্দবিশ্লেষণ

معجزين (অক্ষমকারী) إعجازًا অক্ষম করা إعجازُ القرآنِ কোরআনের অক্ষম করার গুণ (অলৌকিকত্ব) القرآنُ معجِزٌ কোরআন অলৌকিক (মানুষকে তার সামান্য নমুনাও পেশ করতে অক্ষমকারী)

عَجْزًا (ض) অক্ষম/অপারগ হওয়া (عن অব্যয়যোগে)

مأوى মূলত مَأْوًى আশ্রয়স্থল। দেখো, ১০/৪

বাক্যবিশ্লেষণ

في الأَرْضِ (هاربين) এটি مُعجِزين এর যামীর থেকে হাল, আর مُعْجِزين হচ্ছে لا تَحْسَبَنَّ এর দ্বিতীয় مفعول به

بِئْسَ (ও نِعْمَ) এদু'টি অরূপান্তরযোগ্য ফেয়েল। ছরফের পরিভাষায় এগুলোকে
فعل جامد বলে। فعل جامد সংখ্যায় দু' একটি মাত্র।
بِئْسَ কারো প্রতি বা কোন কিছুর প্রতি মনের নিন্দাভাব প্রকাশ করার জন্য এবং نِعمَ প্রশংসাভাব প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত।
فعلُ المدحِ وَ الذمِّ এর পরে দু'টি অংশ থাকে, প্রথমটি তার فاعل আর দ্বিতীয়টি مَخصوصٌ بالذمِّ (নিন্দা-পাত্র) বা مخصوصٌ بالمدحِ (প্রশংসা-পাত্র) যেমন–
بِئسَ الرجلُ راشِدٌ শাব্দিক অর্থ– লোকটি অর্থাৎ রাশেদ মন্দ হয়েছে। (মতলব, রাশেদ লোকটি কত না মন্দ!)
نِعمَ الرجلُ أنتَ শাব্দিক অর্থ, লোকটি অর্থাৎ তুমি উত্তম হয়েছো। (মতলব– তুমি মানুষটি কত না উত্তম!)

بئس المصير এখানে المصيرُ হচ্ছে بئس এর ফায়েল। আর مخصوص بالذم উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ بِئسَ المصيرُ هي তা (জাহান্নাম) কত না মন্দ পরিণাম (গমনস্থান)!

তরজমা ঃ তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদেরকে অনুগ্রহ করা হয়। আর তোমরা কাফিরদেরকে পৃথিবীতে 'পরাক্রমশালী' মনে করো না। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, আর তা বড়ই মন্দ 'গমনস্থান'।

(২২) وَ اتَّخَذوا مِنْ دُونِهٖ اٰلِهَةً لَّا يَخلُقون شيئًا و هم يُخلَقون و لا يَمْلِكون لِاَنْفُسِهِم ضَرًّا وَّ لا نَفْعًا وَّ لا يَمْلِكون مَوْتا و لا حَيٰوةً وَّ لا نُشورًا *

বাক্যবিশ্লেষণ

من دونه এর তারকীব বলো। দেখো– ১৭/১৬

لا يخلقون شيئا এটি الهة এর ছিফাত, وهم يخلقون এটি لا يخلقون এর ফায়েল থেকে حال

তরজমা ঃ তারা তাঁর পরিবর্তে এমন কতিপয় উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয় (হয়েছে)। আর তারা নিজেদের ভালো ও মন্দের মালিক নয়, এবং মৃত্যু ও জীবন ও পুনর্জীবনেরও মালিক নয়।

(٢٣) وَ قالوا مَالِ هٰذا الرسولِ يأكُلُ الطعامَ و يَمْشِي في الأَسْواقِ،
لَوْلا اُنْزِلَ اليه مَلَكٌ فَيكونَ معه نَذيرًا، اَوْ يُلْقٰي اليه كَنْزٌ اَوْ
تَكونَ له جَنَّة يأكلُ منها، وَ قال الظّٰلِمُون اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا
رَجُلا مسحورًا *

শব্দবিশ্লেষণ

ل هذا — সাধারণ 'লিপিবিধানে' لِهٰذا লেখা হয়।

كنز — (সঞ্চিত সম্পদ) দেখো- ১০/৯

مسحور — (জাদুগ্রস্ত) দেখো- ৯/৩

বাক্যবিশ্লেষণ

ما — এটি মুবতাদা لهذا الرسولِ (ثابتٌ) হচ্ছে খবর

لولا — এটি حرفُ تحضيضٍ (উদ্বুদ্ধ করার এবং ক্ষোভের সাথে দাবী জানানোর অব্যয়)
এখানে فاءُ السببيّةِ এর পরবর্তী مضارع টি উহ্য أن দ্বারা মানছূব হয়েছে। পরবর্তী ফেয়েল দু'টি أُنزِلَ এর উপর معطوف হয়েছে, যা মাযী হলেও মুযারে (يُنزِل) এর অর্থ প্রদান করে।

তরজমা ঃ তারা বলে, এই রাসূলের হলো কী যে, তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন এবং হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করেন? কেন তার কাছে কোন ফিরেশতা নাযিল করা হলো না, যাতে সে তার সঙ্গে সতর্ককারী হয়, কিংবা কেন তার কাছে কোন ধনভাণ্ডার নিক্ষেপ করা হয় না, কিংবা কেন তার জন্য একটি বাগান হয় না, যা থেকে তিনি আহার করতে পারেন। আর জালিমরা বলে, তোমরা তো একজন জাদুগ্রস্ত লোকেরই শুধু অনুসরণ করছো।

(١) وَ قال الذين لا يَرجُون لِقاءَنا لَولا أُنزِلَ علينا المَلٰئِكَةُ او نَرىٰ
رَبَّنا . لَقَدِ اسْتَكْبَروا في أَنْفُسِهم وَ عَتَوْا عُتُوًّا كبيرًا * يومَ
يَرَوْنَ المَلٰئِكَةَ لا بُشْرىٰ يومَئِذٍ لِلمُجرمين وَ يقولون حِجْرًا
مَّحجُورًا * وَ قَدِمْنا الى مَا عَمِلوا مِنْ عَمَلٍ فجعَلناه هَباءً منثورًا

শব্দবিশ্লেষণ

عتوا	(তারা স্বেচ্ছাচার করলো) (ن) عُتُوًّا সীমালঙ্ঘন/স্বেচ্ছাচার করা عاتٍ স্বেচ্ছাচারকারী (ال যোগে العَاتِي) বহু عُتاةٌ
حِجرا	এটি মাছদার, বাবে ফাতাহা, নিষিদ্ধ করা, রোধ করা।
قدمنا	(س) قُدومًا আগমন করা, শুরু করা, অগ্রসর হওয়া। (ব্যবহার) قَدِمَ المدينَةَ শহরে আগমন করলো। قَدِمَ على أَمْرٍ কোন বিষয় শুরু করলো। قَدِمَ إلى أمرٍ কোন বিষয়ে অগ্রসর হলো।
هباء	ছিদ্রপথে সূর্যালোকে দৃশ্যমান ধূলোকণা।
منثور	(বিক্ষিপ্ত) (ن) نَثْرًا বিক্ষিপ্ত করা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা।

বাক্যবিশ্লেষণ

نرى ...	এ বাক্যটি أو অব্যয়যোগে أُنزِلَ এর উপর معطوف
لقد ...	দেখো, ১৭/১২ قد অব্যয়টি পরবর্তী বক্তব্যকে জোরদার করে। সাধারণত মাযীর শুরুতে আসে। মুযারের শুরুতে এলে অনিশ্চয়তা ও সল্পতা বোঝায়।
يومَ يرون	অর্থাৎ أذكرْ يومَ رُؤْيَتِهِمُ المَلٰئِكَةَ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
و يقولون ...	এটি يرون এর উপর معطوف অর্থাৎ وَقَوْلِهم
محجورا	এটি حِجْرًا এর ছিফাত, উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকীদ حِجْرًا হচ্ছে حُجِرَ এই উহ্য ফেয়েলের مفعول مطلق (তাকে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে [জান্নাত থেকে], এটি 'অভিশাপ বাক্য')

সমগ্র বাক্যটির শাব্দিক অর্থ– তাদের ফিরেশতাদেরকে দেখার এবং (তাদের উদ্দেশ্যে) ফিরেশতাদের حِجرًا محجورًا বলার দিনটিকে স্মরণ করো।

لا بشرى ... এটি معطوف ও معطوف عليه এর মাঝে 'মধ্যবর্তী বাক্য' বা (جملةٌ معتَرِضَةٌ) পূর্বাপরের সাথে এর তারকীবগত সম্পর্ক নেই, তবে অর্থগত সম্পর্ক রয়েছে।
بُشْرٰى এটি لا النافِيَةُ للجنسِ এর ইসম ثابِتَةٌ তার খবর يومَئِذٍ এটি ثابِتَةٌ এর ظرف আর ل অব্যয়টি তার متعلق (১২/৮)

ما عملوا এখানে عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে, আর مِنْ عَمَلٍ হচ্ছে ما এর স্থানীয় অর্থের ব্যাখ্যা।

هباء এটি جعلنا এর দ্বিতীয় مفعول به

তরজমা ঃ আর যারা আমার সাক্ষাতের আশা (বিশ্বাস) করে না তারা বলে, কেন আমাদের উপর ফিরেশতাদের অবতীর্ণ করা হয় না, কিংবা কেন আমরা আমাদের প্রতিপালককে (স্বচক্ষে) দেখি না! অবশ্যই তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করেছে এবং চূড়ান্ত-ভাবে সীমালঙ্ঘন করেছে।
ঐ দিনটিকে স্মরণ করো যেদিন তারা (মৃত্যুর) ফিরেশতাদের দেখবে– সেদিন অবশ্য অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ নেই – আর ফিরেশতারা বলবে, 'বঞ্চিত করা হোক'
আর তারা যেসব আমল করেছে সেগুলোর দিকে আমি অগ্রসর হবো, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত 'ধূলিকণা' বানিয়ে দেবো।

(٢) وَ يومَ يعَضُّ الظالِمُ على يَدَيْهِ يقولُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرسولِ سَبيلا * يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلانًا خليلًا * لقد اَضَلَّني عَنِ الذكرِ بعدَ اِذ جاءني وَ كان الشيطٰن للإنسٰنِ خَذُولا * و قال الرسولُ يربِ اِنَّ قومي اتخذوا هذا القرآنَ مَهْجورًا * وَ كذلك جَعلنا لِكُلِّ نَبيٍّ عَدُوًّا مِنَ المُجْرِمين، و كَفٰى بِرَبِّك هَادِيا وَ نَصِيرًا *

শব্দবিশ্লেষণ

يعض (কামড়াবে) (ف) عَضًّا কামড়ানো। (সাধারণত على অব্যয়যোগে, তবে সরাসরি ব্যবহারও রয়েছে, রূপক অর্থ– আকড়ে ধরা)

عَضُّوا على السُّنَّةِ بالنَّواجِذِ (তোমরা সুন্নাহকে প্রবলভাবে আকড়ে ধরো)

ناجذ মাড়ির দাঁত, বহু نَواجِذُ (শাব্দিক অর্থ– তোমরা সুন্নাহকে মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরো)

عَضَّ عَلى يَدِه অর্থ– সে হাত কামড়ালো, (রূপক অর্থ) সে আফসোস বা অক্ষম ক্রোধ প্রকাশ করলো।

ويلة কলংক, লজ্জা। (এটি وَيْلٌ এর مؤنث নয়) وَيلٌ অর্থ ধ্বংস।

مهجور (পরিত্যক্ত) দেখো, ১৬/১৪

خذول (পরিত্যাগকারী) (ن) خَذْلاً، خِذْلانًا (ব্যবহার)

خَذَلَه أو عنه তাকে পরিত্যাগ করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

يا ليتني এটি মূলত حرفُ النداء বা সম্বোধন-অব্যয়। তবে যেখানে সম্বোধনের অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয় সেখানে অন্যান্য অর্থ উদ্দেশ্য হয়, যেমন– আফসোস বা অনুতাপ প্রকাশ করা এবং সতর্ক বা সচেতন করা।

فلانا خليلا এটি لم اتخذ এর প্রথম ও দ্বিতীয় مفعول به

يوم يعض অর্থাৎ أُذكُرْ يَومَ عَضِّ الظالِمِ على يَدَيْهِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

اتخذت এ বাক্যটি প্রথম ليت এর খবর, আর لم اتخذ হচ্ছে দ্বিতীয় ليت এর খবর

ويلتا মূলত وَيْلَتي সুতরাং এটি منادى مضاف এখানে ياء المتكلم আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। আফসোস প্রকাশের ক্ষেত্রে এরূপ করা হয়। নিজেদের বরবাদিকে নিদা করে আফসোস ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

بعد এটি مضاف এবং أَضَلني এর ظرف রূপে মানছূব

إذ এটি بعد এর مضاف إليه আবার اسم الظرف হওয়ার কারণে পরবর্তী বাক্যটি এর مضاف إليه হয়েছে। বাক্যটির মূলরূপ– بعدَ وقتِ مَجيئِ الذكرِ (উপদেশ আসার সময়ের পরে)

তরজমা ঃ ঐ দিনটিকে স্মরণ করুন যখন জালিম তার হাত কামড়াবে আর বলবে, হায়, যদি আমি রাসূলের সঙ্গে (হেদায়াতের) পথ গ্রহণ করতাম! হায় আফসোস, যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে উপদেশ আসার পর অবশ্যই সে আমাকে তা থেকে বিচ্যুত করেছে, আসলে শয়তান মানুষকে (বিপদের সময়) পরিত্যাগ করে।

আর রাসূল (মুহাম্মদ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার কাওম (কোরায়শ) তো এই কোরআনকে 'পরিত্যক্ত' সাব্যস্ত করেছে। তদ্রূপ আমি প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রেই অপরাধীদের মধ্য হতে একদল শত্রু নির্ধারণ করেছি, তবে হেদায়াতকারী এবং সাহায্যকারী হিসাবে আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

(٣) وَ لقد اٰتينا موسى الكِتٰبَ وَ جَعلنا معه اَخاه هٰرونَ وَزيرًا * فَقُلنا اذهَبا إلى القَوْمِ الذين كَذَّبوا بِاٰيٰتِنا، فَدَمَّرنٰهم تَدْمِيرًا * وَ قومَ نوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرسُلَ اغرَقْنٰهم وَ جَعلنٰهم لِلنَّاسِ ايَةً وَ اَعْتَدْنا لِلظّٰلِمين عَذابًا أليمًا * وَ عادًا وَّ ثَمُودَ وَ اَصْحٰبَ الرَّسِّ وَ قُرونًا بينَ ذلك كَثيرًا * وَ كُلًّا ضَرَبْنا لَه الاَمْثالَ وَ كُلًّا تَبَّرْنا تَتْبِيرًا *

শব্দবিশ্লেষণ

تدميرا ও تتبيرا ধ্বংস করা قرون (বিভিন্ন জাতি) দেখো, ১৮/৫

الرس একটি প্রাচীন কূপের নাম। أصحٰبُ الرس সেই কূপের চারপাশে যারা বাস করতো। এরা মূর্তিপূজক ছিলো, আল্লাহ্ হযরত শোআইব (আঃ)-কে তাদের কাছে পাঠালেন। কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। তখন আল্লাহ তাদেরকে কুয়ার চারপাশে ভূমিধ্বস ঘটিয়ে ধ্বংস করেছিলেন।

বাক্যবিশ্লেষণ

وزيرا (সাহায্যকারী) এটি جعلنا এর দ্বিতীয় مفعول به তুমি أخاه هرون এর তারকীব বলো।

جعل এবং এ জাতীয় আরো কিছু ফেয়েলের مفعول به দ্বয় মূলত

মুবতাদা-খবর। যেমন এখানে মূলত ছিলো أَخوه هٰرونُ وزيرٌ

قوم نوح এটি উহ্য ফেয়েল أغرقنا এর مفعول به পরবর্তী أغرقنا হচ্ছে তার ব্যাখ্যা। যেহেতু পরবর্তী ফেয়েলটি قوم نوح এর যমীরকে مفعول به বানিয়েছে সেহেতু قومَ نوحٍ কে তার অগ্রবর্তী مفعول به বলা সম্ভব নয়। যেমন راشدًا نصرتُ বাক্যে راشدًا হচ্ছে نصرتُ এর অগ্রবর্তী مفعول به কিন্তু راشدًا نصرتُه বাক্যে راشدًا হচ্ছে উহ্য ফেয়েল نصرتُ এর مفعول به অর্থাৎ এখানে বাক্য দুটি।

و عادا و সবকটি معطوف ও معطوف عليه মিলে উহ্য أهلكنا এর مفعول

بين ذلك এটি উহ্য. عاشُوا এর ظرف এবং বাক্যটি قُرونًا এর প্রথম ছিফাত, كثيرًا হচ্ছে দ্বিতীয় ছিফাত।

قرونا এখানে أَقْوامًا অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং তার ছিফাত বহুবচন হওয়ার কথা, তবে كثير শব্দটি বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়, যেমন কোরআনে আছে- رِجالًا كثيرًا

كلا প্রথমটি উহ্য أَنْذَرْنا এর مفعول به যা পরবর্তী ফেয়েল দ্বারা বোঝা যায়, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে تَبَّرْنا এর অগ্রবর্তী مفعول به

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে মূসাকে আমি কিতাব দান করেছি এবং তার সঙ্গে হারূনকে (তার) সাহায্যকারী বানিয়েছি। তারপর তাদেরকে বলেছি, তোমরা আমার নিদর্শনসহ ঐ কাওমের নিকট গমন করো যারা আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। তারপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম।

আর নূহের কাওমকে আমি ডুবিয়ে দিলাম যখন তারা রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, আর তাদেরকে আমি পরবর্তী লোকদের জন্য নিদর্শন বানালাম। আর যালিমদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করেছি।

আর আমি ধ্বংস করেছি আদ, ছামূদ এবং কূপের (নিকটের) অধিবাসীদেরকে এবং ঐ সময়ের মাঝে বিদ্যমান বহু সম্প্রদায়কে, আর সবাইকে আমি সতর্ক করেছি বিভিন্ন উদাহরণ বর্ণনা করে। আর সবাইকে আমি সমূলে ধ্বংস করেছি।

দ্রষ্টব্য ঃ 'ধ্বংস করলাম' এর পরিবর্তে 'ধ্বংস করে দিলাম' কেন বলা হলো, চিন্তা করো।

تتبيرا এই مفعول مطلق এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী ফেয়েলকে তাকীদ করা, বাংলায় 'তাকীদ' এসেছে 'সমূলে' দ্বারা।

(٤) وَلقد أَتَوا على القَرْيَةِ التي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، أَفَلَمْ يَكونُوا يَرَوْنَهَا، بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشورًا *

শব্দবিশ্লেষণ

أمطر (তাকে বৃষ্টিকবলিত করা হয়েছে)

مَطَرًا، مَطْرًا (ن) বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া। এটি সাধারণত السماءُ বা السحابُ এর দিকে مسند হয়, যেমন مَطَرَتِ السماءُ ও مَطَرَ السحابُ

বলা হয়- مَطَرَتِ السماءُ القومَ

একই অর্থে- أَمْطَرَتِ السماءُ القومَ এবং أَمْطَرَتِ السماءُ

রূপক অর্থে- أَمْطَرَ اللّٰهُ عليهم حِجارَةً

বাক্যবিশ্লেষণ

مطرَ السوءِ এটি أُمْطِرَتْ এর مفعول مطلق ফেয়েল ও মাছদারের বাব এখানে ভিন্ন, তবে মাদ্দাহ অভিন্ন। مطر السوء দ্বারা উদ্দেশ্য প্রস্তর বর্ষণ।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে তারা (মক্কাবাসীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছে, যার উপর মন্দবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছে। সুতরাং তারা কি ঐ জনপদকে (শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে) দেখতো না। আসলে তারা পুনর্জীবনকে বিশ্বাস করে না।

(٥) وَيعبُدون مِن دون اللّٰهِ ما لا يَنْفَعهم و لا يَضُرهم وَ كان الكافِرُ على رَبِّه ظهيرًا * وَ ما أَرْسَلْنٰك إِلا مُبَشِّرا وَ نذيرًا * قُلْ ما أَسْئَلُكم عليه مِنْ أجرٍ إِلَّا من شاءَ ان يتخِذَ الى رَبِّه سَبيلاً و تَوكَّلْ على الحَيِّ الذي لا يَموتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِه، وَ كَفٰى به بِذُنوبِ عِباده خَبيرًا * الذي خَلَقَ السمٰوٰتِ وَ الأرضِ و مَا بينَهما في سِتَّةِ أَيامٍ ثم استَوٰى على العَرْشِ، الرحمٰنِ فَسْئَلْ بِهِ خَبيرًا * وَ إِذا قيلَ لهم اسجُدُوا للرحمٰنِ قالوا وَ ما الرحمٰنُ ا نسجُد لما تَأْمُرُنا وَ زادَهم نُفورًا *

শব্দবিশ্লেষণ

ظَهير পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী।

استوى على العرشِ আরশে অধিষ্ঠিত হলেন (আরশে আল্লাহর অধিষ্ঠান কেমন, তা বোঝার সাধ্য বান্দার নেই। সেটা আল্লাহ-ই জানেন, আমরা শুধু আল্লাহর কথা বিশ্বাস করি)

نفور (বিতৃষ্ণা) (نُفُورا، ض) نَفَر من شيءٍ কোন কিছুর প্রতি বিতৃষ্ণ হলো (نَفْراً، نُفوراً، ض) نَفَرَ সফর করলো, পরিভ্রমণ করলো।

خبير কোন বিষয়ে বিজ্ঞ, পূর্ণ অবগত।

বাক্যবিশ্লেষণ

.... ما لا ছিলা ও মাওছূল মিলে তারকীবে কী হয়েছে বলো।

من دونِ الله এর তারকীব করো, (১৭/১৬) পুরো বাক্যটির শাব্দিক অর্থ বলো।

على ربه অর্থাৎ علىٰ عِصيانِ رَبِّه আর এটি ظهيرا এর সাথে متعلق তার আগে للشيطانِ এই متعلق টি উহ্য রয়েছে।

عليه এটি أسأل এর সাথে متعلق আর যমীরের مرجع হচ্ছে التبليغ যা পূর্ববর্তী أرسلنا থেকে মাফহূম হয়।

من أجر অর্থাৎ أجرًا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

إلا এটি 'لكنْ' এর সমার্থক

من شاء এর جواب الشرط উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ فَلْيَفْعَلْ

بذنوب عباده এটি خبيرا এর সাথে متعلق এবং তা كفى এর فاعل থেকে হাল كفى এর ফায়েল তুমি চিহ্নিত করো।

الذي ... ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা الرحمٰن হচ্ছে খবর (তরজমায় অবশ্য 'রহমান'কে মুবতাদা ধরা হয়েছে)

ف এটি رابطة এখানে شرط ও حرف الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ إن شئتَ العِلمَ بذلك فَـ ...

به এটি خبيرا এর সাথে متعلق

إذا এর شرط ও جواب الشرط কোন্‌টি? এটি কার ظرف এবং পরবর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক কী? পুরো বাক্যটির মূলরূপ কী?

لما تأمرنا অর্থাৎ لِأَمْرِكَ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

زادهم نفورا সুপ্ত যামীর هو হচ্ছে ফায়েল, যা ফিরেছে قيل এর মাছদারের দিকে। (দেখো- ৪/৭) মূলত ছিলো- زَادَ نُفُوْرَهُم
مضاف إليه কে مفعول به বানিয়ে مضاف কে তামীয করা হয়েছে (দেখো- ৯/২২) এখানে مِنَ الدِّيْنِ উহ্য রয়েছে।
(ঐ বক্তব্য তাদেরকে বৃদ্ধি করেছে দ্বীনের প্রতি বিতৃষ্ণার দিক থেকে; অর্থাৎ ঐ বক্তব্য দ্বীনের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণাকে বাড়িয়ে দিয়েছে)

তরজমা ঃ তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন উপাস্যের উপাসনা করে যা তাদের না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে পারে। আর প্রকৃতপক্ষে কাফির তার প্রতিপালকের (নাফরমানির) বিষয়ে (শয়তানের) সাহায্যকারী।

আর আমি আপনাকে শুধু সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি। আপনি বলুন, এই তাবলীগের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। তবে যে তার প্রতিপালকের দিকে গমনের পথ গ্রহণ করতে চায় (সে যেন তাই করে)।

আর আপনি ঐ চিরঞ্জীব সত্তার উপর নির্ভর করুন, যার মৃত্যু নেই। আর আপনি তার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করুন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

আর রহমান তো তিনি যিনি আসমান-যমীনকে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। (তুমি যদি এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে চাও) তাহলে তাঁর বিষয়ে অবগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করো।

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা রহমানকে সিজদা করো তখন তারা বলে, রহমান আবার কী? আমরা কি শুধু তোমার 'হুকুমে'র কারণে সিজদা করবো। আসলে সিজদার আদেশ দ্বীনের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা আরো বাড়িয়ে দেয়।

দ্রষ্টব্য ঃ لما تأمرنا এর তরজমায় ما যমীরটি অনুক্ত রয়েছে। আর আদেশের পরিবর্তে হুকুম শব্দটিই এখানে অধিকতর উপযুক্ত।

(٦) وَ اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوسٰى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ * قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا
يَتَّقُونَ * قَالَ رَبِّ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُونِ * وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَلَا
يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُونَ * وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ
يَّقْتُلُونِ * قَالَ كَلَّا، فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا، اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ * فَاْتِيَا
فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ * اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اِسْرٰئِيلَ

শব্দবিশ্লেষণ

يضيق — (অপ্রসন্ন হয়ে পড়বে) (ض) ضَيْقًا، ضِيقًا সংকীর্ণ হওয়া।
ضَاقَ الطَّرِيقُ পথটি সংকীর্ণ হলো
ضاق صَدْرُهُ بِشَيْءٍ কোন কিছুর প্রতি তার মন অপ্রসন্ন হলো

لا ينطلق — (সাবলীল হয় না, জড়তামুক্ত হয় না) اِنْطَلَقَ চলল। রওয়ানা হলো
اِنطلق لسانُه তার জিহ্বা বা কথা সাবলীল হলো।

رسول — (প্রেরিত পুরুষ) এটিকে مفرد আনার কারণ এই যে, এটি ঐ শব্দগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো বহুবচনেও ব্যবহৃত হতে পারে।

বাক্যবিশ্লেষণ

و اذ نادى — অর্থাৎ وَ اذكُرْ وقتَ نداءِ رَبِّكَ موسٰى (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

القوم — বাহ্যত এটি مفعول فيه কারণ তরজমা হলো (জালিম কাওমের কাছে যাও) প্রকৃতপক্ষে তা مفعول به যদি এভাবে অর্থ করি, (যালিম কাওমকে গমনের ক্ষেত্র বানাও) তাহলে مفعول به এর অর্থ স্পষ্ট হয়

قوم فرعون — এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

أرسل إلى — এটি উহ্য শর্তের جواب অর্থাৎ .... إذا أرسلتَ إليَّ فَـ

و لهم على ذنب — এখানে ذنب হচ্ছে পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা, আর হরফুলজরদু'টি متعلق এই উহ্য খবরের সাথে ثابت

بايتنا — অর্থাৎ اِذهبا مُتَلَبِّسَيْنِ بِاٰيٰتِنَا (আমার নিদর্শনসমূহের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় যাও) বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

أن ارسل — এটি حرف التفسير কারণ পূর্ববর্তী رسول এ قول এর অর্থ রয়েছে।

তরজমা ঃ আর ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে 'নিদা' করলেন যে, তুমি যালিম কাওমের কাছে, অর্থাৎ কাওমে

ফিরআউনের কাছে যাও। (এবং জিজ্ঞাসা করো) তারা কি (আল্লাহর আযাবকে) ভয় করবে না? মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে এবং (এ কারণে) আমার হৃদয় অপ্রসন্ন হয়ে পড়বে এবং আমার কথা সাবলীল হবে না। সুতরাং আপনি (আমার ভাই) হারুনের কাছে অহী প্রেরণ করুন।

আর তাদের তো আমার বিরুদ্ধে অপরাধের দাবী রয়েছে। তাই আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।

আল্লাহ বললেন, কক্ষনো না, সুতরাং তোমরা আমার নিদর্শনা-বলীসহ গমন করো, আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থেকে (কথাবার্তা) শ্রবণ করবো (এবং সাহায্য করবো)।

সুতরাং তোমরা ফিরআউনের কাছে উপস্থিত হও এবং বলো, আমরা দু'জন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বার্তাবাহক, এই মর্মে যে, আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও। (তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখো না)

(٧) قال فرعونُ و ما ربُّ العٰلمين، قال ربُّ السمٰوٰتِ وَ الأرضِ و ما بَينهما اِنْ كنتُم موقِنين * قال لمن حولَه اَلا تستَمِعون * قال ربُّكم و ربُّ اٰبائكم الأولين * قال اِنَّ رسولَكم الذي اُرسِلَ اليكم لَمجنون * قال ربُّ المشْرِقِ و المغرِبِ و ما بَينهما اِن كنتم تَعقِلون * قال لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهاً غيري لَاَجعلَنَّك مِنَ المسجونين * قال اَوَ لَوْ جِئتُك بِشيءٍ مبين * قال فَأْتِ به اِن كنتَ مِنَ الصّٰدقين *

শব্দবিশ্লেষণ

موقنٌ (বিশ্বাসকারী) اِيقانٌ ইয়াকীন করা, বিশ্বাস করা।

حول চারপাশে

مشرق এটি اسم الظرف। উদয়ের স্থান, مغرب অস্ত যাওয়ার স্থান।

شَرَقَتِ الشمسُ (شَرْقاً، شُروقا، ن) সূর্য উদিত হলো।

أَشْرَقَتِ الشمسُ একই অর্থ

নাহবের পরিভাষায় ظرف মানে ঐ শব্দ যা পূর্ববর্তী ফেয়েল

ঘটার সময় বা স্থান বোঝায়, আর اسم الظرف মানে ঐ সকল শব্দ যা স্থান বা কাল বোঝায়, কতিপয় اسماء الظروف হচ্ছে معرب আর কতিপয় হচ্ছে مبنى

ছরফের পরিভাষায় اسم الظرف হলো মাছদার থেকে তৈরী শব্দ, যা ঐ মাছদারের ঘটার সময় বা স্থান বুঝায়। ছুলাছী মুজাররাদ থেকে اسم الظرف এর ওজন হলো مفعل ও مفعل আর অন্যান্য বাবের اسم الظرف ঐ বাবের اسم المفعول এর ওজনে আসে।

مسجون (যাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে)

سَجَنَه (سَجْنًا ، ن) তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

و ما بينهما এর তারকীব করো। পুরো অংশটি উহ্য هو এর খবর।

كنتم موقنين বাক্যটি شرط এর جواب উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَآمِنُوا به

حوله অর্থাৎ حولَه (موجودٌ) (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

إن رسولكم ... পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

إن كنتم تعقلون এর পূর্ণ তারকীব করো।

لئن এখানে شرط ও جواب الشرط নির্ধারণ করো। (১৯/১৩)

من المسجونين (معدودًا) আর তা أَجْعَلَ এর দ্বিতীয় مفعول به

لو এর جواب হচ্ছে تَسْجُنُنِي পূর্ববর্তী বাক্য হচ্ছে কারীনা

ان كنت ... অর্থাৎ إن كنتَ ... فأتِ به পূর্ববর্তী বাক্যটি হলো কারীনা

তরজমা ঃ ফিরআউন বললো, রাব্বুল আলামীন আবার কে ? তিনি বললেন, (তিনি) আসমান-যমীনের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর প্রতিপালক। যদি তোমরা ইয়াকীনকারী হও (তাহলে তাঁর প্রতি ঈমান আনো) সে তার চারপাশের লোকদের (উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে) বললো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো না? তিনি বললেন, (তিনি) তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের আদি পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক। সে বললো, তোমাদের রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে আস্তো পাগল। তিনি বললেন, (তিনি) মাশরিক ও মাগরিবের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর প্রতিপালক। যদি তোমরা বোঝো (তাহলে তাঁর প্রতি ঈমান আনো।) সে বললো, যদি তুমি আমার 'গায়রকে' ইলাহ বলে গ্রহণ করো

তাহলে অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবো। তিনি বললেন, যদি তোমার সামনে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করি (তাহলেও কি তুমি তা করবে?) সে বললো, তাহলে তুমি তা পেশ করো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(৮) فَاَلْقٰى عَصاه فَاِذا هِي ثُعبان مُبين * وَ نزَع يدَه فَاِذا هي بَيْضاءُ لِلنّٰظِرين * قال لِلْمَلَاِ حولَه اِنَّ هٰذا لَسٰحِرٌ عليم * يُريد ان يُخرِجَكم مِنْ اَرْضِكم بِسِحْرِهٖ فَماذا تامرون * قالوا اَرْجِهْ وَ اَخاه وَ ابْعَثْ في المدائِنِ حٰشِرين * ياتوك بِكلِّ سَحّٰرٍ عليم *

শব্দবিশ্লেষণ

ارجه এ সম্পর্কে দেখো- ৯/৩ مدينة (শহর) বহু مدائن ও مدن

سحار এটি ساحر এর অতিশয়ী শব্দ।

বাক্যবিশ্লেষণ

فإذا এটি আকস্মিকতাজ্ঞাপক শব্দ। (দেখো- ৯/৩)

للنظرين এটি مُعْجِبَةٌ (মুগ্ধকারী) এর متعلق এবং দ্বিতীয় খবর।

حوله (موجودين) এটি الملأ থেকে حال

ماذا এটি تأمرون এর অগ্রবর্তী مفعول به

يريد أن ... এ বাক্যটি ساحر এর দ্বিতীয় ছিফাত।

ابعث في এখানে إلى এর পরিবর্তে في এসেছে। কারণ এখানে انشر এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটাকে تضمين বলে। দেখো- ১৭/১৭

তরজমা ঃ সে তার চারপাশের দরবারীদের বললো, নিঃসন্দেহে এ বিজ্ঞ জাদুগর, যে তার জাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের বাসভূমি থেকে বের করে দিতে চায়। সুতরাং তোমরা কী পরামর্শ দাও? তারা বললো, তাকে এবং তার ভাইকে অবকাশ দান করুন, আর বিভিন্ন শহরে ঘোষণাকারীদের প্রেরণ করুন, তারা আপনার কাছে অতি বিজ্ঞ সকল জাদুগরকে উপস্থিত করবে।

(৯) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقٰتِ يومٍ معلوم * وَ قيل للناس هَل انتم مُجتمِعون * لَعَلَّنا نَتبِع السَّحَرَةَ اِن كانوا هم الغٰلِبين *

فَلما جاءَ السحَرة قالوا لِفرعونَ أئِنَّ لنا لَأجْرًا ان كُنا نحن
الغٰلبين * قال نعم وَ اِنكم اِذًا لمن المقرَّبين *

শব্দবিশ্লেষণ

ميقت — কোন কাজের জন্য নির্ধারিত সময় বা স্থান। বহু مَواقِيتُ
مواقيتُ الصلاةِ - مواقيت الإحرامِ

معلوم — এটি عَلِمَ থেকে اسم المفعول (যাকে জানা হয়েছে, অর্থাৎ) নির্দিষ্ট, পরিচিত, জানা।

বাক্যবিশ্লেষণ

هل — এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো উদ্বুদ্ধকরণ এবং আদেশ দান।

هم — এটি كانوا এর সাথে যুক্ত যামীরে মারফূ এর মুআক্কিদরূপে রফার স্থানে এসেছে। অথবা এটি মুবতাদা ও খবরের মাঝে বিদ্যমান ضمير الفصل

إن كانوا هم الغلبين অর্থাৎ نَتَّبِعُهُم পূর্ববর্তী বাক্যটি এর কারীনা

لما — এ সম্পর্কে যা জানো বলো। পূরো বাক্যটির মূলরূপ বলো।

لأجرا — মুবতাদার শুরুতে তাকীদের জন্য যুক্ত لام কে لام الابتداء বলে
أجرا হচ্ছে إن এর ইসম। এর খবর চিহ্নিত করো

إن كنا ... — এর جواب الشرط ও কারীনা উল্লেখ করো।

من المقربين (معدوين) এটি إن এর খবর, আর لَ হচ্ছে لام التوكيد

তরজমা ঃ তখন একটি পরিচিত দিনের নির্ধারিত সময়ের জন্য জাদুগর-দেরকে একত্র করা হলো। আর লোকদেরকে বলা হলো, তোমরা কি সমবেত হবে? যাতে আমরা জাদুগরদের অনুগমন করতে পারি, যদি তারাই বিজয়ী হয়।
আর জাদুগররা যখন উপস্থিত হলো তখন তারা ফিরআউনকে বললো, আমাদের জন্য কি নিশ্চিত প্রতিদান রয়েছে, যদি আমরাই বিজয়ী হই? সে বললো, হাঁ, আর নিঃসন্দেহে তখন তোমরা নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে।

(١٠) قال لهم موسى اَلْقُوا ما انتم مُلقون * فَاَلْقَوا حِبالَهم و عِصِيَّهم
وَ قالوا بِعِزَّةِ فرعونَ اِنا لنحنُ الغٰلبون * فَالقى موسى عصاه

فَإذا هي تَلْقَفُ ما يأفِكون * فَأُلْقِيَ السحَرةُ سٰجدين *
قالوا أٰمنا بِربِّ العٰلمين * ربِّ موسى و هٰرونَ * قال اٰمنتم
له قبلَ ان أٰذنَ لكم، إنه لَكبيرُكم الذي علَّمكم السِّحْرَ، فلسوفَ
تعلمون، لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكم وَ ارجُلَكم من خِلافٍ و لَاُصَلِّبَنَّكم
اَجمعين * قالوا لا ضَيْرَ إنَّا الى ربنا مُنقلِبون * إنا نطمَع
ان يغفِرَ لنا ربُّنا خَطٰيٰنا اَنْ كنا اَوَّلَ المؤمنين *

শব্দবিশ্লেষণ

تلقف (গ্রাস করছে, গিলছে) لَقِف شيئًا (لَقْفًا، س)

يأفكون (কারসাজি করে তৈরী করেছে) إِفْكًا (ض) মিথ্যা আরোপ করা

لاقطعن ও لأصلبن ও من خِلٰفٍ সম্পর্কে দেখো– ১৬/২৭ এবং ৯/২১

ضير ক্ষতিকরণ, ক্ষতি

منقلب (প্রত্যাবর্তনকারী) إِنقَلَبَ এর اسم الفاعل (দেখো– ৬/১৫)

বাক্যবিশ্লেষণ

القوا ما انتم ملقون এ সম্পর্কে দেখো– ১১/২১

بعزة এটি উহ্য ফেয়েল نُقسم এর متعلق

نحن الغلبون এ বাক্যটি কিংবা শুধু الغٰلبون শব্দটি إن এর খবর।

ما يأفكون অর্থাৎ ما يأفكونه এটি تلقف এর مفعول به পুরো বাক্যটি هي এর খবর।

فألقى এখানে وَقَعَ না বলে أُلقِيَ বলা হয়েছে এ কথা বোঝানোর জন্য যে, এর পিছনে একটি গায়বী কুদরত কাজ করেছে।
سٰجدين এর তারকীব ও তরজমার পার্থক্য আলোচনা করো।

امنتم له قبل أن آذن لكم এ বাক্যটির তারকীব করো।

اجمعين সম্পর্কে পিছনে দেখো– ১৭/১৮

لا ضير এটি لا النافية للجنس এবং তার ইসম। উহ্য ثابتٌ علينا হচ্ছে খবর (আমাদের উপর কোন ক্ষতি সাব্যস্ত নেই (১২/৮)

نطمع (আমরা আশা করি) দেখো– ১/১৯

أن كنا ... এটি উহ্য لامُ التعليلِ এর মাজরূর, মূলরূপ– لِكَوْنِنا أَوَّلَ الْمؤمنين

তরজমা ঃ মূসা তাদেরকে বললেন, তোমরা নিক্ষেপ করো যা নিক্ষেপ করবে। তখন তারা তাদের লাঠি ও দড়ি(গুলো) ফেললো, আর বললো, ফিরআউনের মহাপরাক্রমের কসম! অতি অবশ্যই আমরাই বিজয়ী হবো।

তারপর মূসা তাঁর 'আছা' নিক্ষেপ করলেন, তখন হঠাৎ দেখা গেলো যে, তা গিলে ফেলছে ঐ সব সামগ্রীকে যা তারা মিথ্যা-রূপে তৈরী করেছে।

তখন জাদুগরেরা সিজদায় নিক্ষিপ্ত হলো। তারা বললো, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতিপালক, অর্থাৎ মূসা ও হারুনের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।

ফিরআউন বললো, আমি অনুমতি দেয়ার আগে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে! সে তো তোমাদের নেতা, যে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। সুতরাং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে (আমার অবাধ্যতার পরিণাম)। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা উল্‌টোভাবে কেটে ফেলবো এবং অবশ্যই তোমাদের সকলকে শূলে চড়িয়ে ছাড়বো। তারা বললো, আমাদের কোন ক্ষতি নেই, কেননা আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। আমরা তো আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। কারণ আমরা ঈমান আনয়নকারীদের প্রথম ছিলাম।

দ্রষ্টব্য ঃ قطع ও صلب এর তরজমা চিন্তা করো।

মুছা (আঃ) এর লাঠি তো সাধারণ লাঠি ছিলো না, তাই সাধারণ শব্দের পরিবর্তে 'আছা' এই বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(١١) وَ اَوْحَينا الى موسٰى اَنْ اَسْـرِ بِعبادي اِنَّكم مُتَّبَعون * فَاَرْسَلَ
فرعونُ في المدائِـنِ حٰشِـرين * اِنَّ هٰٓؤُلاءِ لَشِـرْذِمَةٌ قليلـون *
وَ اِنهم لَنا لَغـائِظـون * وَ اِنَّا لَجَـمِيـعٌ حٰذِرون * فَاَخْـرَجـنٰهم من
جنّٰتٍ وَ عُيـونٍ * وَّكنوزٍ و مَقامٍ كريمٍ * كذلك وَ اَوْرَثْنٰـها بَني
اِسرائيلَ * فَاَتْبَعـوهم مُشـرِقيـن * فَلَـمَّا تَراءَ الْجَـمْعَانِ قال
اَصْحٰبُ موسٰى اِنَّا لَمُدْرَكون * قال كَلَّاۚ اِن معي ربي سَيهدين *

শব্দবিশ্লেষণ

اسر	(নৈশযাত্রা কর) أَسْرٰى - يُسْرِي - إِسراءً রাত্রে যাত্রা করা (ব্যবহার) أَسْرٰى الليلَ/بالليلِ রাত্রে পথ চলা/সফর করা। أَسْرٰى فلانًا/بفلانٍ কাউকে নিয়ে রাত্রে সফর করা, কাউকে রাত্রে সফর করানো।
متبعون	(যাদেরকে অনুসরণ করা হয়) ইফতি'আল-এর اسم المفعول اِتَّبَعَ فلانًا অমুককে অনুসরণ করলো (এর দুটি অর্থ) (ক) তার অনুকরণ করলো, আদর্শ গ্রহণ করলো। (খ) (যে কোন উদ্দেশ্যে) তার পিছনে পিছনে গেলো (এখানে দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য।)
شرذمة	বহু شَرَاذِمُ কোন কিছুর অংশ বা টুকরো
غائظ	(ক্রুদ্ধকারী) (غَيْظًا، ض) غَاظَهُ তাকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করলো।
جميع	এটি اسم جمع এর নিজস্ব ধাতুগত مفرد নেই لا مُفْرَدَ لَهُ مِنْ لَفْظِه এখানে এটি جماعة বা قوم অর্থে এসেছে।
حاذر	(এখানে অর্থ– প্রস্তুত) حَذَرًا، س সতর্ক/প্রস্তুত হওয়া حَذِرَ شيئًا/مِنْ شَيْءٍ কোন কিছু থেকে সতর্ক হলো।
عين	ঝরণা, বহু عُيون (অন্য অর্থ– চক্ষু)
أورثنا	(স্থলবর্তী করলাম) দেখো– ৯/৭
أتبعوا	(তারা ধাওয়া করলো) أَتْبَعَ شيئًا অনুসরণ করলো।
مشرق	(উদয়কাল যাপনকারী) أَشْرَقَ القومُ লোকেরা সূর্যোদয়কাল যাপন করলো। ১৯/৭
تراءا	এটি تفاعل এর ফেয়েল। এ বাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরস্পরতা; তখন ফায়েল একাধিক হওয়া অপরিহার্য। تَرَاءٰى - يَتَرَاءٰى - تَرَائِيًا মুখোমুখি হওয়া, একে অপরকে দেখা
جمع	দল, বাহিনী, বহু جُموع
مدرك	(ধৃত) إِدراكٌ ধরা, পাকড়াও করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

أن	এ অব্যয়টি সম্পর্কে যা জানো বলো। ১৪/১৩ এবং ১৩/২৮
ب	অব্যয়টি সঙ্গ বোঝানোর জন্য (لِلْمُصَاحَبَةِ) অর্থাৎ আমার

বান্দাদেরকে সঙ্গে করে রাত্রে যাত্রা করো। কিংবা للتعدية

انكم ... এ বাক্যটি হেতুবাচক।

قليلون এটি ছিফাত, তবে شرذمة এর মাঝেই সল্পতার অর্থ রয়েছে। সুতরাং এই ছিফাত দ্বারা তাতে নতুন অর্থের সংযোজন হচ্ছে না, বরং শুধু তাকীদের মাত্রা যোগ হচ্ছে।

لنا ل অব্যয়টি অতিরিক্ত, অর্থকে জোরদার করছে। সুতরাং অর্থগত দিক থেকে نا হচ্ছে غائظون এর مفعول به

لغائظون এই লাম হচ্ছে لام التوكيد

مشرقين এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ আর আমি মূসার নিকট অহী পাঠালাম এই মর্মে যে, আমার বান্দাদেরকে সঙ্গে করে তুমি নৈশযাত্রা করো। কারণ তোমাদেরকে অনুসরণ করা হবে।

তখন ফিরআউন বিভিন্ন শহরে একত্রকারী (ঘোষক) পাঠালো। (তারা এই ঘোষণা দিলো,) নিঃসন্দেহে এরা অতিক্ষুদ্র দল। আর এরা আমাদেরকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করেছে। আর আমরা পূর্ণ প্রস্তুত একটি বাহিনী।

এভাবে আমি তাদেরকে বের করলাম বাগবাগিচা থেকে এবং নহর-ঝর্ণা থেকে এবং ধনসম্পদ থেকে এবং উৎকৃষ্ট স্থান থেকে। এভাবে আমি বনী ইসরাঈলকে সেগুলোর উত্তরাধিকারী বানালাম। আর তারা তাদেরকে উদয়কালে ধাওয়া করলো। যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার অনুগামীরা বলে উঠলো, আমরা তো ধরা পড়লাম। (আমরা অবশ্যই ধৃত হবো) তিনি বললেন, কিছুতেই না। (কারণ) আমার সঙ্গে তো আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন।

(١٢) كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ اذ قال لهم نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ * اِنِّى لكم
رسولٌ اَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيعُونِ * وَ ما اَسْئَلُكُم عليهِ
مِنْ اَجْرٍ، اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا على رَبِّ الْعٰلَمِينَ * فاتقوا اللّٰهَ و اَطيعُونِ *
قالوا اَ نُؤْمِنُ لك وَ اتَّبَعَكَ الارذلون * قال و ما علمى بما كانوا

يَعملون * إِنْ حِسابُهم إِلاَّ على ربي لَوْ تشعُرون * وَ ما أنا بِطاردِ
المؤمنين * إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذيرٌ مبين *

শব্দবিশ্লেষণ

الأرذلون এবং الأَرَاذِلُ হচ্ছে الأَرْذَلُ এর বহু, নিকৃষ্ট, ইতর, নীচ।

বাক্যবিশ্লেষণ

إذ এখানে إذ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো।

عليه যামীরের مرجع নির্ধারণ করো। (প্রয়োজনে- ১৯/৫)

من أجر এর তারকীব ব্যাখ্যা করো। (প্রয়োজনে- ১৯/৫)

اتبعك الأرذلون এটি যামীরে মাজরূর থেকে حال কারণ অর্থগতভাবে তা نؤمن এর مفعول به

ما এটি মুবতাদা أيُّ شيءٍ এর সমার্থক علمي হচ্ছে খবর; কিংবা এটি ليس এর সমার্থক ما আর ثابتًا হচ্ছে তার উহ্য খবর।

بما كانوا ... অর্থাৎ عِلْمِي بِعَمَلِهِم

طاردُ المؤمنين এবং طاردٌ المؤمنين এর তারকীব বলো। (দেখো, ১২/৪)

তরজমা ঃ নূহের কাওম প্রেরিতদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, যখন তাদেরকে তাদের ভাই নূহ বললেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আর এই তাবলীগের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো শুধু রাব্বুল আলামীনের যিম্মায়। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

তারা বললো, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনবো, অথচ তোমার অনুগমন করেছে ইতর লোকেরা!

তিনি বললেন, তাদের আমল সম্পর্কে আমার কী জানা আছে? (কিছুই জানা নেই) তাদের হিসাব-কিতাব তো শুধু আমার প্রতিপালকের যিম্মায়। যদি তোমরা (এটা) বুঝতে (তাহলে ভালো হতো) আর আমি তো মুমিনদের তাড়াতে পারি না। কারণ আমি তো শুধু সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

(١٣) قَالوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يا نوحُ لَتكونَنَّ مِنَ المرجُومين * قال ربِّ
إنَّ قومي كَذَّبُونِ * فَافْتَحْ بَيني و بَيْنَهم فتحًا و نَجِّني و
من مَعِيَ من المؤمنين * فَانجيناه وَ من معه في الفُلْكِ
المَشْحُونِ * ثم أغرقنا بعدُ الباقين * إنَّ في ذلك لآيةً، و ما كان
اكثرُهم مؤمنين * وَ إنَّ ربَّك لَهو العزيز الرحيم *

শব্দবিশ্লেষণ

لئن لم تنته (যদি তুমি বিরত না হও) انتهاء দেখো– ২/৯

مرجوم (যাকে পাথর মারা হয়েছে) (দেখো– ১২/১৩

افتح (ফায়ছালা করুন) (فَتْحًا، ف) فَتَحَ بين الخَصْمَين দুই প্রতিপক্ষের মাঝে ফায়ছালা করলো।

مشحون (বোঝাইকৃত) (شَحْنًا،ف) شَحَنَ السفينةَ জাহাজ বোঝাই করলো

বাক্যবিশ্লেষণ

لئن এই লাম হচ্ছে কসমের আভাস দানকারী, আর পরবর্তী লাম হচ্ছে لام القسم আর إن হচ্ছে حرف الشرط শুরুতে أُقسِمُ و اللّٰهِ উহ্য রয়েছে। (সমস্ত لئن সম্পর্কে একই কথা)

لم تنته এটি شرط এখানে عَنْ دعوَتِك এই متعلق উহ্য রয়েছে।

تكونن এটি جواب الشرط নয়, جواب القسم কারণ 'কসম' আগে এসেছে। এখানে جواب الشرط উহ্য হবে, আর جواب القسم হবে তার কারীনা (معدودًا) من المرجومين এটি تكون এর খবর।

و من معى من المؤمنين এর বিশদ তারকীব করো।

معه এটি উহ্য شبه الفعل এর ظرف আর في হচ্ছে তার সাথে متعلق

بعد অর্থাৎ بَعْدَ إنجائِهم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) এটি أَغْرَقْنَا এর ظرف

তরজমা ঃ তারা বললো, হে নূহ! তুমি যদি (তোমার দাওয়াত থেকে) বিরত না হও তাহলে অবশ্যই তুমি 'পাথর-নিক্ষিপ্ত' হবে। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার কাওম তো আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। সুতরাং আপনি আমার মাঝে এবং তাদের মাঝে উত্তম ফায়ছালা করুন এবং আমাকে

ও আমার সঙ্গে উপস্থিত মুমিনদেরকে নাজাত দান করুন। তখন আমি তাকে এবং তার সাথে বোঝাইকৃত নৌকায় বিদ্যমান লোকদেরকে নাজাত দিলাম। তারপর অবশিষ্টদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে বিরাট নিদর্শন। তবে তাদের অধিকাংশ মুমিন ছিলো না। আর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকই মহাপরাক্রমশালী, দয়ালু।

(١٤) طٰس، تلكَ اٰيٰتُ القرآنِ وَ كتابٍ مبين * هُدًى وَّ بُشْرٰى للمؤمنين * الذين يُقيمون الصلٰوةَ و يُؤتون الزكٰوةَ و هم بِالاٰخرَةِ هم يُوقنون * اِن الذين لا يُؤمنون بِالاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لهم اَعْمالَهم فهم يَعْمَهُون * اولئك الذين لهم سُوْءُ العَذابِ و هم في الاٰخِرة هم الاَخْسَرون *

শব্দবিশ্লেষণ

عَمَهًا، عَمَهَانًا،س، ف দিশেহারা হওয়া। পথে কোন্ দিকে যাবে, বুঝতে না পারা عَمِهَ في أمرٍ কোন বিষয়ে দিশেহারা হলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

تلك — এ দ্বারা আলোচ্য সূরার দিকে ইশারা করা হয়েছে। দূরবর্তী 'ইশারা-শব্দ' ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো মর্যাদা প্রকাশ করা।

كتاب — এর معطوف عليه এবং تلك এর খবর চিহ্নিত করো।

للمؤمنين — এটি بشرى এর সাথে متعلق

هدى — এটি هادية এর অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ هِي هادِيَةٌ و ... মুমিনগণ তো পূর্ব থেকেই হেদায়াতপ্রাপ্ত, সুতরাং এখানে অর্থ হবে, হিদায়াত বৃদ্ধিকারী।

الذين يقيمون ... ছিলা-মাওছূল মিলে তারকীবে কী হয়েছে ?

هم — প্রথমটি মুবতাদা, দ্বিতীয়টি প্রথমটির مؤكِّد সুতরাং উভয়টি মুবতাদা ও তার مؤكِّد রূপে রফার স্থানে রয়েছে।

بالاخرة — এটি يوقنون এর সাথে متعلق এবং তা هم এই মুবতাদার খবর

في الآخرة — এটি কার সাথে متعلق বলো।

لهم سوء العذاب এর তারকীব করো এবং তারকীবে কী হয়েছে বলো

তরজমা ঃ ত্বাসীন। এই সূরা হচ্ছে কোরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ। তা মুমিনদের জন্য হিদায়াত এবং সুসংবাদ, যারা ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আর তারাই আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাদের (মন্দ) আমলগুলোকে অবশ্যই আমি তাদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছি। ফলে তারা দিশেহারা হয়। ওরাই হলো ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্য রয়েছে মন্দ আযাব। আর তারাই আখেরাতে 'চূড়ান্ত' ক্ষতিগ্রস্তের দল।

(١٥) فَلَمَّا جاءَتْهم ءايٰتُنا مُبْصِرَةً قالوا هذا سِحر مبين * و جَحَدوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أنفسُهم ظلمًا وَعُلُوًّا، فانظر كيف كان عاقِبةُ المفسدين *

শব্দবিশ্লেষণ

مبصرة (সুস্পষ্ট, আলোকিত) (দেখো- ১১/২০)

جحدوا (তারা অস্বীকার করলো) (ف) جَحْدًا، جُحودًا (ব্যবহার)
جَحَدَ الأمرَ / بالأمرِ

استيقن (নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস করেছে) (ব্যবহার)
اِسْتَيْقَنَ شيئًا/بشيءٍ কোন কিছু বিশ্বাস করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

لما সম্পর্কে কী জানো বলো। পরবর্তী দু'টি বাক্যের সঙ্গে لما এর কী সম্পর্ক? পুরো বাক্যটির মূলরূপ কী?

مبصرة এটি جاءت এর فاعل থেকে حال হয়েছে।

ظلما و علوا এ দু'টি মাছদার جحدوا এর مفعول لأجله কিংবা তা اسم الفاعل অর্থে উক্ত ফেয়েলের ফায়েল থেকে حال

শেষ বাক্যটির তারকীব প্রয়োজনে দেখো- ৪/১৪

তরজমা ঃ যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ পৌঁছলো তখন তারা বললো, এ তো স্পষ্ট জাদু। আর তারা অবিচার ও দম্ভের কারণে তা অস্বীকার করলো, অথচ তাদের অন্তর সেগুলোকে বিশ্বাস করেছে। সুতরাং তুমি দেখো, কেমন ছিলো ফাসাদকারীদের পরিণাম?

(١٦) وَ لقد ءاتَينا داوُدَ و سُليمٰنَ عِلما، وَ قالا الحمدُ للهِ الذي فَضَّلَنا
على كثيرٍ من عبادِه المؤمنين * وَ وَرِثَ سليمٰنُ داوُدَ، و قال
يٰايها الناسُ عُلِّمْنا مَنطِقَ الطيرِ وَ اُوتينا من كُلِّ شيءٍ، إنَّ
هذا لهو الفضلُ المبين * وَ حُشِرَ لسليمٰنَ جنودُه من الجنِّ و
الانسِ و الطيرِ فهم يُوزعَون * حتى اذا أتوا على وَادِ النملِ
قالَتْ نملةٌ يٰايها النملُ ادخلوا مَسٰكِنَكم، لا يَحْطِمَنَّكم
سليمٰنُ و جنودُه و هم لا يشعرون *
فَتَبَسَّم ضاحِكًا من قَولِها و قال ربِّ اوزِعْنِي ان اشكُرَ نِعمَتَك
التي انعمتَ عَلَيَّ و على وَالِدَيَّ و ان اعمَلَ صٰلِحًا ترضٰه و
اَدْخِلني برحمَتِك في عبادك الصّٰلحين *

শব্দবিশ্লেষণ

ورث	(উত্তরাধিকারী হলেন) দেখো– ৯/৭
فضل	শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন
منطق	(কথা, ভাষা) (ض، نُطقا، مَنْطِقًا) نَطَقَ কথা বলা, উচ্চারণ করা
جند	বাহিনী, বহু جنود বাহিনীর একজন সৈনিক جندي
إيزاعا - يُوزِع -أوْزَعَ	বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা। তাওফীক দান করা। (এখানে উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।)
واد	(ال যোগে الوادي) উপত্যকা, বহু أَوْدِيَةٌ
النمل	পিঁপড়ে জাতি। একটি نملة (উভয় লিঙ্গে) বহুবচনে نِمال
لا يحطمن	(যেন পিষে না ফেলে) مضارع এর শুরুতে لا الناهية এবং শেষে نون التوكيد যুক্ত হয়েছে।
	(ض) حَطْمًا ভাঙ্গা, বিধ্বস্ত করা।
	حَطَّمَه তাকে গুঁড়িয়ে দিলো। বিধ্বস্ত করে ফেললো।

বাক্যবিশ্লেষণ

داود এটি ورث এর مفعول به তবে বাংলা তরজমায় ভিন্ন তারকীব

علمنا منطق الطير বাক্যটির তারকীব করো।

من عبـاده — এটি উহ্য معدودين এর সাথে متعلق আর তা كثير এর ছিফাত

من الجن و ... (معدودين) — এটি حشر এর نائب الفاعل থেকে حال
(সুলায়মানের জন্য সমবেত করা হলো তার বাহিনীগুলোকে এমন অবস্থায় যে, তারা জিনসম্প্রদায় ও মানবসম্প্রদায় ও পক্ষীসম্প্রদায় হতে গণ্য)

حتى — দেখো, ১৬/১ إذا । إذا এর পরবর্তী বাক্যটি مضاف إليه আর إذا হচ্ছে قالت এর ظرف মূলরূপ– حتى قالَتْ نملةٌ حِينَ إتيانِهم على وَادِ النَّمْلِ
(এমনকি তাদের পিপিলিকার উপত্যকায় পৌছার সময় একটি পিপিলিকা বললো)

ضاحكا — এটি تَبَسَّمَ এর ফায়েল থেকে حال তবে উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেয়েলের অর্থকে জোরদার করা।

من — এটি ضاحكا এর সাথে متعلق এবং তা হেতুবাচক।

أن اشكر — এটি أوزعني এর দ্বিতীয় مفعول به রূপে নছবের স্থানে রয়েছে।

أنعمت — এটি ছিলা এবং উহ্য যামীর ها হচ্ছে عائد

وأن أعمل — এর তারকীব বলো।

ترضاه — এ বাক্যটি صالحا এর ছিফাত

তরজমা ঃ আর অবশ্যই আমি দাউদ ও সুলায়মানকে ইলম দান করেছি। তাই তারা বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তাঁর মুমিন বান্দাদের মধ্য হতে অনেকের উপর। আর সুলায়মান (নবুওয়ত ও রাজত্বের ক্ষেত্রে) দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন, আর তিনি বললেন, হে লোকসকল! আমাকে পাখীর ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর আমাকে সকল কিছু হতে দান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটাই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। আর সোলায়মানের জন্য তার জ্বিন, মানব ও পক্ষীবাহিনীকে সমবেত করা হলো, আর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হচ্ছিলো।

এমনকি যখন তারা পিপিলিকার উপত্যকায় উপনীত হলো তখন একটি পিপিলিকা বললো, হে পিপিলিকার দল! তোমরা তোমাদের বাসস্থানে প্রবেশ করো; সোলায়মান ও তার বাহিনী না জেনে তোমাদের যেন পিষে না ফেলে।

তিনি তার কথা শুনে হেসে উঠলেন, আর বললেন, হে আমার

প্রতিপালক! আপনি আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আমি আপনার নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন। আর যেন আমি এমন নেক আমল করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আর আপনি আপনার অনুগ্রহগুণে আমাকে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

দ্রষ্টব্য : 'হেসে উঠলেন' এই তরজমা সম্পর্কে চিন্তা করো।

রাণী বিলকিসের ঘটনা : তারপর হুদহুদ পাখী এসে সোলায়মান (আঃ)-কে খবর দিলো। সে বললো-

(١٧) وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِينٍ * اني وجدتُ امرأةً تملكهم
وَ أُوتِيَتْ مِن كلِّ شيءٍ و لها عرشٌ عظيم * وجدتُها و قومَها
يسجدون للشمسِ من دون الله و زَيَّنَ لهم الشيطٰنُ اعمالَهم
فَصَدَّهم عَنِ السبيلِ فهم لا يهتدون *

শব্দবিশ্লেষণ

سبأ ইয়ামানের শহর, যেখানে রাণী বিলকিসের রাজত্ব ছিলো।

نبأ সংবাদ। বহুবচনে أنباء ফেয়েলের জন্য দেখো- ১১/১

تملكهم (তাদের উপর রাজত্ব করে) প্রয়োজনে দেখো- ৬/১৩

صد (ফিরিয়ে রেখেছে) পিছনে দেখো- ৬/৪

لا يهتدون (তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় না) দেখো- ২/৩

বাক্যবিশ্লেষণ

يقين এটি نبأ এর ছিফাত।

تملكهم বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

يسجدون বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

من دون الله এটি معدودة এর সাথে متعلق, আর তা الشمس থেকে হাল, যা অর্থগতভাবে يسجدون এর مفعول به

السبيل এখানে ال অব্যয়টি مضاف إليه এর বিকল্প রূপে এসেছে। আসলে ছিলো عَنْ سبيلِ الحقِّ

তরজমা ঃ আমি সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ এনেছি। আমি এমন এক নারীকে পেয়েছি যে, তার কাওমের উপর রাজত্ব করে, আর তাকে সকল কিছু থেকে দান করা হয়েছে। আর তার রয়েছে বিরাট সিংহাসন। আর তাকে এবং তার কাওমকে আমি আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের উপাসনা করা অবস্থায় পেয়েছি। আসলে শয়তান তাদের (মন্দ) আমলকে তাদের জন্য সুশোভিত করে রেখেছে। এভাবে সে তাদেরকে সত্যের পথ থেকে রোধ করে রেখেছে, ফলে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হচ্ছে না।

(١٨) قال سَنَنظُرُ أَصدقتَ ام كنتَ مِنَ الكٰذبين * اذهَبْ بِكتابي هذا فَأَلْقِهْ اليهم ثم تَوَلَّ عنهم فانظُر ماذا يَرجِعون

শব্দবিশ্লেষণ

تول (সরে যাও) এটি تفعل এর আমর। (দেখো– ৬/২২)

ماذا يرجعون (তারা কী ফিরিয়ে দেয়। অর্থাৎ তারা কী জবাব দেয়) দেখো- ১/১৩

বাক্যবিশ্লেষণ

هذا এটি كتابي থেকে বদল ب অব্যয়টির অর্থ নির্ধারণ করো।

أَلْقِهْ আসলে ছিলো أَلْقِهِ 'হা'কে সাকিন করা হয়েছে।

তরজমা ঃ তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি দেখবো, তুমি সত্য বলেছো, না কি তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ করো, তারপর তাদের কাছ থেকে সরে আসো এবং দেখো, তারা কী জওয়াব দেয়।

দ্রষ্টব্য ঃ পত্রের বক্তব্য ছিলো, তোমরা আমার সামনে দম্ভ প্রকাশ করো না, বরং ইসলাম গ্রহণ করো। রাণী বিলকিস এ বিষয়ে তার দরবারীদের পরামর্শ চাইলো।

(١٩) قالوا نحنُ اولو قُوَّةٍ وَ اولو بأسٍ شديدٍ و الأمرُ اليك فانظُرِي ماذا تأمُرِين *

বাক্যবিশ্লেষণ

إليك الأمر (مُفَوَّضٌ) (ব্যাখ্যা করো) فَوَّضَ الأمرَ إليه তার হাতে সোপর্দ করলো

أولو এ সম্পর্কে দেখো, ২/১১ بأس পরাক্রম।

তরজমা ঃ তারা বললো, আমরা তো শক্তির অধিকারী এবং বিরাট পরাক্রমের অধিকারী, তবে বিষয়টি আপনার হাতে সোপর্দকৃত। সুতরাং আপনি চিন্তা করে দেখুন, কী আদেশ করবেন।

(٢٠) قَالَتْ إِنَّ الملوكَ إِذا دخلوا قريةً افسدُوها وَ جَعلوا اَعِزَّةَ اَهْلِها اَذِلَّةً، و كذلك يَفعلون * وَ اِنِّي مُرسِلةٌ اليهم بِهَدِيَّةٍ، فَناظِرَةٌ بِمَ يرجِعُ المرسَلون *

বাক্যবিশ্লেষণ

الملوك এটি ان এর ইসম شرط ও جواب الشرط মিলে ان এর খবর

إذا এখানে إذا এর বিশদ আলোচনা করো।

বাক্যের মূলরূপ– إِنَّ الملوكَ يُفسِدون قريةً ... حِينَ دُخولِهم فيها

তরজমা ঃ রাণী বললো, নরপতিগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তা ধ্বংস করে দেয় এবং জনপদের অধিবাসীদের মর্যাদাবানদেরকে অপদস্থ করে, আর তারা তাই করবে। আমি বরং তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাবো এবং (অপেক্ষা করে) দেখবো, প্রেরিত-গণ কী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

(٢١) قال يٰاَيُّها الملَؤُ اَيُّكم يأتيني بِعَرْشِها قبلَ ان يأتوني مُسلمين * قال عِفريت من الجِنِّ انا اٰتيك به قبلَ ان تقومَ من مَقامِك، وَ اني عليه لَقَوِيٌّ امين * قال الذي عِندَه عِلمٌ مِّنَ الكِتٰب انا اٰتيك به قبلَ ان يرتَدَّ اليك طَرْفُك

শব্দবিশ্লেষণ

عفريت দুষ্ট ও কর্মদক্ষ জ্বিন। বহুবচনে عَفارِيتُ

مقام (দাঁড়ানোর স্থান, স্থান) قام এর اسم الظرف মূলরূপ مقوم

ارتد إلى ফিরলো, ফিরে এলো। দেখো– ৬/১৫ طَرْفٌ চক্ষু, দৃষ্টি।

বাক্যবিশ্লেষণ

أي এটি প্রশ্ন-শব্দ। তারকীবে মুবতাদারূপে মারফূ হয়েছে। পরবর্তী বাক্যটি তার খবর। তুমি ঐ বাক্যটির তারকীব করো।

من الجن (معدودٌ) এটি عِفريتٌ এর ছিফাত।

عليه অর্থাৎ عَلٰى حَمْلِه এটি قوي এর متعلق এটি إن এর প্রথম খবর, আর أمين হচ্ছে দ্বিতীয় খবর।

من الكتب (معدودٌ) এটি عِلمٌ এর ছিফাত, এ অংশটি পশ্চাদবর্তী মুবতাদা

عنده (موجودٌ) হলো অগ্রবর্তী খবর, আর বাক্যটি ছিলাহ।

তরজমা ঃ তিনি বললেন, হে সভাসদগণ! তোমাদের কে রাণীর সিংহাসন আমার কাছে হাজির করতে পারে, তারা মুসলিম অবস্থায় আমার কাছে চলে আসার আগে? জ্বিনসম্প্রদায়ের এক কর্মদক্ষ জ্বিন বললো, আপনি আপনার স্থান থেকে দাঁড়াবার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে উপস্থিত করবো। আর নিঃসন্দেহে আমি সে বিষয়ে শক্তিশালী (এবং) বিশ্বস্ত। যার কাছে কিতাবের ইলম ছিলো সে বললো, আপনার চোখের পলক পড়ার আগে আমি তা আপনার কাছে হাজির করবো।

(٢٢) فلما رَاٰه مُسْتَقِرًّا عِنْدَه قال هٰذا من فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ ام أَكْفُرُ، وَمن شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِه، وَ من كفَرَ فَإِنَّ ربي غَنِيٌّ كَرِيم * قال نَكِّروا لها عرشَها ننظُرْ أَ تهتَدِي أَمْ تكونُ مِنَ الذين لايهتدون * فَلَمَّا جاءَتْ قِيل أَهٰكذا عرشُكِ، قالت كَأَنَّهٗ هو، وَ أُوتِينَا العِلْمَ مِنْ قَبْلِها وكنا مُسلمين * وَصَدَّها ما كانت تعبُد من دون الله، إِنَّها كانت مِن قومٍ كٰفرين *

শব্দবিশ্লেষণ

مُستقِرٌّ (স্থির, স্থিত) إِستقَرَّ شيءٌ কোন কিছু স্থির হলো, স্থিত হলো। استقَرَّ الأمرُ বিষয়টি সাব্যস্ত হলো।

ليبلوني (আমাকে পরীক্ষা করার জন্য) (بَلْوًا، بَلاءٌ، ن)

نكروا (পরিবর্তন করে দাও, অপরিচিত করে দাও)

বাক্যবিশ্লেষণ

مستقرا এটি কার 'হাল' এবং عنده কার 'যরফ' বলো।

ليبلوني এটি متعلق হয়েছে উহ্য ফেয়েল فَضَّلَ এর সাথে, যার কারীনা হচ্ছে পূর্ববর্তী فَضْلٌ শব্দটি।

من شكر	এটি যুগপৎ اسم موصول و شرط। সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি শর্ত ও ছিলা, আর ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা। ف হচ্ছে رابطة, পরবর্তী বাক্যটি جواب الشرط এবং খবর।
و من كفر	অর্থাৎ فلا يَضُرُّ كفرانُه ربَّه পরবর্তী বাক্যটি جواب الشرط এর হেতু
ننظر	এটি مجزوم কেন বলো। বাক্যের মূলরূপ উল্লেখ করো।
من الذين	কার সাথে متعلق বলো।
كأنه هو	এটি الحرف المشبه بالفعل এবং তার ইসম ও খবর।
اوتينا	نا হচ্ছে نائب الفاعل আর العلم হচ্ছে দ্বিতীয় مفعول به এর একটি متعلق উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ العِلْمَ بِنُبُوَّةِ سليمانَ
من قبلها	এটি اوتينا এর সাথে متعلق আর ها ফিরেছে পূর্ববর্তী কালাম থেকে مفهوم (অনুভূত) المعجزة এর দিকে।

তরজমা ঃ যখন তিনি ঐ সিংহাসনকে তার কাছে স্থির অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। (তিনি অনুগ্রহ করেছেন) আমাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা করি। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো নিজেরই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে অকৃতজ্ঞতা করে (তার অকৃতজ্ঞতা তার প্রতিপালকের কোন ক্ষতি করতে পারে না) কেননা আমার প্রতিপালক চির-নির্মুখাপেক্ষী, মহান।

তিনি বললেন, তার সিংহাসনটিকে তার জন্য অপরিচিত করে দাও, যাতে দেখতে পারি যে, সে কি দিশা লাভ করে, না ঐ লোকদের দলভুক্ত হয় যারা দিশা লাভ করে না।

যখন সে এলো তখন তাকে বলা হলো, তোমার সিংহাসন কি এমনই, সে বললো, এটা যেন সেটাই; আসলে এই মু'জিযার আগেই (সোলায়মানের নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে) আমাকে ইলম দান করা হয়েছে। আর আমরা 'মুসলিম' হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রকৃতপক্ষে ঐ উপাস্য তাকে ফিরিয়ে রেখেছিলো, আল্লাহর পরিবর্তে যার সে উপাসনা করতো। সে তো কাফির কাওমের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

(٢٣) وَ لقد اَرسلنا الى ثمودَ اخاهم صٰلحا اَنِ اعبُدوا الله فَاِذاهم

فَرِيقان يَختَصِمون * قال يٰقومِ لِمَ تستعجِلون بالسَّيِّئَةِ قبلَ
الحَسَنةِ، لولا تستغفِرون الله لعلكم تُرحمون *

শব্দবিশ্লেষণ

يختصمون (বিবাদ করে) اِختصامًا বিবাদ করা। (ইফতি'আলের পরস্পরতার বৈশিষ্ট্যটি এখানে বিদ্যমান।)

تستعجلون (তোমরা তাড়াহুড়া করো) اِستِعجالًا তাড়াহুড়া করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

إذا এটি আকস্মিকতাজ্ঞাপক অব্যয়। (দেখো– ৯/৩)

يختصمون এটি فريقان এর ছিফাত।

بالسيئة এখানে مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ بِطَلَبِ السَّيِّئَةِ

তরজমা ঃ আর অবশ্যই ছামূদসম্প্রদায়ের কাছে আমি তাদের ভাই ছালিহকে পাঠালাম (এই আদেশ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তখন হঠাৎ দেখা গেলো যে, তারা বিবাদে লিপ্ত দু'টি দল। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! কেন তোমরা সৎকর্মের আগে মন্দ কর্ম নিয়ে তাড়াহুড়া করো। কেন তোমরা ইসতিগফার করো না, যাতে দয়াপ্রাপ্ত হও।

দ্রষ্টব্য ঃ কিন্তু ছালেহ (আঃ) এর কাওম তার দাওয়াত গ্রহণ করলো না, বরং তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে লাগলো।

(٢٤) وكانَ في المدينةِ تِسعةُ رَهْطٍ يُفسِدون في الأرضِ ولا يُصلِحون

رَهْطٌ তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার দল।

পুরো বাক্যটির তারকীব করো

তরজমা ঃ আর শহরে ছিলো নয় জনের একটি দল, যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করতো, সংশোধন করতো না।

দ্রষ্টব্য ঃ এই দলটি ছালেহ (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। সে সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন–

(٢٥) وَ مَكروا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً و هم لا يَشعُرون * فانظُرْ
كيفَ كان عُقِبةُ مكرِهم أنَّا دمَّرنٰهم و قومَهم اجمعين * فَتِلك

بيوتهم خاوِيَةً بما ظَلَموا، اِن في ذلك لَاٰيَةً لقومٍ يعلمون *
وَ اَنجينا الذين اٰمَنوا و كانوا يَتقون *

শব্দবিশ্লেষণ

خاوية — এটি اسم الفاعل জনশূন্য, খালি, বিরান ضرب ও سمع থেকে خَوِيَ/خَوَى البيتُ (خَوًى، خَوَايَةً) বিরান হলো

বাক্যবিশ্লেষণ

انا دمرناهم — এ বাক্যটি أن অব্যয়যোগে মাছদার হয়ে عاقبة থেকে বদল, কিংবা তা উহ্য هي এর খবর। তার مرجع হলো عاقبة

بما ظلموا — অর্থাৎ خاويةً بظُلْمِهم এটি بُيوتُهم এর হাল। আর ب অব্যয়টি হেতুবাচক

তরজমা ঃ তারা খুব চক্রান্ত করলো, আর আমি চক্রান্তের সমুচিত জবাব দিলাম, এমন অবস্থায় যে, তারা বুঝতেও পারলো না। সুতরাং আপনি দেখুন, কেমন ছিলো তাদের চক্রান্তের পরিণতি। তা এই যে, আমি তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে, সকলকে ধ্বংস করলাম। সুতরাং ঐগুলো হলো তাদের ঘর, যা তাদের জুলুমের কারণে বিরান অবস্থায় পড়ে আছে। নিঃসন্দেহে তাতে জ্ঞানীসম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে, আর যারা ঈমান এনেছিলো এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছিলো তাদেরকে আমি নাজাত দিলাম।

দ্রষ্টব্য ঃ مكرا এই مفعول مطلق টি ফেয়েলের তাকীদের জন্য এসেছে, বাংলা তরজমায় তাকীদের অর্থ প্রকাশের জন্য 'খুব' ও 'সমুচিত' শব্দ যোগ করা হয়েছে।

(١) قُلِ الحمدُ لِلّٰهِ و سَلٰمٌ على عِبادِه الذينَ اصْطَفٰى ءآ اللّٰهُ خيرٌ أمّا
يُشركون *

শব্দবিশ্লেষণ

أمـا — এটি أم ও ما এর যুক্তরূপ। সাধারণ 'লিপিবিধানে' এটি আলাদা লেখা হয়।

বাক্যবিশ্লেষণ

سـلم — এটি মুবতাদা, হরফুলজরটি উহ্য খবর ثابت এর সঙ্গে متعلق

তরজমা ঃ আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর 'সালাম' (শান্তি) বর্ষিত হয় তাঁর ঐ বান্দাদের উপর (যাদেরকে) তিনি নির্বাচিত করেছেন। আচ্ছা! আল্লাহ উত্তম না কি ঐ উপাস্যরা যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।

(٢) وَ من يرزُقُكم مِنَ السماءِ وَ الْأرضِ، أَءِلٰه معَ اللهِ، قُلْ هاتوا
برهٰنَكم ان كنتم صٰدقين * قُل لا يعلَم مَنْ في السمٰوٰتِ و
الأرْضِ الغَيْبَ إلّا اللّٰهُ، و ما يَشعُرون أيّانَ يُبعَثون *

শব্দবিশ্লেষণ

هـاتوا — এটি অরূপান্তরযোগ্য আমর (বা أمر جامد)-এর جمع مذكر حاضر এই আমরের মাযী ও মোযারে নেই।

هاتِ - هاتِيْ- هاتُوا- هاتِين - هاتِيَا অর্থ– দাও, উপস্থিত করো

বাক্যবিশ্লেষণ

الـه — মুবতাদা, مع اللهِ হচ্ছে উহ্য খবর موجود এর যরফ।

إن كنتم — এখানে جواب الشرط সম্পর্কে আলোচনা করো।

إلا الله — এখানে إلا এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। (দেখো, ১৫/১৫)

তরজমা ঃ আর কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করেন? আল্লাহর সাথে কি কোন ইলাহ রয়েছে? আপনি বলুন, (তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে

তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো। আপনি বলুন, আসমানে ও যমীনে যারা আছে তারা কেউ গায়ব জানে না, আল্লাহ্ ছাড়া, আর তারা জানে না, কখন তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে।

(٣) وَ قال الذين كَفَروا أَءِذا كنا ترابًا و اٰباؤُنا اَئِنَّا لَمُخرَجون * لقد وُعِدْنا هذا نحنُ وَ اٰباؤُنا مِن قبلُ اِنْ هذا اِلَّا اَساطِيرُ الأَوَّلِين * قُل سِيروا في الاَرْضِ فانظُروا كيفَ كان عاقِبةُ المجرمين * و لا تحزَنْ عليهم وَ لا تَكُنْ في ضَيقٍ مِمَّا يمكرون *

শব্দবিশ্লেষণ

وُعِدنا (আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। (দেখো, ৩/৭)

ضيق (মনক্ষুণ্নতা, অপ্রসন্নতা) ضَاقَ صدرُهٗ(ض) অপ্রসন্ন হলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

إذا এর প্রায় অনুরূপ তারকীব দেখো– ১৮/১১
বাক্যটির মূলরূপ এই– أَنُخرَجُ حِينَ كونِنا وَ آبائِنا تُرابًا

اباؤنا এটি مَعطوفٌ على الضميرِ المرفوعِ المتَّصِلِ মাঝে ترابا এর ব্যবধান থাকার কারণে الضمير المنفصل দ্বারা তাকীদায়ন ছাড়াই عطف বৈধতা লাভ করেছে। পরবর্তী বাক্যে অবশ্য نحن দ্বারা তাকীদায়নের পর اباؤنا কে نا এর উপর عطف করা হয়েছে।

من قبل এটি وعدنا এর সাথে متعلق

مما يمكرون অর্থাৎ من مكرهم অব্যয়টি হেতুবাচক এবং ضيق এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ যারা কুফুরি করেছে তারা বলে, আমরা এবং আমাদের পূর্ববর্তীরা যখন মৃত্তিকায় পরিণত হবো তখন কি আমরা পুনরুত্থিত হবো। ইতিপূর্বেও তো আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ এটা পূর্ববর্তীদের আজগুবি কথা ছাড়া কিছুই নয়। আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো, তারপর দেখো, অপরাধীদের পরিণতি কেমন হয়েছিলো, আর আপনি তাদের বিষয়ে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মনঃক্ষুণ্নতায় থাকবেন না।

(٤) إنَّ هذا القرآنَ يقُصُّ على بَني اسرائيلَ اكثَرَ الذي هم فيه
يَختلِفون * وَإنه لَهدى و رحمَةٌ للمؤمِنين *اِنَّ ربَّك يقضِي
بَينهم بِحُكْمِه، وَ هو العزيز العَليم * فَتوكَّلْ على اللهِ، اِنك
على الحقِّ المبين *اِنك لا تُسمِع الموتٰى و لا تُسمع الصُّمَّ
الدعاءَ إذا وَلَّوْا مُدبِرين * وَ ما انت بِهٰدي العُمْيِ عن ضَلٰلتِهم،
اِنْ تُسْمِع الا مَن يؤمن بِاٰيٰتِنا فهم مُسلمون *

শব্দবিশ্লেষণ

إذا ولوا مدبرين (যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালায়) দেখো– ১৭/১৪

عمي ও صم এ দু'টি أَعْمٰى ও أَصَمُّ এর বহু। দেখো– ১২/৩

يقص (বর্ণনা করে) দেখো, ৮/৫

يقضي (ফায়ছালা করেন) দেখো, ১১/১৫

বাক্যবিশ্লেষণ

أكثر এটি اسم التفضيل এখানে يقص এর مفعول به রূপে মানছূব

الذي .... ছিলাহ ও মাওছূল মিলে مضاف إليه তুমি عائد নির্ধারণ করো।

للمؤمنين এটি رحمةٌ এর সাথে متعلق

لا تسمع এর দ্বিতীয় مفعول به হচ্ছে الدعاء যা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাযকূর এবং প্রথম ক্ষেত্রে কারীনার ভিত্তিতে মাহযূফ।

ولوا ... অর্থ, পিছনে ফিরে চলে গেছে أدبر এরও একই অর্থ। সুতরাং مدبرين দ্বারা নতুন অর্থ যুক্ত হয়নি, বরং পূর্ববর্তী ফেয়েলে শুধু তাকীদ এসেছে। তাই এর তরজমা হবে, 'তারা পিছন ফিরে 'সোজা' চলে গেছে।' ('সোজা' শব্দটি তাকীদের জন্য) حال আর কোথায় ফেয়েলের তাকীদ করেছে? (দেখো, ১৯/১৬)

توكل على الله এটি উহ্য شرط এর جواب অর্থাৎ إن أردت الفوز ف ...

إذا ولوا ... এটি لا تسمع এর ظرف রূপে নছবের স্থানে রয়েছে।

هدي العُمْيِ এখানে اسم الفاعل তার مفعول به এর দিকে مضاف হয়েছে। আর তা শব্দগতভাবে ب এর .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

العُمْيُ কে مفعول به রেখে বাক্যটি পড়ো।

عن এটি هادٍ এর উপযুক্ত متعلق নয়, তাই তাযমীনের নিয়মে তাতে صارف এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (আপনি অন্ধদেরকে তাদের গোমরাহি থেকে ফেরাতে পারেন না)

هاد ও صارف উভয়কে বিবেচনা করলে তরজমা হবে, 'গোমরাহী থেকে ফিরিয়ে হেদায়াত দান করতে পারেন না।'

إن تسمع এখানে أحدا এই مستثنى منه উহ্য রয়েছে।

তরজমা ঃ বনী ইসরাঈল যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ করে, এই কোরআন তার অধিকাংশ তাদেরকে বর্ণনা করে, আর নিঃসন্দেহে এটা মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

(হে নবী!) অবশ্যই আপনার প্রতিপালক (কেয়ামতের দিন) তাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন আপন (প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ইনছাফপূর্ণ) ফায়ছালা অনুযায়ী। তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। সুতরাং আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর রয়েছেন। আপনি তো মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না এবং বধিরদেরকেও শোনাতে পারেন না (সত্যের) আহ্বান, যখন তারা পিছন ফিরে 'সোজা' চলে যায়।

(٥) اَلم يروا أنا جَعلنا الَّيلَ لِيَسكُنو فِيه وَ النهارَ مُبْصِرا * اِنَّ في ذلك لَاٰيٰتٍ لقومٍ يؤمنون *

শব্দবিশ্লেষণ

ليسكنوا (যেন তারা বিশ্রাম করে) দেখো– ১১/২০ এবং ৮/১৯

বাক্যবিশ্লেষণ

... أنا جعلنا اليل এটি لم يروا এর মাফউল جعلنا এর দ্বিতীয় মাফউল مظلما উহ্য রয়েছে। مُبصِرا হচ্ছে তার কারীনা।

النهار مبصرا এ দুটি جعلنا এর দুই مفعول به এর উপর معطوف কিংবা তা উহ্য جعلنا এর দুই مفعول به – পূর্ববর্তী جعلنا হলো উহ্য থাকার কারীনা। তখন বাক্যের উপর বাক্যের عطف হবে

তরজমা ঃ তারা কি দেখে নি যে, আমি রাত্রকে (অন্ধকার) করেছি যেন তারা তাতে বিশ্রাম করে এবং দিনকে করেছি আলোকময়। নিঃসন্দেহে তাতে ঈমানদার কাওমের জন্য রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন।

(٦) إنما أُمِرتُ ان اعبدَ ربَّ هذه البَلْدَةِ الذي حَرَّمها وَ له كلُّ شيءٍ،
وَ أُمِرتُ أن اكونَ مِنَ المسلمين * وَ أن اتلُوَ القرآنَ، فَمَنِ اهْتَدٰى
فَإنَّما يَهتدي لِنَفْسِه، وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إنَّما أنا مِنَ المنذرين *
وَ قُلِ الحمدُ للهِ الذي سَيُريكم اٰيٰتِه فَتَعرِفونها، وَما رَبُّك بِغٰفِلٍ
عَمَّا تعمَلون *

শব্দবিশ্লেষণ

البلدة দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কাতুল মুকাররামাহ।

حرمها পবিত্রতা ও সম্মান দান করেছেন (সেখানে যা ইচ্ছা তা করা যায় না)

বাক্যবিশ্লেষণ

الذي حرمها এটি رب এর ছিফাত।

أن اتلو এটি কার উপর معطوف হয়েছে বলো।

أن أعبد এবং أن أكون হচ্ছে أمرت এর দ্বিতীয় مفعول به অথবা তা উহ্য ب অব্যয়যোগে أمرت এর সাথে متعلق

فمن اهتدى ... পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

قل এটি جواب الشرط আর প্রত্যেক جواب الشرط এ একটি যমীর থাকা জরুরী যা جواب ও شرط এর মাঝে رابط (বা বন্ধন) হবে, এখানে তা উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فقل له

عما تعملون অর্থাৎ عن عَمَلِكم অথবা عَن عملٍ تعملونَه (ব্যাখ্যা করো) এখানে ما الموصولة এর পরিবর্তে তার স্থানীয় অর্থ প্রকাশকারী শব্দটি স্থাপন করা হয়েছে।

তরজমা ঃ আমাকে তো শুধু আদেশ করা হয়েছে যে, আমি এই নগরীর প্রতিপালকের ইবাদত করবো, যিনি একে 'সম্মানিত' করেছেন। আর সবকিছু তো তাঁরই। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি আত্মসমর্পণকারী হবো এবং কোরআন তিলাওয়াত করবো, সুতরাং যে ব্যক্তি হেদায়াত গ্রহণ করবে সে শুধু নিজের জন্য হেদায়াত গ্রহণ করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে (তাকে) আপনি বলে দিন, আমি তো শুধু সতর্ককারী। আরো বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহর। অচিরেই তোমাদেরকে তিনি তাঁর

নিদর্শনাবলী দেখাবেন, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। আর আপনার প্রতিপালক তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

(৭) طسم * تِلك ءايٰت الكتٰبِ المبين * نَتلو عليك مِنْ نَبإِ موسٰى وَ فِرعونَ بالحقِّ لقومٍ يُؤمنون * اِنَّ فرعونَ عَلا في الارضِ و جَعلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يستَضْعِف طائِفةً منهم يُذَبِّح ابناءَهم وَ يستَحْيِ نِساءَهم، اِنَّه كانَ مِنَ المفسِدين * وَ نُريد أن نَمُنَّ على الذين استُضْعِفُوا في الاَرْضِ وَ نجعَلَهم أئِمَّةً و نجعَلَهم الوارِثين *

শব্দবিশ্লেষণ

شيعة দল, বহু شِيَعٌ

استضعفه তাকে দুর্বল গণ্য করলো। তাকে অপদস্থ করলো।

طائفة দল, সম্প্রদায় طَوائِفُ হচ্ছে বহুবচন وارث দেখো– ৯/৭

বাক্যবিশ্লেষণ

تلك এটি মুবতাদা, এখানে কোন্ দিকে ইশারা এবং দূরবর্তী اسم الاشارة কেন ? (দেখো– ১৯/১৪)

من ... এটি تبعيضي অর্থাৎ بعضَ نَبَإِ موسٰى সুতরাং শব্দগতভাবে এটি نتلو এর সাথে متعلق হলেও অর্থগতভাবে তা مفعول به কিংবা এখানে شيئا এই مفعول به উহ্য রয়েছে, আর من অব্যয়টি شيئا এর ছিফাত معدودا এর সাথে متعلق আংশিকতাজ্ঞপক من এর তারকীব এ দু'ভাবে করা যায়।

بالحق অর্থাৎ مُتَلَبِّسِينَ بالحقِّ এটি نتلو এর ফায়েল থেকে حال (আমি আপনাকে শোনাই সত্যের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়)

لقوم এটি কার সাথে متعلق বলো।

شيعا এটি جعل এর দ্বিতীয় مفعول

منهم অর্থাৎ معدودةً منهم এখানে أَهْلَهَا হচ্ছে هم এর مرجع

يذبح ও يستحي বাক্য দু'টি يستضعف থেকে বদল। কারণ এ দু'টি ফেয়েল يستضعف এরই ব্যাখ্যা।

نـريـد — এটি أردتُ অর্থে ব্যবহৃত। (পুরো বাক্যটির তারকীব করো)

نجعلَ — উভয় نجعلَ কার উপর معطوف হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ ত্ব-সীন-মীম। ঐগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি আপনার কাছে মূসা ও ফিরআউনের কিছু ঘটনা সত্যভাবে বর্ণনা করছি ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনয়ন করে।

নিঃসন্দেহে ফেরআউন (তার) ভূমিতে বড়ত্ব প্রদর্শন করেছিলো এবং সে দেশের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিলো এমন অবস্থায় যে, সে তাদের একটি দলকে অপদস্থ করে (করতো), অর্থাৎ তাদের পুত্রদেরকে জবাই করে (করতো) এবং তাদের নারিদেরকে জীবিত রেখে দাসী বানায় (বানাতো) নিঃসন্দেহে সে ছিলো ফাসাদ সৃষ্টিকারী। আর আমি ইচ্ছা করলাম যে, যাদেরকে যমীনে অপদস্থ করা হয়েছিলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবো এবং তাদেরকে 'ইমাম' বানাবো এবং তাদেরকেই (যমীনের) উত্তরাধিকারী বানাবো।

(٨) وَ اَوحينا إلى أمِّ موسى أَنْ أَرْضِعيه، فَإِذا خِفْتِ عليه فَأَلْقِيه في اليَـمِّ و لا تَخـافِي وَ لا تَحْزَني، إنا رَادُّوه إليك وَ جاعِلُوه من المرسَلين * فَالتَقَطه آلُ فِرعونَ لِيكونَ لهم عَدُوًّا و حَزَنًا، إن فرعونَ و هٰمٰن و جُنودَهما كانوا خٰطِئين * و قالَتِ امْرَأتُ فرعونَ قُرَّتُ عينٍ لي وَ لَكَ، لا تقتلوه، عَسٰى أن ينفَعَنا او نتخِذَه وَلَدًا و هم لا يَشعرون *

শব্দবিশ্লেষণ

إنا رادوه — (অবশ্যই আমরা তাকে ফিরিয়ে দেবো) এটি رد (ن) এর اسم الفاعل (এখানে مستقبَل অর্থে ব্যবহৃত) (দেখো, ৪/৩)

التقط — কুড়িয়ে নিলো।

حزن — দুঃখ (এখানে উদ্দেশ্য হলো দুঃখের বা দুর্গতির কারণ)

خاطئ — এটি خَطِئَ (س) এর اسم الفاعل পাপকারী। দেখো- ১৩/১৫

قرت — চোখের শীতলতা। যার দ্বারা চক্ষু শীতল হয়। (অর্থাৎ মনে শান্তি আসে) সাধারণ লিপিবিধানে قرة

বাক্যবিশ্লেষণ

إذا خفت ... في اليم বাক্যটির বিশদ তারকীব ব্যাখ্যা করো।

رادوه এখানে أُضِيفَ اسمُ الفاعلِ إلى مَفعولِه و أُسقِط نونُ الجمعِ

جاعلوه এর ব্যাখ্যা দাও। (মূল তারকীব অনুসারে বাক্যটি পড়ো)

من المرسلين এটি جاعلون এর দ্বিতীয় مفعول به এর সাথে متعلق অর্থাৎ–

جاعِلوه معدودًا مِنَ المرسَلين

قرة عين এটি উহ্য মুবতাদা هو এর খবর।

لي ولك এটি قرة এর ছিফাত ثابِتةٌ এর সাথে متعلق আর قرة শব্দটি مضافٌ إلى نَكِرَةٍ বলে এখনো নাকিরাহ রয়ে গেছে।

أن ينفعنا এটি عسى এর فاعل (দেখো– ৯/৮ ও ১৬/১৪)

বাক্যটির মূলরূপ হবে– قرب نفعه إيانا و اتخاذنا إياه ولدا

(আমাদেরকে তার উপকার দান করা এবং আমাদের তাকে সন্তান বানানো নিকটবর্তী হয়েছে।)

لايشعرون অর্থাৎ بِعاقِبَةِ الأَمْرِ

তরজমা ঃ আর আমি মূসার আম্মার কাছে আদেশ পাঠালাম এ মর্মে যে, তাকে স্তন্যদান করো, তারপর যখন তুমি তার সম্পর্কে (বিপদের) আশংকা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো। আর তুমি (তার নিরাপত্তার বিষয়ে) ভয় করো না এবং দুশ্চিন্তা করো না। (কারণ) আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসূলদের একজন বানাবো। তারপর ফেরআউনের পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিলো, যাতে তিনি তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হন। নিশ্চয় ফিরআউন ও হামান এবং তাদের বাহিনী অপরাধকারী ছিলো। আর ফেরআউনের স্ত্রী বললেন, (এ শিশু) আমার এবং তোমার চক্ষুর শীতলতা। তোমরা তাকে হত্যা করো না। খুব সম্ভব যে, সে আমাদের উপকারে আসবে, কিংবা তাকে আমরা সন্তান বানাবো। (তারা এসব কথা বলছিলো) এমন অবস্থায় যে, (পরিণাম সম্পর্কে) তারা কিছুই বুঝতে পারছিলো না।

দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহর কুদরতে মূসা (আঃ) ফিরআউনের ঘরে প্রতিপালিত হয়ে বড় হলেন। একদিনের ঘটনা–

(٩) وَ دخلَ المدينةَ على حينِ غَفْلَةٍ من اَهلِها فَوجَد فيها رَجُلَينِ
يقتَتِلان، هذا من شِيعَتِه و هذا من عَدُوِّه، فَاستغاثَه الذي
من شيعَتِه على الذي من عدوِّه فَوكَزَه موسٰى فَقَضٰى عليه،
قال هذا من عَمَلِ الشيطٰنِ، انه عدوٌّ مضِلٌّ مبين * قال ربِّ
اني ظلَمتُ نفسِي فاغفِرْلي فَغَفَر له، اِنه هو الغفورُ الرحيم *
قال ربِّ بما انعَمْتَ عَلَيَّ فلن اكونَ ظهيرًا للمُجْرِمين *

শব্দবিশ্লেষণ

يقتتلان (তারা দু'জন লড়াই করছে) اقتَتَلَ القومُ। পরস্পরকে হত্যা করলো, পরস্পর লড়াই করলো (এ মাছদারের বৈশিষ্ট্য কি বলো)

(استغاثة) استغاثه ফরিয়াদ করলো। সাহায্য চাইলো। (মাদ্দাহ غوث)

وكز (ঘুষি মারলেন) (ض) وَكَزَ - يَكِزُ - وَكْزًا (চোয়ালে) ঘুষি মারা

قضى عليه (তাকে মেরে ফেললেন) দেখো– ১১/১৫

বাক্যবিশ্লেষণ

على এটি دخل এর متعلق আর من أهلِها হচ্ছে উহ্য صادرةٍ এর সাথে متعلق এবং তা غفلةٍ এর ছিফাত। (শহরের অধিবাসীদের থেকে প্রকাশিত অসতর্কতার অবস্থায় প্রবেশ করলেন)

يقتتلان এটি رجلين এর ছিফাত।

من شيعته প্রথমটি এবং দ্বিতীয়টি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ আর তিনি শহরবাসীদের বেখবরির অবস্থায় শহরে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে দু'জন লোককে পরস্পর লড়াই করা অবস্থায় পেলেন। এ ছিলো তার আপন সম্প্রদায়ের, আর এ ছিলো তার শত্রু সম্প্রদায়ের। তখন তার আপন সম্প্রদায়ের লোকটি তার শত্রুসম্প্রদায়ের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইলো। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং তাকে মেরেই ফেললেন। তিনি বললেন, এটা শয়তানের কাজ। সে তো ভ্রষ্টকারী, সুস্পষ্ট শত্রু।

তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নফসের

উপর জুলুম করে ফেলেছি, সুতরাং আপনি আমাকে মাফ করুন। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করলেন। তিনিই তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে নেয়ামত দান করেছেন সেহেতু কিছুতেই আমি আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

(١٠) فَاصبحَ في المدينةِ خائفًا يترقّبُ فَإذا الذي استنصَرَه بالامسِ يستصرِخُه، قال له موسٰى إنك لَغَوِيٌّ مبين * فَلَمَّا اَنْ ارادَ ان يَبطِشَ بالذي هو عدوٌّلهما قال يموسى اَ تريد أن تقتُلَني كما قتلتَ نفسًا بالاَمْسِ، اِن تُريد اِلَّا ان تكونَ جبارًا في الأرضِ وَ ما تُريد ان تكونَ مِنَ المصلِحين *

শব্দবিশ্লেষণ

أصبح (সকাল যাপন করলো) এখানে এটি ফায়েলবিশিষ্ট সাধারণ ফেয়েল (فعل تام) কখনো তা صار এর সমার্থক فعل ناقص রূপে মুবতাদা ও খবরের আগে আসে। যেমন أصبح راشد عالما
কখনো তা জুমলার মাযমূনকে 'সকাল' সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে। যেমন أصبح راشد مريضًا (রাশেদ সকালে অসুস্থ হয়েছে)

يترقب (অপেক্ষা করছে) تَرَقَّبَ شيئًا কোন কিছুর অপেক্ষা করলো

استصرخه চিৎকার করে তাকে ডাকলো (সাহায্যের জন্য)

غوي (ভ্রষ্ট) বহু غاوُون ও غُوَاةٌ স্ত্রী غَاوِيَةٌ বহু غَاوِياتٌ (৮/২০)

بطش به (بَطْشًا، ض) بَطَشَ به তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করলো। শক্তভাবে আকড়ে ধরলো।
بَطَشَتْ بِهم الأَهْوَالُ বিভিন্ন দুর্যোগ তাদেরকে পর্যুদস্ত করলো।

جبار মহাপরাক্রমশালী। স্বেচ্ছাচারী। বহু جَبَابِرَةٌ ও جَبَّارون

বাক্যবিশ্লেষণ

خائفا এটি أصبح এর فاعل থেকে حال আর يَترقَّب হচ্ছে দ্বিতীয় حال

أن এটি অতিরিক্ত পিছনে এর নমুনা দেখো (১৩/১৮)

لهما এটি উহ্য ثابت এর সাথে متعلق যা عدو এর ছিফাত।

قال يموسى ফায়েলের সুপ্ত যামীরটি ফিরেছে الذي -এর দিকে।

তরজমা ঃ অতপর তিনি শহরে সকাল যাপন করলেন ভীত শংকিত অবস্থায়। তখন হঠাৎ তিনি দেখেন, গতকাল যে তার সাহায্য চেয়েছিলো সে চিৎকার করে তার সাহায্য চাচ্ছে। মূসা তাকে বললেন, তুমি তো প্রকাশ্য ভ্রষ্ট। তারপর মুসা যখন তাদের শত্রুকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করলেন তখন (তার আপন সম্প্রদায়ের লোকটি) বলে উঠলো, তুমি কি আমাকে কতল করতে চাও, যেমন গতকাল একজনকে কতল করেছো? তুমি তো শুধু যমীনে প্রতাপশালী হতে চাও, সংশোধনকারী হতে চাও না।

(١١) و جاءَ رجلٌ من أقصَى المدينةِ يسعى، قال يٰموسٰى إن الملأَ
يَأتمِرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من النصحين *
فخرج منها خائِفاً يترَقَّب، قال ربِّ نجني من القومِ الظّٰلمين *
و لما توجَّه تلقاءَ مدينَ قال عسى ربي أنْ يهدِيَني سواءَ السبيلِ

শব্দবিশ্লেষণ

أقصى (দূরতম) এটি قاص (আলযোগে القاصي) (দূরবর্তী) এর أفعل

يأتمرون (চক্রান্ত করছে) ايتمر - يأتمر - ايتمر - ايتمارا। আদেশ পালন করা। বলা হয়- أمرته فأتمر

ايتمر القوم। লোকেরা পরস্পর শলাপরামর্শ করলো।

ايتمَرَ القومُ بفلان। অমুকের বিরুদ্ধে শলাপরামর্শ করলো।

توجه (অভিমুখী হলো) এটি وَجَّهَ এর 'অনুবর্তী' (مُطاوِعُ وَجَّه) বলা হয়- وجهتُه إلى ... فتوجَّه তাকে কোন দিকে অভিমুখী করলাম, আর সে অভিমুখী হলো।

اِتَّجه إلى ... (মূলত اوتجه) কোন দিকে অভিমুখী হলো।

تلقاء এটি মূলত لَقِيَ এর মাছদার, তবে ظرف مكان অর্থে ব্যবহৃত হয়। দিকে, অভিমুখে। سواءَ السبيلِ সরল পথ।

বাক্যবিশ্লেষণ

يسعى এটি رجل এর ছিফাত (বাংলা তরজমায় حال)

فاخرج অর্থাৎ إن أردتَ السلامةَ তখন ف অব্যয়টি হবে رابطة কিংবা তা 'নাতীজাহ' বা ফলশ্রুতিজ্ঞাপক অব্যয়। (... সুতরাং তুমি ...)

لك من ... অর্থাৎ إني (معدودٌ) من الناصحين لك

خائفا ও يترقب হচ্ছে "توجه" حالٌ من فاعلِ خرجَ، و تلقاءَ ظرفٌ لِـ

مدين — এটি (تانيث ও عَلَمِيَّة এর কারণে) غير منصرف তারকীবে মাজরূর

سواء السبيل — এটি يهدى এর দ্বিতীয় مفعول به

ربى — এটি عسي এর ইসম, ان يهديني হচ্ছে তার খবর أن يهديني ربي হলে বাক্যটি মাছদার হয়ে عسى এর فاعل হবে।

তরজমা ঃ আর শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো, সে বললো, হে মূসা! সভাসদবর্গ তোমার বিরুদ্ধে শলাপরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও। নিঃসন্দেহে আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। তখন তিনি সেখান থেকে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হলেন, তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যালিম কাওম থেকে নাজাত দাও।

আর যখন তিনি মাদয়ানের দিকে অভিমুখী হলেন তখন বললেন, আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।

(١٢) وَ لما وَرَدَ ماءَ مدينَ وجد عليه اُمَّةً من الناسِ يَسقون، و وَجَد من دونِهمُ امْرأَتين تَذودانِ، قال ما خطبُكما قالتا لا نسقي حتى يُصدِرَ الرِّعاءُ، و ابونا شيخٌ كبير * فَسقَى لهما ثم تَولّٰى الى الظِلِّ فقال رب اني لما اَنزلْتَ اِلَيَّ من خيرٍ فَقيرٌ *

শব্দবিশ্লেষণ

ورد — (উপনীত হলেন) (ض) وُروداً জলাশয়ে গমন করা (১৭/২০) صُدورا ও صَدْراً (ن) জলাশয় থেকে ফেরা (عن অব্যয়যোগে) أَصدر الرعاءُ ماشِيَتَهم রাখালরা তাদের পশুপালকে পানি পান করালো এবং জলাশয় থেকে ফিরিয়ে নিলো।

أمة — বহু أُمَمٌ দল, জাতি, জনগোষ্ঠী الأمة الإسلامية ইসলামী উম্মাহ

من دونهم — (তাদের পিছন থেকে) দেখো– ৫/১১

تذودان — (ফিরিয়ে রাখছে) ذودا নাছারা عن অব্যয়যোগে রোধ করা, ফিরিয়ে রাখা, রক্ষা করা। خطب দেখো– ১৪/৮

تولى إلى ... — .... দিকে গেলো। (অন্যান্য অর্থ দেখো, ৬/২২)

বাক্যবিশ্লেষণ

لما এর পরিচয় বলো এবং পুরো বাক্যটির বিশদ তারকীব বলো।

(معدودةً) من الناس এটি امةً এর ছিফাত (লোকদের মধ্য হতে গণ্য একটি দলকে) সরল অর্থ– একদল লোককে।

يسقون এটি امة এর দ্বিতীয় ছিফাত, অথবা তা থেকে حال নাকিরা থেকে حال হওয়ার বৈধতা আলোচনা করো।

حتى এটি সীমানির্দেশক হরফুলজর। পরবর্তী مضارع উহ্য أن দ্বারা মাছদার হয়ে মাজরূর। মূলরূপ– لا نَسقي حتى إِصدارِهم

اني لما انزلت ... মূল তারতীব হলো ... أني فقيرٌ لما

إلى হচ্ছে أنزلت এর সাথে متعلق আর ما أنزلت إلي ছিলা-মাওছূল মিলে ل যোগে فقير এর সাথে متعلق

عائد এখানে উহ্য রয়েছে من خير হচ্ছে ما এর স্থানীয় অর্থের ব্যাখ্যা। এটি معدودا এর সাথে متعلق আর তা عائد থেকে حال (আমি ঐ জিনিসের মুখাপেক্ষী যা আপনি আমার প্রতি অবতীর্ণ করবেন, এমন অবস্থায় যে, তা কল্যাণ থেকে গণ্য)

তরজমা ঃ যখন তিনি মাদয়ানের কূপের নিকট পৌঁছলেন তখন সেখানে একদল লোককে পেলেন, যারা (তাদের পশুপালকে) পানি পান করাচ্ছে। আর তিনি তাদের পিছনে দু'জন স্ত্রীলোককে পেলেন, যারা (তাদের মেষপালকে) ফিরিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কী বিষয়? তারা বললো, রাখালরা (তাদের মেষপাল) পান করিয়ে ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত আমরা (আমাদের মেষপালকে) পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। তখন মূসা তাদের হয়ে (তাদের মেষপাল) পান করালেন। তারপর তিনি ছায়ার দিকে গেলেন, আর বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণই অবতারণ করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।

(١٣) فجاءَته إِحدٰهما تمشِي على اسْتِحياءٍ، قالت إن ابي يدعوك
لِيجزيَك اجرَ ما سقيت لنا، فلما جاءه و قَصَّ عليه القَصَصَ
قال لا تخف نَجوتَ مِن القومِ الظّٰلمين *

শব্দবিশ্লেষণ

أحد — যে কোন মানুষ, নারী বা পুরুষ ما في الدار أحدٌ ঘরে কেউ নেই
কোরআনে আছে- يا نساءَ النبي لستن كأحدٍ من النساءِ
আরো আছে- ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالِكم
সংখ্যার প্রথম অংক, এক, (এ অর্থে এটি واحد এর সমার্থক)
স্ত্রীলিঙ্গে إحدى।

استحياء — (লজ্জাবোধ করা) মূলত استحياي দেখো- ১/১৫

বাক্যবিশ্লেষণ

على استحياءٍ এটি مُسْتَحِيَةً অর্থে جاءت এর ফায়েল থেকে حال

اجر ما ... অর্থাৎ أجرَ سقيِك لنا এটি يجزي এর দ্বিতীয় مفعول به

القصص এটি قَصَّ : مصدرٌ بمعنى المقصوصِ، مفعولٌ به لِـ (দেখো, ৮/৫)

তরজমা ঃ তারপর স্ত্রীলোকদু'টির একজন 'সলজ্জ' অবস্থায় তার কাছে এলো। সে বললো, আমার আব্বা আপনাকে ডাকছেন, আপনাকে আমাদের হয়ে পানি পান করানোর প্রতিদান দেয়ার জন্য। যখন মূসা তার কাছে এলেন এবং তাকে ঘটনা বললেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালিম কাওম থেকে নাজাত পেয়ে গেছো।

(١٤) إنك لا تَهدي مَنْ أَحببتَ و لكن اللهَ يهدي من يَشاءُ، و هو أَعْلَمُ بالمهتدين *

তরজমা ঃ যাকে আপনি ভালোবাসেন তাকে তো আপনি হেদায়াত দান করতে পারেন না, বরং আল্লাহ হেদায়াত দান করেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আর তিনিই হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে অধিক অবগত।

(١٥) و ما أُوتِيتُم من شيءٍ فَمتَاع الحيوةِ الدنيا و زينتُها، و ما عند الله خيرٌ و ابقى، أفلا تعقلون *

বাক্যবিশ্লেষণ

ما — এটি যুগপৎ اسم موصولٍ و شرطٍ جازمٌ যেমন ما تفعل أفعل (তুমি যা করবে আমি তা করবো) প্রথম ফেয়েলটি শর্ত ও ছিলাহ।

ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা, দ্বিতীয় ফেয়েলটি جواب ও খবর
এখানে أوتيتم হচ্ছে ছিলা ও শর্ত।

من شيء (معدودا) এটি উহ্য عائد إلى الموصول থেকে حال

متع .... এটি উহ্য মুবতাদা هو এর খবর এবং বাক্যটি جواب الشرط

ما عند الله ... বাক্যটির তারকীব বলো

তরজমা ঃ আর যা কিছু তোমাদেরকে দেয়া হয় তা দুনিয়ার ভোগের বস্তু এবং দুনিয়ার শোভা। আর যে সমস্ত নেয়ামত আল্লাহর কাছে রয়েছে তা উত্তম এবং অধিক স্থায়ী। সুতরাং তোমরা কি বোঝবে না!

(١٦) و يومَ يناديهم فيقول أَيْنَ شركاءي الذين كنتم تزعُمون * قال الذين حَقَّ عليهم القولُ ربنا هؤلاء الذين أَغوينا، اغوينٰهم كما غَوينا، تَبَرَّأْنَا اليك، ما كانوا اِيانا يعبدون * و قيل ادعوا شركاءكم فَدَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم وَرَأَوُا العذاب، لو أَنَّهم كانوا يهتدون * و يَوْمَ يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسَلين * فعَمِيت عليهم الانباءُ يَوْمَئِذٍ فهم لا يتساءلون * فاما من تاب و اٰمن و عَمِلَ صالحا فعسٰى ان يكونَ مِن المفلحين *

শব্দবিশ্লেষণ

حق ... ১৭/২৫ القول দ্বারা উদ্দেশ্য 'আযাব'-এর আদেশ।

أغوينا ও غوينا দেখো, ৮/২০

تبرأ من ... ... থেকে দায়মুক্ত হলো, নিঃসম্পর্ক ঘোষণা করলো।
(إلى অব্যয়যোগে) নিঃসম্পর্ক ঘোষণা করে কারো আশ্রয় নিলো।

عَمِيَتْ عليه الأخبارُ/الأمورُ খবর বা বিষয়গুলো তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেলো (على অব্যয়যোগে) অন্যান্য অর্থ, ১২/৩

لا يتساءلون তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে না।

বাক্যবিশ্লেষণ

يوم يناديهم এর তারকীব বলো। يقول হচ্ছে ينادي এর উপর معطوف

أيـن এটি স্থানবাচক প্রশ্ন-শব্দ এবং ফাতহার উপর স্থির।
(اسم استفهامٍ و ظرفُ مكانٍ مبنيٌّ على الفتحِ) এটি অগ্রবর্তী উহ্য খবর موجودون এর সাথে متعلق প্রশ্ন-শব্দ সর্বদা বাক্যের অগ্রভাগ দাবী করে।

شـركائى ... মাওছূফ ও ছিফাত মিলে পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা।

تـزعـمـون এর দুটি مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ تزعُمونهم شـركاءَ পূর্ববর্তী বাক্য হচ্ছে তার কারীনা।

هـؤلاء মুবতাদা الذين اغوينا হচ্ছে খবর عائـد উহ্য রয়েছে অর্থাৎ كغَوايتِنا كما غوينا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

لو أنهم ... এ সম্পর্কে দেখো– ৫/৮ এবং ৯/১
বাক্যটির মূলরূপ হলো– لو ثبتَ اهتداؤُهم (যদি তাদের সত্য পথ লাভ করা সাব্যস্ত হতো) যদি তারা সত্য পথ লাভ করতো
এখানে جوابُ الشرط কী এবং তার কারীনা কোন্‌টি?

তরজমা ঃ আর (ঐ দিনকে স্মরণ করুন) যে দিন তিনি তাদেরকে নিদা করে বলবেন, আমার শরীকদাররা কোথায়, যাদেরকে তোমরা (শরীকদার) ধারণা করতে? যাদের উপর আযাবের ফায়ছালা সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই ঐ লোক যাদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছি। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি, যেমন আমরা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছি। আমরা (তাদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে) আপনার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। তারা আসলে আমাদের উপাসনা করতো না (বরং নিজেদের প্রবৃত্তির উপাসনা করতো)।

আর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদারদের ডাকো, (যাতে তারা তোমাদের উদ্ধার করে) তখন তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না, আর তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে। যদি তারা সত্যপথ লাভ করতো (তাহলে তো আযাব দেখতো না।)

আর (ঐ দিনকে স্মরণ করুন) যেদিন তিনি তাদেরকে নিদা করে বলবেন, তোমরা রাসূলদের দাওয়াতের কী জওয়াব দিয়েছিলে? তখন ঐ দিন সমস্ত সংবাদ তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যাবে। (অর্থাৎ কোন জবাব দিতে পারবে না) এমন কি (হতভম্বতার

কারণে) তারা একে অপরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। তবে যারা তাওবা করবে এবং ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তারা অচিরেই সফলতা লাভকারীদের মাঝে গণ্য হবে।

(১৭) وَ من رحمتِه جعلَ (خلق) لكم الَّيلَ و النهارَ لِتسكنوا فيه و
لِتَبتغوا من فَضلِه وَ لعلكم تَشكرون * و يومَ يناديهم
فيقول اينَ شركائِيَ الذين كنتُم تَزعُمون * و نَزَعنا من
كلِّ امةٍ شهيدًا فقلنا هاتوا برهٰنكم فعَلِموا ان الحقَّ للّٰهِ
وَ ضَلَّ عنهم ما كانوا يَفْتَرون *

শব্দবিশ্লেষণ

نزعنا (আমরা বের করে আনব) (نَزْعا (ض দেখো– ৩/১৯

شهيد (সাক্ষী) এখানে উদ্দেশ্য, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নবী

ضَل عنهم (ضَلاًّ، ض) হারিয়ে যাওয়া, গায়েব হয়ে যাওয়া (দেখো, ৫/৩)

বাক্যবিশ্লেষণ

من প্রথমটি হেতুবাচক এবং جعل এর متعلق আর দ্বিতীয়টি আংশিকতাজ্ঞাপক এবং تبتغوا এর متعلق কিংবা অতিরিক্ত।

أين شركائي ... বাক্যটির তারকীব করো।

ضل عنهم অর্থাৎ غابَ عنهم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো, দেখো– ১৭/১৭)

ما এটি اسم الموصول এর স্থানীয় অর্থ হলো বাতিল উপাস্যগণ, যাদেরকে তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মত তৈরী করে নিতো। ছিলা-মাওছূল মিলে ضل এর ফায়েল।

তরজমা ঃ আর তিনি আপন রহমতের কারণে তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম লাভ করতে পারো এবং তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

আর (ঐ দিনকে স্মরণ করুন) যেদিন তিনি তাদেরকে নিদা করে বলবেন, কোথায় আমার শরীকদাররা যাদেরকে তোমরা (শরীকদার) ধারণা করতে। আর আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে

একজন সাক্ষীকে বের করে আনবো, (আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন) তখন আমি বলবো, তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ করো, তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য তো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। আর যাদেরকে তারা খেয়ালখুশি মত তৈরী করেছিলো তারা তাদের থেকে গায়েব হয়ে যাবে।

(١٨) تلك الدارُ الاخِرَةُ نجعلها للذين لا يُريدون عُلُوًّا في الأرضِ وَ لا فَسادًا، و العٰقِبَةُ لِلمتقين * من جاءَ بالحسنَةِ فَله خيرٌ منها، و من جاءَ بالسيئَةِ فلا يجزى الذين عمِلوا السيئاتِ اِلاَّ ما كانوا يعملون *

বাক্যবিশ্লেষণ

الدار الاخرة এটি تلك থেকে বদল এবং উভয়টি মিলে মুবতাদা, পরবর্তী বাক্যটি তার খবর। (তরজমা হয়েছে ইযাফাতের)

من جاء ..... منها বাক্যটির তারকীব করো।

الذين ... ছিলা-মাওছূল মিলে يجزى এর نائب الفاعل

ما كانوا يعملون অর্থাৎ جزاءَ عملِهم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ ঐ আখেরাতের বাসস্থান, তা আমি ঐ লোকদের জন্য প্রস্তুত করবো যারা পৃথিবীতে বড়ত্ব ও ফাসাদ চায় না। আর উত্তম পরিণতি তো মুত্তাকীদেরই জন্য। যারা নেক আমল করবে তাদের জন্য তো রয়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান। আর যারা মন্দ আমল করবে, তো মন্দ আমলকারীদেরকে শুধু তাদের মন্দ আমলেরই প্রতিদান দেয়া হবে।

(١٩) الٓمٓ * اَحَسِبَ الناسُ ان يتركوا ان يقولوا اٰمنا و هم لا يُفتَنون * وَ لقد فَتَنا الذين من قبلِهم فَلَيعلَمَنَّ اللّٰه الذين صَدقوا وَ لَيَعلَمَنَّ الكٰذبين *

শব্দবিশ্লেষণ

حسب (ধারণা করেছে) দেখো– ৪/১৮

لا يفتنون (তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না) দেখো– ৯/১৫

বাক্যবিশ্লেষণ

أن يتركوا এটি مفعول به এবং তারকীবে حسب এর مصدر مؤول

أن يقولوا অর্থাৎ لِقَولِهم اٰمنا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

و هم ... বাক্যটি يتركوا এর نائب الفاعل থেকে حال

لقد فتنا الذين ... এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো, দেখো– ১৭/১২

তরজমা ঃ আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করেছে যে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, শুধু এ কথা বলার কারণে যে, আমরা ঈমান এনেছি, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো অবশ্যই পরীক্ষা করেছি ঐ লোকদেরকে যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ অতি অবশ্যই জেনে নেবেন ঐ লোক-দেরকে যারা সত্য বলেছে এবং অতি অবশ্যই তিনি মিথ্যাবাদী-দেরকে জেনে নেবেন।

(٢٠) وَ لقد اَرسلنا نُوحًا إلى قومِه فَلَبِث فيهم الفَ سنةٍ إلَّا خَمسين عامًا فَاَخَذَهم الطوفانُ و هم ظٰلمون * فانجينٰه و اَصحٰبَ السفينَةِ و جعلنٰها اٰيةً للعٰلمين *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

لبث (অবস্থান করলেন) (س) لَبْثًا، لُبْثًا অবস্থান করা।

ألف এটি اسم ظرف নয়, তবে اسم ظرفٍ إلى مضافٌ হয়ে যরফ-গুণ গ্রহণ করেছে এবং لبث এর ظرف রূপে মানছূব হয়েছে।

إلا خمسين আলোচ্য ইস্‌তিছনাটি ব্যাখ্যা করো। দেখো– ১৫/১৫

للعلمين (نافعةً) أيـةً এটি جعلنا এর দ্বিতীয় مفعول به

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে নূহকে আমি তার কাওমের নিকট প্রেরণ করেছি। আর তিনি তাদের মাঝে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছেন। তারপর জলোচ্ছ্বাস তাদেরকে পাকড়াও করেছিলো, কারণ তারা ছিলো জালিম। তখন আমি তাকে এবং কিশতীর যাত্রীদেরকে নাজাত দিলাম এবং কিশতীটিকে জগদ্বাসীদের জন্য নিদর্শন বানালাম।

দ্রষ্টব্য ঃ হাল এর তরজমা করা হয়েছে 'হেতু' দ্বারা।

(٢١) يُعذب من يشاءُ و يرحَم من يشاءُ و اليه تُقلَبون * و ما انتم بِمُعجِزين في الأرضِ و لا في السماءِ، وَ ما لكم من دونِ اللّٰهِ من وَليٍّ و لا نصيرٍ * و الذين كَفروا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ و لقائِه اولئك يَئِسُوا من رحمَتِى و اولئك لهم عذابٌ اليم * فما كانَ جوابَ قومِه اِلّا اَنْ قالوا اقتلوه اَوْ حَرِّقوه فَانجاه الله مِنَ النارِ، ان في ذلك لَاٰيٰتٍ لقومٍ يؤمنون *

শব্দবিশ্লেষণ

تقلبون (তোমাদেরকে ফেরানো হবে) قَلْباً (ض) দেখো- ১৮/১৭
قَلَبه عَمَّا يُريد তাকে তার ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে রাখলো।
قَلَبه اللهُ إليه আল্লাহ তাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলেন
(অর্থাৎ তাকে মৃত্যু দান করলেন)।

বাক্যবিশ্লেষণ

في الأرضِ مُعجِزين (رَبَّكُم موجودين) (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

و ما لكم من ... বাক্যটির তারকীব বলো, (প্রয়োজনে ১১/৬)

و الذين كفروا... প্রথম ও দ্বিতীয় মুবতাদা এবং দ্বিতীয় মুবতাদার খবর চিহ্নিত করো। পুরো বাক্যটিকে فعل ও فاعل এর একক বাক্যে রূপ দিলে এমন হবে- يَئِسَ الذين .... من رحمَتي

أن قالوا এটি مصدر مؤول হয়ে كان এর ইসম, আর جواب قومه হচ্ছে তার খবর।

তরজমা ঃ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আযাব দেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন তাকে রহম করেন। আর তোমাদেরকে তো তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

আর তোমরা যমীনে থাকো, কিংবা আসমানে, তোমাদের প্রতিপালককে অক্ষম করতে পারবে না। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। আর যারা আল্লাহর কোরআনকে এবং তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে তারা (আযাব অবলোকন করার সময়) আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। আর ওদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

কিন্তু তার (ইবরাহীমের) কাওমের কোন জওয়াব ছিলো না এ কথা ছাড়া যে, তাকে মারো কিংবা জ্বালাও। তখন আল্লাহ তাকে আগুন [illegible] ত দিলেন। নিঃসন্দেহে ইমানদার কাও[illegible] রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন।

(٢٢) وَ لما جـاءَتْ رسـلُنا ابرٰهيمَ بالبُشْـرٰى قـالوا اِنا مُـهلـكوا اهلَ
هذه القريَـةِ، اِنَّ اهلَها كـانوا ظٰـلمين * قـال اِن فيـها لُـوطًا،
قـالوا نحن اَعلَمُ بِمن فيـها، لَنُنَجِّيَـنَّه و اهلَـه اِلَّا امْرَأتَه،
كـانَتْ مِنَ الغٰبِرين *

শব্দবিশ্লেষণ

غابر (বিগত, অবশিষ্ট) (ن) غبورا অবস্থান করলো, বাকী থাকলো, রয়ে গেলো, বিগত হলো। كانَتْ من الغٰبرين অর্থাৎ–
كانت مِنَ الباقِين في القريَـةِ فَهَلكوا وَ هَلكَتْ

বাক্যবিশ্লেষণ

مهلكوا ... এখানে أُضِيفَ اسمُ الفاعِلِ إلي مَفعوله মূল তারকীব ছিলো এই– إنا مهلكونَ أهلَ هذه القريَـةِ (তরজমা মূল তারকীব অনুযায়ী হবে)

الا امرأته লূত (আঃ) এর أهل এর মাঝে তাঁর স্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু أهل এর উপর নাজাত দানের যে 'হুকুম' আরোপ করা হয়েছে তা থেকে امرأته কে إلا দ্বারা ব্যতিক্রম করা হয়েছে, অর্থাৎ তাকে নাজাত না দেয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

من الغبرين এটি কার সাথে متعلق বলো

তরজমা ঃ আমাদের দূতগণ যখন সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো তখন তারা বললো, অবশ্যই আমরা এই জনপদের লোক-দেরকে ধ্বংস করবো। কারণ এর অধিবাসীরা যালিম। তিনি বললেন, সেখানে তো লূত রয়েছে। তারা বললো, সেখানে যারা রয়েছে তাদের সম্পর্কে আমরা অধিক অবগত। আমরা অবশ্যই তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে নাজাত দেবো, তার স্ত্রীকে ছাড়া। (কারণ) সে অবশিষ্টদের মধ্যে থেকে গিয়েছিলো।

(١) اتلُ ما اُوْحِيَ اليك مِنَ الكِتٰبِ وَ اَقِم الصلوٰةَ، اِن الصلوٰةَ تَنْهٰى عَنِ الفحشاءِ وَ المنكرِ، وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ، اكبَرُ و اللّٰه يعلَم ما تَصنَعون *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

فحشاء দেখো– ৩/৭ منكر নিন্দনীয় কাজ।

ما এর عائد চিহ্নিত করো।

من الكتاب এটি ما এর স্থানীয় অর্থের ব্যাখ্যা এবং اوحي এর সাথে متعلق কিংবা উহ্য معدودا এর সাথে متعلق যা اوحي এর যামীর থেকে حال উভয় তারকীব অনুযায়ী শাব্দিক অর্থ–

(ক) ঐ কিতাব তিলাওয়াত করুন যা আপনার কাছে অহী রূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) আপনার কাছে যা অহী রূপে প্রেরণ করা হয়েছে তা তিলাওয়াত করুন এমন অবস্থায় যে, তা কিতাব থেকে গণ্য।

لذكر الله এখানে لام অব্যয়টি তাকীদের জন্য, এটিকে لام الابتداء বলে।

ما تصنعون অর্থাৎ عَمَلاً تَصْنَعونَه বা صُنْعَكم

(ما এর পরিবর্তে তার উদ্দিষ্ট শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে)

তরজমা ঃ আপনি ঐ কিতাব তিলাওয়াত করুন যা আপনার কাছে অহী রূপে প্রেরণ করা হয়েছে, আর নামায কায়েম করুন। নিঃসন্দেহে নামায (নামাযীকে) অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে রোধ করে। আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ (সব কিছুর চেয়ে) বড়। আর তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা জানেন।

(٢) اَوَ لم يَكْفِهم اَنَّا اَنْزَلنا عليك الكِتٰبَ يُتْلٰى عليهِم، اِنَّ في ذلك لرحمَةً وَ ذِكْرٰى لِقَوْمٍ يؤمنون * قُلْ كفٰى باللّٰهِ بيني و بينَكم شَهيدًا، يعلَمُ ما في السمٰوٰتِ وَ الارضِ، وَ الذين اٰمَنوا بالبٰطِلِ وَ كَفَروا باللّٰهِ اولئك هم الخٰسِرون *

শব্দবিশ্লেষণ

ذكرى এটি মূলত (ن) ذكر এর মাছদার। এখানে অর্থ- উপদেশ।

خسرون (ক্ষতিগ্রস্ত) দেখো, ৭/২২

বাক্যবিশ্লেষণ

أنا أنزلنا অর্থাৎ ... إنزالنا (ব্যাখ্যা করো) এর তারকীব বলো।

يتلى عليهم বাক্যটি الكتب থেকে حال হয়েছে।

ذكرى এর তারকীব ও إعراب আলোচনা করো।

لقوم এটি ذكرى এর সাথে متعلق হয়েছে।

شهيدا এটি فعل ও فاعل এর نسبة থেকে তামীয, কিংবা ফায়েল থেকে حال তামীয হিসাবে বাক্যটির ব্যাখ্যা এই, كفاية বা যথেষ্ট হওয়ার যে نسبة বা সম্বন্ধ আল্লাহর সঙ্গে হয়েছে তা সাক্ষী হওয়ার দিক থেকে। (সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছেন।)

حال হিসাবে তরজমা- সাক্ষী অবস্থায় আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছেন।

الذين امنوا ... الخسرون বাক্যটির তারকীব করো।

পুরো বাক্যটিকে এক মুবতাদা ও এক খবরে রূপান্তরিত করে বাক্যের মূলরূপটি বলো।

তরজমা ঃ তাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি যা তাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয়। নিঃসন্দেহে ঈমানদার কাওমের জন্য তাতে রয়েছে রহমত ও উপদেশ। আপনি বলুন, আমার মাঝে এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি জানেন আসমানে এবং যমীনে যা কিছু আছে। আর যারা বাতিল উপাস্যকে বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছে ওরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।

(٣) وَ يَسْتَعجِلونك بالعَذاب، وَ لَولا اَجَلٌ مُسَمًّى لجَاءهم العَذابُ، وَ لَيَأْتِيَنَّهم بَغْتَةً و هم لا يَشعرون * وَ يَسْتَعجِلُونك بالعَذابِ، وَ اِنَّ جهنَّمَ لمحيطَةٌ بالكٰفرين * يومَ يغشٰهم العَذابُ من فَوْقِهِم وَ مِن تحتِ اَرْجُلِهم وَ يقول ذُوقوا ما كنتم

تَعملون * يٰعبٰدي الذين اٰمنوا اِنَّ اَرْضِي وَاسِعَةٌ فَاِيَّيَ فَاعبُدونِ * كلُّ نفسٍ ذائقَةُ الموتِ، ثم الينا تُرجعون *

শব্দবিশ্লেষণ

أجل — বহু اُجال নির্ধারিত মেয়াদ বা সময়।

مسمى — এটি تسمية থেকে اسم المفعول (যার নাম রাখা হয়েছে) যাকে উল্লেখ করা হয়েছে أجل مسمى এমন সময় বা মেয়াদ যা উল্লেখ করা হয়েছে, নির্ধারিত মেয়াদ।

أجل অর্থই হলো উল্লেখকৃত অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদ। সুতরাং পরবর্তী ছিফাতটি শুধু তাকীদের মাত্রা যোগ করেছে, নতুন অর্থ যোগ করেনি।

محيط — (বেষ্টনকারী) إحاطةٌ এর مفعول به ব্যবহৃত হয় ب অব্যয়যোগে। যেমন أَحاط اللّٰهُ بالكٰفرين (আল্লাহ কাফেরদেরকে বেষ্টন করে রেখেছেন) মাদ্দাহ حوط

يغشى — (ঢেকে ফেলবে) (غَشًا، غَشْيًا، س) غَشِيَ الأمرُ فلانًا বিষয়টি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, ঘিরে ফেললো।

غَشِيَه الموتُ - غَشِيَه العَذابُ - غشيه الموجُ - غشيه النُّعاسُ

বাক্যবিশ্লেষণ

لولا — দু'টি অর্থ দেয়, দেখো– ১৮/১২ এবং ১৮/২৩

أجل مسمى হচ্ছে মুবতাদা, উহ্য موجودٌ হচ্ছে তার খবর।
শাব্দিক অর্থ– নির্ধারিত মেয়াদ যদি বিদ্যমান না হতো।

بغتة — এ সম্পর্কে দেখো– ১৭/১০

يوم — এটি ظرف زمان এর محيط মূলরূপ এই– يَوْمَ غشيِ العَذابِ إيّاهم অথবা يومَ غشيهُم العذابُ

ما كنتم تعملون অর্থাৎ جزاءَ عمَلِكم কিংবা جزاءَ عملٍ كنتم تعملونه

يقول — পূর্বের বক্তব্য থেকে একজন আযাবদাতা ফিরেশতার উপস্থিতি মাফহূম হয়, يقول এর যামীর সে দিকে ফিরেছে।

الذين امنوا এটি নছবের স্থানে আছে। কারণ يا (বক্তব্য শেষ করো)

فاعبدون এই ف অব্যয়টি অতিরিক্ত, শোভাবর্ধনের জন্য এসেছে।

اعبدوا এটি পরবর্তী ফেয়েলের অগ্রবর্তী مفعول به নয়, বরং উহ্য إياي এর মাফঊল و المذكور يفسر المحذوف
إياي فاعبدوا এর তারকীব করো এবং উভয় বাক্যের তারকীবী পার্থক্যের কারণ বলো। (১৯/৩)

তরজমা ঃ আর তারা আপনার কাছে তাড়াতাড়ি আযাব দাবী করে। বস্তুত যদি নির্ধারিত মেয়াদ না থাকতো তাহলে অবশ্যই আযাব তাদের কাছে এসে পড়তো। তবে অবশ্যই হঠাৎ করেই আযাব তাদের কাছে আসবে, এমনভাবে যে, তারা টেরও পাবে না। আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম কাফিরদেরকে ঘিরে ফেলবে ঐ দিন যেদিন আযাব তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে। আর (আযাবদানকারী ফিরেশতা) বলবেন, তোমরা তোমাদের আমলের পরিণতি ভোগ করো। হে আমার বান্দাগণ যারা ঈমান এনেছো, নিঃসন্দেহে আমার ভূমি প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা শুধু আমারই ইবাদত করো। প্রতিটি নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তারপর তোমাদেরকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

দ্রষ্টব্যঃ বিকল্প তরজমা. 'আযাবের বিষয়ে তারা আপনাকে তাগাদা দেয়।'

(٤) وَ لَئِنْ سَأَلْتَهم مَن خلق السمٰوٰتِ و الارضَ و سخَّر الشمسَ و القمرَ ليقولُن الله، فَأَنّٰى يؤفكون * اللّٰهُ يبسُط الرزقَ لمن يشاء مِن عبادِه و يَقدِر له، اِن اللّٰهَ بكلِّ شيءٍ عليمٍ * وَ لئن سألتَهم مَن نزَّل من السماءِ ماءً فاحيا به الارضَ من بعدِ مَوْتِها ليقولُن اللّٰهُ، قُلِ الحمدُ لِلّٰه، بل اكثرُهم لا يعقِلون * وَ ما هذه الحيٰوةُ الدنيا اِلا لهوٌ و لَعِبٌ، وَ اِنَّ الدارَ الاخرَةَ لهي الحيوانُ، لو كانوا يعلَمون *

শব্দবিশ্লেষণ

يؤفكون (তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা হচ্ছে) (أَفْكاً، ض) أفكه عن ... অমুককে কোন কিছু থেকে ফিরিয়ে রাখলো।

أَفَكَ فلانٌ অমুক মিথ্যা অপবাদ দিলো। (أَفْكا، إِفْكًا، ض)

أَفَكَ فلانٌ فلانًا অমুক অমুকের নামে মিথ্যা অপবাদ দিলো।

يقدِر (সংকুচিত/সীমিত করেন) قدرا (ض) দেখো- ১৫/৬

يبسُط (প্রাচুর্য দান করেন, প্রসারিত করেন) দেখো- ৬/১১

حيوان (মূলত মাছদার) এখানে উদ্দেশ্য মৃত্যুহীন চিরস্থায়ী জীবন

বাক্যবিশ্লেষণ

من এটি মুবতাদা أَيُّ ذاتٍ (কোন্ সত্তা) এর সমার্থক প্রশ্ন-শব্দ, পরবর্তী বাক্যটি তার খবর। পুরো বাক্যটি سألت এর দ্বিতীয় مفعول به রূপে নছবের স্থানে রয়েছে।

لئن ... এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো, প্রয়োজনে ১৯/১৩

يؤفكون এখানে عن الله এই متعلق টি উহ্য রয়েছে।

من عباده (معدودًا) এটি উহ্য عائد থেকে حال

ما هذه الحيوة বাক্যের মূল রূপ- ما هذه الحيٰوةُ الدنيا شيءٌ إلا لهوٌ و لَعِبٌ তুমি এর তারকীব করো।

هي الحيون এ বাক্যটি إن এর খবর।

لو كانوا অর্থাৎ ما اٰثَرُوا الحيٰوةَ الدنيا على الأٰخِرَةِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্যকে (তোমাদের) বশীভূত করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। তাহলে (আল্লাহ্ থেকে সরিয়ে) তাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে!

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত করেন, আর (যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক) সংকুচিত করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল বিষয়ে অবগত।

আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান থেকে পানি নামিয়েছেন এবং তা দ্বারা যমীনকে -তা মৃত হওয়ার পর- জীবন্ত করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্! আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, বরং তাদের অধিকাংশ তা অনুধাবন করে না। আর এই পার্থিব জীবন খেলাধূলা ছাড়া কিছু নয়। দারুল আখিরাতই প্রকৃত জীবন। যদি তারা জানতো (তাহলে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিতো না)

দ্রষ্টব্য ঃ এখানে موت ও حياة এর রূপক অর্থ উদ্দেশ্য, সে হিসাবে তরজমা করা যায়, 'ঊষর হওয়ার পর সবুজ-শ্যামল' করেছেন। কিংবা শুকিয়ে যাওয়া ভূমিকে সজীব করেছেন।

(٤) أَوَلم يَرَوا أنَّ اللّٰهَ يبسطِ الرزقَ لمن يشاء و يقدِر إنَّ في ذلك لأيٰتٍ لقومٍ يُؤمنون * فَاٰتِ ذا القُربى حقَّه وَ المسكين و ابنَ السبيلِ، ذلك خيرٌ للذين يُريدون وجهَ اللّٰهِ، وَ اولئك هم المفلحون *

শব্দবিশ্লেষণ

القُربى (و القَرابَة) (আত্মীয়তা) ذُو القُرْبَي আত্মীয়তার অধিকারী, আত্মীয়।
ابنُ السبيلِ বহু ابناءُ السبيلِ পথিক, মুসাফির।

বাক্যবিশ্লেষণ

لمن يشاء و يقدر অর্থাৎ لمن يشاؤه و يقدِر له (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

حقه — এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

المسكين — এটি কার উপর معطوف হয়েছে ?

للذين — ছিলা-মাওছূল মিলে ذلك এর খবর خير এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য) সংকুচিত করে দেন। ঐ কাওমের জন্য অবশ্যই তাতে বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান রাখে। সুতরাং আপনি আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান করুন এবং মিসকীনকে এবং মুসাফিরকে। সেটা, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাদের জন্য উত্তম। আর ওরাই হলো সফলকাম।

(٥) وَ لقد ارسلنا من قَبلِك رُسُلاً الى قومِهم فَجاؤوهم بالبَيِّنٰتِ فانتَقَمْنا مِن الذين اَجْرَمُوا، و كان حَقًّا علينا نصرُ المؤمنين *

শব্দবিশ্লেষণ

حق — (অবশ্য কর্তব্য على অব্যয়যোগে ব্যবহৃত) দেখো, ১৭/২৫
يَحِقُّ عليك أن تفعلَ كذا তা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য

বাক্যবিশ্লেষণ

إلى ও من এ দু'টি ارسلنا এর متعلق কিংবা من অব্যয়টি অতিরিক্ত

المؤمنين ... كان বাক্যটির তারকীব করো, حق হচ্ছে واجب এর সমার্থক।

তরজমা ঃ আর অবশ্যই আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন রাসূলকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তখন তারা নিদর্শনাবলীসহ তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন (কিন্তু তারা তাকে অমান্য করেছে।) ফলে আমি ঐ লোকদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম যারা অপরাধ করেছে। আর মুমিনদেরকে সাহায্য করা তো ছিলো আমার 'কর্তব্য'।

দ্রষ্টব্যঃ 'কর্তব্য'কে চিহ্নিত করার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোনকিছু আল্লাহর উপর কর্তব্য নয়; বান্দার উপর দয়া করে আল্লাহ তা বলেছেন মাত্র।

(٦) فانظُرْ إلى آثارِ رحمَةِ اللّٰهِ كيف يُحْيِى الأرضَ بعدَ موتِها، إن ذلك لَمُحْيِي المَوْتٰى، وَ هو على كلِّ شيءٍ قديرٌ *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

أثر (চিহ্ন, প্রভাব, প্রতিক্রিয়া) آثار বহ محيي জীবন্তকারী, প্রাণ দানকারী

كيف এটি يحي এর ফায়েল থেকে হাল, প্রশ্ন-শব্দরূপে বাক্যের শুরুতে এসেছে। তরজমায় حال প্রকাশ পায় না, তবে যদি এটা বিবেচনা করি যে, كيف দ্বারা অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, আর তরজমা এভাবে করি, (যমীনকে তার মৃত হওয়ার পর তিনি প্রাণ দান করেন কোন্ অবস্থার সাথে অবস্থান্বিত হয়ে) তাহলে حال বোঝা যায়। মূলরূপ এই- يُحيِي الأرضَ بعدَ موتِها مُتَكَيِّفًا بِأيَّةِ كيفِيَّةٍ كَيْفِيَّةٌ অবস্থা, تَكَيَّفَ بِكَيفِيَّةٍ অবস্থা দ্বারা অবস্থান্বিত হলো। অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ালো।

ذلك এর مشار إليه হচ্ছে يحيى এর ফায়েল, অর্থাৎ আল্লাহ

الموتى এটি শব্দগতভাবে .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

তরজমা ঃ সুতরাং তাকাও তুমি আল্লাহর রহমতের চিহ্নসমূহের দিকে। কীভাবে পৃথিবীকে তিনি তার ঊষরতার পর সজীবতা দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি মৃতদেরকে জীবন দান করবেন। আর তিনি তো সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

(٧) وَ لَئِنْ ارسَلنا رِيحًا فَرَاَوْه مُصفَرًّا لَظَلُّوا من بعدِه يكفُرون * فَاِنَّك لا تُسْمِعُ الموتٰى و لا تُسمع الصُّمَّ الدعاءَ إذا وَلَّوا مُدبرين * وَ ما انتَ بِهٰدي العُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهم، اِنْ تُسمِع اِلاَّ مَن يُؤمِن بِاٰيٰتِنا فهم مُسلمون *

শব্দবিশ্লেষণ

مصفرا (হলদে, বিবর্ণ) اِصْفَرَّ - يَصْفَرُّ - اِصْفِرَارًا হলদে হওয়া।

ريح (বাতাস, ঝড়) এটি مؤنث বহুবচনে رياح

إذا هَبَّتْ ريحُ الإيمانِ (যখন ঈমানের বাতাস প্রবাহিত হয়).

ولوا مدبرين দেখো– ১৭/১৪ এবং ২০/৪

ظل يكفر কুফরি করতেই থাকলো, ظل হচ্ছে فعل ناقص

বাক্যবিশ্লেষণ

لئن ارسلنا ... এর বিশদ তারকীব বলো, প্রয়োজনে ১৯/১৩

رأوه এটি معطوف হয়েছে أرسلنا এর উপর।

مفعول به এর যামীরটি ফিরেছে الزرع এর দিকে, যা পূর্ববর্তী يحيى الأرض থেকে مفهوم (অনুভূত) হয়।

مصفرا এটি حال হয়েছে رأوا এর مفعول به থেকে।

لظلوا এই فعل ناقص এ কথা বোঝায় যে, খবরটি ইসমের জন্য দিনে সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন ظل راشد عاملا (রাশেদ দিনে কর্মরত রয়েছে) কখনো তা صار এর অর্থ দেয়। এর খবর মোযারে হলে استمرار বা বারংবারতা ও অব্যাহততা বুঝায়, যেমন ظل يبكي কাঁদতে লাগলো বা কাঁদতে থাকলো।

من بعده অর্থাৎ مِن بَعدِ الاصفرارِ এটি يكفرون এর সাথে অগ্রবর্তী متعلق

فانك এটি উহ্য বক্তব্যের হেতু। অর্থাৎ لا تَحْزَنْ عليه فَإنَّك ...

إذا এটি (اسم ظرفٍ زمانيٌّ مجرَّدٌ مِن معنى الشرطِ) এটি لا تسمع এর ظرف রূপে নছবের স্থানে রয়েছে।

ما أنت এই ما এর পরিচয় বলো এবং বাক্যটির তারকীব বলো।

عن এটি কার সাথে متعلق এবং এই تعلق কীভাবে বৈধ হয়েছে? (প্রয়োজনে– ২০/৪) إلا من এখানে مستثنى منه কোন্‌টি বলো।

তরজমা ঃ আর যদি আমি (সবুজ ফসলের উপর গরম) বায়ু প্রেরণ করি, তারপর তারা ঐ ফসলকে বিবর্ণ দেখতে পায় তাহলে তারা ফসলের বিবর্ণতার পর থেকে (পূর্ববর্তী নেয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই থাকবে। আর আপনি তো মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না, এবং বধিরদেরকে সত্যের আহ্বান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পিছন ফিরে 'সোজা' চলে যায়। আর আপনি অন্ধদেরকে তাদের ভ্রষ্টতা থেকে (ফিরিয়ে) হিদায়াত করতে পারবেন না। আপনি শুধু তাদেরই শোনাতে পারেন যারা আমার নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করে। ফলে তারাই হয় আত্মসমর্পণকারী।

(٨) اللّٰه الذي خلَقكم مِن ضُعفٍ ثم جعل من بعدِ ضُعفٍ قُوَّةً ثم جعلَ من بعدِ قوَّةٍ ضُعفًا و شَيْبَةً، يخلُق ما يشاء، وَ هو العليمُ القدير *

শব্দবিশ্লেষণ

ضعف (দুর্বলতা) (ك) ضَعْفًا، ضُعْفًا، দুবল/শীর্ণ/স্বাস্থ্যহীন হওয়া। অন্য অর্থ– বৃদ্ধি পাওয়া।

تَضْعُف صلاةُ الجَماعةِ على صَلاةِ الفَذِّ خمسًا و عشرين دَرَجةً

জামাতের নামায একাকী নামাযের তুলনায় পঁচিশ দরজা বৃদ্ধি পায়।

شيبة (বার্ধক্য) (ض) شَيْبًا و شَيْبَةً و مَشِيبًا বৃদ্ধ হওয়া।

شَابَ رأسُه - شاب شعرُه - شاب فلانٌ

বাক্যবিশ্লেষণ

الله ... প্রথম বাক্যটির তারকীব করো।

من ضعف দুর্বল অবস্থা থেকে অর্থাৎ সামান্য পানি থেকে (পিছনে এসেছে যে, প্রতিটি প্রাণীকে আল্লাহ্ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন)

من بعد ضعف এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শৈশবের দুর্বল অবস্থা, আর قوة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারুণ্য ও যৌবনের শক্তি।

তরজমা ঃ আল্লাহ্ ঐ মহান সত্তা যিনি দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর দুর্বল অবস্থার পর শক্তি দান করেছেন, তারপর শক্তির পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য দান করেছেন, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করেন। তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

(٩) و لقد أتينا لقمٰنَ الحِكْمَةَ أَنِ اشْكُر لِلّٰهِ و مَن يشكُرْ فَاِنما
يشكُرُ لِنَفسِه، و من كَفَر فَاِنَّ اللّٰهَ غنيٌّ حميدٌ * و إذ قال
لقمٰنُ لابنِه و هو يَعِظُه يٰبنَيَّ لا تُشرِكْ باللّٰهِ، اِنَّ الشركَ
لظلمٌ عظيم *

বাক্যবিশ্লেষণ

لقد ... এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো। প্রয়োজনে দেখো– ১৭/১২

أن এটি حرف التفسير হলে পূর্ববর্তী اٰتينا ফেয়েলটিতে قول এর অর্থ কীভাবে সাব্যস্ত করবে, বলো।

فان الله এটি جواب الشرط কিংবা استغنٰى اللّٰهُ عنه হবে উহ্য جواب الشرط আর ف অব্যয়টি হবে جواب الشرط এর হেতু।

তরজমা ঃ আর নিঃসন্দেহে আমি লোকমানকে 'হিকমত' (ও প্রজ্ঞা) দান করেছি এ কথা বলে যে, তুমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে সে তো নিজেরই (লাভের) জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে (আল্লাহ তার পরোয়া করবেন না,) কারণ আল্লাহ তো চিরনির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত।
ঐ সময়টিকে স্মরণ করো যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশ দান করে বললেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করো না। (কারণ) শিরক তো বিরাট অবিচার।

(١٠) فَلا تَعْلَمُ نفسٌ ما أُخفِيَ لهم مِنْ قُرَّةِ أعيُنٍ، جزاءً بما كانوا
يعملون * أَفَمن كان مؤمنا كَمَنْ كان فاسقا، لا يَسْتَوُون *
اَمَّا الذين اٰمنوا و عَمِلوا الصّٰلِحٰت فَلَهم جنّٰت المأوى نُزُلاً بما
كانوا يعملون * وَ اَمَّا الذين فَسَقوا فَمَأْوٰهم النارُ، كُلَّما
اَرادوا ان يَّخرجُوا منها اُعِيدُوا فيها وَ قيل لهم ذُوقوا عذابَ
النارِ الذي كنتم بهٖ تُكذبونَ * وَ لَنُذيقَنهم من العذابِ الاَدْنٰى
دونَ العذابِ الاكبَرِ لعلهم يرجعون *

শব্দবিশ্লেষণ

قرة عين — চক্ষুর শীতলতা, যাতে চোখ জুড়ায়, মনে শান্তি আসে, عين এর স্বল্পতাজ্ঞাপক বহুবচন أَعْيُنٌ সাধারণ বহুবচনে عُيون

المأوى — (আশ্রয় লাভের স্থান, বাসস্থান) جنّت المأوى বাসস্থানের বাগবাগিচা অর্থাৎ এমন বাগবাগিচা, যেখানে আরামদায়ক বাসস্থান রয়েছে

نزل — দেখো– ১৬/৬ (ن) فَسْقًا পাপাচার করা।

أدنى — এটি دانٍ (নিকটবর্তী, 'আল'যোগে الداني)-এর اسم التفضيل বাবে নাছারা থেকে دُنُوٌّ নিকটবর্তী হওয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

ما أخفى لهم ছিলা-মাওছূল মিলে لا تعلم এর مفعول به

من ... এটি ما এর স্থানীয় অর্থের ব্যাখ্যা এবং معدودا এর সাথে متعلق যা أخفى এর نائب الفاعل থেকে হাল হয়েছে।

جزاء بما كانوا يعملون অর্থাৎ جزاءً بِعمَلِهم এখানে ب অব্যয়টি হেতুবাচক।

لهم جنت المأوى বাক্যটির তারকীব করো।

كلما — (এ সম্পর্কে দেখো– ৩/২২) এটি শর্তের অর্থযুক্ত ظرف زمان এটি جواب الشرط এর ظرف রূপে মানছূব হয়, আর শর্তের বাক্যটি كلما এর مضاف إليه হয়। পুরো বাক্যটির মূলরূপ–

أُعيدوا في النارِ حينَ إرادَتِهم الخروجَ منها

قيل لهم — এ বাক্যটি جواب الشرط এর উপর معطوف

الذي ... — এটি عذاب মুযাফের এর ছিফাত, তুমি عائد চিহ্নিত করো।

من ... — এটি بعض এর সমার্থক অব্যয়। সুতরাং ... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

دون ... — এটি قبل এর সমার্থক এবং نذيق এর ظرف রূপে মানছূব।

তরজমা ঃ কোন মানুষ জানে না, ঐ সকল চক্ষুশীতলকারী নেয়ামতের কথা যা তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে, (দুনিয়াতে) তাদের কৃত আমলের প্রতিদানরূপে।

আচ্ছা, যে (দুনিয়াতে) ঈমানদার ছিলো সে কি তার মত হতে পারে যে ফাসিক ছিলো? (না,) তারা সমান হতে পারে না। বরং যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে বাসস্থানের বাগবাগিচা, তাদের আমলের 'পুরস্কার'রূপে। আর যারা পাপাচার করেছে তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। যখনই

তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর বলা হবে, ভোগ করো আগুনের ঐ আযাব যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। আর অবশ্যই আমি বড় আযাবের পূর্বে তাদেরকে ভোগ করাবো নিকটতম আযাবের কিছু (অর্থাৎ দুনিয়ার আযাব) যাতে তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে।

(١١) وَ مَن اظلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّه ثم اَعْرَضَ عنها ، اِنَّا من المجرمين مُنتقمون *

বাক্যবিশ্লেষণ

من — প্রথমটি اسم استفهام এবং মুবতাদা, আর দ্বিতীয়টি من এর মাজরূর-এর স্থানে রয়েছে। পরবর্তী দু'টি বাক্য মিলে ছিলাহ হরফুলজরটি أظلم এর সাথে متعلق এবং তা খবর।

তরজমা ঃ যাকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারপরো সে তা উপেক্ষা করেছে তার চেয়ে জালিম কে হতে পারে! অবশ্যই আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

দ্রষ্টব্য ঃ مِنَ الذين آمنوا ও مِنَ المؤمنين এবং مِن الذين أَجْرَموا ও من المجرمين ইত্যাদি ক্ষেত্রে একই তরজমা সঙ্গত নয়।

(١٢) وَ يقولون متى هذا الفَتْحُ اِن كنتم صٰدقين * قُلْ يومَ الفَتْحِ لا يَنْفَعُ الذين كَفَروا ايمانُهم و لا هم يُنْظَرون *
فَاَعْرِض عنهم وَ انتَظِر اِنهم مُنتظرون *

বাক্যবিশ্লেষণ

هذا الفتح — এটি بَدَلٌ و مُبْدَلٌ منه ، ثُم مبتدأٌ مؤَخَّرٌ، و (ثابِتٌ) متى خَبَرٌ مقدَّمٌ

إن كنتم — পূর্ববর্তী কারীনার ভিত্তিতে এর جواب উহ্য রয়েছে।

يوم الفتح — এটি لا ينفع এর অগ্রবর্তী ظرف রূপে মানছূব।

فاعرض — ف অব্যয়টি رابطةٌ بينَ الشرطِ و جوابه, এখানে শর্তটি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ إن أَعْرَضُوا عَنك فَ ...

তরজমা ঃ তারা (মক্কার মুশরিকরা) বলে, (আমাদের উপর তোমাদের)

এই বিজয় কবে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো (তাহলে আমাদেরকে খবর দাও দেখি)।
আপনি বলুন, যারা কুফুরি করেছে, বিজয়ের দিন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকার করবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। সুতরাং আপনি তাদেরকে এড়িয়ে যান এবং অপেক্ষা করুন, নিশ্চয় তারাও অপেক্ষা করছে।

(١٣) يَاَيُّهَا النبيُّ اتَّقِ اللّٰهَ و لا تُطِعِ الكٰفرِين وَ المنفقين، اِنَّ اللّٰهَ كانَ عليمًا حكيمًا * وَ اتَّبِعْ ما يُوْحٰى إليك من ربِّك، اِن اللّٰهَ كان بِما تعملون خَبيرا* وَ توكَّلْ على اللّٰهِ، وَ كفى بِاللّٰهِ وَ كيلاً *

বাক্যবিশ্লেষণ

ما يوحى إليك এর তারকীব করো এবং তা তারকীবে কী হয়েছে বলো।

وكيلا এটি كفى এর فاعل থেকে حال কিংবা ফেয়েল ও ফায়েলের 'নিসবাত' থেকে তামীয।

তরজমা ঃ হে নবী! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন, কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান। আর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার প্রতি যে অহী নাযিল করা হয়, আপনি তা অনুসরণ করুন। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অবহিত। আর আপনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। অভিভাবকরূপে তো আল্লাহই যথেষ্ট।

(١٤) يٰايها الذين اٰمَنُوا اذْكُروا نِعمَةَ اللّٰهِ عليكم اِذْ جاءَتْكُم جنودٌ فَارسلنا عليهم ريحًا و جنودًا لم تَرَوْها، وَ كان الله بِما تعملون بَصيرا * اِذْ جاؤُوكم مِن فَوْقِكم وَ مِنْ اسفَلَ منكم وَ اِذ زاغَتِ الاَبْصارُ و بلَغتِ القُلوبُ الحناجِرَ و تَظُنُّون باللّٰهِ الظُّنونَا، هُنالك ابتُلِيَ المؤمنون وَ زُلْزِلوا زِلْزالًا شديدًا، و اذ يقول المنفقون و الذين في قلوبهم مرَض ما وَعَدنا اللهُ و رسولُه اِلَّا غُرورا *

শব্দবিশ্লেষণ

جنود দেখো– ১৯/১৬ غرور (ধোকা, প্রতারণা) দেখো–১০/২

أَسْفَلُ شيءٍ কোন কিছুর নীচের অংশ, এর বিপরীত হচ্ছে أعلى شيء কোন কিছুর উপরের অংশ। (এ অর্থে এদু'টি أفعل নয়)

زَاغَ البَصَرُ (زَيْغًا، ض) চক্ষু (ভয়ে) উল্‌টে গেলো। দেখো– ৩/১৬

حَنْجَرَةٌ বহু حَنَاجِرُ কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী।

زُلْزِلوا (তাদেরকে কাঁপিয়ে দেয়া হলো) দেখো– ১৭/২২

বাক্যবিশ্লেষণ

اذكروا .... جنود এ বাক্যটির তারকীব করো। (প্রয়োজনে– ৪/৪)

لم تروها বাক্যটি তারকীবে جنودا এর ছিফাত।

بما تعملون এটি بصيرا এর সাথে অগ্রবর্তী متعلق

إذ جاؤوكم এটি প্রথম إذ থেকে বদল। আর পরবর্তী إذ হচ্ছে দ্বিতীয়টির উপর معطوف এবং চতুর্থ إذ হচ্ছে তৃতীয় إذ এর উপর معطوف প্রতিটি إذ এর পরবর্তী বাক্যটি মাছদাররূপে তার مضاف إليه হয়েছে।

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন 'বিশাল' বাহিনী তোমাদের মোকাবেলায় এসেছিলো, আর আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম 'প্রবল' ঝড় এবং এমন বাহিনী যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর আল্লাহ তোমাদের আমল অবলোকনকারী। যখন তারা তোমাদের দিকে ধেয়ে এসেছিলো তোমাদের উচ্চভূমির দিক থেকে এবং তোমাদের নিম্নভূমির দিক থেকে এবং যখন (ভয়ে) তোমাদের চোখ উল্‌টে যাচ্ছিলো এবং হৃদপিণ্ড, কণ্ঠনালীতে এসে পড়েছিলো, আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন বিরূপ ধারণা করতে শুরু করেছিলে। সে সময় মুমিন-দেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো এবং তাদেরকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিলো।

এবং যখন বলছিলো মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিলো তারা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেননি প্রতারণা ছাড়া।

দ্রষ্টব্য ঃ 'বিশাল' এবং 'প্রবল' শব্দদুটি যোগ করা হয়েছে তানবীনের বিপরীতে। তানবীন কখনো ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা বোঝায়, কখনো বিশালতা ও প্রবলতা বোঝায়।

(১৫) وَ اذ قالت طائِفَةٌ منهم يٰاهلَ يثرِبَ لا مُقام لكم فارجِعوا، و يَستَئْذِن فريقٌ منهم النبيَّ يقولون اِن بيوتَنا عورَةٌ، و ما هي بِعَوْرَةٍ، ان يُريدون اِلَّا فِرارًا *

শব্দবিশ্লেষণ

عورة — অরক্ষিত বাড়ী বা স্থান যেখানে শত্রুর ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। (অন্য অর্থ) সতর, যা মানুষ ঢেকে রাখে বা শরী'আত ঢেকে রাখার আদেশ দেয়।

مقام — এটি إقامة থেকে اسم الظرف (অবস্থান করার স্থান)

বাক্যবিশ্লেষণ

إذ — এটি পূর্ববর্তী إذ এর উপর معطوف

منهم — এটি কার সাথে متعلق এবং তারকীবে তা কী হয়েছে বলো।

لكم — এটি لا النافيةُ للجنسِ এর খবর ثابت এর সাথে متعلق

إلا — এর পূর্বে شيئا এই مستثنى منه উহ্য রয়েছে, আর مستثنى ও مستثنى منه মিলে পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول به

তরজমা ঃ এবং যখন তাদের একটি দল বলেছিলো, হে ইয়াছরিববাসী, (আজ) তোমাদের দাঁড়াবার কোন জায়গা নেই, সুতরাং তোমরা ফিরে চলো, আর তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছিলো, বলছিলো, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত, অথচ সেগুলো অরক্ষিত নয়। আসলে তারা শুধু পলায়নের ইচ্ছা করছিলো।

(১৬) قُل لن ينفعَكم الفِرارُ اِن فَرَرْتُم مِنَ الموتِ اَوِ القتلِ وَ اذا لا تُمَتَّعون اِلَّا قليلا * قُلْ مَن ذا الذي يَعْصِمُكم مِنَ اللّٰهِ اِنْ ارادَ بِكُم سُوْءًا اَوْ ارادَ بِكم رحمَةً، و لا يجدون لهم من دون الله وليًّا و لا نصيرًا *

শব্দবিশ্লেষণ

لا تمتعون (তোমাদেরকে ভোগ করানো হবে না) تَمْتِيعًا ভোগ করানো
تَمَتُّعًا ভোগ করা। (ب অব্যয়যোগে)

বাক্যবিশ্লেষণ

إن এর جواب الشرط নির্ধারণ করো।

من ذا الذي ... এর তারকীব দেখো– ৩/২

من دون الله এটি وليا থেকে অগ্রবর্তী হাল।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, যদি তোমরা মৃত্যু থেকে বা নিহত হওয়া থেকে পলায়ন করতে চাও তাহলে পলায়ন কিছুতেই তোমাদের উপকার করবে না, আর তখন তোমাদেরকে ভোগ করতে দেয়া হবে না, কিন্তু অতি অল্প সময়। আপনি বলুন, কে এ, যে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের প্রতি অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, অথবা তোমাদের প্রতি দয়ার ইচ্ছা করেন। আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

(١) يَا أيها الذين اٰمنُوا اذْكُروا اللّٰهَ ذِكْرًا كثيرًا * و سَبِّحوه بُكرةً
و اَصيلًا * هو الذي يُصلي عليكم و مَلٰئِكَتُه لِيُخرِجَكم
من الظلمٰتِ إلى النور، و كان بالمؤمنين رحيمًا * تَحِيَّتُهم
يومَ يلقونه سَلٰم، وَ اَعَدَّ لهم اجرًا كريما *

শব্দবিশ্লেষণ

بكرة দিবসের প্রারম্ভভাগ, ভোর, সূর্যোদয়ের পূর্বপর্যন্ত, প্রত্যুষ।
بَكَرَ (بُكورًا، ن) ভোরে/প্রত্যুষে বের হলো।
بَكَّرَ (এটি بَكَرَ এর অতিশয়ী) অতিপ্রত্যুষে বের হলো।

أصيلا দিবসের সায়াহ্নকাল, সূর্যাস্তের পূর্বকাল, সন্ধ্যা।

يصلي মাছদার صلاة: এর মূল অর্থ– দু'আ/প্রার্থনা করা। নামায যেহেতু প্রার্থনা সেহেতু صَلّٰى অর্থ নামায পড়লো।
صَلّٰى عليه সে তার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করলো। আল্লাহ তার রাসূলকে বলেছেন وَ صَلِّ عليهم
صَلّٰى اللّٰهُ عليه আল্লাহ তাঁর উপর করুণা বর্ষণ করলেন।

تحية তাফয়ীলের মাছদার। সালাম দেওয়া, দীর্ঘায়ু কামনা করা।
দু'আ বাক্য– حَيَّاكَ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন।
تَحِيَّةٌ সালাম, অভিবাদন, বহু تَحِيَّاتٌ

বাক্যবিশ্লেষণ

بُكْرَةً و أَصيلا এর তারকীব বলো।

هو হচ্ছে মুবতাদা, আর ছিলা-মাওছূল মিলে খবর।

ملئكته এটি معطوف হয়েছে يصلى এর মাঝে সুপ্ত যামীরে ফায়েলের উপর। এ ক্ষেত্রে عطف এর বিধান কী এবং তা রক্ষিত হয় নি কেন? (প্রয়োজনে ২০/৩)

ليخرجكم এ অংশটির তারকীব করো এবং কার সাথে متعلق বলো।

يوم يلقونه অর্থাৎ يومَ لِقائِهم إيّاه এটি تحية এর যরফ। পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো। তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের উপর করুণা বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফিরেশতাগণও, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। আর তিনি তো মুমিনদের প্রতি দয়ালু। যে দিন তারা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে সেদিন তাদের সম্ভাষণ হবে 'সালাম'; আর তিনি তাদের জন্য মহান প্রতিদান প্রস্তুত করেছেন।

(২) يٰاَيُّها النبيُّ إنا ارسلنٰك شٰهدًا و مُبَشِّرا وَ نذيرًا * وَ داعِيًا الى اللّٰهِ بِاِذْنِه وَ سِراجًا مُنيرا * وَ بَشِّرِ المؤمنين بِاَنَّ لهم مِنَ اللّٰهِ فَضْلاً كبيرًا * وَ لا تُطِعِ الكٰفرين و المنٰفقين و دَعْ اَذٰهم و توكَّل على اللّٰهِ، و كفٰى باللّٰهِ وَكيلاً *

শব্দবিশ্লেষণ

باذنه তাঁর আদেশে।

سراج বাতি, প্রদীপ, বহুবচনে سُرُجٌ

دع (উপেক্ষা করুন) (ف) وَدْعًا ছাড়া, পরিহার করা

أذى (কষ্ট, কষ্টদান) দেখো- ৩/৬

বাক্যবিশ্লেষণ

شاهدا মোট পাঁচটি মানছূব حال হয়েছে أرسلنا এর مفعول به থেকে। اسم مُشْتَقٌّ (নিষ্পন্ন ইসম)ই শুধু حال হতে পারে। سراجا শব্দটি اسم جامد (অনিষ্পন্ন ইসম) হওয়া সত্ত্বেও হাল হতে পেরেছে এ কারণে যে, একটি اسم مشتق তার ছিফাত রূপে এসেছে। যে সকল ইসম ফেয়েল থেকে তৈরী সেগুলোকে اسم مشتق বলে। যেমন, اسم الفاعل - اسم المفعول - اسم التفضيل ইত্যাদি। আর যে সকল ইসম ফেয়েল থেকে তৈরী নয়, বরং স্বতন্ত্রভাবে তৈরী সেগুলোকে اسم جامد বলে।

فضلا كبيرا এটি أن এর اسم আর উহ্য ثابت হচ্ছে খবর। لهم এবং من الله উক্ত খবরের সাথে متعلق

أن যেমন الحرف المشبه بالفعل তেমনি তা حرف المصدر সুতরাং

পরবর্তী জুমলাকে তা মাছদার বানায়, আর জুমলাকে মাছদারে রূপান্তরের নিয়ম হচ্ছে খবর বা ফেয়েল থেকে মাছদারকে বের করে মুবতাদা বা ফায়েলের দিকে إضافة করা। সুতরাং এখানে বাক্যটির মূলরূপ–

وَ بَشِّرِ المؤمنين بِثُبوتِ فَضْلٍ كبيرٍ لهم مِنَ اللّٰهِ

কিংবা مِنَ اللهِ (نازِلًا) হচ্ছে فَضْلًا এর অগ্রবর্তী حال

শাব্দিক অর্থ– মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও তাদের জন্য বিরাট অনুগ্রহ সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে, এমন অবস্থায় যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

كفى بالله وكيلا বাক্যটির তারকীব করো। (প্রয়োজনে– ২১/২)

তরজমা ঃ হে নবী! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, এবং সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর আদেশে আল্লাহর দিকে আহব্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বলপ্রদীপ রূপে। আর আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দান করুন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ। আর আপনি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না, বরং তাদের কষ্টদানকে উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আর অভি-ভাবক হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট।

দ্রষ্টব্য ঃ উজ্জ্বল প্রদীপ যেমন পথিককে পথ দেখায় তেমনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে সত্যের পথ দেখান। তাই তাঁকে উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।

(٣) إن اللّٰهَ و ملٰئِكَتَه يُصلون على النبيِّ، يأيها الذين اٰمَنوا
صَلُّوا عليه وَسَلِّموا تَسليما * إن الذين يُؤذون اللّٰه و رسولَه
لَعَنَهم اللّٰه في الدنيا وَ الاٰخِرَةِ و اَعَدَّ لهم عَذابًا مُهينا *
وَ الذين يُؤذون المؤمنين وَ المؤمنٰتِ بغير ما اكتَسَبوا
فَقَدِ احتَمَلوا بُهتانًا و اثمًا مبينا *

শব্দবিশ্লেষণ

يؤذون (কষ্ট দেয়) إيذاء কষ্ট দেয়া। দেখো– ৯/৮ ও ৩/৬

اكتسب অর্জন/উপার্জন করলো। একই অর্থে (ض) كَسْبٌ

احتمل — এর বিভিন্ন অর্থ আছে। যেমন- يَحْتَمِل أن يكونَ كلامُه كَذِبًا
তার কথা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।
اِحْتَمَلَ أمرًا কোন বিষয় চরম ধৈর্যের সাথে বরদাশত করলো।
কোন কিছুতে লিপ্ত হলো। (শেষ অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য)

বাক্যবিশ্লেষণ

والذين يؤذون ... ছিলাহ-মাওছূল মিলে মুবতাদা।

بغير ما ... অর্থাৎ اكتَسَبوه بِغَيرِ جُرمٍ কিংবা بِغَيرِ اكْتِسابِهِم جُرْمًا বিষয় দু'টি ব্যাখ্যা করো।

احتملوا ... এটি খবর। ف অব্যয়টি رابطة, কারণ এখানে موصول এর মাঝে شرط এর আভাস রয়েছে।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ এবং তাঁর ফিরেশতাগণ নবীর উপর করুণা বর্ষণ করেন। (সুতরাং) হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর উপর দুরূদ প্রেরণ করো এবং 'অবশ্যই' সালাম পেশ করো।
নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে অভিশপ্ত করবেন এবং তাদের জন্য অপমানকর আযাব তৈয়ার করবেন। আর যারা মুমিন নরনারীকে তাদের কোন অন্যায় করা ছাড়া কষ্ট দেয় তারা বিরাট অপরাধে এবং স্পষ্ট পাপে লিপ্ত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য ঃ 'অবশ্যই' শব্দটি কেন যুক্ত হয়েছে চিন্তা করো।

(٤) يَسْئَلُكَ النّاسُ عَنِ السّاعَةِ، قُل إنَّما عِلْمُها عِندَ اللّٰهِ، و
ما يُدرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةَ تكونُ قريبًا *إنَّ اللّٰه لَعَنَ
الكٰفرين وَ اعَدَّ لهم سَعيرا * خٰلدين فيها اَبَدا، لا
يَجدون وَلِيًّا وَ لا نصيرًا * يومَ تُقَلَّب وجوهُهم في النارِ
يَقولون يٰليتَنا اَطَعْنا اللّٰهَ وَ اَطَعْنا الرَّسُولا * وَ قالوا
رَبَّنا انا اَطَعنا سادَتَنا وَ كُبرآءَنا فَأَضَلُّونا السَّبِيلا *رَبَّنا
اٰتِهِم ضِعْفَينِ مِنَ العَذابِ وَ الْعَنْهُم لعنًا كبيرا *

শব্দবিশ্লেষণ

يدري إدراءٌ জানানো, অবহিত করা। دِرايَةٌ (ض) জানা।

سعيرا আগুন, আগুনের শিখা سعيرُ النارِ

تقلب (উল্‌টানো-পাল্‌টানো হবে) দেখো, ২০/২১

قَلَبَ شيئًا (قَلْبًا، ض) কোন কিছুকে উল্‌টালো (অর্থাৎ উপরের দিক নীচে এবং নীচের দিক উপরে করলো, কিংবা ভিতরের দিক বাইরে এবং বাইরের দিক ভিতরে করলো)

قلب এটি قَلَبَ এর অতিশয়ী ফেয়েল। ওলট-পালট করলো। উল্‌টালো-পাল্‌টালো।

قَلَّبَ الأمورَ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলো।

سيد বহু سَادَةٌ নেতা, সৈয়দ سِيادَةٌ নেতৃত্ব।

كبراء এটি كبير এর বহু। ضِعْفٌ দ্বিগুণ, বহু أَضْعافٌ

বাক্যবিশ্লেষণ

ما يدريك এটি মুবতাদা أيُّ شيءٍ এর সমার্থক প্রশ্ন-শব্দ। পরবর্তী বাক্যটি তার খবর। (কোন্ জিনিস তোমাকে অবহিত করছে ?) ব্যবহারিক অর্থ– 'কে জানে!

خلدين এটি পূর্ববর্তী যমীরে মাজরূর থেকে হাল أبدا হচ্ছে তার ظرف উদ্দেশ্য, خُلود কে তাকীদ করা। لايجدون দ্বিতীয় حال

يوم .... এটি لا يجدون এর ظرف কিংবা يقولون এর অগ্রবর্তী ظرف পরবর্তী বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

يا ليتنا সম্পর্কে দেখো– ১৯/২ এবং السبيلَ এর তারকীব বলো।

الرسولا শেষের الف অন্ত্যমিলের জন্য অতিরিক্তরূপে এসেছে।

ضعفين এটি দ্বিতীয় مفعول به আর مِنَ العَذابِ (مَعْدُودَيْنِ) তার ছিফাত।

وجوههم অংশ দ্বারা সমগ্র উদ্দেশ্য

তরজমা ঃ মানুষ আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তার অবহিতি (ইলম ও জ্ঞান) তো শুধু আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর কে জানে! হয়ত কিয়ামত নিকটবর্তীই হবে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য (জাহান্নামের) আগুন প্রস্তুত করেছেন, যাতে তারা

চিরকাল থাকবে, এবং কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনে উল্‌টানো-পাল্‌টানো হবে সেদিন তারা বলবে, হায়! যদি আমরা আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম। আর তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো আমাদের নেতাদের এবং আমাদের বড়দের আনুগত্য করেছি, কিন্তু তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদেরকে বড় অভিশাপ দিন।

(٥) يٰاَيُّهَا الذين اٰمَنُوا اتَّقوا اللّٰهَ و قُولوا قولًا سديدًا * يُصْلِحْ لكم اعمالَكم و يغفِرْ لكم ذنوبَكم، و من يُطِعِ اللّٰهَ و رسولَه فقد فازَ فوزًا عظيما *

শব্দবিশ্লেষণ

سديد সঠিক, সুষ্ঠু। يُصلح দেখো– ২৪/৮

فوزا (ن) সফল হওয়া। (ب অব্যয়যোগে) অর্জন করা, লাভ করা।
فَازَ بالجائِزَةِ - فاز بالجنّةِ

বাক্যবিশ্লেষণ

يصلح ও يغفر এই ফেয়েল দু'টির إعراب আলোচনা করো।

يطع ফেয়েলটির ইরাবপূর্ব রূপ এবং রূপান্তর আলোচনা করো। এখানে ف অব্যয়টির ব্যবহার জরুরী কেন বলো।

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের আমল সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তারা বিরাট সফলতা লাভ করবে।

(٦) الحمدُ لِلّٰهِ الذي له ما في السمٰوٰتِ وَ ما في الاَرْضِ وَ له الحمدُ في الاٰخِرَةِ، و هو الحكيمُ الخبيرُ * يعلَم ما يَلِج في الاَرْضِ وَ ما يخرُجُ منها و ما يَنزِل من السماء وَ ما يعرُج فيها، و هو الرحيمُ الغفورُ *

শব্দবিশ্লেষণ

يلج (প্রবেশ করে) দেখো– ৩/১৯

يعرج (উর্ধ্বে আরোহণ করে) تَعرُجُ المَلٰئِكَةُ و الروحُ إليه

عَرَجَ شيءٌ عُروجًا (ن) কোন কিছু উঁচু হলো।

عَرَجَ في / على السُّلَّمِ সিঁড়ি অতিক্রম করলো।

عَرَجَ بِشَيْءٍ কোন কিছু নিয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করলো।

عَرَجَ بالروحِ / بالعملِ (ফিরেশতা) রূহ বা আমল নিয়ে ...

বাক্যবিশ্লেষণ

الحمد .... في الأرض এ বাক্যটির বিশদ তারকীব করো।

في الاخرة এটি الحمد এর সাথে متعلق

الخبير এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যার মালিকানায় রয়েছে ঐ সকল কিছু যা আসমানসমূহে আছে এবং যা যমীনে আছে। এবং আখেরা-তের যাবতীয় প্রশংসাও তাঁরই জন্য। আর তিনিই মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী, সর্ববিষয়ে অবগত। তিনি জানেন ঐ সকল বিষয় যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে বের হয় এবং যা আসমান থেকে অবতরণ করে এবং যা তাতে আরোহণ করে। আর তিনিই পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

(٧) قُلْ من يرزُقُكم من السمٰوٰتِ و الأرْضِ، قُلِ اللّٰهُ وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ
لَعَلٰى هُدًى أَوْ في ضَلٰلٍ مُبين * قُلْ لا تُسئَلون عَمَّا أَجْرَمْنا
وَ لا نُسْئَلُ عَمَّا تعمَلون * قُلْ يجمَعُ بينَنا رَبُّنا ثم يفتَحُ
بَيْنَنا بالحَقِّ، وَ هو الفَتَّاحُ العليم * قُل أَروني الذين أَلْحَقْتُم
بِهٖ شُركاءَ، كَلَّا، بل هو اللّٰهُ العزيزُ الحكيم *

শব্দবিশ্লেষণ

فتاح এটি فاتح এর অতিশয়ী। فَتْحًا (ف) এর সাধারণ অর্থ খোলা। অন্যান্য অর্থ– জয় করা, বিজয় দান করা, বিচার করা (এখানে এটি উদ্দেশ্য)। أَلْحَقْتُمْ (যুক্ত করছো) দেখো, ২৮/১৬

বাক্যবিশ্লেষণ

مـن সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করো, (দেখো, ৫/৩ ও ৩/২৪)

الله এর পূর্ণ তারকীব বলো।

أو এর মাধ্যমে إياكم কে إن এর ইসমের উপর عطف করা হয়েছে। বিযুক্ত যামীরে মানছূবের শুরুতে إيـا যুক্ত হয়েছে।

لعلى هدى এখানে على ও في হচ্ছে إن এর খবর ثـابتون এর সাথে متعلق

عـما أجـرمنا অর্থাৎ عَن إجرامِنا

الـذين ছিলা-মাওছূল মিলে أَروني এর দ্বিতীয় مفعول به

بـه এটি الحقتم। এর সাথে متعلق আর شـركاءَ হচ্ছে উহ্য عائد থেকে حـال অর্থাৎ أَلحقتُموهم به شركاءَ

তরজমা ঃ আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে আসমান থেকে এবং যমীন থেকে রিযিক দান করেন। (উত্তরে) আপনি বলুন, আল্লাহ (রিযিক দানকারী)। আর আমরা কিংবা তোমরা অবশ্যই হিদায়েতের উপর কিংবা সুস্পষ্ট গোমরাহির মাঝে রয়েছি। আপনি বলুন, তোমাদেরকে আমাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, আর আমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

আপনি বলুন, আমাদের প্রতিপালক (হাশরের ময়দানে) আমাদেরকে একত্র করবেন, তারপর আমাদের মাঝে ন্যায়ভাবে ফায়ছালা করবেন। আর তিনিই তো উত্তম ফায়ছালাকারী, সর্বজ্ঞানী।

আপনি বলুন, তোমরা আমাকে ঐ সকল উপাস্যদেরকে দেখাও যাদেরকে তোমরা তার সাথে শরীকদার রূপে যুক্ত করেছো। কিছুতেই না, বরং তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ।

(٨) وَ مـا ارسـلـنك إلاَّ كـافَّـةً للناس بَـشـيـرًا و نـذيـرًا و لٰكِنَّ اكـثَـرَ
النـاس لا يَـعـلـمـون * وَ يـقـولـون مَـتـى هـذا الـوعـدُ إن كـنـتم
صٰدقـيـن * قُـل لكم مـيـعـاد يومٍ لا تـسـتـأخـرون عنه سـاعَـةً و
لا تَـسـتـقـدِمـون *

শব্দবিশ্লেষণ

كافة — এটি جميع এর সমার্থক।
قاتِلوا المشركين جَميعًا/كافَّةً এ বাক্যে جميعا বা كافة শব্দটি
لِجَمِيعِ الناسِ অর্থাৎ لِكافَّةِ الناس। অর্থে হাল مجتمعين

বাক্যবিশ্লেষণ

للناس — এটি أرسلنا এর সাথে متعلق আর كافة হচ্ছে الناس থেকে حال
শাব্দিক অর্থ– আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি (কারো কাছে)
কিন্তু মানুষের কাছে এমন অবস্থায় যে তারা 'সমগ্র'।
বাংলায় অবশ্য মাওছূফ-ছিফাতের মত তরজমা হবে।

لكم ميعاد يوم এর তারকীব বলো। পরবর্তী বাক্যটি يوم এর ছিফাত

متى هذا الوعد এর তারকীব দেখো (১৭/১০) এবং শর্তের জওয়াব বলো

তরজমা ঃ আর আমি আপনাকে সকল মানুষেরই কাছে সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। আর তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে বলো) এ ওয়াদা কবে আসবে। আপনি বলুন, তোমাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মুহূর্ত বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।

(٩) وَ ما ارسلنا في قـرَيَـةٍ من نذيرٍ اِلَّا قال مُتْرَفُوها اِنَّا بما اُرْسِلْتُم
بـه كٰفرون * وَ قـالـوا نحـن اكـثَـرُ امـوالًا و اولـدًا و ما نحـن
بِمُعَذَّبـين * قـل اِن ربي يبسُـط الرزقَ لمن يشــاء و يقـدِر و
لٰكـنَّ اكـثـرَ النـاسِ لا يعـلـمون *

শব্দবিশ্লেষণ

مترفون — (যাদেরকে প্রাচুর্য দান করা হয়েছে) اسم المفعول إفعال থেকে
تَرَفًا (س) প্রাচুর্য লাভ করা।
أَتَرَفَ فلانٌ অমুক স্বেচ্ছাচারী হলো।
أَترف فلانًا অমুককে প্রাচুর্য দান করলো।
أترفَتْه النعمَةُ প্রাচুর্য তাকে মদমত্ত করলো।

يبسط و يقدر দেখো– ১৫/৬

বাক্যবিশ্লেষণ

إلا ও ما — নাবাচক অব্যয় ও إلا এর ব্যবহার সম্পর্কে দেখো– ১৩/৯

أرسلنا — অর্থাৎ بعثنا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো, দেখো– ১৭/১৭)

من — এটি অতিরিক্ত। সুতরাং ..... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

بما — অর্থাৎ ... كفرون بما আর به এই যামীরটি عائد إلى الموصول এখানে ما এর স্থানীয় অর্থ হলো 'কিতাব' যা أرسلتم থেকে বোঝা যায়।

أموالا و أولادا শব্দ দু'টি তারকীব ব্যাখ্যা করে বোঝাও।

তরজমা ঃ যখনই আমি কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ঐ জনপদের ভোগ-বিলাসে মত্ত লোকেরা বলেছে, তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করছি। তারা আরো বলেছে, সন্তান-সন্ততিতে এবং ধনসম্পদে আমরাই তো অধিক, আর আমাদেরকে আযাব দেয়া হবে না।

আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক, যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জন্য রিযিক প্রশস্ত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জন্য) সংকুচিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

(١٠) يايها الناسُ إن وعدَ اللّٰهِ حَقٌّ فلا تَغُرَّنَّكم الحيٰوةُ الدنيا، و لا يَغُرَّنَّكم باللهِ الغَرورُ * ان الشيطٰنَ لكم عدوٌّ فَاتَّخِذوه عَدوًّا، إنما يدعو حِزْبَه لِيكونوا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعير * الذين كَفروا لهم عَذاب شَديدٌ، وَ الذين اٰمَنوا و عَمِلوا الصّٰلحٰتِ لهم مغفِرَةٌ و اجرٌ كبير *

শব্দবিশ্লেষণ

لا — উভয় ক্ষেত্রে এটি لا الناهِيةُ الجازمةُ للمضارع
উভয় ক্ষেত্রে مضارع এর শেষে نون التوكيد আসার কারণে তা ফাতহার উপর মাবনী হয়েছে لا الناهية এর جزم গ্রহণ করেনি।

لا تغرنكم (তোমাদেরকে যেন ধোকা না দেয়) (ن) غَرًّا، غُرورًا ধোকা দেয়া। যে বিষয়ে ধোকা দেয়া হয় তা ب অব্যয়যোগে ব্যবহৃত হয়। ধোকাদাতা হলো غَرور আর যাকে ধোকা দেয়া হয় সে مغرور

বাক্যবিশ্লেষণ

الحياة الدنيا সম্পর্কে দেখো, ২/১২ এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো

بالله এটি لايغرن এর সাথে متعلق অব্যয়টি হেতুবাচক। এখানে مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ بِسَبَبِ حِلْمِ اللّٰهِ (আল্লাহর পরম সহনশীলতার কারণে) অথবা ب হচ্ছে عن এর সমার্থক।

এ বাক্যটি উহ্য شرط এর جواب মূলরূপ এই–

إن أَردتم الفَوْزَ بِوَعْدِ اللّٰهِ فلا ... (যদি তোমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি লাভ করতে চাও তাহলে–)

فاتخذوه عدوا অর্থাৎ إن أَردتُم النَّجاةَ مِنَ النارِ فَ ...

لكم এটি যদি عدو এর পরে হতো তাহলে মূলরূপ হতো عَدُوٌّ (مُضِرٌّ) তখন মাওছূফ-ছিফাতের তারকীব হতো। কিন্তু এখন তা لكم থেকে حال হয়েছে। মূলরূপ– لكم عدوٌّ (مُضِرًّا) عدو

শাব্দিক অর্থ– নিঃসন্দেহে শয়তান শত্রু এমন অবস্থার যে, সে তোমাদের জন্য ক্ষতিকারী।

প্রথম ছূরতে لكم হাল হতে পারে না, আর দ্বিতীয় ছূরতে তা ছিফাত হতে পারে না, কী কারণে বলো।

عدوا এটি দ্বিতীয় مفعول به (সুতরাং তাকে শত্রু বিবেচনা করো)

তরজমা ঃ হে লোকসকল! অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে তোমরা শত্রুই বিবেচনা করো। সে তো তার অনুগামীদেরকে ডাক দেয়, যেন তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হয়। যারা কুফুরী করে তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি, আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং বিরাট প্রতিদান।

(١١) يٰاَيُّها الناسُ انتُم الفُقَراءُ اِلى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ هو الغَنِيُّ الحميدُ * اِنْ يَشَأْ يُذهِبكم وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَديدٍ وَ ما ذٰلك على اللّٰهِ بِعَزيزٍ *

বাক্যবিশ্লেষণ

إلى الله এটি الفقراء এর সাথে متعلق

يذهب و يأت এর ইরাব এবং ب অব্যয়টির উদ্দেশ্য আলোচনা করো।

على الله কার সাথে متعلق এবং عزيز এর ইরাব কী।

তরজমা ঃ হে লোকসকল! (সর্ববিষয়ে) তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহই হলেন (বিশ্বজগত থেকে) নির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন, আর তা আল্লাহর জন্য কঠিন নয়।

(١٢) وَ ما يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ البَصِيرُ * وَ لا الظُّلُمٰتُ وَ لا النورُ * وَ لا الظِّلُّ و لا الحَرُور * وَ ما يستوى الاَحْياءُ وَ لا الاَمْوٰتُ، اِنَّ اللّٰهَ يسمَعُ من يَشاءُ، وَ ما اَنْتَ بِمُسْمِعٍ من في القُبور * اِنْ انتَ اِلَّا نَذير *

শব্দবিশ্লেষণ

الأعمى (অন্ধ) দেখো– ১২/৩ এবং ২০/১৬

البصير (চক্ষুষ্মান) আল্লাহর গুণবাচক নাম, সর্বঅবলোকনকারী।

(ك) بَصَرًا و بَصارَةً চক্ষুষ্মান হওয়া।

بَصُرَ بِشَيْءٍ কোন কিছু অবলোকন করলো।

حرور রোদ, গরম হাওয়া (শব্দটি مؤنث)

বাক্যবিশ্লেষণ

إن الله .... يشاء বাক্যটির তারকীব করো।

من في ... এটি ছিলা-মাওছূল মিলে পূর্ববর্তী اسم الفاعل এর مفعول به

ما أنت ..... القبور বাক্যটির বিশদ তারকীব করো।

তরজমা ঃ সমান হতে পারে না অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং অন্ধকার ও আলো এবং ছায়া ও রোদ। আর সমান হতে পারে না জীবিতরা ও

মৃতরা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে (প্রকৃত) শ্রবণক্ষমতা দান করেন। আর আপনি তো শোনাতে পারেন না ঐ ব্যক্তিকে যে কবরে আছে। আপনি তো শুধু সতর্ককারী।

দ্রষ্টব্য ঃ তরজমায় বন্ধনীতে 'প্রকৃত' শব্দটি যোগ করার কারণ এই যে, এখানে সাধারণ শ্রবণক্ষমতার কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, বরং হেদায়াতের বানী শ্রবণ ও গ্রহণ উদ্দেশ্য।

(١٣) اِنَّا ارسلٰنك بِالحقِّ بَشيرًا و نَذيرا، وَاِنْ من امَّةٍ اِلاَّ خَلا فيها نَذير * وَاِن يكذبوك فقد كَذَّبَ الذين من قَبْلِهم، جاءَتْهم رسلُهم بالبينٰتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بالكتٰبِ المنير * ثُم اخَذْتُ الذين كَفَروا فكيفَ كان نكيرِ *

শব্দবিশ্লেষণ

خلا (ن) خُلُوًّا বিগত হওয়া। (অন্যান্য অর্থ দেখো- ৪/১৪)

زبور বহু زُبُر লিখিত গ্রন্থ (বিশেষভাবে হযরত দাউদ আঃ এর উপর অবতীর্ণ কিতাব) نكير নিন্দা, কঠিন শাস্তি।

বাক্যবিশ্লেষণ

من امة এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং أمة শব্দগতভাবে মাজরূর এবং অর্থগতভাবে মুবতাদারূপে মারফূ। মূলরূপ- و إن أمة إلا ... যেহেতু أداةُ النفيِ ও إلا যুক্তভাবে বিশিষ্টতা বোঝায় সেহেতু অর্থ হবে, (প্রতিটি উম্মত সতর্ককারী বিগত হওয়ার সাথে বিশিষ্ট) (অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিতেই সতর্ককারী বিগত হয়েছেন)

إن يكذبوك অর্থাৎ فلا تحزن পরবর্তী ف অব্যয়টি হেতুবাচক।

من قبلهم (خلوا) এটি الذين এর ছিলা

نكير এটি كان এর ইসম, আর كيف হচ্ছে তার খবর।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আপনাকে আমি 'সত্যধর্ম'সহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। আর প্রত্যেক উম্মতের মাঝেই একজন সতর্ককারী বিগত হয়েছেন। আর তারা যদি আপনাকে মিথ্যা মনে করে তাহলে (আপনি দুঃখিত হবেন না, কারণ) ঐ

লোকেরাও (তাদের রাসূলদেরকে) মিথ্যা মনে করেছে যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে প্রমা-ণাদি এবং গ্রন্থাবলী এবং আলোদানকারী কিতাব নিয়ে এসেছিলেন। তারপর যারা কুফুরি করেছে তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি। সুতরাং (দেখুন) কেমন ছিলো আমার সাজা।

(١٤) إن الذين يَتلُونَ كِتٰبَ اللّٰهِ و أقاموا الصلٰوةَ و انفقوا مِمَّا رَزقنٰهم سِرًّا و علانِيَةً يرجون تِجٰرةً لن تبورَ* لِيُوَفِّيَهم أجورَهم وَ يزيدَهم من فَضْلِه، إنّه غفورٌ شكور*

শব্দবিশ্লেষণ

لن تبور (কিছুতেই মন্দাগ্রস্ত হবে না) (ن) بَوْرًا، بَوَارًا
بارَ شيءٌ ধ্বংস হলো, অচল হলো, মন্দাগ্রস্ত হলো।

ليوفي (যেন তিনি পূর্ণ করে দেন) দেখো– ১৮/১৪

বাক্যবিশ্লেষণ

انفقوا مما رزقنهم অর্থাৎ أنفِقُوا بعضَ ما رَزَقناهم إيّاه (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
ما এর স্থানীয় অর্থ হলো সম্পদ, যা رزقنا থেকে বোঝা যায়।

سرا و علانية সম্পর্কে দেখো– ৩/৮
إن এর খবরটি তুমি নির্ধারণ করো।

لن تبور এ বাক্যটি تجارة এর ছিফাত।

ليوفي অর্থাৎ فعلوا ذلك لـ ...
يوفي -এর ফায়েল হচ্ছে তার মাঝে সুপ্ত যমীর هو যা ফিরেছে الله এই মহান শব্দের দিকে।

من এটি আংশিকতাজ্ঞাপক অব্যয়, يزيد এর সাথে متعلق হরফুলজর ও মাজরূর মিলে يزيد এর দ্বিতীয় مفعول به এর স্থানে রয়েছে। অর্থাৎ يَزيدُهم بعضَ فضلِه

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (আমার রাস্তায়) খরচ করে তারা এমন

ব্যবসায়ের আশা করতে পারে যা কখনো মন্দাগ্রস্ত হবে না। (তারা তা এজন্য করে যে) তিনি যেন তাদেরকে তাদের বিনিময় পূর্ণ করে দেন এবং তাদেরকে তাঁর কিছু অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

(١٥) أَوَ لم يَسِيروا في الأَرْضِ فينظُروا كيف كان عٰقبَةُ الذين من قبلِهم و كانوا أَشَدَّ منهم قُوَّةً، و ما كان اللّٰهُ لِيُعْجِزَه من شيءٍ في السمٰوٰتِ وَ لا في الأَرْضِ، إنه كان عليمًا قديرًا *

বাক্যবিশ্লেষণ

ينظروا এটি ف অব্যয়যোগে معطوف হয়েছে يسيروا এর উপর।

و كانوا এখানে واو অব্যয়টি হচ্ছে واو الحال পরবর্তী বাক্যটি حال হয়েছে পূর্ববর্তী উহ্য ফেয়েল مضوا এর ফায়েল থেকে।

ليعجزه এখানে فعل টি উহ্য أن দ্বারা মাছদার হয়ে ل এর মাজরূর এবং তা উহ্য مريدا এর متعلق

من অব্যয়টি অতিরিক্ত সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

শাব্দিক অর্থ– আল্লাহ্, কোন কিছু আল্লাহকে অক্ষম করার ইচ্ছাকারী নন (অর্থাৎ কোন কিছু আল্লাহকে অক্ষম করবে, এটা তিনি ইচ্ছা করেন নি, সুতরাং কোন কিছু তাকে অক্ষম করতে পারে না)

في السموت এটি কার সাথে متعلق এবং সেটি তারকীবে কী হয়েছে?

তরজমা ঃ তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নি, আর দেখে নি যে, তাদের পূর্বে যারা ছিলো তাদের পরিণাম কেমন ছিলো? তারা তো শক্তিতে তাদের চেয়ে ভীষণ ছিলো, কিন্তু আসমান ও যমীনের কোন কিছু আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বক্ষমতার অধিকারী।

(١٦) وَ لو يُؤاخِذُ اللّٰهُ الناسَ بما كسَبوا ما تَركَ على ظَهْرِها من دابَّةٍ وَ لٰكن يُؤَخِّرُهم الى اجلٍ مسَمًّى، فإذا جاء اجلُهم فَإن اللّٰه كان بِعبَادِه بصيرًا *

শব্দবিশ্লেষণ

مؤاخذة পাকড়াও করা, জবাবদেহী তলব করা। أَخَذَ - يُؤَاخِذُ - أَخِذْ

ظَهْرُ الأرضِ ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরের অংশ। بَطْنُ الأرضِ ভূগর্ভ, পৃথিবীর ভিতরের অংশ।

يؤخر (অবকাশ দেন), বিলম্বিত করেন, পিছিয়ে দেন।

বাক্যবিশ্লেষণ

يؤاخذ এটি মাযীর অর্থে ব্যবহৃত এবং لو এর শর্ত ما ترك হচ্ছে جواب بإثم كسبوه অর্থাৎ بما كسبوا কিংবা بِمَا كَسَبُوهُ مِنَ الإثْمِ কিংবা بِكَسْبِهِمُ الإثْمَ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ها এর مرجع হচ্ছে الأرض যা পূর্ববর্তী লফয থেকে মাফহূম হয়।

من এটি অতিরিক্ত। সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

إذا এর جواب উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ جَازاهم (তাদেরকে পতিদান দেন) جَازَى - يُجازِيْ - جَازِ - مُجازاةً

তরজমা ঃ আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের অর্জিত পাপের কারণে পাকড়াও করতেন তাহলে পৃথিবীর উপর কোন প্রাণীকে ছেড়ে দিতেন না। তবে তিনি তাদেরকে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর যখন তাদের নির্ধারিত মেয়াদ এসে পড়ে (তখন তিনি তাদেরকে প্রতিদান দেন) কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিষয়ে সর্বদর্শী।

(١٧) وَ اضْرِبْ لهم مَثَلًا اصحٰبَ القريَةِ، اِذ جاءها المرسلون * اِذ
ارسَلْنا اِليهم اثنَيْنِ فَكذَّبُوهما فَعَزَّزنا بِثالِثٍ فَقالوا اِنَّا
اِليكم مرسَلون * قالوا ما اَنتم اِلَّا بشَرٌ مثلُنا وَ ما اَنزل
الرحمٰنُ مِن شيءٍ ان انتُم اِلَّا تكذِبُون * قَالوا ربُّنا يعلَم
اِنَّا اليكم لمرسَلون * وَ ما عَلينا الا البلٰغُ المبين *

শব্দবিশ্লেষণ

ضرب مثلا উদাহরণ বর্ণনা করলো।

عزز শক্তিশালী করলো। শক্তি যোগালো تعزز শক্তি লাভ করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

اضرب (বর্ণনা করুন) مثلا এটি مفعول به আর أصحٰبَ القريَةِ হচ্ছে مثلا থেকে বদল। তবে এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ قِصَّةَ اصحٰبِ القريَةِ শাব্দিক অর্থ– তাদের জন্য একটি উদাহরণ অর্থাৎ জনপদের অধিবাসীদের ঘটনা বর্ণনা করুন।

بثالث অর্থাৎ برسولٍ ثالثٍ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

مثلُنا এটি بشرٌ এর ছিফাত بشر হচ্ছে أنتم এর খবর।

إذ উভয়টি বদল হয়েছে قصةَ أصحٰبِ القريَةِ থেকে। শাব্দিক অর্থ– أصحب القرية এর ঘটনাকে অর্থাৎ তাদের কাছে রাসূলদের আগমনের সময়টিকে অর্থাৎ তাদের কাছে দু'জনকে পাঠানোর সময়টিকে বর্ণনা করুন।

إذ কে اضرب এর ظرف মনে করা ঠিক নয়, কারণ এটি উদাহরণ বর্ণনার সময় নয়; বরং এটি হচ্ছে أصحبُ القرية এর قصة ঘটবার সময়।

أرسلنا إليهم এর পরিবর্তে أرسلنا فيهم বলা হলে ব্যাকরণগত কী সমস্যা এবং তার কী সমাধান? (১৭/১৭

من এটি অতিরিক্ত, সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

ما علينا إلا ... এর তারকীব করো। প্রয়োজনে দেখো– ৭/১০

তরজমা ঃ আর আপনি জনপদের অধিবাসীদের ঘটনা তাদের জন্য উদাহরণরূপে বর্ণনা করুন। যখন ঐ জনপদে প্রেরিতগণ উপস্থিত হলেন, যখন আমি তাদের কাছে দু'জনকে পাঠালাম, আর তারা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, তখন আমি (তাদেরকে) তৃতীয়জন দ্বারা শক্তি যোগালাম। আর তারা বললো, অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত।

তারা বললো, তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নও। আর রহমান কোন কিছু নাযিল করেন নি; তোমরা শুধু মিথ্যা বলছো। তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক জানেন, অতি অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত, আর আমাদের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্ট রূপে পৌঁছে দেয়া।

দ্রষ্টব্য ঃ দায়িত্ব কোন্ শব্দের অর্থ, বলো।

(١٨) وَ جاء مِن اَقْصَى المدينَةِ رجلٌ يَسْعٰى قال يٰقومِ اتَّبَعوا المرسَلينَ * اتَّبعوا مَن لا يَسْئَلكم اَجرًا و هم مُهتدون *

বাক্যবিশ্লেষণ

يسعى — তারকীবে এটি صفة কিন্তু তরজমায় হাল হয়েছে।

اتبعوا ... — দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে বদল হয়েছে।

و هم مهتدون — এ বাক্যটি لا يَسأل এর ফায়েল هو থেকে حال হয়েছে। هو এবং هم উভয় যমীরের مرجع হচ্ছে اسم الموصول – এটা কীভাবে সম্ভব বলো।

তরজমা ঃ আর শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো, সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা প্রেরিতদের অনুসরণ করো, ঐ লোকদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না, অথচ তারা সৎপথপ্রাপ্ত।

(١) وَ ما لِيَ لا اعبُد الذي فَطَرني و اليه تُرجَعون * أَ أَتَّخِذُ من دونه ءالِهَةً ان يُرِدْنِ الرحمٰنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عني شفٰعَتُهم شيئًا و لا يُنقِذون * اني اذا لَفِي ضَلٰلٍ مبين * اني اٰمَنْتُ بِربِّكم فَاسْمَعُون * قِيلَ ادخُلِ الجَنَّةَ، قال يٰلَيْتَ قومي يَعْلَمون * بِما غَفَرَلي ربي وَ جَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمِين *

শব্দবিশ্লেষণ

ضر — (ক্ষতি করা) এটি মাছদার, দেখো, ৪ / ১৯

لا تغن — মূলত لا تغني (কাজে আসবে না) দেখো– ৩/১৭

বাক্যবিশ্লেষণ

مالي — অর্থাৎ أيُّ شيءٍ ثابتٌ لي (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

إليه ترجعون — এটি فَطَرني এর উপর معطوف হয়ে الذي এর ছিলাহভুক্ত। তুমি عائد নির্ধারণ করো।

اتخذ — এই ফেয়েল দু'টি مفعول به দাবী করে من دونه (معدودًا) হচ্ছে দ্বিতীয় مفعول به (আমি কি কতিপয় ইলাহকে তাঁর গায়র থেকে গণ্য বানাবো)

بضر — অর্থাৎ إن يُردنِ الرحمٰنُ مُتَلَبِّسًا بِضُرٍّ (রহমান যদি আমার প্রতি ইচ্ছা করেন এমন অবস্থায় যে, তিনি ক্ষতি করার সাথে যুক্ত)

شيئا — (إغناءً) এটি উহ্য مفعول مطلق এর নায়েব, যা মাছদারের পরিমাণ বর্ণনা করছে, কিংবা তা لا تغن এর مفعول به – তখন تضمين এর সূত্রে ফেয়েলটি لا تمنع এর সমার্থক হবে। (তরজমায় কোন্ তারকীব অনুসৃত হয়েছে বলো)

لا ينقذون — এটি لا تغن এর উপর معطوف হয়ে মাজযূম হয়েছে।

إذا — তানবীনসহ, এটি حرف الجواب পূর্ববর্তী বক্তব্যের জওয়াবে আসে। বাংলা অর্থ– 'তাহলে'

بما ... — অর্থাৎ يعلمون بِمَغفِرَةِ ربي ...

كِنْوِينُ الْعِوَضِ কিংবা এটি اسم ظرف و شرط আর তানবীন হচ্ছে تَنوِينُ الْعِوَضِ
অর্থাৎ উহ্য شرط এর বিকল্প তানবীন। মূলরূপ এই–
إذا عبدتُ غيرَ اللّٰهِ আর جواب الشرط উহ্য রয়েছে, যা إن এর খবর
থেকে মাফহূম হয়, অর্থাৎ ضَلَلْتُ

في ضلل ... এটি উহ্য غارقٌ এর সাথে متعلق এবং তা إن এর খবর।

فاسمعون অর্থাৎ إن فَهِمتُم الأمرَ فاسمَعُوني (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

يا পরবর্তী অংশটি যেহেতু منادى হওয়ার যোগ্য নয়, সেহেতু এটি حرف النداء নয়, বরং এটি حرفُ التنبيهِ

ليت এর ইসম ও খবর চিহ্নিত করো।

بما غفر لي অর্থাৎ بِمَغفِرَةِ ربي لي وَ جَعْلِه إيّايَ مِن المُكرَمين
(হায়, যদি আমার কাওম জানতো, আমাকে আমার প্রতিপালকের ক্ষমা করার এবং তাঁর আমাকে সম্মানপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি)
এটি يعلمون এর সাথে متعلق

من المكرمين এটি সরাসরি جعل এর সাথে متعلق কিংবা معدودا এর সাথে متعلق এবং তা جعل এর দ্বিতীয় مفعول به

তরজমা ঃ আমার কী হলো যে, আমি ঐ সত্তার ইবাদত করবো না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কিছুকে ইলাহরূপে গ্রহণ করবো! করুণাময় যদি আমার ক্ষতির ইচ্ছা করেন তাহলে তো তাদের সুফারিশ আমার কোনই উপকার করতে পারবে না এবং তারা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তাহলে তো আমি প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবো। আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, সুতরাং তোমরা আমার কথা শোনো। (তাকে) বলা হলো, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বললো, হায়, যদি আমার সম্প্রদায় জানতো যে, আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(٢) وَ آيةٌ لهمُ الأرضُ المَيْتَةُ احيَيْنٰها وَ اَخرجنا منها حَبًّا فَمِنه يأكلُون،
وَ جعلنا فيها جَنّٰتٍ من نخيلٍ و اعنٰبٍ و فَجَّرنا فيها مِنَ العُيونِ،
لِيأكُلوا مِنْ ثَمَرِهٖ و ماعَمِلته اَيْدِيهم، اَفَلا يشكُرون *

শব্দবিশ্লেষণ

نخلة (একটি খেজুর গাছ) বহু نَخْلٌ ও نَخِيل

عِنَب (আঙুর) বহু أعناب একটি عِنَبة

فجر প্রস্রবণ বা ঝর্ণা বের করলো, উৎসারিত করলো। অন্য অর্থ– فَجَّر قُنْبُلَةً বোমার বিস্ফোরণ ঘটালো।
تَفَجَّر وَ انْفَجَرَ এ দু'টি হচ্ছে فَجَّرَ এর অনুবর্তী ফেয়েল (مُطاوِعُ فَجَّر) ঝর্ণা উৎসারিত হলো, বোমা বিস্ফোরিত হলো

বাক্যবিশ্লেষণ

الأرض الميتة অর্থাৎ الأرضُ الميتَةُ آيَةٌ ثابِتَةٌ لهم (বিষয়টি ব্যখ্যা করো)

منه এটি কার সাথে متعلق বলো।

جنت এটি جعلنا এর مفعول به আর من نخيلٍ (كائنةٌ) হচ্ছে جنّتٍ এর ছিফাত। (من অব্যয়টি بيانية বা ব্যাখ্যাবাচক)

من العيون অর্থাৎ بعضَ العيونِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ليأكلوا ... এটি مصدر مؤول হয়ে ل যোগে جعلنا এর متعلق
من ثمره এটি يأكلوا এর সাথে متعلق আর, যমীরটি ফিরেছে جنت و أعناب এর দিকে, الشيء المذكور হিসাবে।

ما عملته এটি স্বতন্ত্র বাক্য এবং ما হচ্ছে نافية

তরজমা ঃ তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো বিশুষ্ক ভূমি। আমি তাকে সজীব করেছি এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, ফলে তা থেকেই তারা আহার করে। আর আমি তাতে সৃষ্টি করেছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করেছি বিভিন্ন ঝর্ণা, যাতে তারা তার ফল খেতে পায়। তাদের হাত সেগুলো সৃষ্টি করেনি। সুতরাং তারা কি শোকর করবে না!

দ্রষ্টব্য ঃ ফসল সম্পর্কিত আলোচনায় ভূমি শব্দটি হচ্ছে উপযুক্ত সুতরাং الأرض এর তরজমা হবে ভূমি, পৃথিবী নয়।

(٣) وَ اذا قِيلَ لهمُ اتَّقوا ما بينَ أيديكم و ما خلفَكم لعلَّكم تُرحَمون * وَ ما تَأتِيهم من ايَةٍ من ايْتِ ربِّهم إلَّا كانوا عنها مُعرضين * وَ اذا قيل لهم أنفِقوا مِمَّا رزقَكم اللهُ قالَ الذين

كفروا لِلـذين اٰمَنُوا اَنُطـعِـم مَنْ لَّوْ يَـشـاء اللّٰهُ اَطْـعَـمَـه، اِنْ انتم اِلاَّ في ضَلٰلٍ مبين *

বাক্যবিশ্লেষণ

ما بين ايديكم অর্থাৎ ... بين (موجودٌ) ما (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) এ অংশটি মفعول به এর اتقوا এখানে ما এর স্থানীয় অর্থ হলো عذاب যার কারীনা হচ্ছে পূর্ববর্তী ফেয়েল।

إذا প্রথমটির جواب হচ্ছে أَعْرَضُوا আর كانوا عنها হচ্ছে কারীনা (معرضين) দ্বিতীয় إذا এর شرط ও جواب নির্ধারণ করো।

من প্রথমটি অতিরিক্ত, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে معدودة এর সাথে متعلق

من ছিলা-মাওছূল মিলে ....

তরজমা ঃ আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা তোমাদের সামনে বিদ্যমান এবং তোমাদের পিছনে বিদ্যমান আযাবকে ভয় করো, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয় (তখন তারা তা উপেক্ষা করে)। আর যখনই তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী হতে কোন নিদর্শন তাদের কাছে আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো তখন যারা কুফুরি করেছে তারা বলে তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে, আমরা কি ঐ লোকদেরকে খাওয়াবো যাদেরকে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন খাওয়াতেন! তোমরা তো স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছো।

(٤) اليـومَ نَختِـم على اَفواهِـهم وَ تُكَلـمنا اَيـديـهم و تَشْـهَـد اَرجُـلـهم بما كانوا يَكسِـبون، وَ لـو نَشـاء لَطَمَـسْـنا على اَعْـيُنِـهم فـاستَبَقـوا الـصراطَ فَـأَنّٰى يُـبصِـرون، وَ لو نـشـاء لَمَسَـخنٰـهم على مَكانَـتِـهم فـما استَطٰـعوا مُضِيًّا وَ لا يَرجِـعـون *

শব্দবিশ্লেষণ

نختم (মোহর মেরে দেবো) দেখো– ১/৩

طَمَسَ شيءٌ কোন কিছু বিকৃত হলো, মুছে গেলো।

طَمَسَ البصرُ চক্ষু আলোহীন হয়ে গেলো।
طمس القمرُ أو النجمُ চাঁদ/তারকা নিষ্প্রভ হলো।
طَمَسَ شيئًا/على شيءٍ কোন কিছুকে বিকৃত করলো, মুছে ফেললো। (সরাসরি এবং على অব্যয়যোগে) لازم এর মাছদার طُموسًا আর متعدي এর মাছদার طَمْسًا বাবে নাছারা
طَمَسَ عينَه/على عينِه তার চক্ষুকে (তাকে) অন্ধ করে দিলো

لمسخنا (অবশ্যই বিকৃত করতাম) مَسْخًا (ف) বিকৃত করা, নিকৃষ্টতর রূপে পরিবর্তিত করো مَسَخَه اللّٰهُ قِرْدًا আল্লাহ তাকে বানরে পরিণত করলেন مِسْخٌ বিকৃত ব্যক্তি বা বস্তু

استبقوا (তারা ধাবিত হলো) দেখো– ১২/২৪

مضي এটি فعول ওজনের মাছদার مُضُوِيٌ ছিলো, و কে ي দ্বারা পরিবর্তন করে ইদগাম করা হয়েছে এবং তার পূর্বে কাসরাহ দেয়া হয়েছে

বাক্যবিশ্লেষণ

بما كانوا يكسبون অর্থাৎ بِكَسْبِهِمُ الإِثْمَ কিংবা بِإِثْمٍ كانو يَكسِبونه

و لو نشآء অর্থাৎ وَ لو شِئنا طَمَسَ أعيُنِهم

استبقوا এটি معطوفٌ على جوابِ لو

الصراط অর্থাৎ إلى الصراطِ বিষয়টি ব্যাখ্যা করো (৮/৫ এবং ৯/১৫)

أنى এটি كيف এর সমার্থক وَ هذه الجملَةُ على استبقوا معطوفة

مضيا এটি مفعول به

তরজমা ঃ আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো, আর তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদের চক্ষুকে দৃষ্টিহীন করতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে ধাবিত হতো, তখন কীভাবে তারা অবলোকন করতো! (অর্থাৎ অবলোকন করতে পারতো না) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদের স্থানেই তাদের (আকৃতি) কে বিকৃত করতে পারতাম তখন তারা আগেও যেতে পারতো না এবং (পিছনেও) ফিরতে পারতো না।

(٥) وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ في الخَلْقِ اَفَلا يعقِلون * وَ ما عَلَّمنٰه
الشعرَ و ما يَنْبَغي له، اِن هو اِلاَّ ذِكرٌ وَ قرآنٌ مبين *
لِيُنْذِرَ من كانَ حَيًّا و يَحِقَّ القولُ على الكٰفرين *

শব্দবিশ্লেষণ

عَمَّره اللهُ আল্লাহ তাকে দীর্ঘায়ু দান করলেন।

نَكَّس اللهُ فلانًا আল্লাহ চূড়ান্ত বার্ধক্যের মাধ্যমে শৈশবে ফিরিয়ে দিলেন।

ينبغي — এটি بُغْيَةٌ (ض) (চাওয়া, তালাশ করা) এর انفعال তবে এর শুধু মোযারে আসে এবং তাও ينبغي এই ছীগার মাঝে সীমিত يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تعمَلَ كذا (তোমার এমনটি করা উচিত) তদ্রূপ–
ينبغي لكِ/ له/ لها/ لكم/ لكن/ لهم/ لهن/ أن .....
মাযীর ক্ষেত্রে كان ينبغي (উচিত ছিলো) এবং كان لا ينبغي বা ما كان ينبغي (উচিৎ ছিল না) ব্যবহৃত হয়।

يحق — দেখো– ১৭ / ২৫

বাক্যবিশ্লেষণ

ينبغي — এর ফায়েল হচ্ছে الشعرَ। এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যামীর। বাক্যটির অর্থ– কবিতা তার উপযোগী হয় না, (অর্থাৎ বলতে চাইলেও সহজে বলতে পারেন না)

لينذر — এটি উহ্য أنزل এর সাথে متعلق যা 'পূর্ব' থেকে মাফহূম হয়।

يحق — এটি ينذر এর উপর معطوف

তরজমা ঃ আর আমি যাকে দীর্ঘজীবন দান করি তাকে সৃষ্টিগত ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থায় (শৈশবে) ফিরিয়ে নিই, তবু কি তারা বোঝে না?
আমি রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দিইনি এবং তা তার জন্য উপযোগীও নয়। এটা তো উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরআন ছাড়া আর কিছু নয়। (তা নাযিল করা হয়েছে) যাতে যারা জীবিত তাদেরকে তিনি সতর্ক করেন, আর যাতে কাফিরদের উপর আযাব অবশ্যসাব্যস্ত হয়।

(٦) بَل عجِبْتَ و يسخَرون * وَ إذا ذُكِّروا لا يَذكرون * وَ اذا رَأَوْا اٰيَةً
يَسْتَسْخِرون * وَ قالوا اِنْ هذا اِلاَّ سِحْرٌ مبين * اَءِ ذا مِتْنا

وَ كنا تُرابًا وَ عِظامًا أَءِنا لَمبعوثُون * أَوَ أباؤُنا الاوَّلون *
قُل نعم وَ انتم دٰخِرون * فَإنَّما هي زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإذا هم يَنظُرون *
وَ قالوا يٰويلنا هذا يومُ الدينِ * هذا يومُ الفصلِ الذي كنتم
به تُكذبون * أُحْشُروا الذين ظَلَموا وَ ازوجَهم و ما كانوا
يعبُدون * مِن دونِ اللّٰهِ فَاهدُوهم الى صِراط الجَحيمِ *

শব্দবিশ্লেষণ

يستسخرون (তারা উপহাস করে) من অব্যয়যোগে سَخِرَ منه এর সমার্থক, দেখো– ২/১৩

داخر (হীন, অপদস্থ) (ف) دُخُورًا হীন/অপদস্থ হওয়া, বিনীত হওয়া (س) دَخَرًا একই অর্থে।

زجرة (ধমক) (ن) زَجْرًا ধমক দেয়া, তিরস্কার করা, ধমক দিয়ে বিরত রাখা। (ব্যবহার– সরাসরি, কিংবা ب অব্যয়যোগে)
(أو به) زَجَرَ الكلبَ و غيرَه কুকুরকে ধমক দিয়ে বিরত রাখলো
زجر فلانًا عن شيءٍ তিরস্কার করে বিরত রাখলো।

فصل (বিচার) (ض) فَصْلاً পৃথক করা। বিচার করা।
فَصَلَ الحاكِمُ بينهما - فَصل بَينهما
কোরআনে আছে– ان الله يفصِلُ بينهم يومَ القيٰمةِ
فَصَلَ شيئًا عن شيءٍ কিছুকে কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করলো

বাক্যবিশ্লেষণ

عجبت এই সম্বোধন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

يسخرون এটি উহ্য মুবতাদা هم এর খবর এবং جملة اسمية টি حال রূপে নছবের স্থানে রয়েছে, আর বাক্যটি اسمية হওয়ার কারণেই واو الحال এসেছে, مضارع এর শুরুতে واو الحال আসে না
এখানে দু'টি متعلق উহ্য রয়েছে; অর্থাৎ–
عَجِبتَ يا محمدُ عن قُدرَةِ الله و يسخرون مِنْ تَعَجُّبك

و إذا ذكروا ... বাক্যটির তারকীব বলো, এবং মূলরূপটি উল্লেখ করো।

يستسخرون এখানে منها এই متعلق টি উহ্য রয়েছে।

.... أءذا متنا এর তারকীব করো, দেখো– ১৮ / ৬ ও ১১

ابـاؤنا — পূর্ববর্তী কারীনার কারণে এর খবর مبعوثون উহ্য রয়েছে এবং বাক্যটি إنا لمبعوثون এর উপর معطوف হয়েছে।

هي এর مرجع হচ্ছে البَعْثَةُ যা مبعوثون থেকে مفهوم হচ্ছে।

هذا يوم الفصل পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর তারকীবী সম্পর্ক কী বলো।

... احشروا এ বাক্যটি مَقُولُ القائِلِ (বক্তার বক্তব্য), উহ্য ইবারত এই– يَقول اللّٰهُ لِلملائِكَتِه

أزواجهم — এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

... و ما كانوا — ছিলা-মাওছূল মিলে أزواجَهم এর উপর معطوف হয়েছে

ما এর স্থানীয় অর্থ ও তার কারীনা নির্ধারণ করো।

তরজমা ঃ বরং আপনি তো (আল্লাহর কুদরতে) বিস্ময় বোধ করেন, আর তারা (আপনার বিস্ময় সম্পর্কে) উপহাস করে। যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা তো গ্রহণ করে না। আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে এবং বলে, এ তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া কিছু নয়। আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও হাড় হয়ে যাবো তখন কি আমরা পুনরুত্থিত হবো? আমাদের আদি পিতৃপুরুষরাও কি (পুনরুত্থিত হবেন)? আপনি বলুন, হাঁ, এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। বস্তুত সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দমাত্র। তখন হঠাৎ তারা সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। আর তারা বলবে, হায় আমাদের বরবাদি! এ তো বিচারের দিন, এ তো ফায়ছালার দিন যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে। (তখন আল্লাহ ফিরেশতাদের বলবেন) তোমরা একত্র করো যারা যুলুম করেছে তাদেরকে এবং তাদের সহচরদেরকে, আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে যেগুলোর উপাসনা করতো সেগুলোকে। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে–

(٧) قال أتَعبُدون ما تَنحِتون * وَ اللّٰهُ خَلَقَكم وَ ما تعمَلون *

قالوا ابنُوا لَه بُنيانًا فَأَلْقُوه في الجَحيمِ * فَأرادُوا به كَيْدًا

فَجَعلنٰهم الأسْفَلِين * وَ قال اني ذاهِبٌ الى ربي سَيَهدين *

رَبِّ هَبْ لي مِنَ الصّٰلِحين * فَبَشَّرْنٰه بِغُلٰمٍ حليم * فَلَما بَلَغَ معه السَّعْيَ قال يٰبُنَيَّ اني اَرٰى في المَنَامِ اني اذبَحُك فانظُرْ ماذا تَرٰى، قال يا اَبَتِ افعل ما تُؤمَرُ، سَتَجدني اِنْ شاءَ اللّٰه مِنَ الصّٰبِرين *

শব্দবিশ্লেষণ

ما تنحتون (যা তোমরা খোদাই করো) দেখো, ১৪/৯

بنيان এটি (ض) بَنٰى এর তৃতীয় মাছদার, এখানে اسم المفعول অর্থে ব্যবহৃত, ভবন (যা তৈরী করা হয়েছে)

أَسْفَلُ এটি سَافِلٌ (নীচ, অধম, নীচু) এর أفعل (সবচে' অধম)
(ن) سُفولاً নীচু হওয়া, নীচ হওয়া, অধম হওয়া।
سَفَلَ في عِلْمِه و خُلُقِه ইলমে বা চরিত্রে তুচ্ছ হলো।
(ك) سَفَالَةً নীচ/ইতর হওয়া।

بَلغَ السعيَ শক্তসমর্থ হলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

تعبدون এর مفعول به কোন্‌টি ? عائد إلى الموصول কোন্‌টি ? ما এর স্থানীয় অর্থ কী ? এখানে بِأَيدِيْكُم উহ্য রয়েছে।
কিংবা তা হরফুল মাছদার, অর্থাৎ أَ تعبُدون نَحْتَكم তখন মাছদারটি اسم المفعول এর অর্থ ধারণ করবে, অর্থাৎ مَنحُوتَكم

و ما تعملون এটি خلق এর مفعول به এর উপর معطوف মূল ইবারত এই- و ما تَعملونه بِأَيديكم

فجعلنا এই فاء হচ্ছে হেতুবাচক। الأسفلين এটি দ্বিতীয় مفعول به

سيهدين অর্থাৎ إلىٰ مَا فيه صَلاحِي (অবশ্যই তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন ঐ জিনিসের দিকে যাতে আমার কল্যাণ রয়েছে)

من الصلحين অর্থাৎ بعضَ الصّٰلحين কিংবা من الصلحين (وَلَداً معدودًا) مِنِ التَّبْعِيضِيَّةُ এর এ দুই তারকীব সর্বত্র হতে পারে।

بني এটি ابن এর مُصَغَّرٌ (ক্ষুদ্রতাবাচক শব্দ) কোন শব্দের فُعَيْلٌ এর ওজনে পরিবর্তিত রূপকে مُصَغَّر বলে। যেমন وُلَيْدٌ، كُتَيْبٌ، رُجَيْلٌ হচ্ছে رجل ও كتاب ও ولد এর مصغر

শব্দকে এই বিশেষ ওজনে পরিবর্তন করাকে تصغير বলে। এর উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা বা আদর প্রকাশ করা। শব্দটি ياء المتكلم এর দিকে مضاف হয়েছে।

ماذا — এটি ترى এর অগ্রবর্তী مفعول به আর ترى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চিন্তার দেখা, (কোন্ জিনিসটিকে তুমি উত্তম মনে করছো?)

ما تؤمر — অর্থাৎ ما تُؤْمَرُ به (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ তিনি বললেন, তোমরা কি ঐ সকল মূর্তির পূজা করো যা তোমরা (নিজ হাতে) খোদাই করছো? অথচ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং ঐগুলোকে যা তোমরা তৈরী করছো।

তারা বললো, তার জন্য একটি ভবন তৈরী করো, তারপর তাকে আগুনে নিক্ষেপ করো। তারপর তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চাইলো, ফলে আমি তাদেরকেই চূড়ান্ত 'অধঃপতিত' করলাম। আর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, অবশ্যই তিনি আমাকে (আমার চিরস্থায়ী কল্যাণের দিকে) পথ প্রদর্শন করবেন।

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে নেক সন্তান দান করুন। সুতরাং তাকে আমি এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। তারপর সে যখন পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো তখন তিনি বললেন, হে প্রিয় পুত্র! আমি তো স্বপ্নে দেখছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, সুতরাং তুমি দেখো, তুমি কী মনে করো। সে বললো, হে আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা করুন। অবশ্যই আপনি আমাকে –ইনশাআল্লাহ– ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

(٨) وَ لقد مَنَنَّا على مُوسٰى و هٰرونَ * و نجّينٰهما و قومَهما مِنَ الكربِ العظيمِ * و نَصرنٰهم فكانوا هم الغٰلبين * وَ ءاتينٰهما الكِتٰبَ المستبينَ * وَ هَدَينٰهما الصراطَ المستقِيمَ * وَ تَركنا عَليهما في الاٰخِرينَ * سَلٰمٌ على موسٰى و هٰرونَ * اِنَّا كذلك نَجزِى المحسنِين * اِنَّهما مِنْ عِبادنا المؤمنِين *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

كرب কঠিন যন্ত্রণা, পেরেশানি كُروب বহু منّنا (দেখো- ৩/৬)

مستبين (সুস্পষ্ট) اِستبانَةٌ স্পষ্ট হওয়া, স্পষ্টতা চাওয়া (متعد ও لازم)
اِستبانَ شيئًا - اِستبانَ شيءٌ দেখো- ৬/৬

فكانوا এটি فاءُ السببِ আর هم হচ্ছে فصل তারকীবে এর কোন স্থান নেই।

تركنا عليهما অর্থাৎ تَرَكنا (ثناءً) عليهما (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

في الآخرين এটি ثناء এর সাথে কিংবা تركنا এর সাথে متعلق
(ক) আমি রেখেছি, পরবর্তীদের মাঝে তাদের প্রতি প্রশংসা
(খ) আমি পরবর্তীদের মাঝে রেখেছি, তাদের প্রতি প্রশংসা

سلم নাকেরা মুবতাদা হয়েছে, কারণ তা উহ্য ছিফাতের موصوف
অর্থাৎ سَلمٌ نازلٌ مِنَ اللهِ আর علىٰ (ثابت) হচ্ছে খবর।

তরজমা ঃ আর অবশ্যই আমি মূসা ও হারূনের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। এবং তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে। আর আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম; ফলে তারাই ছিলো বিজয়ী। আর আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব, এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম। আর আমি পরবর্তীদের মাঝে তাদের জন্য প্রশংসা রেখেছি। মূসা ও হারূনের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ হতে) শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি নেক আমলকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি, নিঃসন্দেহে তারা আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

(৯) وَ عَجِبُوا اَنْ جاءَهم مُنذِرٌ منهم، وَ قال الكٰفرون هذا سٰحِرٌ كَذَّاب * اَجَعَلَ الاٰلِهَةَ اِلٰهًا واحدا، اِنَّ هذا لَشَيءٌ عُجابٌ * وَ انطلَقَ الملأُ منهم اَنِ امْشُوا وَ اصبِروا على اٰلِهَتِكم، اِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرَادُ * ما سَمِعنا بهذا في المِلَّةِ الاٰخِرَةِ، اِنْ هذا اِلَّا اخْتِلاقٌ * ءَاُنزِل عليه الذكرُ مِن بَيْنِنا، بَل هم في شَكٍّ من ذِكرى، بل لَمَّا يَذوقُوا عَذاب * اَمْ عندَهم خَزائِنُ رَحمَةِ رَبِّك العزيزِ الوهاب *

শব্দবিশ্লেষণ

عجبوا (তারা অবাক হলো) (س) عَجَبًا অবাক হওয়া।
عَجِبَ مِن شيءٍ কোন বিষয়ে অবাক হলো (من অব্যয়যোগে)

عجاب (আশ্চর্যজনক বিষয়) ما يَدعو إلى العَجَبِ
اِنْطِلاقًا চলা, রওয়ানা হওয়া, ছুটে যাওয়া, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা।
انطلَقَتِ القَافِلَةُ কাফেলা যাত্রা করলো।
انطلقَتِ السيارَةُ গাড়ী ছুটে চললো।
انطلقَتِ الرَّصاصَةُ গুলি ছুটে গেলো।
انطلقَ لِسانُه তার যবান স্বতঃস্ফূর্ত হলো।

اختلاق মিথ্যা রটনা

বাক্যবিশ্লেষণ

أن جاءهم এটি উহ্য হরফুলজর من এর مجرور এর স্থানে এসেছে।
মূলরূপ এই- عَجِبوا مِنْ مَجِيءِ مُنذِرٍ معدودٍ منهم

أجعل এখানে همزةُ الاستفهامِ প্রত্যাখ্যানের অর্থ বুঝিয়েছে।
إلٰهًا واحدًا ও الألِهةَ এর তারকীব বলো।

انطلق الملأ অর্থাৎ انطلَقَ ألْسِنَةُ الملإِ তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের জিহ্বা মুখর হলো (এই বলে) যে ...
মতলব- তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা জোরালোভাবে বললো যে, ...

أن এটি ব্যাখ্যাবাচক অব্যয়, পূর্ববর্তী انطلق ফেয়েলটিতে قول এর অর্থ রয়েছে। এ সম্পর্কে দেখো- ১৪/১৩

يراد এটি شيء এর ছিফাত।

بهذا এটি سمعنا এর সাথে متعلق যা অর্থগতভাবে তার مفعول به
سمع এর مفعول به সরাসরি ও ب অব্যয়যোগে আসে।

في الملة এটি موجودا এর সাথে متعلق যা هذا থেকে حال হয়েছে।

من بيننا অর্থাৎ (مُختارًا) مِنْ بَيْنِنا এটি عليه এর যামীর থেকে حال
শাব্দিক অর্থ- মুহাম্মদের উপর কি কোরআন নাযিল করা হয়েছে এমন অবস্থায় যে, তাকে নির্বাচন করা হয়েছে আমাদের মধ্য হতে। (অর্থাৎ এ বিষয়ে তো আমরা তার চেয়ে যোগ্য ছিলাম, আমাদের বাদ দিয়ে কি তাকে নির্বাচন করা হয়েছে?)

من ذكري — এটি شك এর সাথে متعلق আর في شك হচ্ছে هم এর উহ্য খবর متعلق এর সাথে غارقون

ذكري ও الذكر দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উপদেশগ্রন্থ আল কোরআন।

لما — এটি حين এর সমার্থক اسم الظرف নয়। দেখো, ২৬/১৭

তরজমা ঃ আর তারা বিস্ময় বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফিররা বলে, এ তো এক মিথ্যাচারী জাদুগর। সে কি বহু উপাস্যকে এক ইলাহ সাব্যস্ত করেছে? এটা তো এক আজব ব্যাপার! আর তাদের নেতৃস্থানীয়রা জোরেশোরে বলে যে, তোমরা যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের (উপাসনার) উপর অটল থাকো। নিঃসন্দেহে এটা কোন মতলবপূর্ণ কথা। আমরা (আমাদের) আখেরী মিল্লাতে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা তো মিথ্যারটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের মধ্য হতে শুধু কি তারই উপর উপদেশবাণী অবতীর্ণ হলো! আসলে তারা আমার উপদেশের ব্যাপারে সন্দেহে রয়েছে। আসলে তারা এখনো আমার আযাব চেখে দেখেনি।

(١٠) يٰداؤدُ اِنا جعلنٰك خليفةً في الأرضِ فاحكُم بينَ الناسِ بالحقِّ
وَ لا تَتَّبِعِ الهَوٰى فَيُضِلَّك عن سبيلِ الله، اِنَّ الذين يَضِلُّون
عن سبيلِ الله لهم عذابٌ شديدٌ بما نَسُوا يومَ الحسابِ *
و ما خَلقنا السماءَ و الأرضَ و ما بينَهما بَاطِلاً، ذلك ظَنُّ
الذين كفروا، فَوَيلٌ للذين كفروا مِنَ النارِ *

শব্দবিশ্লেষণ

خليفة — স্থলবর্তী, প্রতিনিধি, খলীফা, বহু خُلَفاءُ দেখো– ৮/৬

احكم — (ফায়ছালা করো) দেখো– ৬/২০

يضل — (ভ্রষ্ট করবে) يضلون (তারা ভ্রষ্ট হবে) দেখো– ১/৯৮

هوى — (প্রবৃত্তি, নফসের খাহেশ) (ال যোগে الهوى)

বাক্যবিশ্লেষণ

فيضلك — (তাহলে তা তোমাকে ভ্রষ্ট করবে) দেখো– ৬/১৫

إن الذين ... এর তারকীব করো عذاب شديد কে إن এর পশ্চাদ্‌বর্তী ইসম বানাও
بما এটি ما المصدرية বাক্যের মূলরূপটি বলো। এটি عذاب এর
খবরের সাথে দ্বিতীয় متعلق আর ب অব্যয়টি হেতুবাচক

باطلا অর্থাৎ خلقا باطلا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ذلك দ্বারা الخلق باطلا এর দিকে ইশারা (বাক্যটির তারকীব করো।)

من النار এটি ويل এর সাথে متعلق আর من অব্যয়টি হেতুবাচক।

তরজমা ঃ হে দাউদ! নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে পৃথিবীতে 'খলীফা' বানিয়েছি। সুতরাং তুমি লোকদের মাঝে ন্যায়ভাবে বিচার করো, (নিজের) খাহেশের অনুসরণ করো না; তাহলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবে। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব, একারণে যে, তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গিয়েছিলো। আমি আসমান ও যমীন এবং তাদের মাঝে যা কিছু আছে তা অযথা সৃষ্টি করিনি। সে তো ঐ লোকদের ধারণা যারা কুফুরি করেছে। সুতরাং যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে (চূড়ান্ত) বরবাদি, জাহান্নামের কারণে।

(١١) تَنزِيلُ الكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ العزيزِ الحكيمِ * إنَّا انزَلْنا إليكَ الكِتٰبَ بالحقِّ فاعبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا له الدينَ * ألا لِلّٰهِ الدينُ الخالِصُ، وَالذين اتخذوا من دونه اولياءَ، ما نعبُدُهم إلَّا لِيُقَرِّبونا إلى اللّٰهِ زُلْفى، إنَّ اللّٰهَ يحكُم بينَهم في ما هم فيه يَختلِفون، إنَّ اللّٰهَ لا يَهْدِي من هو كٰذِبٌ كَفَّار *

শব্দবিশ্লেষণ

أَخْلَصَ له الدينَ দ্বীনকে তার জন্য খালেছ করলো। مُخلِصٌ দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালিছকারী। দেখো, ১৪/৬

ولي বহু أَولياءُ বন্ধু, অভিভাবক (উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন উপাস্য)

زلفى এটি تَقَرَّبَ এই মাছদারের সমার্থক। অর্থাৎ নৈকট্য লাভ করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

تنزيل الكتب মুবতাদা, পরবর্তী অংশটি উহ্য খবর ثابت এর সাথে متعلق

فاعبد الله ... الدين এর তারকীব করো।

من دونه أولياءَ এবং أولياءَ من دونه এর তারকীবী পার্থক্য বলো।

فيما هم ... এখানে اسم الموصول এর ছিলাহ হচ্ছে جملة اسمية

هم যদি না থাকতো তাহলে جملة فعلية টি ছিলাহ হতো।

من ... মাওছূল-ছিলাহ মিলে لا يهدى এর مفعول به

তরজমা ঃ (এই) কিতাবের অবতারণ (হয়েছে) মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হতে। আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি সত্যভাবে। সুতরাং আপনি দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালিছ করে আল্লাহর ইবাদত করুন। সাবধান! খালিছ দ্বীন শুধু আল্লাহরই জন্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া বিভিন্ন 'উপাস্য' গ্রহণ করে (আর বলে) আমরা তাদের ইবাদত করি শুধু যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর 'অতি' নিকটবর্তী করে দেয়। অবশ্যই আল্লাহ তাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন ঐ বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে। আর যে মিথ্যাবাদী, (আল্লাহকে) অস্বীকারকারী, আল্লাহ তাকে (সত্যের) পথ প্রদর্শন করেন না।

(١٢) ذٰلكم اللّٰهُ ربُّكم له الملكُ، لا اله اِلَّا هو فَأَنّٰى تُصرَفون * اِنْ تكفُروا فَاِنَّ اللهَ غنيٌّ عنكم، وَ لا يرضٰى لِعباده الكُفْرَ، وَ اِنْ تشكُروا يَرْضَهُ لكم، وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخرٰى، ثم إلى ربكم مَرجِعُكم فَيُنَبِّئكم بما كنتم تعملون، اِنه عليم بِذات الصُّدور *

শব্দবিশ্লেষণ

تصرفون (তোমাদেরকে ফেরানো হচ্ছে) দেখো– ১১/১২

لا تزر (বহন করবে না) وَزَرَ - يَزِرُ - وَزْرًا، وِزْرًا বহন করা وازر বহনকারী نفس এর দিকে লক্ষ্য করে مؤنث আনা হয়েছে, (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির গোনাহ বহন করবে না)

ذات এটি ذو এর مؤنث – অধিকারিণী هي ذات مال – هو ذو مال
ذاتَ يومٍ এটি يوما বা في يوم অর্থে ব্যবহৃত। ذاتُ شَفَةٍ এটি (ঠোঁট থেকে উচ্চারিত) কালিমা বা শব্দ অর্থে ব্যবহৃত।
ذاتُ الصدرِ বুকের মাঝে লুকায়িত বিষয় অর্থে ব্যবহৃত

বাক্যবিশ্লেষণ

الله এই মহান শব্দটি ذا এই اسم الإشارة থেকে বদল, কারণ উভয় শব্দ দ্বারা অভিন্ন সত্তা উদ্দেশ্য।

ذلكم الله মুবতাদা, ربكم খবর, কিংবা ذلكم মুবতাদা, এর পর দু'টি খবর। (তরজমা কোন্ তারকীব অনুসারে হয়েছে, বলো)

فانى অর্থাৎ إِنْ كانَ هذا شأنَ اللهِ فانّى تُصرفرون (এটাই যদি হয় আল্লাহর শান তাহলে ...)

تشكروا এটি إن এর شرط উহ্যরূপ এই- إِنْ تَشكُروا اللهَ

يَرْضَهُ মূলত يرضاه এটি جواب الشرط রূপে মাজযূম হয়েছে, حذف اللام এর মাধ্যমে। مفعول به এর যমীরটি ফিরেছে فعل الشرط এর মাঝে বিদ্যমান الشكر মাছদারের দিকে। (তিনি শোকরকে তোমাদের জন্য পছন্দ করবেন) দেখো- ৪/৭

إلى ربكم مرجعكم অর্থাৎ مَرجِعكم (ثابتٌ) إلى ربكم

তরজমা ঃ তিনি আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, রাজত্ব তাঁরই জন্য। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমাদেরকে (বিভ্রান্ত করে) কোথায় ঘোরানো হচ্ছে। যদি তোমরা (আল্লাহর প্রতি) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে আল্লাহ তো তোমাদের থেকে নির্মুখাপেক্ষী। আর তিনি আপন বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করবেন। আর কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির (পাপের) বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে অবহিত করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি হৃদয়ের গোপন কথা জানেন।

(١٣) قُل هل يَستوِى الذين يَعلمون و الذين لا يَعلمون * إنّما يَتذكر أُولوا الألبابِ * قل يٰعبادِ الذين ءامَنُوا اتّقوا ربَّكم * لِلذين أحْسَنُوا في هذه الدنيا حَسَنَةٌ، وَ أرْضُ اللهِ واسِعَةٌ، إنّما يُوَفّى الصّٰبِرون اجرَهم بِغَيرِ حسابٍ *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

واسعة (প্রশস্ত, বিস্তৃত) ৯/১৬ يوفى (পূর্ণ করে দেয়া হবে) ১৮/১৪

إنما উভয় ما সম্পর্কে কী জানো বলো ما কে সরিয়ে বাক্যটি বলো

الذين امنوا ছিলা-মাওছূল মিলে منادى مضاف এর ছিফাত।

للذين ... حسنة পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

أجرهم এটি يوفي এর দ্বিতীয় مفعول به প্রথম مفعول به কোন্‌টি বলো

তরজমা : আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? জ্ঞানের অধিকারীরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। এই দুনিয়াতে যারা নেক আমল করে তাদের জন্য রয়েছে নেকি (ও ছাওয়াব), আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। অবশ্যই ছবরকারীদেরকে তাদের প্রতিদান 'বেলা হিসাব' পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে।

(١٤) قُلْ إِني أُمِرتُ أن اعبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا له الدينَ * وَ أُمِرْتُ لِاَنْ
اكونَ اَوَّلَ المسلمين * قُلْ اني اَخافُ ان عَصَيْتُ ربي عذابَ يومٍ
عَظيم * قُلِ اللّٰهَ اعبُدُ مُخْلِصا له ديني * فَاعبُدوا ما شِئتُم
مِن دونه، قُلْ اِنَّ الخٰسِرينَ الذين خَسِروا انفُسَهم وَ اَهلِيهم
يومَ القِيمَةِ، الا ذٰلك هو الخُسران المبين *

শব্দবিশ্লেষণ

أهل পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন। বহু أَهلُون ও أَهالٍ
أهلُ الدارِ বাড়ীর বাসিন্দাগণ, (স্ত্রী অর্থে أهل এর ব্যবহার রয়েছে
أهلُ الرجلِ - امرأتُهُ)

বাক্যবিশ্লেষণ

الدين এটি مُخلِصًا এর مفعول به আর তা أعبد এর ফায়েল থেকে ....

أن أعبد الله এটি উহ্য ب অব্যয়যোগে أمرت এর সাথে متعلق

لأن أكون এটি হচ্ছে হেতুবাচক لام মূলরূপ- أُمِرتُ بِعبادَةِ الله لِأَكونَ أوَّلَ المسلمين
অথবা لام হচ্ছে অতিরিক্ত। (তখন أن أكونَ অংশটি উহ্য ب এর মাজরূরের স্থানে হবে) তরজমায় কোন্ তারকীব অনুসৃত হয়েছে?

عذاب يوم তারকীবে কী হয়েছে, বলো। পুরো বাক্যটির তারকীব করো

إن এর جواب الشرط উহ্য রয়েছে, পূর্ববর্তী أخاف হচ্ছে তার কারীনা

الله أعبد ... বাক্যটির তারকীব করো।

شئتم এটি ছিলাহ, আর من دونه (معدودًا) হচ্ছে উহ্য عائد থেকে حال মূলরূপ- فاعبُدوا ما شِئتُموه معدودًا من دونه (সুতরাং তোমরা ঐ উপাস্যের উপাসনা করো যাকে তোমরা ইচ্ছা করো, এমন অবস্থায় যে, তা আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য)

الخسرين এটি إن এর ইসম, পরবর্তী অংশটি إن এর খবর। যে জুমলাটি 'ছিলাহ' হয়েছে তার তারকীব করো।

أهل এর বহুবচন أهلون এটি أنفسَهم এর উপর معطوف এবং ফাতহাপরবর্তী ياء দ্বারা মানছূব, আর نون الجمع পড়ে গিয়েছে مضاف হওয়ার কারণে।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে যে, আমি আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালিছ করে আল্লাহর ইবাদত করবো। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি আত্মসমর্পণ-কারীদের প্রথম হবো। আপনি বলুন, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তাহলে আমি এক মহাদিবসের আযাবের আশংকা করি। আপনি বলুন, আমি শুধু আল্লাহরই ইবাদত করবো, তাঁর জন্য আমার দ্বীনকে খালিছ করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাকে ইচ্ছা করো তার উপাসনা করো। আপনি বলুন, ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই যারা কেয়ামতের দিন নিজেদেরকে এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, সাবধান! সেটাই হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

(١٥) لَهم مِن فوقِهم ظُلَلٌ مِنَ النارِ و مِن تَحتِهم ظُلَلٌ، ذلك يُخَوِّفُ
اللّٰهُ به عِبادَه، يٰعباد فَاتَّقون * وَ الذين اجتَنَبُوا الطاغوتَ
اَن يعبُدوها وَ اَنابوا الى اللّٰهِ لهم البُشرٰى، فَبَشِّر عبادِ *
الذين يَستمعون القولَ فَيَتَّبِعون اَحسَنَه، اولئك الذين
هَدٰىهم اللّٰهُ و اولئك هم اُولو الألبابِ *

শব্দবিশ্লেষণ

ظُلَّةٌ বহু ظُلَلٌ যা কিছু ছায়াদান করে, যেমন মেঘ, বৃক্ষ, ছাতা ইত্যাদি

اجتنبوا (তারা পরিহার করেছে) اِجتَنَبَ شيئًا

أنابوا (অভিমুখী হয়েছে) إنابَةٌ মাদ্দাহ نوب (إلى অব্যয়যোগে) অভিমুখী হওয়া, ফিরে আসা, তাওবা করা।

أحسن এটি حَسَنٌ (সুন্দর) এর اسم التفضيل

বাক্যবিশ্লেষণ

ظلل মুবতাদা, من فَوقِهم (موجودةٌ) এটি ظلل থেকে অগ্রবর্তী 'হাল'। من النار (كائنةٌ) এটি ظلل এর ছিফাত।
এটি حرفُ جَرٍّ بيانيٌّ (ব্যাখ্যাবাচক হরফুলজর) ظلل এর হাকীকত বয়ান করছে। অর্থাৎ এমন মেঘ যা আগুন থেকে সৃষ্ট (প্রকৃতপক্ষে যা আগুন)।
لهم এটি ظلل এর খবর ثابتة এর সাথে متعلق

من تحتهم এটি مِثلُ "مِن فَوقِهم"، و "ظُلَلٌ" معطوفٌ على "ظلل" السابقِ

ذلك দ্বারা কোন দিকে ইশারা, বলো। এটি দুই إسناد বিশিষ্ট বাক্য। একে এক ইসনাদের বাক্যে পরিণত করো।

أن يعبدوها এটি الطاغوت থেকে বদল। 'ইবাদত' الطاغوت এর كل বা بعض নয়, সুতরাং এ অংশটি بَدَلُ الكُلِّ বা بَدَلُ البعضِ নয়, তবে ইবাদত হচ্ছে الطاغوت এর সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং এটি بَدَلُ الِاشْتِمال

তরজমা ঃ তাদের জন্য তাদের উপর থেকে রয়েছে আগুনের মেঘমালা, এবং তাদের নীচ থেকেও রয়েছে মেঘমালা। ঐ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। সুতরাং হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো, যারা তাগুতকে, তার আনুগত্যকে পরিহার করে এবং আল্লাহর দিকে অভিমুখী হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং সুসংবাদ দান করুন আমার বান্দাদেরকে যারা মনোযোগসহ কথা শোনে, তারপর ঐ কথাগুলোর সর্বোত্তম কথাকে অনুসরণ করে, ওরাই হলো ঐ লোক যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং ওরাই হলো জ্ঞানের অধিকারী।

(١) اَليسَ الله بِكافٍ عبدَه و يُخَوفونَك بِالذينَ من دُونه، وَ من يُضْلِلِ
اللّٰهُ فَما له مِنْ هادٍ * وَ من يَهْدِ اللّٰه فَما له مِن مُضِلٌّ، اَليسَ
الله بِعَزيزٍ ذي انتقامٍ * وَ لَئِن سَألتَهم مَنْ خَلَقَ السمٰوٰتِ و
الارضَ ليقولُنَّ اللّٰهُ *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

دون দেখো– ৫/১১ يضلل দেখো– ৫/৩ عزيز দেখো– ৩/১৫

عبده এটি كاف এর مفعول به বাংলায় তরজমা হবে ل দ্বারা, যেমন– (كفى اللهُ عبدَه) আল্লাহ তার বান্দার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন)

من دونه (معدودون) এই شبه الجملة টি ছিলাহ

من এটি যুগপৎ اسم موصول و شرط সুতরাং ... (তারকীব পূর্ণ করো) عائد নির্ধারণ করো।

يضلل এটি মুদগাম ছিলো, সুকূন দ্বারা মাজযূম হওয়ায় ইদগাম ছুটে গেছে এবং মিলিয়ে পড়ায় লাম-কালিমা মাকসূর হয়েছে।

من هاد এই من অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং ... (বক্তব্য পূর্ণ করো) লাম কালিমাটি হরফের নিয়মে পড়ে গেছে।

له (ثابت) হচ্ছে অগ্রবর্তী খবর (ليس এর সামার্থক ما তার অগ্রবর্তী খবরে কোন আমল করতে পারে না।) বাক্যটির মূল তারতীব–

ما هادٍ ثابتًا له

و من يهدِ الله فما له من مضل এর পূর্ণ তারকীব করো।

ذي انتقام এটি عزيز এর ছিফাত।

لئن ... এ সম্পর্কে কী জানো? إن এর শর্ত ও জওয়াব নির্ধারণ করো।

الله এই মহান শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে বলো

من خلق ... এ বাক্যটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول به রূপে নছবের স্থানে এসেছে, কিংবা উহ্য عن এর 'মাজরূর'-এর স্থানে এসেছে।

(যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন ঐ সত্তা সম্পর্কে যিনি ......)

এ ক্ষেত্রে من হবে اسم الموصول। আর প্রথম তারকীবে من হবে اسم استفهام। যা মুবতাদারূপে রফার স্থান গ্রহণ করেছে।

তরজমা ঃ আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের দ্বারা ভয় দেখায়। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ কি মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী নন! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।

(٢) قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ، عليه يتوكَّلُ المتوكِّلون * يٰقوم اعمَلوا على مكانَتِكم اِني عامِلٌ، فسوف تعلَمون * مَنْ يَّأتِيه عذابٌ يُخزِيه وَ يَحِلُّ عليه عذابٌ مقيم * اِنا انزَلْنا عليك الكِتٰبَ للناسِ بالحقِّ، فَمَنِ اهتَدى فَلِنَفْسِه، وَ من ضَلَّ فَاِنَّما يَضِلُّ عَليها وَ ما انتَ عليهم بِوَكيلٍ *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

مكانة (দেখো– ৮/৮) يخزي (দেখো– ১২/৭) يحل (দেখো– ১২/৭)

تعلمون থেকে مقيم পর্যন্ত তারকীব করো। প্রয়োজনে দেখো– ১২/৭ দ্বিতীয় তরকীবের জন্য দেখো পূর্ববর্তী আয়াতের ... من خلق

بالحق অর্থাৎ – مُتَلَبِّسًا بالحقِّ (সত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত অবস্থায়)

من اهتدى এটি যুগপৎ اسم موصول و شرط সুতরাং اهتدى হচ্ছে তার ছিলা ও শর্ত, ছিলাহ-মাওছূল মিলে মুবতাদা لنفسه (ثابتٌ) এটি اِهتِداؤُه এই উহ্য মুবতাদার খবর। বাক্যটি جواب الشرط ও খবর।

و من ضل .... এ বাক্যটির তারকীব করো।

عليها এই যমীরের مرجع হচ্ছে نفس পুরো আয়াতটির মতলব এই– مَنِ اختارَ الهُدٰى فقد نَفَعَ نفسَه وَ مَنِ اختارَ الضلالَةَ فقد ضَرَّها

তরজমা ঃ আপনি বলুন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকে।

আপনি বলুন, হে আমার কাওম! তোমরা তোমাদের অবস্থানের উপর থেকে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কাকে লাঞ্ছনাকারী আযাব পাকড়াও করে এবং কার উপর চিরস্থায়ী আযাব নেমে আসে। (অন্য তরজমা, ১২/১৪)

নিঃসন্দেহে আমি আপনার উপর সত্যধর্মসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের কল্যাণের জন্য। সুতরাং যে সৎপথ গ্রহণ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই (তা) গ্রহণ করে, আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তো তাদের অভিভাবক নন।

(٣) قُلِ اللّٰهم فاطِرَ السمٰوٰتِ و الارضِ عٰلِمَ الغيبِ و الشهادَةِ انت تحكُم بينَ عبادِكَ فيما كانوا فيه يَختلفون * وَ لو أَنَّ للذين ظلموا ما في الارضِ جَميعًا وَ مِثْلَه معه لَافْتَدَوا بِه من سُوءِ العذابِ يومَ القيٰمةِ، وَ بدا لهم مِنَ اللّٰه ما لم يوكونوا يَحْتَسِبون

শব্দবিশ্লেষণ

الغيب যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় عالَم الغَيبِ অদৃশ্য জগত।

الشهادة যাবতীয় দৃশ্য বিষয় عالَم الشهادَةِ দৃশ্য জগত।

عالِمُ الغيبِ و الشهادَةِ যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় ও দৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী

افتدوا বাবে افتعال থেকে اِفتداءٌ মাদ্দাহ فدي

اِفْتَدَىٰ الرجلُ শরিয়তনির্দেশিত ফিদয়া দিলো।

اِفتدَىٰ الأسيرُ মুক্তিপণ দিয়ে বন্দীকে ছাড়ালো।

اِفتدى منه بِشَيءٍ কোন কিছুর বিনিময়ে তার থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

اللهم এখানে الله এই মহান শব্দটি উহ্য أداة النداء এর منادى

এটি مبنيٌّ على الضَّمِّ তবে নছবের স্থানে রয়েছে।

'মুশাদ্দাদ মীম' হচ্ছে أداةُ النداءِ এর স্থলবর্তী, এ কারণেই এ ক্ষেত্রে أداة النداء কে কখনো উল্লেখ করা যায় না।

فاطر এটি اللهم থেকে বদল এবং তা مبدل منه এর স্থানগত ইরাব

নছব গ্রহণ করেছে; কিংবা তা উহ্য أداة النداء দ্বারা মানছূব।

عالم الغيب এর তারকীব সম্পর্কে তুমি বলো।

ولو أن এ সম্পর্কে দেখো, ৯/১ পুরো অংশটির মূলরূপ এই–

لَو ثبتَ ما (موجودٌ) في الارضِ لِلّذين ظَلموا ....

তরজমা ঃ আপনি বলুন, হে আল্লাহ! হে আসমান যমীনের স্রষ্টা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! আপনিই আপনার বান্দাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন ঐ বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো। যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য যদি পৃথিবীর সকল সম্পদ এবং তার সঙ্গে তার সমপরিমাণ সম্পদ থাকতো তাহলে তারা কঠিন আযাব থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য কেয়ামতের দিন তা মুক্তিপণ দিয়ে দিতো। আর (তখন) আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য 'অবশ্যই' এমন আযাব প্রকাশ 'পাবে' যা তারা ধারণাও করতো না।

দ্রষ্টব্য ঃ 'দিতো' এর পরিবর্তে 'দিয়ে দিতো' বলার কারণ হলো ব্যগ্রতা প্রকাশ করা, যা পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায়।

بدا মাযী ব্যবহার করা হয়েছে ঘটনার নিশ্চিতি প্রকাশ করার জন্য। বাংলায় সে জন্য আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর মাযীর পরিবর্তে মোযারে ব্যবহার করা হয়েছে।

(٤) اَوَ لم يعلَموا اَنَّ اللهَ يبسُط الرزقَ لمَن يشاء و يقدِر، اِنَّ في ذلك لايٰتٍ لقومٍ يؤمنون * قل يٰعبادِيَ الذين اَسْرَفُوا على انفسِهم لاتقنَطوا من رحمَةِ اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰه يغفِر الذنوبَ جَميعا، اِنه هو الغفورُ الرحيم * وَ اَنِيبوا الى ربكم وَ اَسْلِموا له من قبلِ اَنْ يأتِيَكم العَذابُ ثم لاتُنصَرون * وَ اتَّبِعوا اَحْسَنَ ما اُنزِل اليكم من رَّبِّكم من قبلِ ان يأتيَكم العَذابُ بَغْتَةً و انتم لا تشعُرون *

শব্দবিশ্লেষণ

يبسط ও يقدر (১৫/৬) أسرفوا (৪/১৫) أنيبوا (১৩/২৩)

لا تقنطوا নিরাশ হয়ো না।। (قُنوطًا، ف)

اسلم له — তার অনুগত হলো। أَسْلَمَ ইসলাম গ্রহণ করলো।

بغتة — আচমকা, হঠাৎ। দেখো– ১৭/১০

বাক্যবিশ্লেষণ

أن الله ... و يقدر এর মূলরূপটি বলো।

جميعا — এটি مُجْتَمِعَةً অর্থে يَغْفِرُ এর مفعول به থেকে حال

من قبل ..... العذاب এর তারকীব করো।

ثم لا تنصرون এর পূর্বে شرط ও جواب উহ্য রয়েছে এবং উহ্য جواب এর উপর এটি معطوف হয়েছে, যথা– إن جاءَكُمُ العَذَابُ عُذِّبْتُمْ ثم لا تُنْصَرون

أحسن — এটি اسم التفضيل যা اتبعوا এর مفعول به রূপে মানছূব।

ما أنزل — ছিলা-মাওছূল মিলে مضاف إليه (তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি যে বিধান নাযিল করা হয়েছে তার সর্বোত্তমটিকে তোমরা অনুসরণ করো) মতলব– তোমাদের উপর নাযিলকৃত সর্বোত্তম বিধানকে তোমরা অনুসরণ করো।

তরজমা ঃ তারা কি জানে নি যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন (তার জন্য) রিযিক প্রসারিত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জন্য) সংকুচিত করেন। নিঃসন্দেহে তাতে নিদর্শনাবলী রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে।

আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনিই তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর সমীপে আত্মসমর্পণ করো, তোমাদের কাছে আযাব এসে যাওয়ার পূর্বে। এরপর (কিন্তু) তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

আর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি অবতারিত সর্বোত্তম বিষয়কে অনুসরণ করো, তোমাদের কাছে আচমকা আযাব এসে পড়ার পূর্বে, এমন অবস্থায় যে তোমরা (তা) টেরও পাবে না।

(٥) و يومَ القيٰمةِ ترى الذين كَذَبوا على اللّٰهِ وجوهُهُم مسودّةٌ،
أَلَيْسَ في جهنَّم مَثْوًى للمتكبرين * وَ يُنَجِّي اللّٰهُ الذين اتَّقَوا

بِمفازَتِهِم، لا يَمَسُّهم السُّوءُ وَ لا هم يَحْزَنون * اللّٰه خالِقُ كلِّ شيءٍ، و هو على كُلِّ شيءٍ وكيلٌ * له مَقاليد السمٰوٰتِ وَ الارضِ، وَ الذين كفَروا بِاٰيٰتِ الله اولئك هم الخٰسرون * قل اَفَغيرَ اللهِ تأمُروني اعبدُ ايها الجٰهلون * وَ لقد اُوحِيَ اليك وَاِلى الذين من قبلِك، لَئن اَشْرَكْتَ لَيحبطَنَّ عملُك وَ لتكونَنَّ مِنَ الخٰسرين * بَلِ اللّٰه فاعبُدْ وَ كُن منَ الشّٰكِرين *

শব্দবিশ্লেষণ

مسود — اسم الفاعل থেকে (কালো হওয়া।) إِسْوِداداً (افعلالا) (কালো) اِسْوَدَّ وجهُه (من شيءٍ) (কোন কিছুর কারণে) তার চেহারা কালো হয়ে গেলো।

مَثْوًى — (ال যোগে المثوٰى) বাসস্থান, অবস্থানক্ষেত্র।
ثَوٰى بِالمكانِ / في المكانِ (ثَواءً، ثُوِيًّا، ض) অবস্থান করলো
কোরআনে আছে– و ما كنتَ ثاوِيًا في اهلِ مديَنَ

مفازة — فازَ بالخيرِ (فَوْزاً، مَفازًا، مَفازَةً، ن) কল্যাণ লাভ (সফলতা) করলো। অর্জন করলো।
مَفازَةٌ এর একটি অর্থ মরুভূমি, বহুবচনে مَفاوِزُ

لا يمس — (স্পর্শ করবে না) দেখো– ৭/২৮

مِقْلادٌ — বহুবচনে مَقالِيدُ চাবি, চাবিকাঠি।

বাক্যবিশ্লেষণ

وجوههم مسودة এই اسمية বাক্যটি ترى এর مفعول به থেকে حال
পুরো বাক্যটির অবশিষ্ট তারকীব তুমি বলো।

مثوى — এটি ليس এর পশ্চাদ্‌বর্তী ইসম।
للمتكبرين (مُعَدٌّ) (প্রস্তুতকৃত) مثوى এর ছিফাত।

في جهنم (موجودًا) এটি ليس এর অগ্রবর্তী খবর (অহংকারীদের জন্য প্রস্তুতকৃত বাসস্থান কি জাহান্নামে বিদ্যমান নেই)

بمفازتهم — এখানে ب অব্যয়টি হেতুবাচক, (তাদের সফলকাম হওয়ার কারণে) এটি কার সাথে متعلق বলো।

لا يمسهم — এটি স্বতন্ত্র বাক্য কিংবা يُنَجِّي এর مفعول به থেকে حال

أ فغير الله — হামযাটি প্রত্যাখ্যানের জন্য, ف অব্যয়টি শোভায়নের জন্য। غير الله হচ্ছে أعبد এর অগ্রবর্তী مفعول به

تأمروني — মুশাদ্দাদ নূন হচ্ছে نونُ الإعرابِ ও نُون الوِقايَةِ এর যুক্তরূপ أعبد কে পূর্ববর্তী أن ফেলে দিয়ে রফা প্রদান করা হয়েছে। মূল ইবারত এরূপ– أيُّها الجاهِلون أَ تأمُرونَنِي أن أعبدَ غيرَ اللهِ

তরজমা ঃ আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন, চেহারাগুলো তাদের কালো। অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নামে নয়!

আর যারা (শিরক থেকে) বেঁচে ছিলো আল্লাহ তাদেরকে নাজাত দেবেন তাদের (এই) সফলতার কারণে। কোন মন্দ বিষয় তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুরই অভিভাবক। আসমান-যমীনের চাবিগুচ্ছ তো তাঁরই কাছে। আর যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে ওরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত। আপনি বলুন, হে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আদেশ করছো যে, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো!

অবশ্যই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহী নাযিল করা হয়েছে (যে,) যদি তুমি শিরক করো তাহলে তোমার আমল অবশ্যই বরবাদ হবে, আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে, বরং তুমি শুধু আল্লাহরই ইবাদত করো এবং শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

(٦) وَ سِيْقَ الذين كفروا إلى جهنَّمَ زُمَرًا، حتى اذا جاؤُوها فُتِحَتْ اَبوابُها وَ قالَ لَهم خَزَنَتُها الم يأتِكُمْ رسُلٌ منكم يَتلون عليكم ءايتِ ربِّكم و يُنذِرونَكم لِقاءَ يومِكم هذا، قالوا بَلىٰ وَ لٰكن حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذابِ على الكٰفرين * قِيل ادخُلوا ابوابَ جهنَّمَ خٰلدين فيها، فَبِئْسَ مَثْوَى المتكبرين * وَ سيق الذين اتقوا إلى الجنَّة زُمَرًا * حتى

إذا جاؤوها و فُتِحت أبوابُها و قالَ لهم خزنَتُها سَلٰم عليكم طِبْتُم فادخُلوها خٰلدين *

শব্দবিশ্লেষণ

سيق	(টেনে নেয়া হবে) এটি سوقا (ن) থেকে ماضي مجهول
زمرا	এটি زُمْرَةٌ এর বহু, দল, জামাত
خَزَنَة	এটি خَازِن এর বহু, খাজানায়/ভাণ্ডারে সঞ্চিতকারী, খাজানার তত্ত্বাবধানকারী, জাহান্নামের তত্ত্বাবধানকারী, প্রহরী।
	خَزَنَ شيئًا (ن) মাছদার خَزْنًا সঞ্চিত করা, জমা করা।
	هن خَوازِنُ - هي خازِنَة - هم خَزَنَة - هو خازن
حقت	(অবশ্যসাব্যস্ত হলো, অপরিহার্য হলো) দেখো, ১৭/২৫
	يَحِقُّ عليك أن تفعلَ كذا তোমার কর্তব্য হলো তা করা।
بئس	(দেখো, ১৮/২১) حتى (দেখো, ১৬/১
طبتم	(তোমরা সুখী হও) এটি দু'আ বাক্য।
	طِيْبًا (ض) উত্তম হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

زمرا	এটি نائب الفاعل থেকে حال পুরো। বাক্যটির তারকীব করো
إذا	এটি اسم ظرفٍ و شرطٍ সুতরাং ... (বক্তব্য পূর্ণ করো)
يتلون ...	বাক্যটি رسل এর দ্বিতীয় ছিফাত, কিংবা رسل থেকে حال
	এখানে نكرة থেকে حال হওয়ার বৈধতা সাব্যস্ত করো।
و ينذرونكم	এ বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।
لقاء يومكم	এটি মূলত উহ্য من এর মাজরূর, এখানে সরাসরি ينذرون এর দ্বিতীয় مفعول به হয়েছে, তরজমায় من বা عن আছে।
هذا	এটি يومكم থেকে বদল।
مثوى ...	এটি فاعلٌ لِفعلِ الذَّمِّ، و المخصوصُ بالذَّمِّ محذوفٌ، أي : جهنَّمُ
جاؤوها	এ বাক্যটি إذا এর شرط এবং مضاف إليه পুরো বাক্যের শেষে এর উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ– فَرِحُوا و سَعِدُوا جواب الشرط
و فتحت	উত্তম তারকীব এই যে, واو অব্যয়দু'টি عطف এর জন্য। এ ক্ষেত্রে إذا এর شرط হবে তিনটি।
	কিংবা প্রথমটি واو الحال, তখন قد উহ্য থাকবে, এবং অর্থ হবে–

(যখন তারা জান্নাতে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, তার দরজা-গুলো খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের ব্যবস্থাপকগণ বলবেন....)

سلم এটি মুবতাদা হওয়ার বৈধতা বলো। (দেখো, ২৩/৮)

فادخلوا এই ف হচ্ছে হেতুবাচক

তরজমা ঃ আর যারা কুফুরি করেছে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে, এমনকি তারা যখন সেখানে পৌছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের রাসূলগণ আসেন নি, যারা তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ তোমা-দেরকে তেলাওয়াত করে শোনাতেন এবং তোমাদের এই দিনটির সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন। তারা বলবে, অবশ্যই (এসেছিলেন, এবং সতর্ক করেছিলেন) কিন্তু (প্রকৃত বিষয় এই যে,) কাফিরদের উপর আযাবের ফায়ছালা অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

(তাদেরকে) বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ো। তাতে তোমরা চিরকাল থাকবে, অহংকারীদের ঠিকানা (জাহন্নাম) কত না নিকৃষ্ট।

আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নেয়া হবে, এমনকি যখন তারা জান্নাতে (র সম্মুখে) উপনীত হবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি (বর্ষিত হোক) তোমরা সুখী হও। তারপর চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করো (তখন তারা খুবই আনন্দিত হবে।)

(٧) وَ قالوا الحمدُ لِلّٰهِ الذي صَدَقَنا وعدَه و اَوْرَثَنا الارضَ نَتبَوَّأُ مِنَ الجنَّةِ حيث نَشاء، فَنِعْمَ اجْرُ العٰملين * و تَرَى المَلٰئِكةَ حَافِّين مِنْ حولِ العَرْشِ يُسبحون بِحَمدِ ربِّهم، و قُضي بينهم بالحقِّ و قيل الحمدُ لله ربِّ العلمين *

শব্দবিশ্লেষণ

صِدْقًا (ن) সত্য বলা। صَدَقَ في الحديثِ সত্য কথা বলেছে

صدق فلانًا অমুককে সত্য বিষয় অবহিত করেছে।

صدقه الحديثَ তার সাথে সত্য কথা বলেছে।

صَدقه الوعدَ তার সাথে ওয়াদা রক্ষা করেছে।

আলকোরআনে আছে– وَ لقد صدقكم اللّٰهُ وعدَه

صادق (সত্যবাদী) এর অতিশয়ী শব্দ হলো صَدُوق

أورثنا আমাদেরকে উত্তরাধিকারী করেছেন। দেখো– ৯/৮

نتبوأ (অবস্থান করবো) تَبَوَّأَ - يَتَبَوَّأُ - تَبَوُّأً - تَبَوُّأً

تَبَوَّأَ المكانَ/بالمكانِ স্থানটিতে অবস্থান করলো।

حافين (বেষ্টনকারী অবস্থায়) (ن) حَفًّا و حِفَافًا বেষ্টন করা, ঘিরে রাখা

حَفَّ شيئًا কোন কিছুকে বেষ্টন করলো।

حَفَّ به তাকে ঘিরে রাখলো, বেষ্টন করলো।

حَفَّ حَوْلَه/ مِنْ حَولِه তার চারপাশে বেষ্টন করলো।

حَفَّ شيئًا بِشيءٍ কিছুকে কিছু দ্বারা বেষ্টন করলো।

হাদীছ শরীফে আছে– حُفَّتِ الجنَّةُ بالمكارِهِ জান্নাতকে কষ্টদায়ক ও অপছন্দনীয় জিনিস দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে।

مَكْرَهٌ বহু مَكارِهُ কষ্টদায়ক ও অপছন্দনীয় বিষয়।

বাক্যবিশ্লেষণ

الحمد থেকে الأرض পর্যন্ত বাক্যটির তারকীব করো।

نتبوأ এটি نا থেকে হাল من الجنة এটি نتبوأ এর সাথে متعلق

حيث نشاء অর্থাৎ مكانَ مَشِيْئَتِنا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

نعم এর مخصوص بالمدح উহ্য রয়েছে। যথা– نِعم أجرُ العملين الجنةُ (আমলকারীদের প্রতিদান, জান্নাত কত না উত্তম!) (দেখো– ১৮/২১)

من حول ... এটি حافين এর متعلق আর তা ... (পূর্ণ করো)

من এটি অতিরিক্ত। সুতরাং حول হচ্ছে ... (পূর্ণ করো)

يسبحون এটি الملئكة থেকে দ্বিতীয় حال

তরজমা ঃ আর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন, যাতে আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বাস করতে পারি। সুতরাং আমলকারীদের প্রতিদান (জান্নাত) কত না উত্তম!

আর আপনি ফিরেশতাদেরকে দেখবেন, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে আছে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে। আর তাদের মাঝে ন্যায় বিচার করা 'হবে' এবং বলা 'হবে', সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর।

(٨) الذين يَحمِلون العرشَ ومن حولَه يسبحون بِحَمدِ ربهم ويُؤمنون به و يستغفِرون للذين اٰمنوا، رَّبنا وَسِعْتَ كلَّ شيءٍ رحمَةً و عِلْماً فاغفِر للذين تَابوا و اتَّبعوا سبيلَك وَقِهم عذابَ الجحيم * ربنا و اَدْخِلهم جنّٰتِ عَدْنٍ التي وعدتَهم و مَن صلَح مِنْ ءابائِهم وَ ازوَاجِهم و ذرِّيّٰتِهم، اِنك انت العزيزُ الحكيم * وَقِهِمُ السيِّئاتِ، وَمَنْ تَقِ السيئاتِ يومَئذٍ فقد رحمتَه، و ذلك هو الفوز العظيم *

শব্দবিশ্লেষণ

وسعت (আপনি বেষ্টন করেছেন) দেখো– ৯/১৬ ق (দেখো– ১/১২)

صلح (সৎ হয়েছে) (ك، ن) صَلاحًا সৎ হওয়া, উপযুক্ত/উপকারী হওয়া, ঠিক হয়ে যাওয়া। هذا يصلُح لك এটা তোমার জন্য উপযুক্ত/উপকারী হবে। হাদীছ শরীফে আছে–

ألا إن في الجسَدِ مُضغَةً إذا صلَحَت صلَحَ الجسَدُ كلُّه و إذا فسَدَت فسَدَ الجسَدُ كله، ألا وَ هِي القلبُ (শোনো! নিশ্চয় (মানুষের) দেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন তা ঠিক হয়ে যায় তখন সমগ্র দেহ ঠিক হয়ে যায়, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়। শোনো! সেটা হচ্ছে 'কলব')

أَصْلَح شيئًا সংশোধন/মেরামত করলো, তার নষ্টতা/অসুবিধা দূর করলো।

أصلح بينَهما/ذاتَ بينِهما উভয়ের মাঝে মীমাংসা/আপোস করে দিলো

বাক্যবিশ্লেষণ

الذين ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা।

حولَه (استَقَرُّوا) وَ مَن ছিলা-মাওছূল মিলে الذين এর উপর معطوف

اِستقَرَّ- يَسْتَقِرُّ- اِسْتَقِرَّ- اِستقراراً স্থির/স্থিত হওয়া, অবস্থিত হওয়া

يسبحون তিনটি معطوف عليه ও معطوف মিলে খবর।

.... قائلين) ربنا) এটি يستغفرون এর ফায়েল থেকে حال

وسعت এটি ফেয়েল ও ফায়েল كلَّ شيءٍ তার مفعول به
رحمةً و علمًا এ দু'টি হচ্ছে تمييز যা মূলত ফায়েল ছিলো, অর্থাৎ
وسع كلَّ شيءٍ رحمتُك و علمُك
فعل কে صاحبُ الرحمةِ و العلمِ এর দিকে اسناد করা হয়েছে।

عائد হচ্ছে উহ্য بها ,বলো التى ... وعدتهم (بها) এটি তারকীবে কী হয়েছে

من صلح এটি ادخل এর প্রথম مفعول به এর উপর معطوف
من এটি بيانية (বা ব্যাখ্যাবাচক অব্যয়, যা من দ্বারা উদ্দিষ্ট
ব্যক্তিদেরকে ব্যাখ্যা করছে) এটি معدودا এর সাথে متعلق যা
صلح এর যামীর থেকে حال
এখানে ছিলাহকে একবচন করা হয়েছে কোন দিক থেকে?
صلحوا বলা যাবে কি না এবং কীভাবে, বলো?

سيئات এটি سيئة এর বহু, অপ্রিয় বিষয় (অর্থাৎ শাস্তি) এ অর্থ হিসাবে
এটি ق এর দ্বিতীয় مفعول به এর অন্য অর্থ– গোনাহ, এ হিসাবে
মূল ইবারত এই– وَقِهِمْ جزاءَ السيئاتِ
অর্থাৎ এখানে مضاف منصوب কে হযফ করে مضاف إليه কে
তার স্থলবর্তী করা হয়েছ।

من এটি اسم موصول و شرط সুতরাং ... (বক্তব্য পূর্ণ করো)
السيئات এটি تق এর দ্বিতীয় مفعول به প্রথম مفعول به উহ্য রয়েছে
এবং সেটাই عائد إلى الموصول
تق ফেয়েলটির ইরাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

তরজমা ঃ যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে অবস্থান করে তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য (এই কথা বলে) ইসতিগফার করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রহমত ও ইলম সকল কিছুকে বেষ্টন করেছে, সুতরাং যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে তাদেরকে আপনি মাফ করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনি তাদেরকে দাখেল করুন চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং (জান্নাতে দাখেল করুন) তাদের মা-বাবা এবং তাদের স্ত্রীগণ এবং তাদের সন্তানদেরকে। আপনিই তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

আর আপনি তাদের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আর সেদিন আপনি যাকে আযাব থেকে রক্ষা করবেন তাকে তো আপনি অবশ্যই দয়া করলেন, আর সেটাই তো মহান সফলতা।

(٩) هو الذي يُرِيكم اٰيٰتِـه و يُنَـزِّلُ لكم مِنَ السماءِ رزقًا، و ما يَتذكَّرُ اِلَّا مَن يُـنيـب * فادعوا اللهَ مُخلصِينَ له الدينَ و لو كَرِه الكٰفـرون *

বাক্যবিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির মুবতাদা ও খবর চিহ্নিত করো।

رزقا (খাদ্য) এখানে উদ্দেশ্য হলো বৃষ্টি, যা খাদ্য উৎপন্ন হওয়ার কারণ। খাদ্য ও বৃষ্টি উভয়ের মাঝে 'কার্য-কারণ' সম্পর্ক রয়েছে, আর এখানে কার্য বলে কারণকে বোঝানো হয়েছে।

... ما يتذكر (أحد) إلا এর তারকীব বিশদ আলোচনা করো।

ادعوا الله অর্থাৎ إن أردتُم رضَا اللّٰهِ فَ ....

و لو এটি حرفُ مصدرٍ بِمَعْنٰىمَعَ ، أي : مَعَ كُرْهِ الكافرين ذٰلك

তরজমা ঃ তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে আপন নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক (বৃষ্টি) নাযিল করেন। আর যারা (আল্লাহর দিকে) অভিমুখী হয় তারাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। (আর তারাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে যারা আল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাকো, তাঁর জন্য দ্বীনকে খালিছ করা অবস্থায় যদিও কাফিররা (তা) অপছন্দ করে।

অন্য তরজমাঃ যারা আল্লাহর অভিমুখী হয় তারা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

(١٠) و الله يَقضِي بالحقِّ، و الذين يَدعون من دونِه لا يقضُون بشيءٍ، ان الله هو السميعُ البصير * أوَ لم يَسِيروا في الأرضِ فينظُروا كيف كان عٰقِبةُ الذين كانوا من قبلِهم،

كانوا هم أشدَّ منهم قوةً و ءاثارًا في الأرضِ فأخذهم الله بذنوبهم و ما كان لهم من الله من واقٍ *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

يقضي (১১/১৫) واقٍ (الواقي) রক্ষাকারী ২/১২ أثر বহু آثار চিহ্ন, প্রভাব

يدعون من ... অর্থাৎ يدعون (هم معدودين) من دونه (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

لا يقضون بشيء এ বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

ينظروا এটি عطف দ্বারা মাজযূম, কিংবা উহ্য أن দ্বারা মানছূব। এখন তুমি ف এর পরিচয় দাও এবং নছব বা জযমের আলামত বলো। উভয় তারকীবের তরজমা–
(ক) তারা কি ভূমিতে পরিভ্রমণ করেনি, অনন্তর দেখেনি ...
(খ) তারা কি ভূমিতে পরিভ্রমণ করেনি যাতে দেখতে পায়...

كان এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো, দেখো– ৪/১৪

من قبلهم এটি موجودين এর সাথে متعلق এবং তা ...

هم এটি كانوا এর ইসমের মুআক্কিদ।

أشد منهم এটি كانوا এর খবর قوة এর তারকীব তুমি বলো।
آثارا এটি أكثرهم এই উহ্য شبه الفعل ও شبه الفاعل এর نسبة থেকে তামীয এবং তা أشد এর উপর معطوف হয়েছে।

قوة و اثار আয়াতের তারকীব এবং তরজমার তারকীব-এর পার্থক্য বলো

و ما كان ... অর্থাৎ و ما كان واقٍ من الله ثابتًا لهم (আল্লাহ থেকে কোন রক্ষাকারী তাদের জন্য সাব্যস্ত নেই।)

তরজমা ঃ আল্লাহ তো সত্যভাবে ফায়ছালা করেন, আর আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে তারা ডাকে তারা কিছুই ফায়ছালা করতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহই সবকিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। আর তারা কি ভূখণ্ডে বিচরণ করেনি, অনন্তর দেখেনি, কেমন ছিলো ঐ লোকদের পরিণাম যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তারা তো শক্তিতে ও প্রভাবে এদের চেয়ে ভীষণ ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কারণে পাকড়াও করেছিলেন। তখন তাদের জন্য আল্লাহ থেকে কোন রক্ষাকারী ছিলো না।

(١١) ذلك بِاَنَّهم كانت تَأتِيهم رسُلهم بالبيِّنٰت فكفَروا فاخَذَهم اللّٰهُ، اِنه قَوِيٌّ شديدُ العِقابِ *

বাক্যবিশ্লেষণ

ذلك অর্থাৎ ذلك الأخذُ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ب অব্যয়টি হেতুবাচক, পরবর্তী বাক্যটি مصدرٌ مؤوَّلٌ في مَحَلِّ جرٍّ

মূলরূপ এই– ذلك الأخذُ بِسَبَبِ إتيانِهمُ الرسُلَ و كفرِهم بهم

(ঐ পাকড়াও করা ছিলো তাদের কাছে রাসূলদের আগমনের কারণে এবং তাঁদের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কারণে)

شديد العقاب দেখো– ৪/১৬

তরজমা ঃ তা এই কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ প্রমাণাদিসহ আগমন করতেন, কিন্তু তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছিলো, তাই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহাশক্তিধর, কঠিন শাস্তিদাতা।

(١٢) وَلقد ارسلنا موسٰى بِاٰيٰتِنا و سُلطٰنٍ مبين * الى فرعونَ و هٰمٰنَ وَ قٰرون فقالوا سٰحِرٌ كذاب * فَلَمَّا جاءهم بالحقِّ من عندِنا قالوا اقتلوا اَبْناءَ الذين اٰمَنوا معه وَ استَحْيُوا نِساءَهم، و ما كيدُ الكٰفرين اِلاَّ في ضَلٰلٍ * وَقال فرعونُ ذروني اَقْتُل موسى وَ لْيَدْعُ رَبَّه، اني اَخاف اَن يبدِّلَ دينَكم او ان يُظهِرَ في الارضِ الفسادَ *

শব্দবিশ্লেষণ

ذروني (ছাড়ো তোমরা আমাকে) ৩/১০ كيد (চক্রান্ত) ১২/২৩

استحيوا (তোমরা জীবিত রাখো) দেখো– ১/১৫

تبديلا পরিবর্তন করা, تَبَدُّلا পরিবর্তন হওয়া, বদলে যাওয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

بايتنا (مُعَزَّزاً أو مُؤَيَّداً) এটি موسى থেকে হাল। (تعزيز এবং تاييد থেকে اسم المفعول অর্থ– যাকে শক্তিশালী করা হয়েছে)

কিংবা مع آيتنا এটি أرسلنا এর متعلق আর ب অব্যয়টি للمصاحبة

سحر كذاب হচ্ছে هو এই উহ্য মুবতাদার দু'টি খবর।

بالحق এটি جاء এর সাথে متعلق কিংবা متلبسا এর সাথে متعلق এবং তা جاء এর ফায়েল থেকে حال

من عندنا (نازلا) এটি الحق থেকে حال (যখন তিনি সত্যের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় আগমন করলেন, এমন অবস্থায় যে ঐ সত্য আমার কাছ থেকে অবতীর্ণ)

শেষ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি ফেরআউন, হামান ও কারূনের কাছে। কিন্তু তারা বললো, (সে তো) জাদুগর, মিথ্যাবাদী। তারপর মূসা যখন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে পৌঁছলেন তখন তারা বললো, যারা তার সাথে ঈমান এনেছে, তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করো, আর তাদের স্ত্রীদেরকে জীবিত রেখে দাসী বানাও। আসলে কাফিরদের চক্রান্ত ব্যর্থতার মাঝেই শেষ হয়।

আর ফিরআউন বললো, ছাড়ো তোমরা আমাকে, আমি মূসাকে হত্যা করবো, আর সে ডাকুক তার প্রতিপালককে; আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে, অথবা সে দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করবে।

দ্রষ্টব্যঃ 'তোমরা আমাকে ছাড়ো' ক্রোধের প্রকাশের জন্য এই তারতীব বদল করা হয়েছে।

(١٣) وَ قال موسى اِنّى عذتُ بربي و ربّكم مِنْ كُلّ متكبّرٍ لا يؤمن بيومِ الحساب *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

عذت (আশ্রয় গ্রহণ করেছি) (ن) عَوْذًا، عِياذًا (ব্যবহার ب যোগে) تعوذ ও اِستعاذَ এদু'টি ফেয়েল عاذَ এর সমার্থক।

শেষ বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

তরজমা ঃ আর মূসা বললেন, অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, এমন সকল অহংকারী থেকে যারা হিসাব-দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

(١٤) وَ قال رجلٌ مؤمن مِن اٰلِ فرعونَ يكتُم إِيمانَه اَ تقتلون رجلًا
ان يقولَ ربي الله وقد جاءَكم بالبينٰتِ من رَّبكم، وَ اِن يَّكُ كاذبًا
فَعليه كَذِبُه و ان يَّكُ صادقًا يُّصِبكم بَعْضُ الذي يَعِدُكم، اِنَّ
اللّٰهَ لا يَهْدِي من هو مُسرِفٌ كذاب *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

يكتم (দেখো– ২/১) بعد (দেখো– ৩/৭)

يصبكم (তোমাদেরকে আক্রান্ত করবে) দেখো– ২/৩

من ... (معدودٌ) এটি رجلٌ এর দ্বিতীয় ছিফাত, কিংবা يكتم এর متعلق

অর্থাৎ– رَجلٌ مؤمن يكتُم ايمانَه من اٰلِ فرعونَ

তরজমায় কোন্ তারকীব অনুসরণ করা হয়েছে বলো।

يكتم এটি কখন رجل এর দ্বিতীয় বা তৃতীয় ছিফাত হবে বলো

أن يقول অর্থাৎ لقوله (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

قد جاءكم بالبينات বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো। ب অব্যয়টি للتعدية

অর্থাৎ نازلةٌ من ... من ربكم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

يك كاذبا এটি شرط এর إعراب ব্যাখ্যা করো।

অর্থাৎ كَذِبُه عائدٌ عليه عليه كذبه (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

يصبكم এটি جواب الشرط আর بعض الذي হচ্ছে يصب এর ফায়েল।

يعدكم এর পরে به উহ্য রয়েছে, আর এই যমীরই হচ্ছে عائد

إن الله .... বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর ফিরআউনের গোষ্ঠীর এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখতো, সে বললো, তোমরা কি একজন লোককে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ; অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে! যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তো তার মিথ্যাবাদিতা তারই উপর বর্তাবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে যে শাস্তির হুমকি সে দিচ্ছে তার কিছু না কিছু তোমা-দেরকে আক্রান্ত করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে পথ প্রদর্শন করেন না যে স্বেচ্ছাচারী, মিথ্যাবাদী।

(١٥) يٰقوم لكم الملك اليومَ ظٰهرين في الارضِ، فمَن ينصُرنا
مِن بأسِ اللّٰهِ ان جاءَنا ، قال فِرعونُ ما أريكم اِلا ما اَرٰى و ما
اَهديكم اِلَّا سبيلَ الرَّشادِ *

শব্দবিশ্লেষণ

ظاهر প্রকাশিত, প্রাধান্য বিস্তারকারী (দ্বিতীয় অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য।)

ظُهورًا (ف) প্রকাশ পাওয়া।

ظَهَر على الأمرِ বিষয়টি অবগত হলো। কোরআনে আছে–

اِنهم اِن يظهَروا عليكم يرجُموكم (যদি তারা তোমাদের সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় তাহলে তোমাদেরকে বিতাড়িত করবে)

ظَهَر على عَدوِّه সে তার শত্রুর উপর বিজয়ী হলো।

ظهر في الأرضِ পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করলো।

سبيل الرشاد সুশীলতার পথ, কল্যাণের পথ, হেদায়াতের পথ।

বাক্যবিশ্লেষণ

لكم الملك اليوم অর্থাৎ الملك (ثابتٌ) لكم اليومَ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ظاهرين হচ্ছে যামীরে মাজরূর كم থেকে حال

من ينصرنا من بأس الله অথাৎ من يُنقِذنا (ব্যাখ্যা করো, দেখো– ১৭/১৭)

جاءنا এটি পূর্ববর্তী কারীনার ভিত্তিতে এর شرط এর جواب উহ্য রয়েছে।

অর্থাৎ– اِن جاءَنا فمن ينصُرنا من بأسِ الله

إلا এর পরবর্তী অংশটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول به

তরজমা ঃ হে আমার কাওম! রাজত্ব আজ তোমাদেরই জন্য, এমন অবস্থায় যে, ভূখণ্ডে তোমরা প্রাধান্য বিস্তারকারী। কিন্তু যখন আমাদের উপর আল্লাহর পরাক্রম আপতিত হবে তখন কে আমাদেরকে আল্লাহর পরাক্রম থেকে উদ্ধার করবে। ফেরআউন বললো, আমি যা দেখি (বুঝি) তা-ই তোমাদেরকে দেখাই (বোঝাই), আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই শুধু প্রদর্শন করি।

(١٦) وَ قال الذي اٰمَنَ يقومِ اتَّبِعون اَهْدِكم سبيلَ الرشادِ * يٰقومِ
اِنَّما هذه الحيٰوةُ الدنيا مَتٰعٌ، و ان الاٰخِرةَ هي دارُ القَرارِ *

مَن عَمِلَ سيئةً فلا يُجزي إلاَّ مِثلَها ، و مَنْ عَمِلَ صالحا
من ذكرٍ او أنثى و هو مؤمن فاولئك يَدخلون الجنةَ
يُرزَقون فيها بِغيرِ حسابٍ *

শব্দবিশ্লেষণ

متاع ভোগের বস্তু বা বিষয়। دارُ القرارِ চিরস্থায়িত্বের আবাস।

ذكر বহু ذكور পুরুষ أنثى নারী, বহু إناثٌ

বাক্যবিশ্লেষণ

من এর শর্ত ও জওয়াব এবং মুবতাদা ও খবর নির্ধারণ করো।

إلا এর পূর্বে شيئا উহ্য রয়েছে, এবং তা مستثنى منه

من ... এটি ব্যাখ্যাবাচক অব্যয়, যা من এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছে যে, من এর অর্থ হচ্ছে, যে কোন পুরুষ বা নারী। সুতরাং আমরা من এর স্থানে ذكر ও انثى কে স্থাপন করে এভাবে তরজমা করতে পারি– যে কোন নর বা নারী নেক কাজ করবে ... হরফুলজরটি তারকীবের দিক থেকে معدوا এর সাথে متعلق এবং তা عمل এর ফায়েল থেকে حال (যে কেউ নেক আমল করবে, এমন অবস্থায় যে সে নর বা নারী হতে গণ্য)

তরজমা ঃ যে লোকটি (গোপনে) ঈমান এনেছে সে বললো, হে আমার কাওম! তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করবো। হে আমার কাওম, এই পার্থিব জীবন তো শুধু ভোগের বস্তু। আর আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী বসবাসের গৃহ।

যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে তাকে শুধু ঐ মন্দকাজের অনুরূপ ফল দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যে কোন নর বা নারী মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে ওরাই জান্নাতে দাখেল হবে, সেখানে তাদেরকে বেহিসাব রিযিক দান করা হবে।

(۱۷) و يٰقومِ ما لي أدعوكم الى النجٰوةِ و تدعونَني الى النارِ *
تَدعونَني لِأكفُرَ باللهِ و أُشرِكَ به ما ليس لي به عِلمٌ، و انا
أدعوكم الى العزيزِ الغفارِ *

বাক্যবিশ্লেষণ

ما এটি اسمٌ استفهامٍ بمعنى أيُّ شيءٍ এটি মুবতাদা لي (ثابت) হচ্ছে খবর ادعوكم এটি ثابت এর যামীর থেকে حال

ما ليس لي به علم ছিলা-মাওছুল মিলে اشرك এর مفعول به

ما এর স্থানীয় অর্থ হলো উপাস্য به এর যামীর হচ্ছে عائد আর তা علم এর অগ্রবর্তী متعلق

তরজমা ঃ হে আমার কাওম, আমার হলো কী যে, আমি তোমাদেরকে নাজাতের দিকে ডাকি, আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকো। তোমরা আমাকে ডাকো, যাতে আমি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হই এবং তাঁর সাথে এমন উপাস্যকে শরীক করি যার সম্পর্কে আমার কোন ইলম নেই। আমি তো তোমাদেরকে ডাকি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে।

(١٨) اِنا لننصُر رسلَنا و الذين اٰمنوا في الحيٰوةِ الدنيا و يومَ يَقومُ الاشهٰدُ * يومَ لا ينفع الظّٰلمين مَعْذِرَتُهم و لهم اللعنَةُ و لهم سوءُ الدارِ *

শব্দবিশ্লেষণ

شاهد সাক্ষ্যদানকারী, প্রমাণ, বহু أشهاد (এখানে উদ্দেশ্য হলো হেফাজতকারী ফিরেশতাগণ এবং নবীগণ ও মুমিনগণ, যারা কেয়ামতের দিন মানবসম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।)

معذرة অজুহাত, ওযর عُذْرًا ও مَعْذِرَةً (ض) দেখো, ১১/১

سوء الدار বাসস্থানের মন্দত্ব (অর্থাৎ মন্দ বাসস্থান)

বাক্যবিশ্লেষণ

في الحيوة এটি ننصر এর সাথে متعلق ছিলা-মাওছুল মিলে তারকীবে কী হয়েছে বলো।

يوم এটি উহ্য ننصر এর ظرف পূর্ববর্তী ফেয়েলটি তার কারীনা।
দ্বিতীয় يوم হচ্ছে প্রথমটি থেকে বদল।
উভয় ক্ষেত্রে পরবর্তী বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।
বাক্যের মূলরূপটি উল্লেখ করো।

তরজমা ঃ আমি রাসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং (সাহায্য করবো) যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবেন, যেদিন যালিমদের ওযর-অজুহাত তাদের কোন কাজে আসবে না, বরং তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে মন্দ বাসস্থান।

(١٩) لَخَلْقُ السمٰوٰتِ و الارضِ اكبرُ من خَلقِ الناس و لكنَّ اكثرَ الناسِ لايعلمون * وما يَستوى الأَعْمٰى و البصيرُ، وَ الذين اٰمَنوا و عمِلوا الصّٰلحٰتِ وَ لا المُسِيْءُ، قليلا ما تَتَذكَّرون * اِنَّ الساعَةَ اٰتِيَةٌ لا ريبَ فيها، وَ لكِنَّ اكثرَ الناسِ لا يعلمون *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

مسيء (গোনাহকারী) أساءَ - يُسِيْءُ - إساءَةٌ গোনাহ করা (إلى যোগে) কারো প্রতি মন্দ আচরণ করা। أحسَنَ إلى ... এর বিপরীত।

প্রথম ও শেষ বাক্যটির তারকীব করো।

و الذين ... এটি البصير এর উপর معطوف

لا এটি অতিরিক্ত। المسيء শব্দটি পূর্ববর্তী মাওছূলের উপর معطوف

قليلا অর্থাৎ تَذكُّرا قليلا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ما অব্যয়টি অতিরিক্ত, যা সল্পতার অর্থকে তাকীদ করার জন্য এসেছে। মূলরূপ এই- تَتَذكَّرون تَذكُّراً قليلا جدا

তরজমা ঃ অবশ্যই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির চেয়ে কঠিন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না। আসলে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না, এবং যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারা এবং বদআমলকারী (সমান হতে পারে না) তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। কিয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (কিয়ামতের প্রতি) ঈমান আনে না।

(٢٠) وَ قال ربُّكمُ اُدْعوني استَجِبْ لكم، اِن الذين يَستكبِرون عن عبادتي سَيدخلون جهنَّمَ داخرين * الله الذي جعَل لكم الَّيلَ

لِتَسكُنوا فيه و النهارَ مُبْصِرا، اِن الله لذو فَضْلٍ على الناسِ
وَ لٰكنَّ اكثرَ الناسِ لا يشكُرون * ذٰلكم الله ربُّكم خالِقُ كلِّ
شيءٍ، لا اله الا هو فأنّٰى تُؤفَكون * كذلك يُؤفَك الذين
كانوا بأيٰتِ الله يجحَدون *

শব্দবিশ্লেষণ

استجب (আমি সাড়া দেবো) استجابة সাড়া দেয়া, (ل যোগে) [جوب]

استكبر عن شيء অহংকারবশত কোন কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

داخر (লাঞ্ছিত, অপদস্থ) (ف) دُخورًا লাঞ্ছিত/অপদস্থ হওয়া। বিনীত হওয়া।

لتسكنوا (দেখো– ২০/৫) يجحدون (দেখো– ১৯/১৫)

تؤفكون (তোমাদেরকে ফিরিয়ে/সরিয়ে দেয়া হচ্ছে) ২১/৩ কোরআনে আছে– أَجِئتَنا لِتَأفِكَنا عن اٰلِهَتِنا

বাক্যবিশ্লেষণ

استجب এই ফেয়েলটির إعراب সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দাও।

الله ... مبصرا পুরো বাক্যটির তারকীব সংক্ষেপে বলো।

ذلكم এটি মুবতাদা, এর পরে তিনটি খবর এসেছে।

তরজমা ঃ আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা আমার ইবাদতের বিষয়ে অহংকার করে অবশ্যই অতিসত্বর তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে যাবে।

আল্লাহ ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত্র বানিয়েছেন যেন তোমরা তাতে আরাম করো, আর দিবসকে বানিয়েছেন আলোকিত। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না।

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। সুতরাং কোথায় তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেরানো হচ্ছে। তেমনিভাবে বিভ্রান্ত করে ফেরানো হয় ঐ লোকদেরকে যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

(٢١) الله الذي جعل لكم الأرضَ قرارًا و السماءَ بناء و صَوَّرَكم فاحسَنَ صُورَكم و رزَقَكم مِنَ الطيبٰتِ، ذلكم الله ربُّكم، فتبارك الله ربُّ العٰلمين * هو الحَيُّ لا اله الا هو فادعوه مُخلِصين له الدينَ، الحمدُ لِلّٰهِ ربِّ العٰلَمين *

শব্দবিশ্লেষণ

قرار — স্বস্তির সাথে অবস্থানের বা স্থিতি লাভের স্থান।

قَرَّ بالمكانِ (قَرارًا، ض) স্থানটিতে অবস্থান করলো, স্বস্তি ও স্থিতি লাভ করলো।

اِستَقَرَّ بالمكانِ স্থানটিতে স্থির হলো, স্থিতি লাভ করলো।

اِستَقَرَّ في القلبِ মনে বদ্ধমূল হলো, হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করলো

أحسن — (উত্তমরূপে সম্পন্ন করলো)

أَحسَنَ عملًا কোন কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন করলো।

أَحسَنَ إليه তার প্রতি অনুগ্রহ/সদাচার করলো।

طيب — উত্তম ব্যক্তি, বহুবচনে طيبون উত্তম বস্তু; বহুবচনে طيبات

বাক্যবিশ্লেষণ

الله — এ মহান শব্দটি মুবতাদা, ছিলা-মাওছূল মিলে তার খবর।

جعل — এটি صَيَّرَ (পরিণত করেছেন) এর সমার্থক হলে الأرضَ قرارًا হবে جعل এর দুই মফউল। আর خلق এর সমার্থক হলে الأرضَ হবে তার مفعول به আর قرارًا হবে مُستَقَرًّا (স্বস্তির আবাসস্থল) অর্থে الأرضَ থেকে حال

و السماء بناء — এটি الأرض قرارا এর উপর معطوف

بناء শব্দটি এখানে ছাদ বা আবরণ অর্থে এসেছে।

من الطيبت — অর্থাৎ رزَقَكم بعضَ الطيباتِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

مخلصين — অর্থাৎ مِنَ الشركِ و الرياءِ

তরজমা ঃ আল্লাহ তো ঐ মহান সত্তা যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য স্বস্তির স্থান বানিয়েছেন এবং আকাশকে আবরণ বানিয়েছেন, আর তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অনন্তর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন এবং উত্তম বস্তুসমূহ হতে

তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। আর বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ বরকতময় হয়েছেন।
তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা তাকে ডাকো দ্বীনকে তার জন্য (শিরক ও রিয়া থেকে) খালিছ করা অবস্থায়। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর।

(٢٢) قُل اني نُهِيتُ ان اعبُدَ الذين تَدعون مِن دون اللّٰهِ لَمَّا جاءَني البينٰتُ من ربي، و اُمِرتُ ان اُسْلِمَ لربِّ العلَمين *

বাক্যবিশ্লেষণ

ان ... الله মূলরূপ– نُهيت عن عِبادَةِ الذين تدعُونَهم معدودين من دون الله (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

أمرت أن أسلم ... বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে ঐ উপাস্যদের উপাসনা হতে, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তোমরা উপাসনা করো, যখন আমার কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পন করতে।

(٢٣) و يُريكم اٰيٰتِه، فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنكِرون * اَفَلم يَسيروا في الارضِ فينظُروا كيف كان عاقبةُ الذين من قبلِهم، كانوا اكثَرَ منهم و اَشَدَّ قُوَّةً و اٰثارًا في الأرضِ فما اغنٰي عنهم ما كانوا يكسِبون * فلما جاءتهم رسلُهم بالبينٰتِ فَرِحوا بما عندَهم من العلمِ و حاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهزِءون *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

تنكرون (দেখো– ১৩/২) ما أغنى (দেখো– ৩/১৭)

حاق (বেষ্টন করলো) ب অব্যয়যোগে (ض) حَيْقًا

أي ... এ অংশটি تنكرون এর অগ্রবর্তী مفعول به

فَاَيَّ اٰيَاتِ اللهِ تُنكرونه এর তারকীব করো। (দেখো– ১৯/৩)

آثارا — এটি قوةً এর উপর معطوف উভয়টি أَشَدَّ এর نسبة থেকে তামীয কিংবা قوةً হচ্ছে أشدّ এর এবং آثارًا হচ্ছে أكثرَ এর তামীয।

في الارض — এটি موجودةٌ বা ثابتةٌ এর সাথে متعلق এবং তা آثارا এর ছিফাত

ما كانوا ... — ما كانوا অথবা المالُ الذي كانوا يكسبونه কিংবা كسبهم المال অর্থাৎ ... يكسبونه من المالِ

من العلم — معدودا এটি مِن البَيانِيَّةُ এটি ما المرصولة এর স্থানীয় অর্থ বর্ণনাকারী এটি এর সাথে متعلق যা شبه الفعل এর যামীর থেকে حال

শাব্দিক অর্থ– (ক) ঐ জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে যা তাদের কাছে রয়েছে এমন অবস্থায় যে, তা ইলম থেকে গণ্য। (খ) ঐ ইলম নিয়ে তারা সন্তুষ্ট হয়েছে যা তাদের কাছে রয়েছে।

ما كانوا به ... — এ অংশটির তারকীব করো, এবং তারকীবে তা কী হয়েছে বলো ما এর স্থানীয় অর্থ হলো العذاب

তরজমা ঃ আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে! আচ্ছা, তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি, কেমন ছিলো ঐ লোকদের পরিণাম যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তারা (সংখ্যায়) এদের চেয়ে বেশী ছিলো এবং শক্তিতে ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে এদেব চেয়ে বেশী ছিলো কিন্তু তাদের উপার্জিত সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি। তারপর যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তাদের কাছে আগমন করলেন তখন তারা ঐ জ্ঞান নিয়েই দম্ভ করলো যা তাদের কাছে ছিলো, ফলে যে আযাব সম্পর্কে তারা উপহাস করতো তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করেছিলো।

(٢٤) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُم إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ، وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الذين لا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ و هم بِالْآخِرَةِ هم كٰفِرُونَ *

বাক্যবিশ্লেষণ

[illegible] (সেলা অবিচ্ছেদ্য অংশ) إلى অব্যয়টি এই ফেয়েলের উপযুক্ত متعلق নয়, সুতরাং তাতে تَوَجَّهُوا এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত হবে।

ফেয়েল ও তার অন্তর্ভুক্ত অর্থের ভিত্তিতে তরজমা হবে– সুতরাং তোমরা (সত্যের উপর) অবিচল থেকে তার অভিমুখী হও।

أنما ... এর মূলরূপ– يُوحٰى إِلَيَّ وحدانِيَّةُ الٰهِكم (ব্যাখ্যা করো)১৬/৯

তরজমা ঃ আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মত মানুষ মাত্র। আমার প্রতি এই মর্মে অহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং তোমরা অবিচলভাবে তার অভিমুখী হও এবং ইসতিগফার করো। আর বরবাদি রয়েছে মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত আদায় করে না, বরং আখেরাতকে অস্বীকার করে।

(٢٥) إِنَّ الذين اٰمنوا و عمِلوا الصّٰلِحٰتِ لهم اجرٌ غيرُ ممنونٍ

বাক্যবিশ্লেষণ

ممنون এটি اسم المفعول এখানে به عليهم উহ্য রয়েছে, (এমন প্রতিদান যা দ্বারা তাদের উপর অনুগ্রহ ফলানো হবে না।)

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে 'নির্মল' প্রতিদান।

দ্রষ্টব্য ঃ غير ممنون এর ভাব তরজমা করা হয়েছে, কারণ যে প্রতিদানের উপর অনুগ্রহ ফলানো হয় না, তা 'নির্মল'ই হবে। 'অকৃপাদুষ্ট' এ তরজমাও করা যায়।

(٢٦) قُل أَئِنَّكُم لَتَكفُرون بالذي خَلَقَ الارضَ في يَوْمَينِ و تَجعَلون له أَندادًا، ذلك ربُّ العلَمين *

বাক্যবিশ্লেষণ

ذلك দ্বারা ইশারা করা হয়েছে الذي قَدَرَ على خلقِ الأرض في يومين এর দিকে, এটি মুবতাদা, পরবর্তী অংশটি খবর।

তরজমা ঃ তোমরা কি ঐ সত্তাকে অস্বীকার করো যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ করো! তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

(٢٧) إِنَّ الذين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا تَتَنَزَّلُ عليهم الملٰئِكةُ أَلَّا تخافوا وَ لا تحزَنوا و أَبْشِروا بالجنَّةِ التي كنتم تُوْعَدون *

نحنُ أولياؤكم في الحيٰوة الدنيا و في الأٰخرة، و لكم فيها ما تَشْتَهِي انفسُكم و لكم فيها ما تَدَّعون * نُزُلا من غفورٍ رحيم

শব্দবিশ্লেষণ

استقاموا (তারা অবিচল হলো) استقامة (দেখো- ১/২)

اشتهاء চাওয়া, আগ্রহ করা, খাহেশ করা, মাদ্দাহ شهو
اشْتَهٰى شيئًا সে কোন কিছুর প্রতি আগ্রহ করলো।
لا يشتهي الطعامَ সে খাবারের প্রতি রুচি বোধ করছে না।

تدعون (তোমরা চাও) اِدِّعاء দাবী করা, চাওয়া। (মাদ্দাহ دعو)

বাক্যবিশ্লেষণ

إن এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

ألا এটি أن ও لا এর যুক্তরূপ। আর أن হচ্ছে ব্যাখ্যা-অব্যয়। এখানে تتنزل ফেয়েলটি قول এর অর্থ ধারণ করেছে। কেননা ফেরেশতাদের অবতরণ তো বার্তাসহই হবে। أن এর পর সেই বার্তা বর্ণিত হয়েছে।

عائد ও এটি ছিলা توعدون (بها)

في এ অব্যয়টি أولياء এর সাথে متعلق

ما تشتهي أنفسكم পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা لكم فيها (ثابت) খবর

نزلا এটি مُعَدًّا للضيف এর সমার্থক রূপে ما থেকে حال হয়েছে।

من অব্যয়টি نزل এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তারপর (তাতে) তারা অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফিরেশতা অবতীর্ণ হয় (এই বার্তা নিয়ে) যে, তোমরা ভয় করো না, বরং তোমরা ঐ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো যার ওয়াদা তোমাদেরকে করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে আমরাই তোমাদের বন্ধু। আর সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে ঐ সকল বস্তু যা তোমাদের মন 'খাহিশ' করে। আর সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে ঐ সকল বস্তু যা তোমরা দাবী করো (এবং) যা ক্ষমাশীল, দয়াময়-এর পক্ষ থেকে মেহমানদারি।

দ্রষ্টব্য– কাফিরদের কষ্টদায়ক কথা সম্পর্কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলছেন–

(٢٨) ما يُقال لك إلاَّ ما قد قِيلَ للرسُل من قبلِك، إن ربَّك لَذو مغفرةٍ و ذو عقابٍ اليم *

বাক্যবিশ্লেষণ

إلا — এটি حرف النفي এর পর আগত أداةُ حصرٍ (বিশিষ্টায়ক অব্যয়) তারকীবে তার কোন ভূমিকা নেই।

ما — এখানে مثل এই مضاف উহ্য রয়েছে, যা মূলত نائب الفاعل
قيل এর যমীর হচ্ছে عائد إلى الموصول

من قبل (ماضين) এটি الرسل থেকে حال

তরজমা ঃ আপনাকে তো শুধু ঐ কথাই বলা হয় যা আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক ক্ষমার অধিকারী এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির অধিকারী।

(٢٩) مَن عمِلَ صٰلحًا فَلِنفسِه و مَنْ اساءَ فَعَلَيها، و ما ربُّك بِظَلَّامٍ للعبيدِ

বাক্যবিশ্লেষণ

من — এটি اسم موصول و شرط সুতরাং عمل বাক্যটি তার শর্ত এবং ছিলাহ। আর ছিলাহ-মাওছূল মিলে মুবতাদা।
ف এটি رابطة, আর لنفسه হচ্ছে উহ্য মুবতাদার উহ্য খবরের متعلق অর্থাৎ نَفْعُه ثابتٌ لنفسِه এটি جواب الشرط ও খবর।

فعليها — অর্থাৎ فَضَرُّه عائد عليها

তরজমা ঃ যে ব্যক্তি নেক আমল করবে তার সুফল তারই জন্য হবে, আর যে বদআমল করবে তার কুফল তারই উপর সাব্যস্ত হবে। আর আপনার প্রতিপালক তো বান্দার প্রতি যুলুম করেন না।

(١) وَ لَئِنْ اذقنٰه رحمةً منا من بعدِ ضَرَّاءَ مَسَّته لَيقولَنَّ هذا لي
و ما اَظُنُّ الساعَةَ قائِمةً وَ لَئِن رُّجِعت إلى رَبي اِنَّ لي عِندَه
لَلْحُسْنٰى، فَلَنُنَبِّئَنَّ الذين كفروا بِما عَمِلوا، وَ لَنُذِيقَنَّهم
من عذابٍ غليظٍ * وَ اذا انعمنا على الانسٰنِ اَعرَضَ وَ نَاٰ
بِجانِبه، وَ اِذا مَسَّه الشرُّ فَذو دعاءٍ عريضٍ *

শব্দবিশ্লেষণ

مسته দেখো– ৭/২৮ ضراء দেখো– ৪/১৩

إن رجعت (যদি আমাকে প্রত্যাবর্তন করানো হয়) ১/১০

حسنى এটি أحسن এর مؤنث এখানে তা উহ্য العاقبة এর ছিফাত।

غليظ (কঠিন) (দেখো– ৪/১৬)

نا (দম্ভ করে) (ف) نَأَى - يَنْأَى - نَأْيًا দূরে সরে যাওয়া (عن যোগে) অহংকারের ক্ষেত্রে বলা হয় نَأَى بِجانِبه (সে তার পার্শ্বকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, অর্থাৎ দম্ভ প্রকাশ করেছে)

عريض প্রশস্ত, লম্বা-চওড়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

لئن প্রাসঙ্গিক সমগ্র আলোচনা পেশ করো। দেখো, ১৯/১৩

رحمةً (نازلةٌ) منا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

من بعدِ ضراء এটি أذقنا এর সাথে متعلق তুমি ضراء এর ইরাব বলো। مسته এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

الساعةَ قائمةً তুমি হয়ত জানো যে, ظن ও তার সমগোত্রীয় ফেয়েলগুলো দুটি مفعول به দাবী করে, যা মূলত মুবতাদা-খবর। যেমন– الساعة قائمة এখানে أظن এর ... মানছূব হয়েছে।

إن لي ... এখানে الحسنى হচ্ছে إن এর পশ্চাদ্বর্তী ইসমরূপে لي (ثابتٌ) হচ্ছে খবর। عنده (موجودًا) এটি ثابت এর যামীর থেকে حال

(নিঃসন্দেহে উত্তম পরিণতি আমার জন্য সাব্যস্ত রয়েছে এমন অবস্থায় যে, তা তাঁর নিকটে বিদ্যমান।)

عنده কে ثابت এর ظرف ও বলা যায় । (নিঃসন্দেহে উত্তম পরিণতি আমার জন্য তার নিকট সাব্যস্ত রয়েছে।)

بما عملوا এটি ننبئن এর সাথে متعلق

من عذاب অর্থাৎ عذابا غليظا কিংবা بعض عذابٍ غليظ (ব্যাখ্যা করো)

أعرض অর্থাৎ عن ذكرنا

তরজমা ঃ মানুষকে 'বিপদাপদ' স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন অবশ্যই সে বলে বসে, এ তো আমার প্রাপ্য। আর আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হয় তাহলে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং যারা অস্বীকার করেছে অবশ্যই তাদেরকে আমি তাদের আমল সম্পর্কে অবহিত করবো এবং অবশ্যই তাদেরকে আমি কঠিন আযাব ভোগ করাবো।

আর যখন মানুষকে আমি নেয়ামত দান করি তখন সে (আমার স্মরণ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দম্ভ প্রকাশ করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে লম্বা-চওড়া দু'আওয়ালা বনে যায়।

দ্রষ্টব্য ঃ 'বলে বসে'; এতে অন্যায়ভাবের প্রকাশ রয়েছে।

(٢) فَلِذٰلك فادعُ و استقِمْ كما اُمِرْتَ، و لا تَتَّبِعْ اهواءَهم، و قل اٰمنتُ بِما اَنْزلَ الله من كتٰبٍ، وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بينَكم، الله ربُّنا و ربُّكم، لَنا اعمٰلنا وَ لكم اعمٰلكم، لا حُجَّةَ بينَنا و بينَكم، اللّٰهُ يجمَع بينَنا، وَ اليه المصير *

শব্দবিশ্লেষণ

استقم (অবিচল হও) اِستقامةٌ অবিচল থাকা, সঠিক/সুষ্ঠু/সরল হওয়া

اِستقامَ على الدينِ দ্বীনের উপর অবিচল হলো।

استقام الأمرُ বিষয়টি সুষ্ঠু হলো, সঠিক হলো

مُستقيم অবিচল, সঠিক, সুষ্ঠু, সরল।

لأعدل — যরাবা থেকে عَدْلاً و عَدَالَةً ইনছা করা, ন্যায় বিচার করা

عَدَلَ في حُكمِه ন্যায় বিচার করলো।

عَدَلَ بينهما উভয়ের মাঝে ইনসাফ করলো।

(ض) عَدْلاً ও عُدولاً ঝুঁকে পড়া, সরে যাওয়া, ফেরা।

عَدَلَ عنِ الطريقِ পথ থেকে সরে গেলো।

عَدَلَ إليه তার দিকে ফিরলো।

عَدَلَ فلانًا عن طَريقِه (عَدْلاً) সরিয়ে দিলো, বিচ্যুত করলো।

عَدَلَه إلى طَريقِه তাকে তার পথে ফিরিয়ে আনলো।

حجة — প্রমাণ, দলিল, বহু حُجَجٌ (এখানে বিতর্ক অর্থে ব্যবহৃত)।

বাক্যবিশ্লেষণ

لِ — হেতুবাচক অব্যয় ادع এর অগ্রবর্তী متعلق আর ذا দ্বারা ইশারা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াত থেকে মাফহূম فسادٌ في الدينِ এর দিকে

ادع و استقم — অর্থাৎ أُدْعُ النّاسَ إلى اللّهِ وَ اسْتَقِمْ على الدَّعوةِ

من كتب — এটি ما এর ব্যাখ্যা, মূলরূপ– أَنزله معدودًا من كتابٍ

لاعدل بينكم — এর পরে في الحُكمِ এই متعلق টি উহ্য রয়েছে।

المصير — অর্থাৎ المصيرُ ثابتٌ إلى اللّهِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ এই (ফাসাদের) কারণেই (মানুষকে) আপনি (আল্লাহর দিকে) দাওয়াত দিন এবং (দাওয়াতের উপর) অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। আর আপনি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না। আপনি বলুন, আমি ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। আর (বিচারের ক্ষেত্রে) তোমাদের মাঝে ইনসাফ করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের আমল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ/বিতর্ক নেই। (হাশরের মাঠে) আল্লাহ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং তাঁরই দিকে হবে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।

(٣) و الذين يُحاجُّون في اللّهِ من بعدِ ما اسْتُجِيبَ له، حُجَّتُهم داحِضَةٌ (باطلة) عندَ ربهم و عليهم غضبٌ و لهم عذاب شديد *

اللّٰهُ الذي أَنْزَلَ الكِتٰبَ بالحقِّ و الميزانَ، و ما يُدريك لعل الساعةَ قريبٌ * يَسْتعجِل بها الذين لا يُؤمنون بها، وَ الذين اٰمَنُوا مُشفِقون منها و يعلَمون أنها الحقُّ، اَلَا اِنَّ الذين يُمارون في الساعَةِ لفي ضَلٰلٍ بعيدٍ *

শব্দবিশ্লেষণ

من بعد ما استجيب له (তার ডাকে সাড়া দেয়ার পর) এটি مجهول এর ছীগাহ্, معروف এর রূপটি এমন হবে مِنْ بعدِ ما استَجابَ الناسُ له (মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়ার পর)
اُسْتُجِيبَ له তার ডাকে সাড়া দেয়া হলো إستجابَةً (মাদ্দা جوب)

يستعجل (তাড়াহুড়া করে) إستَعْجَلَ بِشيءٍ কোন বিষয়ে তাড়াহুড়া করলো
استعجَلَ فلانًا অমুকের কাছে তাড়াহুড়া দাবী করলো।

مشفقون (ভীত, সংকিত) إشفاقًا ভয় করা, স্নেহ করা। (ব্যবহার)
أشفَقَ منه তাকে ভয় করলো।
أَشْفَقَ عليه তার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করলো।

يمارون (তারা সন্দেহ পোষণ করে) مارٰى - يُمارِي - مَارٍ - مِراءً

বাক্যবিশ্লেষণ

ما يدريك (কে জানে) এর তারকীব দেখো– ২২/৪

الله .... و الميزان বাক্যটির তারকীব করো।

قريب অর্থাৎ لَعلَّ مَجِيءَ الساعَةِ قريبٌ কিংবা لعلَّ البعثَ قريبٌ কিংবা لَعلَّ الساعَةَ شيءٌ قريبٌ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ (মানুষের পক্ষ হতে) আল্লাহর ডাকে সাড়াদান সম্পন্ন হওয়ার পর যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের বিতর্ক আল্লাহর কাছে বাতিল। আর তাদের উপর (আল্লাহর) গযব, আর তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ আযাব।

আল্লাহ তো ঐ মহান সত্তা যিনি সত্যসহ কিতাব ও 'মীযান' নাযিল করেছেন। আর আপনি কী জানেন! হয়ত কেয়ামত নিকটবর্তী। কেয়ামতের ব্যাপারে তারাই তাড়াহুড়া দেখায় যারা কেয়ামতকে বিশ্বাস করে না, আর যারা (কেয়ামতকে) বিশ্বাস

করে তারা কেয়ামতের ব্যাপারে শংকিত থাকে। আর তারা জানে যে, কেয়ামত অবশ্যই সত্য। সাবধান! যারা কেয়ামতের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে তারা চরম ভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে।

(٤) اللّٰه لَطيفٌ بِعبادِهٖ يَرزُقُ من يَشاء و هو القَوِيُّ العَزيز * مَن كان يُريد حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ له في حَرْثِه، وَ مَن كان يُريد حَرْثَ الدنيا نُؤتِهٖ منها، وَ ما له في الآخِرَةِ مِنْ نَصيبٍ *

শব্দবিশ্লেষণ

لطيف আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম। বান্দার প্রতি দয়ালু, সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় বিষয়ে পূর্ণ অবগত।

لَطَفَ به/له (لُطْفًا، ن) তার প্রতি করুণা করলো।

لَطُفَ شَيءٌ (لَطافَةً، ك) সূক্ষ্ম / পাতলা / কোমল হলো।

حرث (ফসল) حَرَثَ الأرضَ (حَرْثًا،ن) জমি চাষ করলো।

نزد (বৃদ্ধি করি) দেখো– ১/৪

نَصيب বহু أَنْصِبَةٌ অংশ, হিস্সা।

বাক্যবিশ্লেষণ

من نصيب অর্থাৎ نَصيبٌ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

له في الآخِرَةِ (ثابتٌ) হচ্ছে অগ্রবর্তী খবর। এখানে ليس এর সমার্থক ما এর কোন আমল নেই, কেন বলো।

من উভয় স্থানে এটি اسم موصولٍ و شرطٍ। সুতরাং ... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

نُؤتِ ও نَزِدْ এর ইরাব ব্যাখ্যা করো।

حرث মানে ফসল, এখানে রূপকভাবে ثواب উদ্দেশ্য।

তরজমা ঃ আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে রিযিক দান করেন। আর তিনিই মহাশক্তিধর, মহা-পরাক্রমশালী।

যে ব্যক্তি আখেরাতের ছাওয়াব কামনা করে আমি তাকে তার ছাওয়াব বাড়িয়ে দিই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দিই, কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন হিস্সা থাকবে না।

(٥) و هو الذي يَقبَلُ التوبَةَ عَنْ عِبادِهٖ و يَعْفُوا عَنِ السيئاتِ
و يعلَم ما تَفعلون * و يستَجِيبُ الذين اٰمَنوا و عَمِلوا الصّٰلِحٰتِ
وَ يَزيدُهم من فَضْلِه، وَ الكٰفِرون لهم عَذابٌ شَديد *

বাক্যবিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির মুবতাদা ও খবর চিহ্নিত করো।

الذين .... হরফুলজর ل কে হযফ করে মাওছূলকে নছবের স্থানে রাখা হয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে নহবের পরিভাষায় কী বলে? ৯/১৫

يستجيب ফেয়েলটি পূর্ববর্তী يعلم -এর উপর معطوف

يزيد ফেয়েলটি يستجيب এর উপর معطوف

তরজমা ঃ তিনিই তো ঐ সত্তা যিনি আপন বান্দাদের পক্ষ হতে (তাদের) তাওবা কবুল করেন এবং (তাদের) গোনাহসমূহ মাফ করেন এবং তোমরা যা কিছু করো তা জানেন এবং যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদেরকে আপন অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর কাফিরদের জন্যই রয়েছে ভীষণ আযাব।

(٦) وَ لو بَسَطَ اللّٰه الرِّزْقَ لعباده لَبَغَوْا في الأرْضِ وَ لكن يُنَزِّلُ بِقَدرٍ
ما يَشاء، إنَّه بعبادِهٖ خبيرٌ بَصير * و هو الذي يُنَزِّلُ الغيثَ
من بعدِ ما قَنَطُوا وَ ينشُرُ رحمَتَه و هو الوَلِيُّ الحَميد *

শব্দবিশ্লেষণ

بغوا (স্বেচ্ছাচার করতো) (ض) بَغْياً সীমালঙ্ঘন/স্বেচ্ছাচার করা। (على অব্যয়যোগে) কারো বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। (১৩/৪)

قدر (বান্দার সম্পর্কে আল্লাহর ফায়ছালা) নির্ধারিত পরিমাণ।
(القَضاءُ الذي يَقْضِي به اللّٰه على عِباده)

غيث বৃষ্টি।

বাক্যবিশ্লেষণ

لو এ সম্পর্কে যা জানো বলো, (৫/৮ ও ১৬/৯) এর শর্ত ও জওয়াব নির্ধারণ করো। দেখো, ১৭/৫

ما يشاء — يشاء، ছিলা-মাওছূল মিলে ينزل এর مفعول به এ ধরনের ক্ষেত্রে
এর مفعول به প্রায়শ মাহযূফ থাকে।

من بعد ما قنطوا — অর্থাৎ مِنْ بَعْدِ قُنوطِهم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ আল্লাহ যদি তার বান্দাদের জন্য রিযিক প্রশস্ত করে দিতেন তাহলে অবশ্যই তারা যমীনে স্বেচ্ছাচার শুরু করতো। কিন্তু তিনি নির্ধারিত পরিমাণে অবতীর্ণ করেন যা (অবতীর্ণ করার) ইচ্ছা করেন। নিঃসন্দেহে তিনি আপন বান্দাদের বিষয়ে সর্বঅবগত, সর্বদর্শী। তিনিই ঐ সত্তা যিনি (বৃষ্টি সম্পর্কে) বান্দাদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি অবতীর্ণ (বর্ষণ) করেন এবং আপন রহমত ছড়িয়ে দেন। আর তিনিই তো (বান্দাদের) পরম বন্ধু, চিরপ্রশংসিত।

(٧) وَ من اٰيٰتِه خلقُ السمٰوٰتِ و الاَرْضِ و ما بَثَّ فيهما مِنْ دابَّةٍ، وَ هو على جَمْعِهم اذا يَشاء قَدير * وَ ما اصٰبَكم مِنْ مُصيبةٍ فَبِما كسَبَت اَيديكُم وَ يعفُوا عَنْ كثيرٍ * وَما انتم بِمُعجِزين في الاَرضِ، وَ ما لكم من دُون اللّٰهِ من وَليٍّ وَ لا نَصير *

শব্দবিশ্লেষণ

بث — (ছড়িয়ে দিয়েছেন) (ن) بَثًّا ছড়িয়ে দেয়া।
بَثَّ اللّٰهُ الخَلقَ আল্লাহ (তাঁর) সৃষ্টিকে (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন
بث الخَبَرَ খবর সম্প্রচার করলো।
بث السِّرَّ গোপন বিষয় রাষ্ট্র করে দিলো।

دابة — (ভূমিতে বিচরণকারী ছোট-বড় যে কোন প্রাণী كلُّ ما يَدِبُّ على الأرضِ) সাধারণতঃ বাহনের পশু। (উভয় লিঙ্গে) বহু دواب
(ض) دَبًّا، دَبِيبًا কোমলভাবে হাঁটা
دَبَّ شيءٌ في شيءٍ কোন কিছু কোন কিছুতে ছড়িয়ে পড়লো।

বাক্যবিশ্লেষণ

خلق السموت এটি পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা, ما بث فيهما এটি ছিলাহ- মাওছূল মিলে السموت কিংবা خلقُ السمٰوٰتِ এর উপর معطوف
من دابة এটি ما এর স্থানীয় অর্থের বয়ান। মূলরূপটি এই-

ما بَثَّ مَعدودًا من دابة (আর ঐ জিনিসের সৃষ্টি, যা তিনি 'তাতে' ছড়িয়ে দিয়েছেন এমন অবস্থায় যে, তা বিচরণশীল প্রাণী থেকে গণ্য)

فيهما অর্থাৎ في بَعضِهما (ঐ দুয়ের অংশবিশেষে, অর্থাৎ পৃথিবীতে)

من ايته (معدودٌ أو معدودان) এটি অগ্রবর্তী খবর।

هو মুবতাদা, (على جمعِهم) قدير হচ্ছে খবর। তদ্রূপ (جمعَهم) إذا يشاء হচ্ছে قدير এর অগ্রবর্তী যরফ। বাক্যটির মূলরূপ–

هو قديرٌ على جمعِهم حينَ مَشِيئَتِه جمعَهم

ما এটি যুগপৎ اسم موصول و شرط পরবর্তী ফেয়েলটি শর্ত ও ছিলাহ্ من مصيبةٍ এটি ما এর স্থানীয় অর্থের বয়ান, আর তা معدودا এর সাথে متعلق যা أصاب এর যামীর থেকে حال আর যামীরটি عائد (আর যা কিছু তোমাদেরকে আক্রান্ত করে এমন অবস্থায় যে, তা মুছিবত থেকে গণ্য)

بما كسبت এটি جواب الشرط এবং ف অব্যয়টি رابطة

ما হচ্ছে اسم الموصول পরবর্তী বাক্যটি ছিলাহ عائد উহ্য রয়েছে। পূর্বাপর চিন্তা করে ما এর স্থানীয় অর্থটি তুমি নির্ধারণ করো, তারপর من البيانية এর মাজরূর রূপে তা ব্যবহার করো। ছিলা-মাওছূল মিলে উহ্য মুবতাদার উহ্য খবরের সাথে متعلق হয়েছে, অর্থাৎ فَ(هو لازم) بما كَسَبت(ه) أيديكم

শেষ বাক্যের তারকীব করো, (দেখো– ১১/৬)

في الأرض এটি معجزين এর متعلق নয়, কারণ في তার উপযুক্ত হরফুল জর নয়, বরং তা উহ্য হালের متعلق অর্থাৎ ما أنتم بمعجزين (ربَّكم هاربين في الأرضِ)

তরজমা ঃ আর আসমান-যমীনের সৃষ্টি এবং যে সকল প্রাণী তিনি তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোর সৃষ্টি তাঁর নিদর্শনবিশেষ। আর তিনি – যখন ইচ্ছা তখন – এগুলোকে একত্র করতে সক্ষম।

আর যেসকল বিপদ তোমাদেরকে আক্রান্ত করে তা তোমাদের কৃত পাপের কারণেই অনিবার্য হয়, তবে তিনি (তোমাদের) অনেক (পাপ) ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা পৃথিবীতে (পলায়ন করে তোমাদের প্রতিপালককে) অক্ষম করতে পারো না। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও

(٨) فَما أُوتِيتم مِنْ شيءٍ فَمتاعُ الحيٰوةِ الدنيا ، و ما عِندَ اللّٰهِ خيرٌ وَ أبقٰى للذين اٰمنوا وَ على ربهم يَتَوكلون * وَ الذين يجتَنِبون كَبائِرَ الاثمِ و الفَواحِشِ و اذا ما غَضِبوا هم يغفِرون * وَ الذين استَجابوا لِربهم وَ اقاموا الصلٰوة، وَ اَمْرُهم شُوْرٰى بينَهم، وَ مما رزقنٰهم يُنفقون *

শব্দবিশ্লেষণ

أبقى — এটি باقٍ এর اسم التفضيل অধিক স্থায়ী, চিরস্থায়ী।

يجتنبون (পরিহার করে) كبائِرَ الإثمِ বড় বড় গোনাহ।

شُورٰى — (পরস্পর পরামর্শ) এটি تَشاوُرٌ এর সমার্থক মাছদাররূপে ব্যবহৃত

বাক্যবিশ্লেষণ

ما — এটি যুগপৎ اسم موصول و شرط সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি ছিলাহ ও শর্ত ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা من شيءٍ এটি ما এর বয়ান। মূলরূপ– ما اوتيتم(وه معدودا) من شيءٍ (যা তোমাদেরকে দান করা হয় এমন অবস্থায় যে তা কোন বস্তু হতে গণ্য) মতলব, যে কোন বস্তু তোমাদেরকে দান করা হয় তা ....

(هو) مَتٰعُ الحيٰوةِ الدنيا হচ্ছে جواب الشرط এবং খবর।

ما عند الله — মুবতাদা, خير খবর أبقى হচ্ছে তার উপর معطوف

للذين ... এটি أبقى এর সাথে متعلق

يتوكلون — এটি امنوا এর উপর معطوف আর على ربهم হচ্ছে অগ্রবর্তী متعلق

و الذين يجتنبون ... — এটি পূর্ববর্তী ... الذين امنوا এর উপর معطوف

إذا ما غضبوا — এখানে ما হচ্ছে অতিরিক্ত। মূলরূপ– حِينَ غضِبهم এটি جملة معترضة এবং তা هم এর খবর। এটি يغفرون এর ظرف

و الذين استجابوا ... — এটি পূর্ববর্তী ... الذين يجتنبون এর উপর معطوف

أمرهم شورى بينهم — এ বাক্যটি حال হয়েছে أقاموا এর ফায়েল থেকে

এটি شورى এর ظرف

شورى এর পূর্বে ذو এই مضاف উহ্য রয়েছে। (তাদের যাবতীয় বিষয় পারস্পরিক পরামর্শপূর্ণ)।

তরজমা ঃ সুতরাং তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগের বস্তু মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা অধিক উত্তম এবং অধিক স্থায়ী ঐ লোকদের জন্য যারা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে এবং আপন প্রতিপালকের উপর তাওয়াক্কুল করে, এবং যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল বিষয় পরিহার করে – আর তারা যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে – এবং যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নামায কায়েম করে। আর তাদের যাবতীয় বিষয় হলো পারস্পরিক পরামর্শপূর্ণ এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

(৯) وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها، فَمَنْ عَفا و اصلَح فَأَجْرُه على اللّٰهِ، اِنه لا يُحِبُّ الظّٰلمين *

বাক্যবিশ্লেষণ

مثلها এটি سيئة এর ছিফাত।

فمن عفا و .... পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর মন্দ কাজের প্রতিদান হলো তার অনুরূপ মন্দ কাজ, তবে যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে তার প্রতিদান আল্লাহর যিম্মায় থেকে যায়। তিনি তো অত্যাচারীদের ভালোবাসেন না।

(১০) وَ لَئِنْ سألتَهم مَنْ خلَقَ السمٰوٰتِ و الأرضَ ليقولُن خلقَهُنَّ العزيزُ العليم * الذي جَعَل لكم الأرضَ مَهْدًا و جعلَ لكم فيها سُبُلًا لعلكم تَهتدون * والذي نَزَّل من السماءِ ماءً بِقدَرٍ فَأَنْشَرنا به بلدةً ميتًا، كذلك تُخرجون *

শব্দবিশ্লেষণ

مهد (সমতল ভূমি) (مَهْدًا، ض) مَهَد الفِراشَ বিছানা বিছালো।

انشرنا (সজীব করলাম) (نَشْرًا، نُشورا، ن) نَشَرَ اللّٰهُ الموتٰى আল্লাহ মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করলেন।

أَنْشَرَ اللّٰهُ الموتٰى একই অর্থে।

أنشَرَ الله الأرضَ আল্লাহ ভূমিকে সজীব করলেন।

বাক্যবিশ্লেষণ

و لئن سألتهم من ... এ সম্পর্কে দেখো– ১৯/১৩ এবং ২১/৩

الذي ... এটি العزيز এর দ্বিতীয় ছিফাত, কিংবা উহ্য هو এর খবর।

الذي نزل এটি পূর্ববর্তী الذي এর উপর معطوف

نزل এর পর স্বাভাবিকভাবে أنشر হয়, কিন্তু বক্তব্যের ধারা غائب থেকে متكلم এর দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। এ ধারাপরিবর্তন যে কোন 'পুরুষ' থেকে যে কোন 'পুরুষ' এর দিকে হয়, এটাকে বালাগাতের পরিভাষায় التفات (কোন দিকে ফেরা) বলে।

সুরাতুল ফাতিহায় إياه نعبد এর পরিবর্তে তৃতীয় পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষে التفات হয়েছে, এ কথা বোঝানোর জন্য যে, আল্লাহর প্রশংসায় বান্দা এখন এমনই আত্মহারা যেন সে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে।

ميتا এটি উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত, তাই ميتة বলার প্রয়োজন হয়নি।

তরজমা ঃ আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন মহা-পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)

তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সমতলভূমি করেছেন এবং তোমাদের জন্য তাতে বিভিন্ন পথ বানিয়েছেন, যাতে (ঐ পথের সাহায্যে) তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারো এবং যিনি আসমান থেকে নির্ধারিত পরিমাণে পানি নাযিল করেছেন, তারপর তা দ্বারা আমি মৃতভূখণ্ডকে সজীব করেছি। সেভাবেই তোমাদেরকে (মাটি থেকে) বের করা হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ 'পৃথিবীকে সমতলভূমি করেছেন'-এর পারিবর্তে বলা যায়, ভূমিকে সমতল করেছেন। 'মৃত' শব্দটি এখানে রূপক, অর্থ হলো 'বিশুষ্ক'।

(١١) وَ لقد أَرسلنا موسى بِاٰيٰتنا الى فرعونَ و مَلائِه فقال اِني رسولُ رَبِّ العٰلَمين * فَلَما جاءَهم بِاٰيٰتِنا اِذا هم منها يَضحكون *

বাক্যবিশ্লেষণ

إذا এটি إذا الفُجائيَّة (দেখো– ৯/৩) منها এটি يضحكون এর متعلق

তরজমা ঃ আর অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরআউন ও তার দরবারীদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, আর তিনি বলেছিলেন, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল। তারপর তিনি যখন তাদের সামনে আমার নিদর্শনাবলী উপস্থিত করলেন, তখন হঠাৎ তারা ঐগুলো নিয়ে হাসিতামাশা শুরু করলো।

(١٢) وَ لما جاءَ عِيسى بالبيِّنٰتِ قال قد جِئتُكم بالحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ لكم
بعضَ الذي تَختلفون فيه، فَاتَّقوا اللّٰه وَ اَطِيعونِ * اِنَّ اللّٰهَ
هو رَبي و رَبُّكم فَاعبُدوه، هذا صِراط مُستقيم * فاختَلفَ
الأحزابُ من بَينِهم، فَويل للذين ظَلموا مِنْ عذابِ يومٍ اليمٍ *

বাক্যবিশ্লেষণ

لأبين — এ অংশটি بالحكمة এর উপর معطوف এবং جئت এর সাথে متعلق (و না থাকলে সরাসরি جئت এর সাথে متعلق হয়ে যেতো) কিংবা হরফুল আতফের পর جئتكم উহ্য রয়েছে। তখন لأبين অংশটি উহ্য جئت এর সাথে متعلق হবে এবং বাক্যের উপর বাক্যের عطف হবে।

من بينهم — (معدودةً) এটি الأحزاب থেকে حال (দলগুলো মতবিনোধ করলো এমন অবস্থায় যে, তারা তাদের মধ্য হতে গণ্য।)

ويل — মুবতাদা للذين এটি উহ্য ثابت এর সাথে প্রথম متعلق আর من عذابِ-হচ্ছে দ্বিতীয় متعلق আর من অব্যয়টি হেতুবাচক।

তরজমা ঃ আর যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলেন তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাছে হিকমত ও প্রজ্ঞা এনেছি, যেন আমি তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে পারি এমন কিছু বিষয় যে সম্পর্কে তোমরা মতবিরোধ করো। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো। এটাই হলো সরল পথ। তারপর তাদের মধ্য হতে বিভিন্ন দল মতবিরোধ শুরু করলো। সুতরাং যারা যুলুম করে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের কারণে রয়েছে বরবাদি।

(١٣) وَ تِلك الجنةُ التي أُورِثتُموها بما كنتم تعمَلون * لَكم فيها
فاكِهَةٌ كثيرَة منها تَأكلون * إنَّ المجرِمين في عَذابِ جهنَّم
خٰلدون * لا يُفَتَّرُ عنهم وَ هم فيه مُبلِسون * وَ ما ظلمنٰهم
وَلٰكن كانوا هم الظّٰلمين * وَ نادَوْا يٰملِكُ لِيَقْضِ عَلينا ربُّك،
قَال إنكم مٰكِثون * لقد جِئنٰكم بالحَقِّ وَ لكن اكثرَكم للحَقِّ
كٰرِهون *

শব্দবিশ্লেষণ

أورثتم (তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে) (দেখো– ৯/৭)

لا يفتر (হালকা করা হবে না) (فُتورًا، ن) নিস্তেজ/হালকা হওয়া।
فَتَرَ الماءُ الساخِنُ গরম পানি ঈষৎ ঠাণ্ডা হলো।
فَتَّرَ - تَفتيرا নিস্তেজ/ঠাণ্ডা করলো, লঘু/হালকা করলো
إِبلاسًا কথা হারিয়ে ফেলা, নির্বাক হয়ে যাওয়া।
কোরআনে আছে– ويومَ تقوم الساعَةُ يُبْلِسُ المجرمون
(কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিন অপরাধীরা নির্বাক হয়ে যাবে)

ليقض علينا (আমাদেরকে খতম করে দিক) (দেখো– ১১/১৫)

বাক্যবিশ্লেষণ

تلك মুবতাদা, পূর্ববর্তী আয়াতের الجنة ~~এর দিকে~~ ইশারা

الجنة খবর, ... التي হচ্ছে الجنة এর ছিফাত।

منها অর্থাৎ تأكلون منها অর্থাৎ تأكلون بعضَها (ব্যাখ্যা করো) বাক্যটি
فاكهة এর দ্বিতীয় ছিফাত।

لا يفتر এর মাঝে সুপ্ত যামীর هو হচ্ছে نائب الفاعل যা عذاب এর দিকে
ফিরেছে عنهم এটি لا يفتر এর متعلق

كانوا هم الظلمين বাক্যটির তারকীব করো।

ليقض ফেয়েলটির ইরাব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো।

তরজমা ঃ আর সেটা হলো ঐ জান্নাত যার উত্তরাধিকারী তোমাদেরকে করা হয়েছে, তোমাদের কৃত আমলের কারণে। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফল, তা থেকে তোমরা আহার করবে।

নিঃসন্দেহে জাহান্নামীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। আযাবকে তাদের থেকে লাঘব করা হবে না, আর তাতেই তারা নির্বাক হয়ে থাকবে। আর আমি তাদের প্রতি অবিচার করিনি, বরং তারাই ছিলো অবিচারকারী। তারা ডেকে বলবে, হে মালিক, (এ আযাব আর তো সহ্য হয় না) তোমার রাব্ যেন আমাদেরকে একেবারেই শেষ করে দেন। মালিক বলবেন, নিঃসন্দেহে তোমরা চিরকাল থাকবে। আমি তো তোমাদের কাছে সত্য ধর্ম আনয়ন করেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্মকে অপছন্দকারী (ছিলে)।

(١٤) سُبحنَ ربِّ السمٰوٰتِ و الارضِ، ربِّ العـرْشِ عَمَّا يَصِفُون * فَذَرْهُم يَخُوضوا وَ يلعَبوا حتى يُلْقُوا يومَهم الذي يُوعَدون * و هو الذي في السماءِ إلٰهٌ و في الارضِ إلٰهٌ و هو الحكيم العليم * وَ تبارك الذي له ملكُ السمٰوٰتِ و الأرضِ و ما بينَهما، و عِنده عِلمُ الساعَةِ، و إليه تُرجَعون *

শব্দবিশ্লেষণ

يصفون দেখো– ১৩/৮

سبحن এটি تسبيحا (পবিত্রতা বর্ণনা করা) এই মাছদারের সমার্থক

خاض في ... (خَوْضًا، ن) লিপ্ত হওয়া, নামা, অবতীর্ণ হওয়া

বাক্যবিশ্লেষণ

سبحن এটি উহ্য ফেয়েল نُسَبِّحُ এর مفعول مطلق

رب العرش তারকীবে কী হয়েছে বলো।

عما এটি عن ও ما الموصولة এর যুক্তরূপ। এটি উহ্য نسبح এর متعلق
ما এর স্থানীয় অর্থ 'দোষ'। তুমি عائد নির্ধারণ করো।

يخوضوا و يلعبوا অর্থাৎ يَخُوضوا في باطِلِهم و يَلعبوا في دُنياهم
يخوضوا و يلعبوا এর মাজযূম হওয়ার কারণ বলো।

حتى يلاقوا অর্থাৎ حتى مُلاقاتِهم اليومَ الموعودَ এটি يخوضوا এর متعلق

তরজমা ঃ আসমান-যমীনের প্রতিপালক এবং আরশের প্রতিপালক ঐ সকল ত্রুটি থেকে চিরপবিত্র যা তারা বর্ণনা করে। সুতরাং

আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা তাদের (বাতিল বিষয়ে) মেতে থাকুক এবং (তাদের দুনিয়ার বিষয়ে) খেলায় মগ্ন থাকুক, সেই দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত যার ওয়াদা তাদেরকে করা হয়েছে। আর তিনিই তো ঐ সত্তা যিনি আসমানেও ইলাহ, এবং যমীনেও ইলাহ। আর তিনিই মহাপ্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞানী। আর ঐ সত্তা বরকতময় হয়েছেন যার জন্য রয়েছে আসমানের ও যমীনের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের রাজত্ব। আর তাঁরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের ইলম, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

(١٥) اللّٰه الذي سَخَّرَ لكم البَحْرَ لِتَجْرِيَ الفلكُ فيه بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه وَ لَعلَّكم تَشكُرون * وَ سَخَّرلكم ما في السمٰوٰتِ و ما في الأَرضِ جميعًا منه، إن في ذلك لَاٰيٰتٍ لقوم يَتَفكرون * قُلْ للذين اٰمَنوا يَغفِروا للذين لا يَرجون اَيَّام اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قومًا بما كانوا يَكسِبون * مَنْ عَمِل صَالحا فَلِنَفسِه، وَ مَنْ اَساءَ فَعليها، ثم الى ربكم تُرجعون *

শব্দবিশ্লেষণ

سخر বশীভূত/অনুগত করেছেন।

فلك কিশতি, জাহাজ, (উভয় লিঙ্গে এবং একবচনে ও বহুবচনে)

أيام الله দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল দিন যাতে আল্লাহ বিভিন্ন কাওমের উপর আযাব নাযিল করেছেন।

أساء (মন্দ কাজ করলো) দেখো– ২৪/১৯

বাক্যবিশ্লেষণ

الله ... من فضله পুরো বাক্যটির সংক্ষিপ্ত তারকীব করো।

جميعا এটি مُجتَمعةً অর্থে ما থেকে حال (আসমান-যমীনের সবকিছু তোমাদের অনুগত করেছেন, এমন অবস্থায় যে, তা একত্রিত)

منه (موهوبًا) এটি جميعا এর ছিফাত।

يغفروا এটি جواب الأمر রূপে মাযযূম। মূলত তা উহ্য إن এর جواب الشرط অর্থাৎ إن تَقُلْ لهم يَغفِروا

ليجزي — এটি উহ্য ফেয়েল اغفروا। এর সাথে متعلق

قوما — এখানে উদ্দেশ্য ছাহাবা কেরামের বিশিষ্ট দল, সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে শব্দটি মারিফা হওয়ার কথা, কিন্তু মর্যাদাগত বিরাটত্ব বোঝানোর জন্য নাকিরা আনা হয়েছে।

من عمل ... এর তারকীব প্রয়োজনে দেখো– ২৪/২৯

তরজমা ঃ আল্লাহ্ তো ঐ মহান সত্তা যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন ঐ সমস্ত জিনিস যা আসমানে আছে এবং যা যমীনে আছে, তাঁর পক্ষ হতে। নিঃসন্দেহে তাতে ঐ সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা করে।

যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আপনি বলুন, যেন তারা ঐ লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয় যারা আল্লাহর (আযাব–গযবের) দিনগুলোকে বিশ্বাস করে না। (তাদেরকে তোমরা ক্ষমা করে দাও এবং ছবর করো) যেন আল্লাহ্ একটি সম্প্রদায়কে তাদের নেক আমলের প্রতিদান দেন।

যে ব্যক্তি নেক আমল করে সে তা নিজেরই জন্য করে, আর যে মন্দ আমল করে তার ফলাফল তারই উপর বর্তাবে। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকেরই দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

(١٦) قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكم ثم يُميتكم ثم يجمَعكم إلى يَومِ القِيٰمَةِ لا رَيبَ فيه و لكنَّ اكثرَ الناسِ لا يعلَمون * و لِلّٰه مُلْكُ السمٰوٰتِ وَ الارضِ، و يومَ تقوم الساعَةُ يومَئِذٍ يخسَر المبطِلون *

শব্দবিশ্লেষণ

يخسر — (ক্ষতিগ্রস্ত হবে) দেখো– ৭/২২

مبطل — (বাতিলের অনুগমনকারী) ابطالا। বাতিলের অনুগমন করা। অন্য অর্থ– বাতিল করা (ن) بُطْلاً বাতিল হওয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

إلى يوم — এটি يجمع এর উপযুক্ত হরফুল জর নয়, তাই তাযমীনের নিয়মে তাতে يسوق এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেখো– ১৭/১৭

يوم .... — এটি يخسر এর ظرف আর يومئذ হচ্ছে তা থেকে বদল।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন এবং তারপর মৃত্যু দান করেন, তারপর কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্র করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না।

আর আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই জন্য। আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন মিথ্যার অনুসারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(١٧) فَاَما الذين اٰمَنوا و عَمِلوا الصّٰلحٰتِ فيُدخِلهم ربُّهم في رحمَتِه،
ذلك هو الفوزُ المبين * وَ اَمَّا الذين كفَروا اَفلَم تكن اٰيٰتي تُتلىٰ
عليكم فاستَكْبَرْتُم و كنتم قومًا مجرمين * و إذا قيل إنَّ
وعدَ اللهِ حَقٌّ و الساعَةُ لا ريبَ فيها قُلْتُمْ ما نَدري ما الساعَةُ
إنْ نظُنُّ إلَّا ظَنًّا و ما نحن بِمُستَيْقِنين * و بَدا لهم سَيِّئاتُ
ما عَمِلوا و حاقَ بهم ما كانوا به يَستهزِءُون *

শব্দবিশ্লেষণ

فوز — (সফলতা) (ن) فَوْزًا সফল হওয়া। দেখো– ১০/৭

مستيقن — (নিশ্চিতরূপে অবগত, ইয়াকীনকারী)
إستيقَنَ الأمرَ/بالأمرِ বিষয়টি নিশ্চিত রূপে অবগত হলো।

حاقَ بهم — (তাদেরকে ঘেরাও করবে) দেখো– ২৪/২৩

বাক্যবিশ্লেষণ

أفلم — পরবর্তী বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, এখানে فَقيل لهم উহ্য রয়েছে

ايتي — এটি لم تكن এর ইসম, আর تُتلى عليكم হচ্ছে তার খবর।

الساعة لا ريب فيها বাক্যটির তারকীব করো এবং তার সংক্ষিপ্ত রূপ বলো

ما الساعة — এটি মুবতাদা ও খবর ما হচ্ছে اسمُ استفهام

سيئات ما عملوا অর্থাৎ سَيِّاٰتُ عَمَلِهِم তাদের আমলের মন্দ জিনিসগুলো

ما كانوا ... এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলো। ما এর স্থানীয় অর্থ নির্ধারণ করো।

তরজমা ঃ আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে আপন রহমতে দাখিল করবেন। সেটাই তো সুস্পষ্ট সফলতা।

আর যারা কুফুরি করেছে (তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে) আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনানো হতো না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে, আর তোমরা ছিলে অপরাধী কাওম। আর যখন বলা হতো, আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য, আর কিয়ামত– তাতে তো কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে, আমরা জানি না কেয়ামত কী? আমরা শুধু কিঞ্চিৎ ধারণা করি, (এ বিষয়ে) আমরা নিশ্চিত নই। আর তাদের বদ আমলগুলো তাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে 'যাবে' এবং যে আযাব নিয়ে তারা উপহাস করতো তা তাদেরকে ঘেরাও করে 'ফেলবে'।

(١٨) وَ قيل اليومَ ننسٰكم كما نَسِيتُم لِقاءَ يومِكم هذا وَ مأوٰكم النارُ وَما لكم من نٰصِرين * ذٰلكم بِاَنَّكُمُ اتخَذْتُم ايٰتِ الله هُزُوًا وغرَّتكم الحيٰوة الدنيا ، فاليومَ لا يُخرجون منها و لا هم يُستَعتبون * فَلِلّٰه الحمدُ ربِّ السمٰوٰتِ و ربِّ الارضِ ربِّ العٰلَمين * وَله الكبرِياءُ في السمٰوٰتِ و الارضِ و هو العَزيز الحكيم *

শব্দবিশ্লেষণ

مأوى — এটি أوى থেকে اسم الظرف আশ্রয়স্থল। দেখো, ১০/৪

هزوا — মূলত هُزُؤًا উপহাসের পাত্র (দেখো– ১৬/৭)

غرت — (ধোকা দিয়েছে) দেখো– ১০/২

لا يستعتبون — (তাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে না)
اِستَعْتَبَهُ তাকে সন্তুষ্ট করলো। তার সন্তুষ্টি কামনা করলো, তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করলো।

الكبرياء — বড়ত্ব ও মর্যাদা, রাজত্ব। (এটি مؤنث)

বাক্যবিশ্লেষণ

هذا ... اليوم বাক্যটির তারকীব করো।

ذلكم অর্থাৎ النسيان (ব্যাখ্যা করো) (দেখো- ৪/৭)

أن এর পরবর্তী বাক্যটি مصدر مؤول হয়ে ب এর মাজরূরের স্থানে এসেছে। আর হরফুলজরটি উহ্য ثابت এর সাথে متعلق এবং তা ذلكم এর খবর। বাক্যটির মূলরূপ এই-

ذلك النسيانُ ثابتٌ بِسَبَبِ اتِّخاذِكم آياتِ اللّٰهِ هُزُواً

رب السموت এটি الله এই মহান শব্দ থেকে বদল رب الأرض হচ্ছে رب السموت এর উপর معطوف আর رب العلمين হচ্ছে পূর্ববর্তী معطوف ও معطوف عليه থেকে বদল।

و له الكبرياء في ... বাক্যটির মূলরূপ- ... له في الكبرياء (ثابتة)

তরজমা ঃ আর (তাদেরকে) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাবো, যেমন তোমরা ভুলে গিয়েছিলে তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে। আর তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

তা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে 'উপহাস-পাত্র' বানিয়েছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করে-ছিলো। সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হবে না। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আসমানের প্রতিপালক এবং যমীনের প্রতিপালক, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর। এবং আসমানে ও যমীনে বড়ত্ব তাঁরই জন্য এবং তিনিই মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

(١) وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّن يدعو مِن دُونِ اللّٰهِ مَنْ لا يَسْتَجِيب له إلى يومِ القِيٰمَةِ و هم عَن دُعائِهم غٰفِلون * وَ اذا حُشِرَ الناسُ كانوا لهم اَعدَاءً و كانوا بِعبادَتِهم كٰفرين * وَ اِذا تُتْلٰى عليهم ءايٰتُنا بَينٰتٍ قال الذين كَفروا لِلحَقِّ لَما جاءَهم هذا سِحْرٌ مبين *

শব্দবিশ্লেষণ

أضل (অধিকতর পথভ্রষ্ট) ضال এর أفعَلُ দেখো– ৫/৩

غفلون (উদাসীন) দেখো– ১৭/১ سحر (জাদু) দেখো– ৯/৩

বাক্যবিশ্লেষণ

من এটি প্রশ্ন-শব্দ, এখানে তা মুবতাদা, أضل হচ্ছে তার খবর।

ممن এটি من ও من এর যুক্তরূপ। ছিলা-মাওছূল মিলে من এর মাজরূরের স্থানে রয়েছে এবং তা أضل এর সাথে متعلق

من لا يستجيب له ছিলা-মাওছূল মিলে يدعو এর مفعول به

প্রথম من দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপাসক কাফির দল, আর দ্বিতীয় من দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাতিল উপাস্যরা।

من শব্দগতভাবে واحد مذكر হলেও এখানে অর্থগতভাবে جمع مذكر আলোচ্য আয়াতে من এর উভয় দিক বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু তরজমায় শুধু অর্থগত দিক বিবেচনা করা হয়েছে।

من دون الله (معدودا) এটি يدعو এর مفعول به থেকে অগ্রবর্তী حال (কে ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট, যে এমন উপাস্যকে ডাকে যে কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, এমন অবস্থায় যে, ঐ উপাস্য আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য)

و هم ... বাক্যটির তারকীব করো এবং তা তারকীবে কী হয়েছে বলো। উভয় যমীরের مرجع নির্ধারণ করো।

إذا এটি اسم ظرف و شرط সুতরাং পরবর্তী ... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

كفرين ... كانوا চারটি যামীরের مرجع নির্ধারণ করো।

بينت এটি تتلى এর نائب الفاعل থেকে حال (তরজমা হবে ছিফাতের)

للحق এটি قال এর متعلق 'হক' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সত্য কোরআন,
এখানে ل অব্যয়টি হেতুবাচক, অর্থাৎ لِأَجْلِ الحَقِّ (সত্যের
কারণে) তবে বাংলায় عن এর তরজমা হবে।

لما এটি শুধু ظرف اسمُ ظرفٍ مُجَرَّدٌ عَنْ معنى الشرطِ এটি قال এর
পরবর্তী বাক্যটি এর مضاف
لما এর পরে দু'টি বাক্য হলে তাতে শর্তের অর্থ অন্তর্ভুক্ত হয়।

তরজমা ঃ যারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন উপাস্যদের উপাসনা করে যারা কেয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, তাদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? অথচ ঐ উপাস্যরা তো তাদের (উপাসকদের) উপাসনা সম্পর্কেও বেখবর।

আর যখন লোকদেরকে (হাশরের মাঠে) একত্র করা হবে তখন ঐ উপাস্যরা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে।

আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন তারা সত্য তাদের কাছে আগমন করার পর সত্য সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, এতো প্রকাশ্য জাদু।

(٢) وَ قال الذين كَفَروا لِلذين آمَنُوا لَوْ كانَ خيرًا ما سَبَقُونا
إليه، وَإِذْ لم يهتَدوا به فَسَيقولون هذا إِفْكٌ قديم *

শব্দবিশ্লেষণ

(ض) سَبْقًا অগ্রবর্তী হওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া (ব্যবহার)
سَبَقَ فلانًا إلى شيءٍ কোন কিছুর দিকে সে অমুকের চেয়ে
অগ্রগামী হয়েছে বা অমুককে ছাড়িয়ে গেছে।

বাক্যবিশ্লেষণ

كان এর যামীর হচ্ছে তার ইসম এবং তা পূর্ববর্তী আয়াত থেকে
মাফহূম কোরআনের দিকে ফিরেছে خيرا হচ্ছে كان এর খবর,
আর বাক্যটি لو এর شرط পরবর্তী বাক্যটি جواب الشرط

إذ এটি উহ্য ظَهَرَ عِنادُهم এর ظرف পরবর্তী ف হচ্ছে হেতুবাচক

তরজমা ঃ আর যারা কুফুরি করেছে তারা মুমিনদের সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, যদি এই কোরআন উত্তম কিছু হতো তাহলে এরা আমাদে-রকে ছাড়িয়ে সেদিকে অগ্রগামী হতে পারতো না। আর (তাদের হঠকারিতা প্রকাশ পেয়ে গেলো) যখন তারা এর মাধ্যমে পথপ্রাপ্ত হলো না, সুতরাং তারা অচিরেই বলবে, এ তো পুরোনো মিথ্যা।

(٣) اِنَّ الذين قَالوا رَبُّنا اللّٰهُ ثم استَقامُوا فَلا خوفٌ عليهم وَ لا هم يَحزَنون * اُولئِك اَصْحٰب الجَنَّةِ خٰلدين فيها جَزاءًۢ بِما كانوا يعمَلون *

বাক্যবিশ্লেষণ

الذين ... পুরো অংশটি إن এর ইসম। موصول এর মাঝে শর্তের ভাব রয়েছে বলে তার খবরের শুরুতে ف অতিরিক্ত এসেছে।

عليهم এটি خوف এর উহ্য খবর ثابت এর সাথে متعلق

خلدين فيها এটি পূর্ববর্তী খবর থেকে حال

جزاء এটি উহ্য يجزون এর مفعول مطلق এ ক্ষেত্রে ب অব্যয়টি উহ্য يجزون এর সাথে متعلق কিংবা جزاء হচ্ছে خلدين এর مفعول لأجله এ ক্ষেত্রে ب অব্যয়টি جزاء এর সাথে متعلق

ما অর্থাৎ بِعَمَلٍ كانوا يعمَلونه কিংবা بِعمَلِهم (ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ; তারপর (এই বক্তব্যের উপর) অবিচল থাকে, নিঃসন্দেহে তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। ওরাই হলো জান্নাতের অধিবাসী যাতে তারা চিরকাল থাকবে, তাদের আমলের প্রতিদানরূপে।

(٤) ويومَ يُعرَضُ الذين كَفَروا على النارِ، اَذْهَبتم طَيِّبٰتِكم في حياتِكم الدنيا وَ اسْتَمتعتُم بها، فاليومَ تُجزَون عذابَ الهُونِ بما كنتم تستكبِرون في الارضِ بِغَيرِ الحَقِّ و بما كنتم تفسُقون *

শব্দবিশ্লেষণ

يعرض (পেশ করা হবে) দেখো- ২২/২

استمتع (ভোগ করেছে) ب অব্যয়যোগে

تَمَتَّعَ بِشَيْءٍ কোন কিছু ভোগ/উপভোগ করলো।
مَتَّعَ شَيْئًا কোন কিছুকে দীর্ঘ করলো।
مَتَّعَ اللّٰهُ فلانًا আল্লাহ অমুককে দীর্ঘায়ু করলেন।
مَتَّعَهُ بِشَيْءٍ সে তাকে কোন কিছু ভোগ করালো।

هون লাঞ্ছনা, অপদস্থতা (দেখো– ১৬/৯)
فَسَقَ (فِسْقًا، فُسوقًا، ن) পাপাচার করলো, পাপাচারী হলো
فَسَقَ عَنْ أمرِ رَبِّه (خَرَجَ عَن طاعَتِه) সে তার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলো। فَاسِقٌ বহু فاسقون - فَسَقَةٌ - فُسَّاق
স্ত্রী فاسِقَة বহু فَاسِقات ও فَواسِقُ

বাক্যবিশ্লেষণ

يوم এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।
عَرْضُ الكفارِ على النارِ এর অর্থ تَعذيبُهم بِالنارِ
أذهبتم (يُقال لهم) অর্থাৎ ضَيَّعْتُمْ (তোমরা বরবাদ করে ফেলেছো)
عذاب الهون এটি تجزون এর দ্বিতীয় مفعول به তুমি اليوم এর তারকীব বলো
بما كنتم ... অর্থাৎ بِاسْتِكبارِكُم في الأرضِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
এটি تجزون এর সাথে متعلق
بغيرِ الحق (مُتَلَبِّسين) এটি تستكبرون এর ফায়েল থেকে حال (এমন অবস্থায় যে তোমরা 'হক'-এর 'গায়র'-এর সাথে সম্পৃক্ত)
و بما كنتم تفسقون এ অংশটির বিশদ তারকীব করো।

তরজমা ঃ ঐদিনকে স্মরণ করুন যেদিন কাফিরদেরকে আগুনে দেয়া হবে, (আর তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তো তোমাদের উত্তম বস্তুগুলো তোমাদের পার্থিব জীবনেই নষ্ট করে ফেলেছো এবং তা ভোগ করে ফেলেছো, সুতরাং আজ অপদস্থতার শাস্তি তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার ও পাপাচার করতে।

দ্রষ্টব্য ঃ জিনসম্প্রদায়ের একটি দল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোরআন শুনে ঈমান এনেছিলো এবং জিনসম্প্রদায়ের মাঝে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলো, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন–

(٥) وَاِذْ صَرَفْنا اليك نَفَرًا من الجِنِّ يستَمِعون القُران، فَلَمَّا حَضَروه، قالوا أَنْصِتوا، فَلَما قُضِى وَلَّوْا الى قَومِهِم مُنذِرين * قالوا يٰقومَنا اِنا سَمِعنا كِتٰبًا اُنْزِلَ من بعدِ موسى مُصَدِّقا لما بينَ يَدَيْهِ يَهدى الى الحق و الى طريقٍ مستقيمٍ * يٰقومَنا اَجِيبُوا داعِيَ اللّٰهِ وَءامِنُوا به يغفِرْ لكم مِن ذُنوبِكم و يُجِرْكم من عذابٍ اَليمٍ * ومَن لا يُجِبْ داعِيَ الله فليسَ بِمُعْجِزٍ في الارضِ و ليس له من دونه اَولياءُ، اولئك في ضلٰلٍ مبينٍ *

শব্দবিশ্লেষণ

صَرْفًا (ض) ফিরিয়ে / সরিয়ে দেয়া (من অব্যয়যোগে)
(إلى অব্যয়যোগে) ফিরিয়ে দেয়া, অভিমুখী করা।

نفر — তিন থেকে দশজনের দল। বহু أَنفار

أنصتوا — (শ্রবণ করো) إنصاتًا নীরবে সমনোযোগে শ্রবণ করা।

قضى — (পূর্ণ করা হলো) (ض) قَضَاءٌ (বিভিন্ন অর্থ দেখো– ১১/১৫)
قَضَى اللّٰهُ আল্লাহ আদেশ করেছেন। কোরআনে আছে–
وَ قَضٰى رَبُّك اَلَّا تعبُدوا اِلَّا اِيَّاه
قَضٰى حاجَتَه সে তার প্রয়োজন পূর্ণ করেছে।

ولوا — (তারা গমন করলো) (إلى অব্যয়যোগে) অভীমুখে গমন করলো।

يجركم — (তোমাদেরকে রক্ষা করবেন) أَجارَ - يُجِيرُ - أَجِرْ - إِجارَةٌ (মাদ্দা جور) রক্ষা করা, উদ্ধার করা, নাজাত দেয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

إذ — এ সম্পর্কে কী জানো বলো, এখানে এটি তারকীবে কী হয়েছে?
পুরো বাক্যটির মূলরূপ কী ?

نَفَرًا (معدودًا) من الجن (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
يستَمِعون القرانَ এ বাক্যটি نفرا থেকে حال
নাকিরা থেকে حال হওয়ার বৈধতা সাব্যস্ত করো।

أنزل من بعد ... এটি كتابا এর ছিফাত।
مصدقا এটি كتابا এর দ্বিতীয় ছিফাত, কিংবা أُنْزِلَ এর যামীর

থেকে حال উভয় তারকীব অনুযায়ী শাব্দিক অর্থ বলো।

شبه ও شبه الفعل আর متعلق এর সাথে مصدقا এটি لما (موجودٌ) بين يديه

ظرف ও الفاعل মিলে شبه الجملة হয়ে ما এর ছিলাহ।

ছিলা-মাওছূল মিলে لِ এর মাজরূরের স্থানে এসেছে।

ما এর স্থানীয় অর্থ হলো আসমানী কিতাব।

শাব্দিক অর্থ– সত্যপ্রতিপন্নকারী ঐ আসমানী কিতাবকে যা তার উভয় হাতের মাঝে (তার সামনে) বিদ্যমান রয়েছে।

يهدى ... বাক্যটি كتابا এর তৃতীয় ছিফাত কিংবা দ্বিতীয় حال

داعي الله মূলত الداعِيَ إلى اللّٰهِ এখানে شبه الفعل কে মাজরূরের দিকে مضاف করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছেন মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

من ذنوبكم অর্থাৎ بعضَ ذنوبكم কিংবা ذنوبكم (ব্যাখ্যা করো)

من لا يجب এখানে من ও তার পরবর্তী বাক্যটির পরিচয় বলো।

ليس بمعجز في الأرض এর তারকীব করো, তারপর বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

ليس ... أولياء এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো। من دونه (معدودين) এটি أولياء থেকে অগ্রবর্তী حال

নাকিরা থেকে حال হওয়ার বৈধতা সাব্যস্ত করো।

তরজমা ঃ ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করলাম একদল জিনকে, যারা সমনোযোগে কোরআন শ্রবণ করছিলো। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হলো তখন (একে অন্যকে) বললো, নীরবে শ্রবণ করো। তারপর যখন (পাঠ) পূর্ণ করা হলো তখন তারা সতর্ককারীরূপে আপন সম্প্রদায়ের অভিমুখে গমন করলো তারা বললো, হে আমাদের কাওম, অবশ্যই আমরা এমন এক কিতাব শ্রবণ করেছি যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে, যা তার সামনে বিদ্যমান (পূর্ববর্তী সকল) আসমানি কিতাবকে সত্যায়ন করে, যা সত্যের দিকে এবং সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

হে আমাদের কাওম, তোমরা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনো, তাহলে আল্লাহ

তোমাদের গোনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে নাজাত দেবেন।
আর যে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না সে পৃথিবীতে (পলায়ন করে আল্লাহকে) অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। ওরাই প্রকাশ্য গোমরাহিতে লিপ্ত।

(٦) وَ يومَ يُعرَضُ الذين كَفروا على النارِ، اَ لَيس هذا بالحق، قالوا بلى وَ رَبِّنا، قال فَذُوقوا العذابَ بما كنتم تكفُرون *

বাক্যবিশ্লেষণ

.... يوم يعرض এর পূর্ণ তারকীব করো।

أليس هذا অর্থগত দিক থেকে এটি يُقال لهم এর نائب الفاعل
هذا দ্বারা পূর্ববর্তী কালাম থেকে মাফহূম العذاب এর দিকে ইশারা। প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো কটাক্ষ করে তাদের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়া। কেননা তারা আযাবের হুঁশিয়ারি সম্পর্কে উপহাস করে বলেছিলো- و ما نحن بمعذّبين (আমরা আযাবগ্রস্ত হবো না)

و ربنا এটি حرف القَسَم ও حرف الجر এবং مُقْسَمٌ به ও مجرور এটি উহ্য نُقسِم এর متعلق

তরজমা ঃ ঐ দিনকে স্মরণ করুন যেদিন যারা কুফুরি করেছে তাদেরকে আগুনে দেয়া হবে, (আর তাদেরকে বলা হবে) এই আযাব কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই সত্য। আল্লাহ বলবেন, তাহলে তোমরা তোমাদের কুফুরির বদলে (বা কারণে) আযাব ভোগ করো।

(٧) الذين كفَروا وصَدُّوا عن سبيلِ الله أَضَلَّ اعمالَهم و الذين اٰمنوا و عَمِلوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنوا بما نُزِّلَ على محمدٍ و هو الحقُّ من ربهم كَفَّرَ عنهم سيئاتِهم و اَصْلَحَ بالَهم * ذلك بِاَنَّ الذين كفَروا اتبعوا الباطِلَ و ان الذين اٰمَنُوا اتَّبعوا الحقَّ من ربهم، كذلك يَضرِب الله للناس امثالَهم *

শব্দবিশ্লেষণ

صدوا (ফিরিয়ে রেখেছে, রোধ করেছে) দেখো- ৬/৪

أَضَلَّ عَمَلَه (বরবাদ করলেন) ضَلَّ عَمَلُه/سَعْيُه (বরবাদ হলো) দেখো- ৫/৩

بال অবস্থা, বিষয়, অন্তর। أمرٌ ذو بالٍ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

خَطَرَ ببالِه/على بالِه أن ... (ن) (তার মনে এ কথা উদিত হলো যে, ...) لا يَخطُر بالبالِ অচিন্তনীয়

বাক্যবিশ্লেষণ

أضل এর মাঝে সুপ্ত যমীরটির উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা

পুরো বাক্যটির মুবতাদা ও খবর নির্ধারণ করো।

و هو الحق من ربهم এটি نزل এর যামীর থেকে حال কিংবা এটি جملة معترِضَةٌ (মধ্যবর্তী স্বতন্ত্র বাক্য) واو, অব্যয়টি হলো اِعتراضِيَّةٌ اِعتَرَضَتِ الجملةُ বাক্যটি (অন্য বাক্যের) মাঝে এসেছে।

من ربهم (نازلا) এটি الحق। এই খবর থেকে حال

كفر ... এ বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।

ذلك এটি মুবতাদা, إضلالُ الأعمالِ ও تكفيرُ السيئاتِ এর দিকে ইশারা أن এর পরবর্তী জুমলা مصدر مؤول হয়ে ب এর মাজরূরের স্থানে এসেছে। আর তা উহ্য খবর ثابت এর متعلق মূলরূপ এই-

ذلك ثابتٌ بِاتِّباعِ الكٰفرين الباطِلَ و اتباعِ المؤمنين الحقَّ

من ربهم এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ যারা কুফুরি করে এবং (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়, আল্লাহ তাদের আমল বরবাদ করে দেবেন।

আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে এবং ঐ কিতাবকে বিশ্বাস করে যা মুহাম্মদের উপর নাযিল করা হয়েছে – আর তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ সত্য – আল্লাহ তাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন। তা এই কারণে যে, যারা কুফুরি করেছে তারা বাতিলকে অনুসরণ করে, আর যারা ঈমান এনেছে তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ সত্যকে অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ লোকদের জন্য উদাহরণসমূহ বর্ণনা করেন (এবং তা দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দান করেন।)

(٨) يٰاَيُّها الذين اٰمَنوا اِنْ تنصُروا اللّٰهَ يَنصُرْكم و يُثَبِّتْ اقدامَكم * وَ الذين كَفَروا فَتَعْسًا لهم وَ أَضَلَّ اعمالَهم * ذلك بِاَنَّهم كَرِهوا ما اَنزلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اعمالَهم * أَفلم يَسيروا في الأرضِ فينظُروا كيف كان عاقِبةُ الذين من قبلِهم، دَمَّرَ اللّٰهُ عليهم، وَ لِلكٰفرين أمثالُها، ذلك بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الذين اٰمَنُوا وَ اَنَّ الكٰفرين لا مَولَى لهم *

শব্দবিশ্লেষণ

(تَعْسًا، ف) تَعَسَ ধ্বংস হলো تَعَسَ اللّٰهُ فلانًا আল্লাহ তাকে ধ্বংস করলেন।
(س) تَعَسًا ধ্বংস হওয়া, হাদীছে আছে–
تَعِسَ عبدُ الدينارِ و الدرهَمِ (দীনার ও দিরহামের পূজারী ধ্বংস হোক)

كرهوا (অপছন্দ করেছে) ১১/২০ يثبت (সুদৃঢ় করবেন) ১০/১

مَثَلٌ ও مِثْلٌ বহুবচনে أَمْثالٌ মত, অনুরূপ, مَثَلٌ বহু أَمْثالٌ প্রবাদ

ব্যাক্যবিশ্লেষণ

الذين كفروا এটি মুবতাদা, এখানে موصول এর মাঝে শর্তের আভাস রয়েছে, তাই পরবর্তীতে অতিরিক্ত ف এসেছে।

(ثابتًا) لهم تَعْسًا এটি উহ্য ফেয়েল تَعَسوا এর مفعول مطلق কিংবা قَضٰى এর مفعول به (তিনি তাদের জন্য ধ্বংসের ফয়ছালা করেছেন) তখন لهم হবে قَضٰى এর متعلق

বাক্যটি الذين এর খবর, তাতে جواب الشرط এর ভাব রয়েছে

ذلك অর্থাৎ ذٰلك التَّعْسُ وَ الإضلالُ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

بأنهم এ অংশটির বিশদ তারকীব করো।

دمر الله عليهم অর্থাৎ سَخِطَ اللّٰهُ عليهم (ব্যাখ্যা করো)

للكفرين أمثالها এর তারকীব করো, যামীর ফিরেছে عاقبة এর দিকে।

أفلم يسيروا এর তারকীব করো, দেখো– ২৪/১০

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম মযবূত করে দেবেন।

আর যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য তিনি দুর্ভাগ্যের ফায়ছালা করবেন এবং তাদের আমল বরবাদ করে দেবেন। সেটা এই কারণে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে, তাই তিনি তাদের আমল নষ্ট করে দেবেন।

আচ্ছা! তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি, অনন্তর দেখেনি যে, যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে তাদের পরিণাম কেমন ছিলো! আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন, আর কাফিরদের জন্য রয়েছে এ ধরনেরই বরবাদি। সেটা এই কারণে যে, আল্লাহ ঐ লোকদের পরম বন্ধু যারা ঈমান এনেছে, আর কাফিরদের কোন বন্ধু নেই।

(٩) إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الذين اٰمَنوا و عَمِلوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهٰرُ، وَ الذين كفروا يَتَمَتَّعون و يأكلون كما تأكُلُ الأَنْعٰمُ وَ النارُ مثوًى لهم *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

يتمتعون (২৬/৪) أنعام (৯/১৮) مثوى (২৪/৫)

يدخل এর প্রথম ও দ্বিতীয় مفعول به নির্ধারণ করো।

জরুরী কথা–

دَخَلَ الجنةَ সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। এ বাক্যে الجنة হচ্ছে مفعول به সাধারণ দৃষ্টিতে এটাকে مفعول فيه মনে হয়, কিন্তু যদি এভাবে তরজমা করা হয়– (সে জান্নাতকে 'প্রবেশস্থান' বানিয়েছে) তাহলে مفعول به এর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

তদ্রূপ যদি তরজমা করা হয় (আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশকারী এবং জান্নাতকে তাদের 'প্রবেশ স্থান' বানাবেন) তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, جنتٍ হচ্ছে يُدخل এর مفعول به

لهم এটি مثوى এর ছিফাতের সাথে متعلق অর্থাৎ النارُ مثوًى مُعَدٌّ لهم

তরজমা ঃ যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তাদেরকে এমন বাগবাগিচায় দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়, আর যারা কুফুরি করে তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং খায়দায়, যেমন পশুরা খায়দায়। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

দ্রষ্টব্য ঃ يأكلون (তারা আহার করে) পূর্বাপর থেকে তাচ্ছিল্যের অর্থ মাফহূম হয়, তাই 'খায়দায়' এই তাচ্ছিল্যজ্ঞাপক শব্দে তরজমা করা হয়েছে।

(১০) وَ لَنبلُوَنَّكم حتى نعلَمَ المُجٰهدين منكم و الصّٰبرينَ و نبلُوَ أَخبارَكم * إن الذين كَفَروا و صَدُّوا عَنْ سبيلِ اللّٰهِ و شَاقُّوا الرسولَ من بعدِ ما تَبَيَّنَ لهم الهُدٰى لن يَضُرُّوا اللّٰهَ شيئًا ، وَ سَيُحبِطُ اعمالَهم *

শব্দবিশ্লেষণ

لنبلون (অবশ্যই পরীক্ষা করবো) (ن) بَلْوًا، بَلاءً পরীক্ষা করা।

شاقوا (তারা শত্রুতা ও বিরোধিতা করেছে) شَاقَّ - يُشَاقُّ - شَاقٌّ - شِقَاقًا মূলত শَاقَقَ - يُشَاقِقُ - شَاقِقْ

تَبَيَّنَ প্রকাশ পেয়েছে, সুস্পষ্ট হয়েছে بَيَّنَ স্পষ্ট করেছে, প্রকাশ করেছে, বর্ণনা করেছে।

لن يضروا (তারা কিছুতেই ক্ষতি করতে পারবে না) দেখো– ৪/১৯

বাক্যবিশ্লেষণ

حتى এটি ل কিংবা إلى এর সমার্থক হরফুলজর এবং نبلو এর متعلق পরবর্তী ফেয়েলটি উহ্য أن দ্বারা مصدر مؤول হয়েছে।

منكم অর্থাৎ معدودين منكم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

الصبرين এর পরে منكم উহ্য রয়েছে, পূর্ববর্তী منكم হচ্ছে তার কারীনা। মূলরূপ الصابرين (على الشدائدِ) এবং المجاهدين (في سبيلِ اللّٰهِ)

تبين এটি ما المصدريَّة দ্বারা مصدر مؤول হয়ে مضاف إليه হয়েছে

إن এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

তরজমা ঃ আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যেন জানতে পারি তোমাদের মধ্য হতে (আল্লাহর রাস্তায়) জিহাদকারী-দেরকে এবং (বিপদাপদের উপর) ধৈর্যধারণকারীদেরকে এবং যেন যাচাই করতে পারি তোমাদের অবস্থাসমূহকে।
নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করেছে এবং (মানুষকে) আল্লাহর রাস্তা থেকে বাধা দিয়েছে এবং হিদায়াতের বিষয় নিজেদের জন্য সুস্পষ্ট

হওয়ার পরো রাসূলের বিরোধিতা করেছে তারা কিছুতেই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদের আমল নষ্ট করে দেবেন।

(١١) يٰاَيُّهَا الذين اٰمَنُوا اَطِيعوا اللّٰهَ و اَطِيعوا الرسولَ و لا تُبْطِلوا أعمالَكم * إِن الذين كَفَروا و صَدُّوا عَن سبيلِ اللّٰهِ ثم ماتوا وَ هم كفار فَلَنْ يَّغفِرَ اللّٰه لهم *

বাক্যবিশ্লেষণ

و هم كفار এর তারকীব আলোচনা করো।

إن এর খবরের শুরুতে ف যুক্ত হওয়ার কারণ বলো।

তরজমা ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর তোমাদের আমলকে বরবাদ করে ফেলো না। নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করেছে এবং (মানুষকে) আল্লাহর রাস্তা থেকে রোধ করেছে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা গেছে আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই মাফ করবেন না।

(١٢) هو الذي اَرْسَلَ رَسولَه بِالهُدٰى وَ دينِ الحقِّ لِيُظهِرَه على الدينِ كلِّه و كفى باللهِ شهيدًا *

বাক্যবিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির মুবতাদা ও খবর নির্ধারণ করো।

ليظهر এ অংশটি কার সাথে متعلق বলো।

شهيدا এটি কার থেকে তামীয কিংবা حال হয়েছে এবং তরজমায় কোন তারকীব অনুসৃত হয়েছে, বলো।

তরজমা ঃ তিনিই ঐ সত্তা যিনি আপন রাসূলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হকসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে তিনি সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন। আর সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

(١٣) يايها الذين اٰمنوا لا ترفَعوا اصواتَكم فوقَ صوتِ النبي و لا تَجهَروا له بالقولِ كَجَهْرِ بعضِكم لِبعضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعمالُكم و انتم لا تَشعُرون * إِن الذين يَغُضُّونَ اصواتَهم

عِندَ رَسولِ اللّٰهِ اولٰئك الذينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قلوبَهم لِلتقوٰى،
لهم مغفِرة وَ اجرٌ عظيم *

শব্দবিশ্লেষণ

جَهَرَ بالحقِّ সত্যকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো।
جَهَر بالكلامِ উচ্চস্বরে (জোর আওয়াজে) কথা বললো।
মাছদার جَهْرًا ও جِهارًا (ف)

يغضون (তারা নত করে) (ن) غَضًّا، غَضاضًا، غَضاضَةً
غَضَّ بَصَرَه/مِنْ بَصَرِه সে তার দৃষ্টি নত করলো।
غض صوتَه/من صوتِه সে তার স্বর নীচু করলো।

امتحن (পরীক্ষা করে বাছাই করেছেন, খাঁটি ও নির্ভেজাল করেছেন)

বাক্যবিশ্লেষণ

بعضكم এখানে أُضِيفَ المصدرُ إلى فاعِلِه

أن تحبط অর্থাৎ لِأَنْ لا تَحْبَطَ .... (তোমরা তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না ...... তোমাদের আমল নষ্ট না হওয়ার জন্য)
অথবা نَهيتُكم عَنْ ذلك كَرَاهِيَةَ أَنْ تَحْبَطَ أعمالُكم (তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছি তোমাদের আমল নষ্ট হওয়া অপছন্দ করার কারণে) (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

لا تشعرون এর পরে بِحُبوطِ أعمالِكم এই অংশটি উহ্য রয়েছে।

اولئك মুবতাদা, পরবর্তী অংশটি খবর, আর এ বাক্যটি إن এর খবর

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজকে উঁচু করো না এবং তোমাদের একে অপরের সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলার মত তাঁর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলো না। (তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করা হলো) এ আশংকায় যে, তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে, এমন অবস্থায় যে তোমরা তা টেরও পাবে না। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর রাসূলের কাছে তাদের স্বরকে অনুচ্চ রাখে ওরাই ঐ সমস্ত লোক যাদের কলবকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে বাছাই করেছেন তাদের জন্য রয়েছে মাগফেরাত এবং মহান প্রতিদান।

(١٤) وَ إِن طائفتانِ مِنَ المؤمنين اقْتَتَلوا فَأَصْلِحوا بينهما ، فَإِن بَغَتْ
إِحْدٰهما على الأُخْرٰى فَقٰتِلوا التي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ الى
أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحوا بَينَهما بِالعَدْلِ، وَ أَقْسِطوا ،
إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين * انما المؤمنون إِخوَة فَاصلِحوا بينَ
أَخَوَيْكُم، وَ اتقوا اللّٰهَ لعلكم تُرحَمون *

শব্দবিশ্লেষণ

اقـتـتلوا — দেখো, ২০/৯ (ض) بَغْيًا বিদ্রোহ করা।
(ض) فَيْئًا ফেরা (ব্যবহার) فاءَ عن غَضَبِه (সে তার ক্রোধ সংযত করলো।
فاءَ إلى حِلْمِه (সে সহনশীলতা অবলম্বন করলো)
أقسطوا — (তোমরা ইনছাফ করো)
أخ — ভাই إِخْوانٌ و إِخْوَةٌ বহু الأُخُوَّةُ الإِسْلامِيَّةُ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

বাক্যবিশ্লেষণ

إن طائفتان — **জরুরী কথা**

إِنِ الشرطيَّةُ কখনো جملة اسمية এর শুরুতে আসে না। সুতরাং যদি إن এর পরে اسم مرفوع থাকে তাহলে সেটা উহ্য ফেয়েলের ফায়েল হবে, আর পরবর্তী ফেয়েলটি হবে তার ব্যাখ্যা। সুতরাং এখানে মূলরূপ এই– إِنِ (اقْتَتَلَ) طائفتان مِنَ المؤمنين اقتتَلُوا
এখানে اقتتلوا হচ্ছে উহ্য شرط এর ব্যাখ্যা।

من المؤمنين (معدودتان) (ব্যাখ্যা করো)

اقتتلوا কে جمع আনা হয়েছে طائفتان এর অর্থগত দিক লক্ষ্য করে, কেননা এটা القوم বা الناس এর সমার্থক।

حتى — এটি إلى কিংবা كي এর সমার্থক, এবং قاتلوا এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ আর যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পর লড়াই করে তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করো। তারপর যদি তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে যে দলটি বিদ্রোহ করে তার বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে

তোমরা তাদের মাঝে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইনছাফ পছন্দ করেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দু' ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

(١٥) يايها الذين اٰمَنُوا اجْتَنِبوا كثيرًا مِنَ الظنِّ، إنَّ بعضَ الظنِّ إثمٌ، وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بعضُكم بعضًا، اَ يُحِب اَحدُكم ان يأكلَ لحمَ أخيه ميتًا فَكَرِهتُموه، و اتقوا اللهَ، إنَّ اللهَ تواب رَحيم *

শব্দবিশ্লেষণ

لا تجسسوا (তোমরা খবর খুঁজে বেড়িয়ো না) تَجَسَّسَ الخَبَرَ।
تَجَسَّسَ فُلانًا/عَنْ فلانٍ অমুকের সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি করলো।

لا يغتب (যেন গীবত না করে) ফেয়েলটির ই'রাব আলোচনা করো।
إغتابَه (اغتيابًا) তার গীবত করলো।

ميت দেখো- ১/১০ كرهتم (তোমরা ঘৃণা করবে) দেখো- ১১/২০

বাক্যবিশ্লেষণ

من الظن (معدودا) এটি كثيرا এর ছিফাত।
من অব্যয়টি ব্যাখ্যাবাচক। كثيرا দ্বারা কী উদ্দেশ্য, তা বয়ান করেছে। বাংলা তরজমা হবে মাওছূফ-ছিফাতের

لا تجسسوا মূলত لا تَتَجَسَّسوا। একটি ت সংক্ষেপনের জন্য হযফ করা হয়েছে। মতলব হলো- لا يَتَجَسَّسْ بعضُكم على بعضٍ (তোমাদের কতিপয় যেন কতিপয়ের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি না করে)

ميتا এটি لحم থেকে বা أخيه থেকে حال বাংলা তরজমা হবে মাওছূফ-ছিফাতের।

فكرهتموه এ বাক্যে শর্তের ভাব রয়েছে। অর্থাৎ إنْ صَحَّ هذا فَكَرِهتموه (যদি এটা ঠিক হয় তাহলে তো তোমরা তা ঘৃণা করবে)
ه - এর مرجع হচ্ছে يأكل এর মাঝে বিদ্যমান أكل মাছদার। পিছনে দেখো, ৪/৭

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা বহু ধারণা পরিহার করো। (কারণ) কোন কোন ধারণা অবশ্যই গোনাহ। আর তোমরা (পরস্পরের বিরুদ্ধে) গোপন খবর খুঁজে বেড়িয়ো না। আর তোমাদের কতিপয় যেন কতিপয়ের গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে, তা তো তোমরা ঘৃণাই করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরম তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

(١٦) يايها الناسُ إنّا خلقنٰكم مِنْ ذكَرٍ و أُنْثٰى و جَعلنٰكم شُعوبًا و قبائِلَ لِتَعارَفُوا، إنَّ اكرَمَكم عِندَ اللّٰهِ أتقٰكم، إنَّ اللّٰهَ عليم خَبير *

শব্দবিশ্লেষণ

شَعْبٌ বহুবচনে شُعوب বিরাট সম্প্রদায়, যাদের 'আদি পিতা' অভিন্ন। এটি قَبِيلة থেকে বড়। قبيلة গোত্র, বহুবচনে قَبائِلُ

تعارفا পরস্পর পরিচিত হওয়া, এই বাবের ... (কথা পূর্ণ করো)

أَتْقٰى এটি تَقِيٌّ এর اسم التفضيل অধিকতর মুত্তাকি। تَقِيٌّ এর বহুবচন تُقاةٌ মাদ্দা وقي

বাক্যবিশ্লেষণ

من ذكر و أنثى এটি خلقنا এর সাথে متعلق মতলব– مِنْ أدَمَ وَ حَوَّاءَ

شعوبا এটি جعلنا এর দ্বিতীয় مفعول به

لتعارفوا মূলত لِتتعارفوا সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে একটি ت হযফ করা হয়েছে। এ অংশটি جعلنا এর متعلق

إن اكرمكم ... বাক্যটির তারকীব করো। (তরজমায় তারতীবগত পরিবর্তন সম্পর্কে বলো)

তরজমা ঃ হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে এক নর ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিঃসন্দেহে তোমাদের মুত্তাকীতম ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে তোমাদের সম্ভ্রান্ততম ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।

(١٧) قَالَتِ الأعرابُ اٰمَنَّا ، قُلْ لم تُؤمِنوا وٰلكِنْ قُولوا اَسْلَمْنا ولَمَّا يدخُلِ الإيمانُ في قُلوبِكم، وَ اِن تُطِيعُوا اللّٰهَ و رسولَه لا يَلِتْكُم مِنْ أعمالِكم شيئًا ، اِن اللّٰهَ غفور رَحيم * اِنَّما المؤمنون الذين اٰمَنوا باللّٰهِ و رَسولِه ثم لم يَرْتابوا وَ جٰهَدوا بِاَمْوالِهم وَ انفُسِهم في سبيلِ اللّٰهِ، اولئك هم الصّٰدقون *

শব্দবিশ্লেষণ

الأعراب বেদুঈন সম্প্রদায়, গ্রাম্য লোকেরা, একবচনে أَعرابِيٌّ

لا يلت (তিনি কমাবেন না) (وَلْتًا، ض) وَلَتَه حَقَّه তাকে তার হক কমিয়ে দিলো। (দু'টি مفعول به)

لم يرتابوا (তারা সন্দেহগ্রস্ত হয়নি) ارتيابا সন্দেহ করা, সন্দেহগ্রস্ত হওয়া

বাক্যবিশ্লেষণ

لما ও لم উভয়টি يَجْزِم المضارعَ و يجعَلُه ماضِيًا مَنْفِيًّا তবে পার্থক্য এই যে, لم শুধু এ কথা বোঝায় যে, ফেয়েলটি অতীতে ঘটেনি, আর لما বোঝায় যে, قبلَ زمانِ التكلُّم পর্যন্ত ফেয়েলটি ঘটেনি। সুতরাং এ কথা বলা যায় لم أَدْعُ راشدًا ثم دعوتُه (রাশেদকে আমি (প্রথমে) ডাকি নি পরে ডেকেছি) কিন্তু এ কথা বলা যায় না– لَمَّا أدعُ راشدًا ثم دعوتُه (রাশেদকে আমি এখনো ডাকি নি, পরে ডেকেছি।) উভয়ের মাঝে আরেকটি পার্থক্য এই যে, لم শুধু এ কথা বোঝায় যে, ঘটনাটি ঘটেনি, সামনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সে নীরব, কিন্তু لما সম্ভাবনা প্রকাশ করে।

إن এর শর্ত ও জওয়াব নির্ধারণ করো।

الذين ... ছিলা-মাওছূল মিলে المؤمنون এর খবর।

তরজমা ঃ বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আপনি বলুন, তোমরা (আসলে) ঈমান আনোনি, বরং বলো, আমরা ইসলাম (বশ্যতা) গ্রহণ করেছি। ঈমান তো তোমাদের অন্তরে এখনো প্রবেশ করেনি।

আর তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো তবে

তিনি তোমাদের আমল থেকে কিছুই কম করবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।
প্রকৃত মুমিন তো ঐ লোকেরা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি (অন্তর থেকে) ঈমান এনেছে, তারপর (এ বিষয়ে) সন্দেহগ্রস্ত হয়নি এবং তারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের মাল দ্বারা এবং তাদের জান দ্বারা জিহাদ করেছে। ওরাই হলো সত্যনিষ্ঠ।

(১৮) قُلْ اَ تُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِدِينِكُم وَ اللّٰهُ يعلَم ما في السمٰوٰتِ و ما في الارضِ وَ الله بِكُلِّ شيءٍ عليم *

বাক্যবিশ্লেষণ

بدينكم এর পরে بِقَوْلِكم اٰمَنَّا উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা কি امنا বলে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহকে জ্ঞান দান করছো? অথচ ....

তরজমা ঃ আপনি বলুন, তোমরা কি তোমাদের ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহকে জ্ঞান দান করছো! অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে। আর আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।

(১৯) يَمُنُّونَ عليك اَنْ اسلَموا، قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ اِسلامَكم، بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَليكم اَنْ هَدٰكم لِلايمانِ اِن كنتم صٰدقين *

বাক্যবিশ্লেষণ

أسلموا এটি مصدر مؤول হয়ে يمنون এর مفعول به (তারা তাদের ইসলাম গ্রহণকে তোমার উপর অনুগ্রহরূপে প্রকাশ করে)
কিংবা এটি উহ্য ب অব্যয়যোগে يمنون এর متعلق (তারা তাদের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা তোমার উপর অনুগ্রহ ফলায়)

أن هداكم এটির তারকীব أن أسلموا এর মত। (ব্যাখ্যা করো)
للإيمان এটি هدى এর সাথে متعلق

كنتم صدقين এটি شرط এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে। পূর্ববর্তী কালাম হচ্ছে তার কারীনা। অর্থাৎ–
إِنْ كنتم صٰدِقِين في دَعْوَى الإيمانِ فلا تَمُنُّوا ...

তরজমা ঃ তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে আপনার উপর অনুগ্রহ ফলায়। আপনি বলুন, তোমরা আমার উপর তোমাদের ইসলাম গ্রহণের অনুগ্রহ ফলিয়ো না, বরং আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ যাহির করতে পারেন এ কারণে যে, তিনিই তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন।

যদি তোমরা (তোমাদের ঈমানের দাবীতে) সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো (তাহলে অনুগ্রহ ফলানো বন্ধ করো।)

(٢٠) اِنَّ اللّٰهَ يعلَم غَيْبَ السمٰوٰتِ وَ الارضِ، وَ اللّٰه بَصير بما تعمَلون *

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ আসমান-যামীনের গায়ব জানেন। আর তোমরা যে আমল করো আল্লাহ সে বিষয়ে সর্বদর্শী।

(١) قَال فَما خَطْبُكم اَيها المرسَلون * قالوا اِنَّا اُرسِلنا الى قومٍ
مجرمين * لِنُرسِل عليهم حِجارةً من طينٍ * مسوَّمة عِند
رَبِّك لِلمسرفين * فَاخرجنا مَنْ كان فيها مِنَ المؤمنين * فَما
وَجدنا فيها غيرَ بيتٍ مِنَ المسلمين * وَ تركنا فيها ءايَة
لِلذين يَخافون العذابَ الاليم *

শব্দবিশ্লেষণ

خطب বিষয়, অবস্থা, গুরুতর বিষয় বা বিপদ, বহু خُطوب

مسومة (চিহ্নযুক্ত) তাফ'য়ীল থেকে اسم المفعول

বাক্যবিশ্লেষণ

ما এটি اسمُ استفهامٍ بمعنَى أيُّ شيءٍ এটি মুবতাদা, خطبكم খবর।

لنرسل عليهم অর্থাৎ لِنُسقِطَ عليهم (ব্যাখ্যা করো, দেখো– ১৭/১৭)

من طين অর্থাৎ حجارةً(مصنوعةً) من طينٍ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
এটি حرفُ جرٍّ بيانيٌّ يُبَيِّنُ حقيقةَ الحجارةِ المرسَلة على قومِ لوطٍ

مسومة এটি حجارة এর দ্বিতীয় ছিফাত, আর عند ربك হচ্ছে مسومة এর
ظرف আর للمسرفين হচ্ছে مسوَّمةٌ এর সাথে متعلق

فيها (موجودا) এটি خبرُ كانَ، و الضميرُ يعود إلى القريَةِ المفهومَةِ من الكلامِ السابقِ
পরবর্তী ها যামীর দু'টি সম্পর্কে একই কথা।

من المؤمنين (معدودا) এটি عائد থেকে حال যা من এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করছে

غير بيت এটি وجدنا এর مفعول به

من المسلمين (معدود) এটি بيت এর ছিফাত

للذين ... এটি اية এর উহ্য ছিফাত نافعة এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ (ইবরাহীম) বললেন, হে প্রেরিত (ফিরেশ্‌তা)গণ! আপনাদের বিষয় কী? তারা বললো, আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি, যাতে তাদের উপর 'মাটির ঢেলা' নিক্ষেপ করি, যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নকৃত রয়েছে।

তারপর ঐ জনপদে যারা মুমিন ছিলো, আমি তাদেরকে বের করে আনলাম। কিন্তু সেখানে আমি একটি মুসলিম পরিবার ছাড়া আর কিছু পাইনি।

আর সেখানে আমি ঐলোকদের জন্য একটি নিদর্শন রেখেছি যারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে ভয় করে।

(٢) وَ في موسى اِذْ ارسَلناه اِلى فِرعَوْنَ بِسُلطٰنٍ مُبينٍ * فَتَولّٰى بِرُكنِه وَ قال سٰحِرٌ او مجنونٌ * فَاخذنٰه وَ جنودَه فَنَبذنٰهم في اليَمِّ و هو مليم * وَ في عادٍ اِذْ ارسَلنا عليهم الريحَ العَقيمَ * ما تَذَرُ مِن شَيءٍ اَتَتْ عليه اِلَّا جعلَته كالرَّميم * و في ثمودَ اِذ قيل لهم تَمتَّعوا حتى حينٍ * فَعَتَوْا عَنْ امرِ ربهم فاخَذَتهُم الصّٰعقة و هم يَنظُرون * فَما استطاعوا مِنْ قيامٍ وَ ما كانوا مُنتصرين * و قومَ نوحٍ من قبلُ اِنهم كانوا قَومًا فٰسقين *

শব্দবিশ্লেষণ

ركن কোণ, যে সকল বস্তু শক্তি যোগায়, যেমন অর্থবল, অস্ত্রবল, লোকবল ইত্যাদি। শক্তি ও বল, বহুবচনে أركان

تولى بركنه মূলরূপ– تَوَلّٰى عن دَعْوَةِ موسٰى مُتَمَسِّكًا بِركنِه (সে তার শক্তিকে আকড়ে ধরা অবস্থায় মূসার দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো)

نبذنا (ছুঁড়ে ফেললাম) (ض) نَبْذًا ছুঁড়ে ফেলা, অবহেলাভরে ফেলে দেয়া

مليم (নিন্দার যোগ্য) إلامة নিন্দাযোগ্য কাজ করা। (দেখো- ৬/২৩)

عقيم নিষ্ফলা, বন্ধ্যা, (নারী বা পুরুষ) ريح عقيم বৃষ্টিহীন (অশুভ) প্রবল বায়ু। (ريح শব্দটি مؤنث)

عَقِمَتِ المرأةُ و عَقِمَ الرجلُ (عَقمًا، س) বন্ধ্যা হলো।

عتوا (তারা সদম্ভে সীমালঙ্ঘন করলো) (ن) عتـوا

عَتا عَن أمرِ ربه সে তার প্রতিপালকের আদেশের অবাধ্য হলো

صاعقة বজ্র, বহুবচনে صَواعِقُ দেখো– ৬/২ رميم জরাজীর্ণ

বাক্যবিশ্লেষণ

في موسى অর্থাৎ في قصةِ موسى এটি উহ্য تركنا এর সাথে متعلق

إذ	এটি উহ্য تركنا এর ظرف বাক্যটির মূলরূপ বলো।
و في عاد إذ ...	এ অংশটির বিশদ তারকীব করো।
من شيء	এটি حرفُ جَرٍّ زائدٌ، و شيءٌ مجرورٌ لفظًا منصوبٌ مَحَلًّا، لأنه مفعولٌ به أتت عليه এটি شيء এর ছিফাত।
ك	এটি مثل এর সমার্থকরূপে جعل এর দ্বিতীয় مفعول به অর্থাৎ جعلَتْه مِثْلَ الرميمِ কিংবা তা حرفُ جرٍّ بمعنَى التشبيهِ (উপমাবাচক حرف الجر) এবং তা جعل এর উহ্য দ্বিতীয় مفعول به এর সাথে متعلق
من قيام	অর্থাৎ فَما استطاعُوا القِيامَ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
قوم نوح	এটি উহ্য أهلكنا এর مفعول به
من قبل	অর্থাৎ مِن قَبْلِ هذه الأُمَمِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ আর (আমি নিদর্শন রেখেছি) মূসার ঘটনায়, যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরআউনের কাছে পাঠালাম। আর সে তার শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, সে তো জাদুগর বা পাগল। তখন আমি তাকে এবং তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সাগরে ছুঁড়ে ফেললাম। সে তো ছিলো নিন্দাযোগ্য ব্যক্তি।

আর (আমি নিদর্শন রেখেছি) আদ জাতির (ঘটনার মাঝে) যখন আমি তাদের উপর বৃষ্টিহীন প্রবল বায়ু পাঠালাম। এ বায়ু যারই উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিলো তাকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলো; কোন কিছুকেই তা ছাড়েনি।

আর (আমি নিদর্শন রেখেছি) ছামুদ জাতির (ঘটনার মাঝে) যখন তাদেরকে বলা হলো, নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত তোমরা মওজ করো। আর তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশের অবাধ্য হলো, তাই তারা দেখতে দেখতে 'বজ্র' তাদেরকে পাকড়াও করলো। ফলে তারা দাঁড়াতে পারলো না এবং প্রতিরোধ করতে পারলো না।

আর এই সকল সম্প্রদায়ের পূর্বে আমি নূহ-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিঃসন্দেহে তারা ছিলো পাপাচারী সম্প্রদায়।

(٣) وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤمنين * و ما خلقتُ الجِنَّ و الإنْسَ

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * ما أُريد مِنهم مِّن رِّزقٍ وَ ما أُريد أن يُطعمونِ *
إِنَّ اللّٰهَ هو الرزاقُ ذو القوةِ المَتين * فَإِنَّ لِلذين ظَلموا ذَنوبًا
مِثْلَ ذَنوبِ أصحٰبِهم فَلا يستَعْجِلون * فَويلٌ للذين
كَفروا مِن يَومِهم الذي يُوعَدون *

শব্দবিশ্লেষণ

متين — (সুদৃঢ়, মজবুত) (ك) مَتانةً শক্ত/দৃঢ়/মজবুত হওয়া।
حَبْلٌ مَتينٌ শক্ত/মজবুত রশি رَأْيٌ مَتينٌ সুদৃঢ় মত/চিন্তা।

ذنوب — অংশ, হিস্‌সা ذَنوب من شيءٍ কোন কিছু থেকে লব্ধ বা লভ্য অংশ

বাক্যবিশ্লেষণ

ذكر — অর্থাৎ ذِكْرُهم সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে حُذِفَ المفعولُ به কেননা আয়াতের سِياق (পরবর্তী ধারা) থেকে তা অনুমানযোগ্য।

من رزق — এ অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

هو — এর দু'টি তারকীব হতে পারে, (ব্যাখ্যা করো)

ظلموا — এটি الذين এর ছিলাহ, এর مفعول به ও متعلق উহ্য রয়েছে।
অর্থাৎ– ظَلموا رسولَ اللّٰهِ بِتَكذيبِه

للذين ... — এটি إن এর অগ্রবর্তী খবর ثابتٌ এর সাথে متعلق
ذنوبًا এটি إن এর পশ্চাদ্‌বর্তী ইসম, এখানে مِنَ العَذابِ (আযাবের অংশ) উহ্য রয়েছে مِثلَ ذنوبِ أصحٰبِهم এ অংশটি ذَنوبًا এর ছিফাত।

هم এর مرجع হচ্ছে الذين – উদ্দেশ্য হচ্ছে أهلُ مكةَ আর তাদের أصحاب দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী মুশরিকরা।

শাব্দিক অর্থ– যারা জুলুম করেছে, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে আযাবের এমন অংশ, যা তাদের পূর্ববর্তী সঙ্গীদের অংশের অনুরূপ।

لايستعجلون অর্থাৎ لا يستعجلوني (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
فان للذين ... এ বাক্যটি উহ্য شرط এর جواب অর্থাৎ–
إن كانَ لِلْأُمَمِ السابِقَةِ ذنوبٌ مِنَ العذابِ فَ ... (পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর জন্য যদি আযাবের কোন অংশ সাব্যস্ত হয় তাহলে .....)

ويل — অর্থ هلاك এটি মুবতাদা للذين (ثابت) হচ্ছে খবর।

من — অব্যয়টি হেতুবাচক এবং তা ويل এর সাথে متعلق
الذي ... — এটি يومهم এর ছিফাত, উদ্দেশ্য يومَ القيامةِ
يوعدون — অর্থাৎ يُوعَدون بِنُزولِ العَذابِ فيه

তরজমা ঃ আর আপনি (তাদেরকে) উপদেশ দান করুন। কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকার করে। আর আমি জ্বিন ও মানবসম্প্রদায়কে আমার ইবাদত করার জন্যই শুধু সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোন 'রিযিক' চাই না এবং চাই না যে, তারা আমাকে আহার দান করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহই 'একমাত্র' রিযিক-দাতা, প্রবল শক্তির অধিকারী।

(পূর্ববর্তীদের উপর যদি আযাব এসে থাকে) তাহলে যারা যুলুম করেছে তাদের জন্যও তাদের পূর্ববর্তীদের সমপরিমাণ আযাব সাব্যস্ত হবে। সুতরাং যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য ধ্বংস হোক ঐ দিনের কারণে যেদিনের হুঁশিয়ারী তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

(٤) إنَّ عذابَ ربِّك لَواقِعٌ * مَاله مِنْ دافِعٍ * يومَ تَمُورُ السماءُ مَوْرًا
وَ تسير الجِبالُ سَيْرًا * فَويلٌ يومَئِذٍ لِلمكذِّبين الذين هم
في خَوْضٍ يَلعبون * يومَ يُدَعُّون إلى نارِ جهنَّمَ دَعًّا *
هذه النارُ التى كنتُم بِها تُكذِّبون * أفَسِحرٌ هذا أمْ انتم
لا تُبصرون * اِصْلَوها فاصبِروا او لا تَصبِروا سواءٌ عليكم،
اِنما تُجزَون ما كنتم تعملون *

শব্দবিশ্লেষণ

دافع — (রোধকারী) (ف) دَفْعًا রোধ করা, দূর করা, সরানো।
دَفَعَ الله عنك الشرَّ আল্লাহ তোমার থেকে অনিষ্ট রোধ/দূর করুন
اِدْفَعِ البابَ দরজা ধাক্কা দাও।
دَفعه إلى الأمامِ তাকে আগে ঠেলে দিলো, আগে বাড়িয়ে দিলো
دَفَعَ الثمنَ মূল্য পরিশোধ করলো।
دَفعه إلى أن ... তাকে তা করতে বাধ্য করলো।

تمور — (প্রকম্পিত হবে) (ن) مَوْرًا আন্দোলিত/প্রকম্পিত হওয়া।

يُدعون (তাদেরকে ধাক্কা দেয়া হবে)
ظَنّ - يَظُنُّ - ظَنًّا যেমন دَعٌّ - يَدُعُّ - دَعًّا (ن)
কোরআনে আছে, فَذٰلك الذي يَدُعُّ اليتيمَ (সে তো ঐ ব্যক্তি যে এতিমকে 'গলাধাক্কা' দেয়।

اصلوا (তোমরা ঝলসিত হও) দেখো– ৪/২৩ ও ৫/৪

বাক্যবিশ্লেষণ

من دافع অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং ... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

يوم এটি واقع বা دافع এর ظرف পরবর্তী বাক্যটি... (কথা পূর্ণ করো)

يومئذ এটি ويل এর ظرف অর্থাৎ– ... إذا حَدَثَ ذلك كُلُّه فويل يومَئِذٍ
(এ সকল ঘটনা যখন ঘটবে তখন ...)

في خوض অর্থাৎ في باطلٍ এটি يلعبون এর متعلق পুরো বাক্যটি ছিলাহ।

يوم يدعون এটি يَوْمَئِذٍ থেকে বদল।

هذه النار এ বাক্যটি উহ্য يُقال لهم এর مفعول به এর স্থানে রয়েছে।
هذه মুবতাদা, النار খবর। ... التي হচ্ছে খবরের ছিফাত।

اصبروا أو لا تصبروا আমর-নাহী ফেয়েলদু'টি مصدر مؤول হয়ে মুবতাদা, আর سواء عليكم খবর। মূলরূপ– صَبْرُكم أَوْ عَدَمُ صبرِكم
سواء عليكم এটি سواء এর সাথে متعلق

ما كنتم تعملون এ অংশটি تُجْزَوْنَ এর দ্বিতীয় مفعول به
ما এর দু' রকম তারকীব হতে পারে (ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ আপনার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, তার কোন রোধকারী নেই, (তা অবশ্যই ঘটবে) যেদিন আকাশ ভীষণ প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা চলমান হবে। সুতরাং সেদিন ধ্বংস হবে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য, যারা বাতিল বিষয় নিয়ে খেলা করে। যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। (আর তাদেরকে কটাক্ষ করে বলা হবে) এতো সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছো না। তোমরা তাতে ঝলসিত হও, তারপর তোমরা ছবর করো বা না করো, তা তোমাদের জন্য সমান। তোমাদেরকে তো শুধু তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে।

(٥) إِنَّ المتقين في جَنّٰتٍ و نَعيمٍ * فٰكهين بما اٰتٰهم ربُّهم وَ وَقٰهم
ربُّهم عذابَ الجحيمِ * كُلُوا و اشرَبوا هَنِيئًا بما كنتم تعمَلون *
مُتَّكِئِين على سُرُرٍ مَصفوفَةٍ، و زَوَّجْنٰهم بِحورٍ عِينٍ *

শব্দবিশ্লেষণ

نعيم ভোগ-উপভোগের সামগ্রী, সুখ-সাচ্ছন্দ্য।

فاكه (আনন্দে উচ্ছল) (س) فَكِهًا، فَكاهَةً আনন্দে উচ্ছল হওয়া, খোশমেজাজ হওয়া।

هني ء রুচিসম্মত, طَعامٌ هَنِيءٌ সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর খাবার।
(هَنَأً و هَناءَةً، س) هَنِئَ له الطعامُ খাবার তার জন্য স্বাদু ও তৃপ্তিকর হলো। هَنِئَ من الطعامِ খাবারে তৃপ্ত হলো।

متكئ এটি اسمُ فاعلٍ مِن اتَّكَأَ - يَتَّكِئُ - اِتِّكاءٌ হেলান/ ঠেশ/ভর দেয়া।

سرير বহু أَسِرَّةٌ ও سُرُرٌ খাট, পালংক, উপবেশনের আরামদায়ক আসন

مصفوف (সারিবদ্ধ) (صَفًّا، ن) شيئًا/ صَفَّ شيءٌ সারিবদ্ধ হলো/করলো

زوجنا (আমি বিবাহ দিবো)
تَزَوَّجَ امرأةً أو بامرأةٍ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করলো।
زَوَّجَ فلانًا امرأةً أو بامرأةٍ অমুকের কাছে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ দিলো।

حور এটি حَوْراءُ এর বহুবচন, আর তা حَوَرٌ থেকে এসেছে, যার অর্থ– চোখের সাদা অংশের প্রখর শুভ্রতা এবং কালো অংশের প্রখর কৃষ্ণতা এবং চোখের মণির পূর্ণ গোলাকৃতি এবং তার ভ্রূর সরুতা এবং তার চারপাশের ঔজ্জ্বল্য, এসবই চোখের সৌন্দর্য বলে গণ্য, বাংলা তরজমা 'হূর'।

عين এটি عيناء এর বহু, على وزنِ فُعْلٌ তবে ياء এর কারণে كسرة এসেছে। অর্থ– আয়তলোচনা, মানে– বড় বড় চোখওয়ালী।

বাক্যবিশ্লেষণ

في جنت এটি إن এর উহ্য খবর عائشون এর সাথে متعلق

فاكهين এটি إن এর খবরে বিদ্যমান যামীর هم থেকে حال
ما এর স্থানীয় অর্থ হলো 'নেয়ামত'।

হরফুলজর ও মাজরূর মিলে فاكهين এর সাথে متعلق (নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ বিভিন্ন বাগবাগিচায় এবং বিভিন্ন নেয়ামতের মাঝে বাস করবে, এমন অবস্থায় যে তারা ঐসব নেয়ামতের কারণে আনন্দিত হবে যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দান করেছেন)

كلوا و اشربوا বাক্যটি উহ্য يُقال لهم এর نائب الفاعل এর স্থানে রয়েছে।

هنيئا উহ্য مفعول به এর ছিফাত, অর্থাৎ كُلوا طَعامًا وَاشْرَبُوا شَرابًا هَنيئًا কিংবা উহ্য مفعول مطلق এর ছিফাত, অর্থাৎ أَكْلاً وَ شُرْبًا هَنيئًا

بما كنتم এখানে ب অব্যয়টি বিনিময় বা প্রতিদান অর্থে এসেছে। আর তা كلوا و اشربوا এর সাথে متعلق

متكئين এটি إن এর খবরে বিদ্যমান যামীর থেকে حال কিংবা كلوا و اشربوا এর فاعل থেকে حال কিংবা উহ্য ফেয়েল يتحادثون (তারা পরস্পর আলোচনা করবে) এর فاعل থেকে حال

তরজমা ঃ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বিভিন্ন বাগবাগিচায় ও নেয়ামতের মাঝে, এমন অবস্থায় যে তারা তাদের প্রতিপালকের দেয়া নেয়ামত ভোগ করবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (আর তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তোমাদের আমলের বিনিময়ে তৃপ্ত হয়ে পানাহার করো। তারা শ্রেণীবদ্ধ আরামদায়ক বিভিন্ন আসনে হেলান দিয়ে (পরস্পর আলাপ করবে)। আর আমি তাদেরকে 'আয়তলোচনা' হূরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করবো।

(٦) وَالذين اٰمَنوا وَ اتبَعَتْهُم ذُرِّيَّتُهُم بايمانٍ اَلْحَقْنا بِهِم ذريتَهم و ما اَلَتْنٰهم مِنْ عَمَلِهم من شيءٍ، كلُّ امْرِيئٍ بما كَسَبَ رَهينٌ * و اَمددنٰهم بفاكهةٍ و لحمٍ مما يشتَهون * يَتنازَعُون فيها كَأسًا لا لَغْوٌ فيها وَ لا تَأثِيمٌ * و يَطوفُ عليهم غِلمان لهم كأنَّهم لُؤْلُؤٌ مَكنونٌ * و أقبلَ بعضُهم على بعضٍ يَتَساءَلون * قالوا اِنَّا كنا قبلُ في أهلِنا مُشفقين * فَمَنَّ اللّٰهُ علَينا وَوَقٰنا عذابَ السَّمومِ * إنَّا كنا من قبلُ ندعوه، اِنه هو البَرُّ الرحيم *

শব্দবিশ্লেষণ

ما ألتنا (আমরা হ্রাস করবো না) এটি মাযী, মুযারে অর্থে ব্যবহৃত।

أَلَتَ شيئًا (أَلْتًا، ض) কোন কিছু হ্রাস করলো।

أَلَتَه عن قصده তাকে তার ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে রাখলো।

أَلَتَه حقَّه/من حقِّه তাকে তার হক বা প্রাপ্য কমিয়ে দিলো।

إمدادا সাহায্য করা। رهين দায়বদ্ধ।

يشتهون দেখো- ২৪/২৭

يتنازعون (তারা পরস্পর কলহ করবে) تنازعا পরস্পর কলহ করা, টানাটানি করা। এতে 'পরস্পরতা'র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রকৃত কলহ এখানে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো আনন্দের প্রকাশ।

كأس বহু كُؤُوسٌ পেয়ালা, পানপাত্র (শব্দটি مؤنث)

لغو বেহুদা কাজ। غُلام বালক, বহু غِلمان

لؤلؤ মুক্তো (اسم جنس বা জাতিবাচক শব্দ) الواحِدةُ لُؤْلُؤَةٌ و الجمعُ لآلِئُ

مكنون (লুক্কায়িত) كَنًّا، ن ঢাকা, লুকিয়ে রাখা كَنَّ شيئًا

كَنَّ شيءٌ كُنونًا (ن) আবরিত হওয়া

أَكَنَّ شيئًا، إكنانًا আবরিত করা, লুকিয়ে রাখা। কোরআনে-

وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعلَمُ ما تُكِنُّ صدورُهم و ما يُعلِنون

(নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন ঐ সকল বিষয় যা তাদের বক্ষ লুকিয়ে রাখে, আর যা তারা প্রকাশ করে)

أقبل عليه সে তার অভিমুখী হলো। দেখো- ১৩/৬

مشفق (ভয়গ্রস্ত) দেখো- ২৫/৩ سَموم অগ্নি, অগ্নি-বায়ু

بَرٌّ আল্লাহর গুণবাচক নাম, চিরসদাচারী।

বাক্যবিশ্লেষণ

الذين এটি ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা।

بإيمان অর্থাৎ مُتَلَبِّسَةً بِإيمانٍ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ألحقنا .... এ বাক্যটি খবর।

من شيءٍ এটি অতিরিক্ত অব্যয়, সুতরাং ... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

من عَمَلِهم (معدودين) এটি شيء থেকে অগ্রবর্তী হাল

كل امرئ ... বাক্যটির তারকীব করো।

(معدودين) مما ... এটি পূর্ববর্তী معطوف ও معطوف عليه এর ছিফাত।

لا — فيها আর مبتدأٌ مرفوعٌ بالضمةِ আর لغو হচ্ছে نافِيَةٌ لا عملَ لها এটি জারٌّ و مجرورٌ متعلق بخبرِ المبتدأِ হচ্ছে
কিংবা এটি ليس এর সমার্থক অব্যয়, সুতরাং لغو হবে তার ইসম। আর فيها (ثابتا) হবে لا এর খবর।
যামীরের مرجع হলো كأسا এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ في شربها (ঐ পাত্র পান করার মাঝে কোন মাতলামি নেই, দুনিয়ার শরাব পানের মাঝে যেমন থাকে)

و لا تأثيم — এখানে فيها উহ্য রয়েছে, পূর্ববর্তী فيها হচ্ছে তার কারীনা। অর্থাৎ পান করার সময় তারা এমন কোন আচরণ করবে না, যাতে ঐ আচরণকারীকে গোনাহগার আখ্যায়িত করা যায়।

لهم (مملوكون) এটি صفةٌ غِلمانٌ و الجملةُ بعدَها صفةٌ ثانيةٌ لِ : غلمانٌ

إنا — এটি إن ও نا এর যুক্তরূপ। মূলত إننا সহজায়নের জন্য একটি نون কে হযফ করা হয়েছে।
পরবর্তী বাক্যটি إن এর খবর রূপে রফার স্থানে রয়েছে।

كنا — ফেয়েলে নাকিছ ও তার ইসম مشفقين হচ্ছে তার খবর।
قبل অর্থাৎ قبل ذلك এটি مشفقين এর ظرف

في أهلنا — এটি مشفقين এর সাথে متعلق এখানে في أهلنا অর্থ في الدنيا مشفقين এর একটি متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ مِنَ العاقِبَةِ (আমাদের পরিণতির ব্যাপারে শংকাগ্রস্ত ছিলাম।)

من قبل — অর্থাৎ مِنْ قبلِ لِقَاءِ اللّٰهِ

তরজমা : আর যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের সন্তানেরা 'ঈমানের ক্ষেত্রে' তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের সন্তানদেরকে আমি তাদের সঙ্গে যুক্ত করবো, আর তাদের আমল থেকে আমি কিছুই হ্রাস করবো না।
(প্রকৃতপক্ষে) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। আর তাদেরকে আমি যোগাবো ফলফলাদি ও গোশত, যা তারা চাইবে।
সেখানে তারা (হাস্যপরিহাসরূপে) পানপাত্র 'কাড়াকাড়ি' করবে, যাতে প্রলাপ নেই, নেই পাপকর্মও। আর তাদের সেবায় বিচরণ

করবে তাদের জন্য নিযুক্ত বালকেরা, যেন তারা আবরিত মুক্তো। আর তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে বসবে এবং কুশল বিনিময় করবে। তারা বলবে, ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমরা (আখেরাত সম্পর্কে) শঙ্কিত ছিলাম। তাই আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। নিঃসন্দেহে তিনিই চিরসদাচারী, চিরদয়ালু।

(٧) إِنَّ الذين لا يُؤمِنُونَ بالأٰخِرَةِ لَيُسَمُّونَ المَلٰئِكَةَ تَسمِيَةَ الأُنْثٰى * ما لهم به مِن علمٍ، إِنْ يَّتَّبِعون إلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظنَّ لا يُغنِي مِنَ الحَقِّ شيئًا * فَأَعْرِضْ عَن مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنا وَ لم يُرِدْ إلاَّ الحَيٰوةَ الدنيا * ذلك مَبلَغُهم مِنَ العلمِ، إنَّ ربك هو أعلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبيلِه و هو أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى *

শব্দবিশ্লেষণ

مبلغ (পৌঁছার স্থান, সীমা, পরিমাণ) اسم الظرف بُلوغ থেকে

لا يغني দেখো– ৩/১৭ تولى দেখো– ৬/২২

বাক্যবিশ্লেষণ

إن এর ইসম ও খবর চিহ্নিত করো।

مفعول مطلق এর يسمون এটি تسميةَ الأنثى

من علم এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

متعلق এর সাথে علم এটি به

لهم (ثابت) এটি علم এর অগ্রবর্তী খবর। এ ক্ষেত্রে ما এর কোন আমল নেই কেন, বলো। মূলরূপ এই– ما عِلمٌ به ثابِتًا لهم

من تولى ... এটি عن : في مَحَلِّ جَرٍّ (সাধারণ লিপিবিধানে عَمَّن লেখা হয়)

من العلم এটি مبلغ এর সাথে متعلق মূল তারকীব ছিলো এরূপ– ذلك مَبْلَغُ عِلمِهم (এ তারকীবটাই বাংলা তরজমায় এসেছে)

إن ربك هو أعلم بمن .... বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তারা ফিরেশতাদের নামকরণ করে নারীর নামকরণ। আসলে এ বিষয়ে তাদের

কোন ইলম নেই। তারা শুধু ধারণা অনুসরণ করে, আর ধারণা তো সত্যের মুকাবেলায় কোনই কাজে আসে না। সুতরাং যারা আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং দুনিয়া ছাড়া কিছুই চায় না তাদেরকে আপনি উপেক্ষা করুন। এটাই তাদের জ্ঞানের দৌড়। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক অবগত যে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং তিনিই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক অবগত যে সত্যপথ প্রাপ্ত হয়েছে।

(٨) كَذبت قبلَهم قومُ نوحٍ فكذَّبوا عبدَنا و قالوا مجنونٌ وَ ازْدُجِرَ * فَدعا ربه اَني مغلوبٌ فانتَصِرْ * فَفَتحنا ابوابَ السماءِ بماءٍ مُنْهَمِرٌ * و فجَّرْنا الارضَ عُيونًا فالتقَى الماءُ على امرٍ قد قُدِرَ * و حَمَلنٰه على ذَاتِ اَلْواحٍ و دُسُرٍ * تَجرى بِاَعْيُنِنا ، جزاءً لِّمَنْ كان كُفِرَ * و لقد تركنٰها اٰيةً فهل مِن مدَّكِر * فكيفَ كان عذابي وَ نُذُرِ * ولقد يَسَّرنا القرآنَ للذكرِ فهل من مُدَّكِر * كَذَّبت عادٌ فكيفَ كان عَذابي و نُذُرِ *

শব্দবিশ্লেষণ

ازدجر (তাকে ধমকানো হয়েছে) মূলত ازتجر ইফতি'আলের ت কে د দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ এ দুটি নিকটবর্তী 'মাখরাজ'।
زَجْرًا (ن) কঠিন তিরস্কার করা। কঠিনভাবে বিরত রাখা।
زَجَره عن شيءٍ – زَجَرَه
اِزْدَجَرَ তিরস্কারে প্রভাবিত হলো, কঠিনভাবে নিবৃত্ত করার ফলে সে নিবৃত্ত হলো। (مُطاوِعُ زَجَرَ)
زَجَرَ এর সমার্থক (এখানে এ অর্থেই এসেছে।)

انتصر على ... কারো উপর বিজয়ী হলো।
اِنتصَرَ من ... কারো থেকে প্রতিশোধ নিলো
انتصَرَ لفلانٍ অমুকের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নিলো (এখানে শেষ দু'টি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে)

منهمر (গড়িয়ে পড়া পদার্থ) ইনফি'আল থেকে اسم الفاعل

إِنْهَمَرَ الْمَاءُ (انهمارًا) পানি প্রবলভাবে গড়িয়ে পড়লো।

فَجَّرَ الارضَ ভূমিকে দীর্ণ করে জলধারা উৎসারিত করলো ২৩/২

فَجَّرَ الماءَ/ العينَ জলধারা বা ঝর্ণাধারা উৎসারিত করলো।

قدر (ফায়ছালা করা হয়েছে) (ض) قَدْرًا ফায়ছালা করা।

قَدَرَ اللّٰهُ الأمرَ على فلانٍ আল্লাহ বিষয়টিকে অমুকের তাকদীরে লিখে দিয়েছেন। অন্য অর্থ দেখো- ১৭/৩২

لوح কাষ্ঠফলক, এটি اسم جنس বহুবচনে أَلْوَاحٌ একবচনে لَوْحَةٌ তা থেকে বহুবচন لَوْحَاتٌ (দেখো- ১/৬ ও ৩/৫)

دُسُرٌ একবচনে دِسَارٌ কীলক।

مدكر মূলত مُذْتَكِرٌ মাছদার إِذْتِكَارًا মূলত إِدَّكَارًا এখানে দু'ভাবে পরিবর্তন করা হয়। প্রথমতঃ ইফতি'আলের ت কে د দ্বারা এবং ذ কে د দ্বারা বদল করে ادغام করা। (এখানে তাই করা হয়েছে) দ্বিতীয়তঃ ت কে ذ দ্বারা বদল করে ذ কে ذ এর মাঝে ادغام করা, তখন মাছদার হয় إِذَّكَارًا উপদেশ গ্রহণ করা

বাক্যবিশ্লেষণ

مجنون এটি উহ্য মুবতাদা هو এর খবর।

ازدجر এটি معطوف হয়েছে قالوا এর উপর। (কারণ অর্থগত দিক থেকে এটি زَجَرُوه এর সমার্থক)

انى مغلوب এটি مصدرٌ مؤوَّلٌ في مَحَلِّ نصبٍ بِنَزْعِ الخَافِضِ মূলত এটি উহ্য ب এর মাজরূরের স্থানে রয়েছে।

انتصر অর্থাৎ انتَصِرْ لي منهم بِتَعْذِيبِهِم

بماء (سائلة) এটি السماء থেকে حال (আসমানের দরজাগুলো খুলে দিলাম এমন অবস্থায় যে তা 'গড়িয়ে পড়া' পানি প্রবাহিত করছে) و الباء للتعدية

فجرنا এটি عَطفٌ على فَتَحنا، وَ الأرضَ مفعولٌ به و عُيونًا تَمييزٌ، فَإنَّ نِسبَةَ فَجَّرْنا إلى الأرضِ مُبْهَمَةٌ، و عيونًا مُبَيِّنٌ لذلك الإبهامِ، وَ الأصلُ و فجرنا عيونَ الأرضِ، فَأُقِيمَ المضافُ إليه مَقامَ المضافِ، و جُعِلَ المضافُ تمييزًا

التقى الماء অর্থাৎ اِلْتَقَى ماءُ السماءِ و ماءُ الأرضِ

متعلق التقى এর এটি عَلَى (إِحْداثِ) أمرٍ قد قُدِرَ

(ঐ উভয় প্রকার পানি একত্র হলো ঐ বিষয়টি ঘটানোর জন্য যার ফায়ছালা করা হয়েছে)

هي صفة للسفينة المحذوفة (কাষ্ঠফলক ও লৌহকীলকবিশিষ্ট) ذات ألواح و دسر
تجري بأعيننا বাক্যটি উহ্য سفينة এর দ্বিতীয় ছিফাত।

جزاء — এটি فعلنا ذلك এই উহ্য ফেয়েলের مفعول لأجله
لمن كان ... এ অংশটি جزاء এর সাথে متعلق

تركنها — অর্থাৎ تركنا السفينة আর آية হচ্ছে تركنا এর مفعول به থেকে حال
তবে تركنا কে جعلنا এর অর্থে গ্রহণ করলে آية হবে তার দ্বিতীয় مفعول به তরজমায় تركنا এর কোন্ অর্থ অনুসৃত হয়েছে বলো।

من مدكر — এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং مدكر শব্দটি অর্থগতভাবে মুবতাদারূপে মারফূ موجود হচ্ছে এর উহ্য খবর।

তরজমা ঃ তাদের পূর্বে নূহ-এর কাওমও মিথ্যা আরোপ করেছিলো। তারা আমার বান্দা (নূহ) এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিলো এবং বলেছিলো সে তো উম্মাদ, আর তাকে হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছিলো। তখন তিনি তার প্রতিপালককে ডেকে বললেন, হে আমার প্রতিপালক আমি তো (তাদের দ্বারা) কোণঠাসা, সুতরাং আপনি (তাদেরকে আযাব দিয়ে আমার পক্ষ হতে) প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। তখন আমি আসমানের দরজাগুলো খুলে দিলাম, প্রবল জলধারাসহ এবং ভূগর্ভের ঝর্ণাগুলো উৎসারিত করলাম। তারপর (উভয়) পানি একত্র হলো ঐ আযাব সংঘটনের জন্য যার ফায়ছালা করা হয়ে গেছে। আর আমি তাকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠফলক ও কীলকবিশিষ্ট জলযানে, যা আমার তত্ত্বাবধানে ভেসে চললো। (তা করেছিলাম) তার পক্ষ হতে শাস্তি দেয়ার জন্য, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো। আর ঐ জলযানকে আমি নিদর্শন বানিয়েছি। সুতরাং আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী। সুতরাং দেখো, কেমন ছিলো আমার আযাব এবং আমার সতর্কবাণী। আর আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। সুতরাং আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী।

(٩) الرحمٰنُ علَّم القرآنَ * خَلقَ الانسانَ علَّمه البيانَ * الشمسُ و القمَرُ بِحُسْبانٍ و النجمُ و الشجَرُ يسجُدانِ * وَ السماءَ رَفَعَها و وَضَعَ الميزانَ *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

حسبان হিসাব। نجم যে বৃক্ষের কাণ্ড নেই, লতাগুল্ম (অন্য অর্থ- তারকা)

الرحمن মুবতাদা علم القرآن হচ্ছে প্রথম খবর। এখানে প্রথম مفعول به উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ عَلَّم الإنسانَ القرآنَ পরবর্তী বাক্যের الإنسان হচ্ছে তার কারীনা।

خلق এটি দ্বিতীয় খবর। পরবর্তী বাক্যটি তৃতীয় খবর।

الشمس و القمر মুবতাদা بحسبان এটি উহ্য يَجْرِيَانِ এর متعلق এবং তা খবর।

তরজমা ঃ পরম করুণাময় (মানুষকে) শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (এবং) তাকে বয়ান শিক্ষা দান করেছেন। সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মত বিচরণ করে, আর গুল্মলতা ও বৃক্ষ (তাঁকে) সিজদা করছে। আর আসমানকে তিনি সমুচ্চ করেছেন এবং (আমলের হিসাবের জন্য) 'মীযান' স্থাপন করেছেন।

(١٠) كلُّ مَنْ عليها فانٍ * و يبقى وجهُ ربِّك ذُو الجَلالِ وَ الْإِكْرامِ *

শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ

جلال প্রতাপ, মহিমা فَانٍ (الفاني) এটি اسمُ فاعلٍ من فَنِيَ (فَناءٌ، س) ধ্বংস হওয়া

عليها এটি إستقرَّ (স্থিত হয়েছে) এই উহ্য ফেয়েলের সাথে متعلق এবং তা من এর ছিলাহ। যামীরের مرجع হচ্ছে الأرض। যদিও পূর্বে তার উল্লেখ নেই, কেননা এটা সাধারণ ভাবেই মাফহূম হয়। বাক্যটির তারকীব করো।

ذو الجلال এটি وجه ربك এর ছিফাত। وجه দ্বারা সত্তা উদ্দেশ্য।

তরজমা ঃ ভূপৃষ্ঠের উপর যা কিছু আছে সব ধ্বংস হবে; শুধু আপনার মহিয়ান ও মহানুভব প্রতিপালকের সত্তা বাকি থাকবে।

(١١) سَبَّحَ للهِ ما في السمٰوٰتِ و الارضِ و هو العزيزُ الحكيم * له ملكُ السمٰوٰتِ و الأرضِ، يُحيِي و يُميت، و هو على كلِّ شيءٍ قديرٌ *
هو الأوَّلُ و الأخِرُ و الظاهرُ و الباطِنُ و هو بكلِّ شيءٍ عليم *

শব্দবিশ্লেষণ

ظاهر (প্রকাশিত) (ف) ظُهورًا প্রকাশিত হওয়া

باطن (অপ্রকাশিত) (بَطْنًا، بُطونًا، ن) بَطَنَ شيءٌ অস্পষ্ট/অপ্রকাশিত হলো (بَطْنًا، ن) بَطَنَ الأَمْرَ বিষয়টির রহস্য অবগত হলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

سبح এর ফায়েল কোন্‌টি বলো।

لله এটি سبح এর সাথে متعلق কিংবা لِ অব্যয়টি অতিরিক্ত আর الله এই মহান শব্দটি مفعول به

এই ফেয়েলটির مفعول به এর ব্যবহার সরাসরি এবং لِ অব্যয়-যোগে, দুভাবেই হয়।

له ملكُ السمٰوٰتِ و الارضِ এ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে সকলে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। তাঁরই জন্য তো আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই আদি এবং অন্ত, তিনিই প্রকাশিত এবং প্রচ্ছন্ন এবং তিনিই সর্ববিষয়ে অবগত।

(১২) هو الذي خَلَقَ السمٰوٰتِ و الارضَ في سِتَّةِ اَيامٍ ثم استَوٰى على العرشِ، يعلَم ما يَلِجُ في الارضِ و ما يخرُج منها و ما يَنزِلُ من السماءِ و ما يعرُج فيها، و هو مَعكم اَيْنَما كنتُم، وَ الله بما تعمَلون بَصيرٌ * له ملكُ السمٰوٰتِ وَ الارضِ و الى اللّٰهِ تُرجَع الامورُ * يُولِج الَّيْلَ في النهارِ و يُولِجُ النهارَ في الَّيلِ، و هو عَليم بِذاتِ الصُّدور *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

استوى ১৬/১৮ يعرج ২২/৬ يلج ৩/১৯ ذات الصدور ২৩/১২

يعلم ما ... فيها পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

معكم এটি উহ্য حاضر এর ظرف আর তা هو এর খবর।

أينما এখানে ما অতিরিক্ত, أين হচ্ছে اسم شرطٍ جازمٌ এবং ظرف مكان

সুতরাং পরের বাক্যটি তার শর্ত ও مضاف إليه এবং সে নিজে জواب الشرط এর ظرف এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে, পূর্ববর্তী বাক্যটি তার কারীনা। মূলরূপ– أينما تكونوا فهو (حاضر) معكم এ ক্ষেত্রে كنتم ফেয়েলটিকে تام ধরা যেতে পারে।

তরজমা ঃ তিনিই ঐ সত্তা যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন, তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা আসমানে আরোহণ করে। আর তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাকো। আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে সর্বদর্শী। আসমান ও যমীনের রাজত্ব তো তাঁরই জন্য। আর সকল বিষয় আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। তিনি রাত্রকে দিবসের মাঝে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রের মাঝে প্রবিষ্ট করেন। তিনি অন্তরের সমস্ত গোপন কথা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

(১৩) ءامِنوا باللّٰهِ و رَسولِه وَ أنفِقوا مِمّا جَعَلكم مُستخلَفِين فيه، فالذين اٰمَنوا مِنكم وَ اَنفَقوا لَهم اجرٌ كبيرٌ * وَما لكم لا تؤمنون باللّٰهِ و الرسولُ يَدعوكم لِتُؤمِنوا بربِّكم و قد اَخذَ ميثاقَكم اِنْ كنتُم مؤمنين * هو الذي يُنَزِّلُ على عَبدِه اٰيٰتٍ بينٰتٍ لِيُخرِجَكم مِنَ الظلمٰتِ الى النور، وَ اَنَّ اللّٰهَ بكم لرؤوفٌ رحيمٌ *

শব্দবিশ্লেষণ

مستخلف (যাকে স্থলবর্তী করা হয়েছে) দেখো, ৮/৬

ميثاق প্রতিশ্রুতি, লিখিত চুক্তি, বহু مَواثيق

رؤوف (দয়ালু) (رَأْفَةً، ف) رَأَفَ به তার প্রতি করুণা করলো।
(رَأْفَةً، ك) رَؤُفَ به তার প্রতি করুণাময় হলো رأفة দয়া, করুণা

বাক্যবিশ্লেষণ

مما ... অর্থাৎ ... أنفِقوا بعضَ ما جعلكم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

مستخلفين এটি جعل এর দ্বিতীয় مفعول به
فيه এটি مستخلفين এর সাথে متعلق এবং عائد إلى الموصول

الذين امنوا এটি মুবতাদা منكم (معدودين) এটি امنوا এর ফায়েল থেকে হাল لهم أجر كبير এ বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।

ما لكم لا ... এর তারকীব ما لنا لا نؤمن بالله এর অনুরূপ। ৭/২

و الرسول ... এ বাক্যটি لا تؤمنون এর ফায়েল থেকে حال

لتؤمنوا بربكم এর পূর্ণ তারকীব করো।

و قد أخذ ميثاقكم এটি حال হয়েছে رب থেকে।

كنتم مؤمنين অর্থাৎ- إن كنتم مؤمنين فَبادِرُوا إلى الإيمانِ

তরজমা ঃ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং যে সম্পদে তিনি তোমাদেরকে স্থলবর্তী করেছেন তার কিছু অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছো না, অথচ রাসূল তোমাদের ডাকছেন, যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো। আর আল্লাহ তো পূর্বেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। (সুতরাং) তোমরা যদি (পূর্ণ) মুমিন হতে চাও (তাহলে ঈমানের দিকে ধাবিত হও)

তিনিই তো ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যাবতীয় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন। আর আল্লাহ তো অবশ্যই তোমাদের প্রতি অতি কোমল ও চিরদয়ালু।

(١٤) وَ الذين اٰمَنوا باللّٰهِ و رَسولِه اولئك هم الصِّديقُون، و الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهم، لهم اَجرُهم و نورُهم، وَ الذين كفروا و كذبوا بِاٰيٰتِنا اولئك اَصْحٰبُ الجحيم *

বাক্যবিশ্লেষণ

اولئك هم الصديقون এ বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।

الشهداء এটি معطوف على الصديقون তখন عِندَ رَبِّهم (محبوبين) হবে الشهداء থেকে হাল, কিংবা الشهداء মুবতাদা, عندَ ربهم (محبوبون) খবর।

لهم أجرُهم و نورُهم এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই হলো ছিদ্দীক। আর শহীদগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট অতি-প্রিয়। তাদের জন্য রয়েছে (তাদের) প্রতিদান এবং (তাদের) নূর। আর যারা কুফুরি করে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ওরাই হলো জাহান্নামী।

দ্রষ্টব্য ঃ তরজমায় যামীরকে বন্ধনীর মাঝে আনার কারণ এই যে, এ ক্ষেত্রে আরবীতে যামীরের উপস্থিতি সুন্দর, বাংলায় যামীরের অনুপস্থিতি সুন্দর।

(١٥) سابِقُوا الى مغفِرَةٍ من ربِّكم و جَنَّةٍ عرضُها كعرضِ السماء وَ الارضِ أُعِدَّت لِلذين امَنوا باللهِ و رسولِه، ذلك فضلُ اللّٰه يُؤتِيه من يَشاء، وَ اللّٰه ذو الفضلِ العظيم *

শব্দবিশ্লেষণ

سابقوا (তোমরা প্রতিযোগিতা করে ধাবিত হও) مسابقة و سباقا প্রতিযোগিতা করা। إلى অব্যয়যোগে ধাবিত হওয়া।

عرض (প্রশস্ততা) প্রস্থ। বস্তুটি হলো عريض প্রশস্ত, পস্থে বড়।

বাক্যবিশ্লেষণ

سابقوا إلى ... পুরো বাক্যটির তারকীব দেখো- ৪/১৩

ذلك এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে المغفرة ও الجنة এর দিকে, এ দু'টিকে الموعود (ওয়াদাকৃত বস্তু) এর অর্থে ধরে নিয়ে।

তরজমা ঃ তোমরা ধাবিত হও তোমাদের প্রতিপালকের দিকে, এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা হলো আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার অনুরূপ। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। তা হলো আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ্ বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।

(١) قَد سمِعَ الله قولَ التي تُجادلك في زوجِها وَ تشتكِي الى اللّٰهِ، وَ الله يسمَع تحاوُرَكما، إن الله سَميع بصيرٌ *

শব্দবিশ্লেষণ

اشتكاء পীড়া অনুভব করা (إلى যোগে) অনুযোগ করা (شكو)

تحاور পরস্পর আলোচনা, কথোপকথন।

تَحاوَرَ الرجلان লোক দু'জন পরস্পর আলোচনা করলো।

حاورتُه (حِوارًا) আমি তার সাথে আলোচনা করলাম।

বাক্যবিশ্লেষণ

قد سمع الله - زوجها বাক্যটির তারকীব করো।

في زوجها অর্থাৎ في شَأنِ زَوْجِها শেষ বাক্যটি হেতুবাচক। সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে تحاوركما বলা হয়েছে, নচেত আল্লাহ তো সবারই কথা শোনেন।

তরজমা ঃ যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে 'তর্ক' করছে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে অভিযোগ পেশ করছে, আল্লাহ তার কথা অবশ্যই শুনেছেন, আর আল্লাহ আপনাদের (উভয়ের) কথাবার্তা শোনেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী।

(٢) إن الذين يُحادُّونَ اللّٰهَ وَ رسولَه كُبِتوا كَمَا كُبِتَ الذين مِنْ قَبلِهم وَ قد أنْزَلنا اٰيٰتٍ بينٰتٍ، وَ للكٰفرين عَذاب مهين * يومَ يبعثُهم اللّٰه جَميعًا فَيُنَبِّئُهم بما عَمِلوا، أحْصٰه الله وَ نَسوه، وَ الله على كُلِّ شيءٍ شهيدٌ *

শব্দবিশ্লেষণ

يحادون (নফরমানি করে) حَادَّ - يُحادُّ - حَادٌّ - مُحادَّةً নাফরমানি করা, অসন্তুষ্ট করা। (রূপপরিবর্তন ব্যাখ্যা করো)

كبتوا (তাদের লাঞ্ছিত করা হবে) كَبْتًا (ض) অপদস্থ করা, বিধ্বস্থ করা

إحصاء গণনা করা, গণনার মাধ্যমে আয়ত্তে রাখা। গুণে শুমার করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

إن এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

ك এটি উপমাবাচক হরফুলজর (حرفُ جرٍّ للتشبيهِ)

ما এর পরবর্তী বাক্যটি مصدر مؤول হয়ে মাজরূরের স্থানে রয়েছে

من قبلهم এটি مضوا এর ظرف

يوم ... এ অংশটি يَجوز أن يكونَ ظرفًا لـ : مهينٌ أو مفعولا به لِفعلٍ مُضمَرٍ و هو : أُذكُرْ، و الجملةُ الفعلِيةُ في مَحَلِّ جرٍّ بالإضافَةِ

তরজমা ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে নিঃসন্দেহে তারা অপদস্থ হবে, যেমন অপদস্থ হয়েছে (ঐ লোকেরা) যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। অথচ আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযিল করেছি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, যে দিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, তারপর তারা যে আমল করেছে সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন। আল্লাহ্ তো তাদের আমল গুণে শুমার করে রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ্ তো সবকিছুর সাক্ষী।

(٣) يٰايها الذين اٰمَنوا إذا قيلَ لكم تَفَسَّحوا في المجٰلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ الله لكم، وَ اذا قيلَ لكُمُ انْشُزوا فَانْشُزوا يَرفَعِ اللّٰهُ الذين اٰمَنوا مِنكم وَالذين اُوتوا العلمَ دَرَجٰتٍ، وَ الله بما تعملون خَبير *

শব্দবিশ্লেষণ

تَفَسَّحَ له في المجلسِ তাকে বসার জায়গা দিলো।

فَسَحَ له في المَجْلِسِ (فَسْحًا، ف) একই অর্থ।

فَسُحَ المكانُ (فَسَاحةً، ك) স্থানটি প্রশস্ত হলো।

نَشَزَ عن/في مَكانِه (نَشْزًا، نُشوزا، ن) সে তার স্থান ত্যাগ করলো, স্থান থেকে উঠে গেলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

إذا সম্পর্কে যা জানো বলো (দেখো, ১/৫ ও ২/৯) ف এটি رابطة

يفسح এটি مضارعٌ مجزوم، لأنه جوابُ الأمرِ، و هو في الحقيقَةِ جوابُ شرطٍ مقدَّرٍ، فَأَصْلُ العبارةِ : إن تَفْسَحوا يفسَحِ الله لكم

منكم	অর্থাৎ معدودين منكم (ব্যাখ্যা করো)
	দ্বিতীয় الذين হচ্ছে প্রথম الذين এর উপর معطوف
	العلم তারকীবে কী হয়েছে ?
درجت	এটি يرفع ও তার مفعول به এর نسبة থেকে تمييز রূপে মানছূব হয়েছে। (সমুচ্চ করবেন বহু মর্যাদার দিক থেকে)

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয়, তোমরা উঠে যাও তখন উঠে যেয়ো, তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা 'অনেক' উঁচু করে দেবেন। আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

(٤) اَلَم تَرَ الى الذين تَوَلَّوْا قومًا غضِبَ اللّٰه عليهم، ما هم منكم و لا منهم وَ يحلِفون على الكَذِبِ و هم يعلَمون * اَعَدَّ اللّٰه لهم عذابًا شديدًا، اِنهم ساءَ ما كانوا يعمَلون * اتخذوا اَيْمٰنَهم جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سبيلِ اللّٰه، فَلهم عَذابٌ مهين *

শব্দবিশ্লেষণ

تولوا	(তারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে) দেখো- ৬/২২
يحلفون	(তারা শপথ করে) দেখো- ১১/২ ساء দেখো- ৮/৯
جنة	ঢাল يمين কসম, শপথ, বহু أيمان

বাক্যবিশ্লেষণ

الم تر ... عليهم	বাক্যটির তারকীব করো।
ما	এটি نافِيَةٌ عامِلَةٌ عَمَلَ ليس আর هم হচ্ছে তার ইসম। (معدودين) منكم এটি ما এর খবর।
	لا অব্যয়টি অতিরিক্ত منهم এটি منكم এর উপর معطوف
	وهم يعلمون বাক্যটি يَحلِفون এর ফায়েল থেকে حال এখানে مفعول به কে حذف করা হয়েছে সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে। আর সেটা কোন্ পূর্ববর্তী কারীনার কারণে অনুমানযোগ্য, বলো।

يعملون ما كانوا অর্থাৎ عملهم এখানে إن এর খবর কোন্‌টি বলো।

ساء এটি فعل الذم আর ما كانوا ... হচ্ছে ফায়েল, مخصوص بالذم এখানে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ خَلْقُهُم على الكَذِبِ দেখো, ১৮/২১)

তরজমা ঃ আপনি কি তাদের লক্ষ্য করেন নি, যারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এমন কাওমকে যাদের উপর আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ের উপর শপথ করে। আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন আযাব প্রস্তুত করেছেন। নিঃসন্দেহে তাদের আমল বড় মন্দ। তারা তাদের (মিথ্যা) শপথগুলোকে ঢাল বানিয়েছে, এভাবে (মানুষকে) তারা আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক আযাব।

(٥) لن تُغنِيَ عنهم اَموٰلُهم وَلا اولادُهم مِنَ اللّٰهِ شيئًا ، اولـئِك اَصْحٰب النارِ، هم فيها خٰلدون * يومَ يبعثُهم الله جميعًا فيحلِفُون له كما يَحلِفون لكم و يَحسَبون اَنَّهم على شيءٍ، اَلا اِنَّهم هم الكٰذبون * اِستحوَذَ عليهم الشيطٰنُ فانسٰهم ذِكْرَ اللّٰهِ، اولئك حزبُ الشيطٰنِ، اَلا اِنَّ حِزبَ الشيطٰنِ هم الخٰسِرون *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

استحوذ কুক্ষিগত করলো, আচ্ছন্ন করলো (على অব্যয়যোগে)

প্রথম বাক্যটির তারকীব করো, প্রয়োজনে দেখো- ৩/১৭

يومَ يبعثُهم الله جميعا এর মূলরূপ বলো। এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে?

على شيء অর্থাৎ على خير

ذكر الله এটি أنسى এর দ্বিতীয় مفعول به

তরজমা ঃ তাদের ধনসম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকা-বেলায় তাদের কোন কাজে আসবে না। ওরাই হলো জাহান্নামী; তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

তোমরা ঐ দিনকে স্মরণ করো যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, আর তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে

যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করে যে, তারা কোন কল্যাণের উপর রয়েছে। শোনো, তারাই তো মিথ্যাবাদী। শয়তান তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলেছে। ফলে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরাই হলো শয়তানের দল। শোনো, শয়তানের দলই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।

(٦) إن الذين يُحادُّونَ اللّٰه و رسولَه اولئك في الأذَلِّين * كَتَبَ اللّٰه لَأغلِبنَّ انا و رُسُلي، إن اللّٰه قَوِيٌّ عزيز * لا تَجِدُ قومًا يؤمنون باللّٰهِ و اليومِ الاٰخِرِ يُوادُّون مَن حادَّ اللهَ و رسولَه ولو كانوا اٰباءَهم أوْ ابناءَهم أوْ إخوانَهم أو عشيرَتَهم، اولئك كتَبَ في قُلوبِهم الايمانَ و أيَّدَهم بِروحٍ منه، وَ يُدخِلُهم جَنّٰتٍ تَجري من تحتِها الأنهٰر خٰلدين فيها ، رَضِيَ اللّٰه عنهم و رَضُوا عنه، اولئك حِزبُ اللّٰه، ألَا إنَّ حِزبَ الله هم المفلِحون *

শব্দবিশ্লেষণ

أذل — (অপদস্থতম) ذل (ض) থেকে أفعل দেখো– ৪/১০

يوادون — (তারা ভালোবাসে) وَادَّ - يُوَادُّ - وَادَّ - مُوَادَّةٌ মূলত وَادَدَ - يُوَادِدُ - وَادِدْ - مُوَادَدَةٌ ভালোবাসা, অন্তরঙ্গতা পোষণ করা।

عشيرة — গোষ্ঠীর লোকসকল, বহু عَشَائِرُ কোরআনে আছে–
وَ أَنْذِرْ عشيرتَك الأقربين

روح — দয়া, করুণা, প্রাণ, রূহ।

বাক্যবিশ্লেষণ

إن — এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

في الأذلين — متعلق এর مستقِرُّون বা موجودون এটি

لاغلبن — এর مفعول به ও متعلق উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ–
لَأَغلِبَنَّ المحادِّين بالحجَّةِ أو بالسيفِ

يؤمنون — এ বাক্যটি قوما এর ছিফাত।

يوادون — এটি قوما থেকে حال রূপে নছবের স্থানে রয়েছে। ফেয়েলটির مفعول به নির্ধারণ করো।

و لو كانوا এখানে و অব্যয়টি حالية আর পরবর্তী বাক্যটি حَادَّ এর ফায়েল থেকে حال রূপে নছবের স্থানে রয়েছে। (এখানে اسم الموصول টির শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক বিবেচনা করা হয়েছে)

শাব্দিক অর্থ– এমন অবস্থায় যে, যদিও তারা ....

كتب في ... এর যামীর هو ফিরেছে الله এই মহান শব্দের দিকে যা, অনিবার্যরূপেই বোঝা যায়– كتب অর্থ ثَبَّتَ

بِرُوحٍ (نازلةٍ من الله) (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) (আর তিনি তাদেরকে তাঁর পক্ষ হতে অবতীর্ণ দয়া ও করুণা দ্বারা শক্তি যুগিয়েছেন)

কিংবা منه মানে من الإيمان এ ক্ষেত্রে من হচ্ছে روح এর বয়ান বা ব্যাখ্যা। (তিনি তাদেরকে রূহ অর্থাৎ ঈমান দ্বারা শক্তি যুগিয়েছেন) (যা তাদের কলবকে সজীব করে)

তৃতীয় ব্যাখ্যা– روح দ্বারা نور القلب বা কোরআন উদ্দেশ্য।

তরজমা ঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে ওরাই চরম লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। আল্লাহ ফায়ছালা করেছেন (যে,) আমি এবং আমার রাসূলই বিজয়ী হবো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী।

যে সম্প্রদায় আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে আপনি ঐ লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করা অবস্থায় পাবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদিও তারা হয় তাদের পিতা, কিংবা তাদের পুত্র, কিংবা তাদের ভাই, কিংবা তাদের গোষ্ঠী। ওরা, তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তিনি আপন দয়া ও করুণা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। আর তাদেরকে তিনি ঐ সকল বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। ওরাই হলো আল্লাহর দল। শোনো, আল্লাহর দলই হচ্ছে সফলকাম।

(٧) اَلَمْ تَرَ الى الذين نَافَقوا يقولون لِاِخوانِهم الذين كَفروا مِنْ اَهْلِ الكتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُم لَنَخرُجَنَّ مَعكم وَ لا نُطيع

فِيكم احدًا ابدًا، وَ اِن قُوتِلْتم لَنَنْصُرَنَّكم، وَ اللّٰه يشهد اِنَّهم لَكٰذِبون * لَئِنْ اُخرِجوا لا يَخرجون معهم، وَ لَئِنْ قُوتِلوا لا ينصُرونهم، و لَئِن نصَرُوهم لَيُوَلُّنَّ الادبارَ، ثم لا يُنصَرون * لَاَنتم اَشَدُّ رَهْبَةً في صُدورِهم مِنَ اللّٰهِ، ذلك بِاَنَّهم قومٌ لا يفقَهون *

শব্দবিশ্লেষণ

قوتلتم (তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়) قتال থেকে মাযী মাজহূল, إن এর কারণে مستقبل এ রূপান্তরিত হয়েছে।

ليولن الأدبار অব্যশই তারা পিঠ দেখিয়ে পালাবে। (১৭/১৪ ও ২০/৪)

رَهْبَة ভয়, ভীতি। رَهِبَه (رَهَبًا، رَهْبَةً، س) তাকে ভয় পেলো। أرهَبه তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করলো।

لا يفقَهون (তারা বোঝে না) দেখো– ৯/১৮

বাক্যবিশ্লেষণ

يقولون এটি لم تر এর অর্থগত مفعول به অর্থাৎ الذين نافقوا থেকে حال

الذين كفروا ছিলা-মাওছূল মিলে কী হয়েছে বলো।

من أهل الكتب (معدودين) এটি كفروا এর ফায়েল থেকে حال

لئن أخرجتم لنخرجن معكم তারকীব করো (প্রয়োজনে দেখো, ১৯/১৩)

إنهم لكذبون এটি يشهد এর مفعول به রূপে নছবের স্থানে এসেছে। খবরে لام التوكيد থাকায় أن এর পরিবর্তে إن হয়েছে।

رهبة এটি تمييز হয়েছে পূর্ববর্তী জুমলার নিসবাত থেকে।

في صدورهم (موجودة) এটি رهبة এর ছিফাত

من الله এটি اسم التفضيل এর সাথে متعلق

ذلك মুবতাদা, এখানে خوفُهم مِنَ المخلوقِ أكثرُ مِن خوفِهم من الخالقِ এর দিকে ইশারা بأنهم অর্থাৎ ذلك حاصلٌ بكونِهم قومًا لا يفقهون

তরজমা ঃ আপনি কি মুনাফিকদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি, তারা বলে তাদের কিতাবী ভাইদেরকে, যারা (আপনার রিসালাত) অস্বীকার করেছে, যদি তোমাদেরকে বের করে দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই আমরা

তোমাদের সাথে বের হয়ে যাবো। তোমাদের বিষয়ে আমরা কখনো কারো আনুগত্য করবো না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয় তাহলে আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবো। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

যদি কিতাবীদেরকে বের করে দেয়া হয় তবে তারা তাদের সাথে বের হবে না। আর যদি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয় তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না, আর যদি তারা তাদেরকে সাহায্য করেই তবে অবশ্যই তারা পিঠ দেখিয়ে 'সোজা' পালাবে, তারপর তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। অবশ্যই তোমরা তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির দিক থেকে আল্লাহর চেয়ে প্রবল। তা এই কারণে যে, তারা হলো এমন সম্প্রদায় যারা বোঝে না।

(٨) يَاَيُّهَا الذين اٰمَنوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنظُرْ نفسٌ ما قَدَّمت لِغدٍ، و اتقوا الله، إن الله خَبِير بما تعمَلون * و لا تَكونوا كالذين نَسُوا الله فَاَنْسٰهم انفُسَهم، اولئك هم الفٰسِقون * لا يَستَوِي اصحٰبُ النارِ و اَصحٰب الجَنَّةِ، اَصحٰبُ الجَنةِ هم الفائِزون * لَوْ انزَلنا هذا القُرْاٰنَ على جَبَل لَرَأيتَه خاشِعًا متصدِّعا من خشيَةِ اللّٰهِ، وَ تِلك الاَمْثالُ نضرِبها للناس لَعلَّهم يَتَفَكَّرون *

শব্দবিশ্লেষণ

فائز (সফলকাম) فازَ بِشَيءٍ (فَوْزاً، ن) ২২/৫

خاشع (ভীত) خُشوعًا (ف) অবনত/অনুগত হওয়া, ভীত হওয়া।
خَشَعَ لِرَبِّه আপন প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত হলো।
خَشَعَتِ الأصواتُ للرحمن রহমানের উদ্দেশ্যে সকল স্বর নিম্ন হলো

تصدعا ফেটে যাওয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

تنظر এটি مضارعٌ مجزوم بلام الأمرِ আর ما এর স্থানীয় অর্থ হলো, আমল, যা পূর্বাপরের কারীনা থেকে বোঝা যায়। এটি تنظر এর مفعول

لغد — لِيَوْمِ الْقِيامَةِ অর্থাৎ (و أُطلِقَ الغدُ على يومِ القيامَةِ لِقُرْبِه)

ك — এটি اسمٌ بمعنَى مِثْلٍ للتشبيهِ، في مَحَلِّ نصبٍ خبرُ الناقصِ، و الموصول في مَحَلِّ جرٍّ بالإضافةِ

انفسهم এবং القران এ শব্দ দুটির তারকীব বলো।

من خشية الله এ অংশটি متصدعا এর সাথে متعلق আর خاشعا ও متصدعا হচ্ছে رأيت এর مفعول به থেকে حال

تلك الامثال نضربها এর মূল তারকীবটি বলো।

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর (প্রতিটি) ব্যক্তি যেন চিন্তা করে ঐ আমলের বিষয় যা সে আগামীকালের জন্য অগ্রবর্তী করেছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আর তোমরা ঐ লোকদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। ওরাই হলো পাপাচারী। জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসীরা সমান হতে পারে না। জান্নাতের অধিবাসীরাই হলো সফলকাম।

যদি আমি এই কোরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে আপনি তাকে দেখতে পেতেন ভীতসন্ত্রস্ত (এবং) আল্লাহর ভয়ের কারণে বিদীর্ণ। আর ঐ সকল উদাহরণ, মানুষের জন্য আমি তা বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।

(٩) قَد كانَتْ لكم أُسوةٌ حَسَنةٌ في ابراهيمَ و الذين معه، اِذ قالوا لِقَومِهم اِنَّا بُرَءٰٓؤُ منكم وَ مِمَّا تعبُدون من دُونِ الله، كفَرنا بِكم و بَدا بينَنا و بينَكم العداوةُ و البَغضاءُ ابدًا حتى تُؤمِنوا باللّٰهِ وحدَه اِلَّا قولَ ابرٰهيمَ لابيه لَاَستغفِرَنَّ لك و ما اَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله من شيءٍ، ربَّنا عليك تَوَكَّلنا و اليك اَنَبْنا وَ اليك المصيرُ * ربَّنا لا تجعَلنا فِتنَةً للذين كفَروا وَ اغفِرْ لَنا ربَّنا، اِنك انتَ العزيزُ الحكيم * لَقَدْ كان لكم

فيهم اسوةٌ حسنة لِمن كان يَرجوا اللّٰهَ و اليومَ الأخِرَ، و مَنْ يتولَّ فَإنَّ اللّٰهَ هو الغَنِيُّ الحميد *

শব্দবিশ্লেষণ

بريء নির্দোষ, দায়মুক্ত, বহু براء দেখো– ৭/৩২

بدا ও بغضاء (দেখো– ৩/১৩ ও ৭/৬)

انبنا দেখো– ১৩/২৩ فتنة দেখো– ৯/১৫ غني নির্মুখাপেক্ষী।

বাক্যবিশ্লেষণ

كانت এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

في إبرهيم (موجودةٌ) এটি اسوة এর দ্বিতীয় ছিফাত

الذين (امنوا) معه এটি معطوفٌ على إبراهيمَ

اذ قالوا এর মূলরূপ উল্লেখ করো। এটি كانت এর উহ্য খবরের ظرف

منكم এটি براء এর সাথে متعلق আর ما হচ্ছে منكم এর উপর معطوف মাওছূলের স্থানীয় অর্থ হলো, উপাস্য।

أبدا (ثابتتين) এটি بدا এর ফায়েল থেকে حال (এমন অবস্থায় যে, ঐ দু'টি চিরকাল সাব্যস্ত, তরজমায় এটি العداوةُ و البغضاءُ এর ছিফাত।

حتى (৪/১) এটি بدا এর متعلق

وحده এটি مُتَوَحِّدًا অর্থে الله এই মহান শব্দ থেকে حال এটিকে متوحدا অর্থে গ্রহণ করার কারণ এই যে, حال নাকিরাহ ও ইসমে মুশতাক্ক হওয়া জরুরী। (তরজমায় ছিফাত হয়েছে)

إلا এটি أداة الاستثناء পূর্ববর্তী أسوة حسنة হচ্ছে مستثنى منه অর্থাৎ ইবরাহীমের সকল 'আচরণ ও উচ্চারণ' তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তাঁর এই উচ্চারণটি ছাড়া, এটি আদর্শ নয়।

من الله (مانعا) এটি شيء থেকে অগ্রবর্তী حال

من شيء এটি অতিরিক্ত। সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

لمن ... এটি لكم থেকে বদল।

তরজমা ঃ অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীমের এবং ঐলোকদের মাঝে যারা তাঁর সঙ্গে (ঈমান এনেছে), যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলো, আমরা তোমাদের থেকে এবং

আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপসনা করো তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম, বরং আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে গেলো, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। তবে আপন পিতার উদ্দেশ্যে ইবরাহীমের এ বক্তব্য (আদর্শ নয়) যে, আমি অবশ্যই আপনার জন্য ইসতিগফার করবো; এ ছাড়া আপনার জন্য আমি কিছুই করতে পারি না, যা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তো আপনারই উপর ভরসা করেছি এবং আপনারই দিকে অভিমুখী হয়েছি এবং আপনারই দিকে হবে আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আমাদের প্রতিপালক! যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য আমাদেরকে আপনি পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না, বরং হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিন। নিঃসন্দেহে আপনিই মহাপরাক্রম -শালী মহাপ্রজ্ঞাময়।

অবশ্যই তাদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে তোমাদের জন্য, যারা আল্লাহকে এবং শেষ দিনকে বিশ্বাস করে তাদের জন্য। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।) কারণ আল্লাহই তো চিরনির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত

(١٠) سَبَّحَ لِلّٰهِ ما في السمٰوٰتِ و ما في الارضِ، و هو العزيزُ الحكيم *
يٰاَيُّها الذين اٰمَنوا لِمَ تقولون مَا لا تفعلون * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ
اللّٰه اَنْ تَقولوا ما لا تَفعلون * اِنَّ اللّٰه يُحِبُّ الذين يُقٰتِلون في
سَبيلِه صَفًّا كَأَنَّهم بُنيان مَرصوصٌ *

শব্দবিশ্লেষণ

(ك، كِبَرًا، و كُبْرًا) كَبُرَ الأمرُ বিষয়টি বড়/বিরাট/ভীষণ হলো।
(كِبَرًا، س) كَبِرَ الرجلُ/الحيوانُ বয়স্ক/বৃদ্ধ হলো।

مقت (ঘৃণা) (مَقْتًا، ن) مَقَتَه তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করলো।

صفا (১৫/২৫) بنيان দেয়াল, প্রাচীর। (২৩/৭)

مرصوص (সুদৃঢ়) (رَصًّا، ن) رَصَّه তার অংশগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করলো, শিশা ঢেলে সুদৃঢ় করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির তারকীব করো।

كبر ... এই خبرية এর উদ্দেশ্য বিস্ময় প্রকাশ করা

أن تقولوا এটি كبر এর ফায়েল।

مقتا হচ্ছে ফেয়েল ও ফায়েলের নিছবত থেকে তামীয।

عند الله এটি كبر এর ظرف

শাব্দিক অর্থ– যা তোমরা করো না তা বলা আল্লাহর নিকট ঘৃণার দিক থেকে পচণ্ড হয়েছে, (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে এটা প্রচণ্ড ঘৃণার বিষয়।)

صفا এটি مَصْفُوفين বা صَافِّين অর্থে يقاتلون এর ফায়েল থেকে حال

পরবর্তী বাক্যটিও يقاتلون এর ফায়েল থেকে حال

তরজমা ঃ আসমানে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই ঘৃণার বিষয়।

নিশ্চয় আল্লাহ ঐ লোকদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর রাস্তায় লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।

(١١) وَ إِذ قَالَ موسٰى لِقَومه يٰقومِ لِمَ تُؤذونَنِي وَ قد تعلمون أَني رسولُ اللّٰهِ اليكم، فَلَمَّا زَاغوا أَزَاغَ الله قلوبَهم، وَ الله لا يَهدِي القومَ الفٰسِقِين *

শব্দবিশ্লেষণ

تؤذون (তোমরা কষ্ট দাও) إيذاءٌ কষ্ট দেয়া, দেখো– ৩/৬

زاغوا (তারা বক্র হলো) দেখো– ৩/১৬

বাক্যবিশ্লেষণ

إذ এর পূর্বাপরসহ বিশদ তারকীব করো।

إليكم এটি رسول এর সাথে متعلق

فلما زاغوا ... এর বিশদ তারকীব করো।

তরজমা ঃ ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন মূসা তাঁর কাওমকে বললেন, হে আমার কাওম, কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত (রাসূল)। তারপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করলো তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আর আল্লাহ তো পাপাচারীসম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

(١٢) وَ اِذ قال عيسى ابْنُ مريمَ يٰبَني اِسرٰئيلَ اِني رسولُ اللهِ
اِليكم مُصَدِّقا لما بينَ يَدَيَّ مِنَ التورٰةِ و مُبَشِّرا برسولٍ
يَأتِي مِنْ بَعدي اسْمُه اَحْمَدُ، فَلَما جاءَهم بالبيِّنٰتِ قالوا
هذا سِحرٌ مبين *

বাক্যবিশ্লেষণ

مصدقا — এটি مرسل এর সমার্থক رسول থেকে حال
متعلق এর সাথে مصدقا এটি لما (موجودٌ) بين يدي
من التورة এটি ما الموصولة এর স্থানীয় অর্থের ব্যাখ্যা। এটি
معدودا এর সাথে متعلق আর তা موجود এর যামীর থেকে حال
(এমন অবস্থায় যে, তা তাওরাত থেকে গণ্য)

مبشرا — এটি কার উপর معطوف হয়েছে বলো। পরবর্তী বাক্যদু'টির তারকীব বলো।

তরজমা ঃ ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন মারয়াম পুত্র ঈসা বললেন, হে বনী ইসরাঈল, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমি আমার সামনে উপস্থিত তাওরাতকে সত্যায়ন করি এবং একজন রাসূলের সুসংবাদ দান করি, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম হবে আহমদ। আর যখন ঐ রাসূল নিদর্শনাবলীসহ তাদের কাছে আগমন করলেন, তখন তারা বলে উঠলো, এ তো সুস্পষ্ট জাদু।

(١٣) وَ مَن اَظلَمُ مِمَّنِ افتَرٰى على الله الكَذِبَ و هو يُدْعٰى الى الاسلامِ،
وَ الله لا يَهدي القومَ الظّٰلمين * يُريدون لِيُطفِئوا نورَ الله
بِاَفْواهِهم، وَ الله مُتِمُّ نورِه وَ لَوْ كَرِهَ الكٰفرون * هو الذي

أَرْسَلَ رَسُولَه بِالهُدٰى وَ دِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَه على الدينِ كُلِّه وَ لو كَرِهَ المشرِكون *

শব্দবিশ্লেষণ

إطفاء — নিভানো, إنطفاءٌ নিভে যাওয়া।

أفواه — এটি فُوهٌ এর বহুবচন। (فوه এর পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে فَمٌ)

ليظهر — (বিজয়ী করার জন্য) إظهارًا প্রকাশ করা। (على অব্যয়যোগে) কারো বিপক্ষে বিজয়ী করা। (২৪/১৫)

বাক্যবিশ্লেষণ

و هو يدعي — এটি افترى এর ফায়েল থেকে حال

ليطفئوا — মূলত أن يطفئوا এখানে لِ অব্যয়টি অতিরিক্ত مصدر مؤول যখন فعلُ الإرادةِ এর مفعول به হয় তখন এর শুরুতে তা এসে থাকে, তখন أن অব্যয়টি উহ্য থাকে।

متمٌّ نورِه — অর্থাৎ مُتِمٌّ نورَه (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
এ বাক্যটি يطفئوا এর ফায়েল থেকে حال

و لو — এটি مع এর সমার্থক, সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি তার مضاف إليه
এটি حال হয়েছে متم نوره থেকে। মূলরূপ–
وَ الله متمٌّ نورِه حالَ كراهِيَةِ الكفارِ إتمامَ النورِ (আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণ করবেন, নূর পূর্ণ করাকে কাফিরদের অপছন্দ করার অবস্থায়।)

هو الذي ... পুরো বাক্যটির সংক্ষিপ্ত তারকীব করো।

তরজমা ঃ ঐ ব্যক্তির চেয়ে যালিম কে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। আর আল্লাহ তো যালিমসম্প্রদায়কে (সত্যের দিকে) পথ প্রদর্শন করেন না। তারা তাদের মুখ (-এর ফুৎকার) দ্বারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন, যদিও কাফিররা (তা) অপছন্দ করে।
তিনিই ঐ সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত (দিয়ে) এবং দ্বীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি 'দ্বীনে হককে' সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ করে।

(١٤) يٰايها الذين اٰمنوا هل ادلّكم على تِجارةٍ تُنجيكم مِنْ عَذابٍ
اَليمٍ * تُؤمنون باللّٰهِ و رَسوله وَ تُجٰهِدون في سَبيلِ اللّٰه بِاَمْوالِكم
وَ انفسِكم، ذٰلكم خيرٌ لكم اِن كنتم تعلَمون * يغفِرْ لكم
ذُنوبَكم و يُدخِلْكم جنّٰتٍ تجري من تحتِها الاَنْهٰر و مَسٰكِنَ
طيبةً في جنّٰتِ عَدْنٍ، ذلك الفوزُ العظيم، و اُخْرٰى تُحبونها،
نصرٌ مِنَ اللهِ و فتحٌ قريب، وَ بَشِّرِ المؤمنين *

শব্দবিশ্লেষণ

أدل (বাতলে দেবো) دَلالَةٌ (ن) প্রমাণ করা, বাতলে দেওয়া, দেখিয়ে দেয়া (على অব্যয়যোগে)
دلّه عَلى الطريقِ তাকে পথ দেখিয়ে দিলো।
هذا يَدلّ على صِدْقِهِ এটা তার সত্যতা/সত্যবাদিতা প্রমাণ করে

أخرى এটি آخَرُ এর مؤنث অপর, আরেকটি أُخَرُ এর বহু أُخَرون এবং أخرى এর বহু أخر

বাক্যবিশ্লেষণ

أدلكم ... أليم বাক্যটির তারকীব করো।
إن كنتم ... এর جواب কোন্‌টি ? এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বাক্যটির ভূমিকা কী?

تعلمون এর مفعول به উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ تَعلَمون أنه خَيرٌ لكم সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে তা হযফ করা হয়েছে। কারণ পূর্বের কারীনা থেকে অনিবার্যভাবে তা মাফহূম হয়।

يغفر পূর্ববর্তী تؤمنون ও تجاهدون যেহেতু أمنوا ও جاهدوا এর সমার্থক সেহেতু يغفر হচ্ছে مضارعٌ مجزومٌ على جوابِ الأَمْرِ এখানে شرط ও إداة الشرط উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ إن تؤمنوا و تجاهدوا ...

مسكن এটি جنت এর উপর معطوف

أخرى এটি পশ্চাদ্‌বর্তী উহ্য মুবতাদার ছিফাত। পরবর্তী বাক্যটি তার দ্বিতীয় ছিফাত, অগ্রবর্তী খবরটিও উহ্য রয়েছে। মূলরূপ এই–
وَ (نعمةٌ) أُخْرٰى تُحبونها (ثابِتَةٌ لكم)

نصرٌ من الله এটি উহ্য هي এর খবর। (বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা)

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে নাজাত দেবে। (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে, আর তোমাদের মাল (দ্বারা) এবং তোমাদের জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা (তার উত্তমতা) জানো (তাহলে সেদিকে ধাবিত হও) তাহলে আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয় এবং (প্রবেশ করাবেন) চিরস্থায়ী জান্নাতে বিদ্যমান উত্তম ভবনসমূহে। সেটাই হলো বিরাট সফলতা, আর (তোমাদের জন্য রয়েছে) অন্য একটি নেয়ামত যা তোমরা ভালোবাসো, তা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। আর আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দান করুন।

(١٥) يٰايُّهَا الذين اٰمَنوا كُونوا انصارَ الله كَما قال عيسَى بْنُ مريَمَ لِلحواريين مَنْ اَنصاري اِلى اللّٰهِ، قال الحواريُّون نحن اَنصارُ اللّٰهِ، فاٰمنَتْ طائِفَةٌ مِن بَني اِسْرٰءيلَ و كفَرَتْ طائِفَةٌ، فَاَيَّدْنا الذين اٰمَنوا عَلى عدوِّهم فَاَصْبَحوا ظٰهِرين *

শব্দবিশ্লেষণ

أيـدنا (শক্তি যোগালাম) تَأْيِيداً সমর্থন করা, শক্তি যোগানো
تَأَيَّـدَ সমর্থিত হলো, শক্তি লাভ করলো (ب অব্যয়যোগে)

ظـاهـر (বিজয়ী) দেখো– ২৪/১৫

বাক্যবিশ্লেষণ

كـمـا এটি أقول لكم هذا এই উহ্য বাক্যের সাথে متعلق

إلى الله (داعيا) এটি পূর্ববর্তী يـاء المتكلم থেকে حال

من بني এটি কার সাথে متعلق বলো بنى শব্দটির পরিচয় বলো।
শেষ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও যেমন ঈসা ইবনে মারয়াম হাওয়ারীদের বলেছিলেন,

আল্লাহর পথে (দাওয়াতের ক্ষেত্রে) কারা আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা বললো, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, তখন বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো, আর একদল অস্বীকার করলো, তখন যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।

(١٦) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ ما في السمٰوٰتِ وما في الأرضِ المَلِكِ القُدُّوسِ العزيزِ الحكيمِ * هو الذي بَعَثَ في الأُمِّيّٖنَ رسولًا منهم يَتلوا عليهم ءايٰتِه وَ يُزكِّيهم و يعلِّمُهم الكِتٰبَ وَالحِكْمَةَ، وَ إن كانوا مِنْ قَبْلُ لفي ضَلٰلٍ مبين * وَ اٰخَرين منهم لما يَلحَقُوا بهم وَ هو العزيزُ الحكيم * ذلك فضلُ الله يُؤتيه مَن يشاء، وَالله ذُو الفضلِ العظيم *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

القدوس (আল্লাহর গুণবাচক নাম) চিরপবিত্র (সর্বদোষ থেকে চিরমুক্ত) لَحِقَ به (لِحاقًا، س) তার সাথে যুক্ত হলো ... أَلحَقَه بـ যুক্ত করলো।

الملك ... এই চারটি শব্দ الله এর ছিফাত, কিংবা তা থেকে বদল

هو মুবতাদা, পরবর্তী মাওছূল-ছিলা মিলে খবর।

منهم ও يتلو عليهم এর তারকীব ব্যাখ্যা করো।

و إن كانوا এটি واو الحال আর إن হচ্ছে إنّ এর লঘুরূপ। ফলে তা নিষ্ক্রিয় থেকে ফেয়েলের শুরুতে এসেছে। (মূলত ... و إنهم كانوا)

لفي ضلال مبين (غارقين) এটি كانوا এর খবর

اخرين এটি الاميين এর উপর معطوف আর منهم হচ্ছে معدودين এর متعلق এবং اخرين এর ছিফাত (অর্থাৎ তিনি উম্মীদের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছেন, এবং উম্মীদের মধ্য হতে গণ্য অন্যদের মাঝে পাঠিয়েছেন, যারা এখনো তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়নি, অর্থাৎ এখনো দুনিয়াতে আসেনি) এখানে কেয়ামত পর্যন্ত 'আনেওয়ালা' উম্মতের কথা বলা হয়েছে।

তরজমা ঃ যা কিছু রয়েছে আসমানে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে তা পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহর, যিনি রাজত্বের অধিকারী,

চিরপবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।
তিনিই ঐ সত্তা যিনি 'নিরক্ষরদের' মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত-সমূহ তেলাওয়াত করে শোনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন, যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলো। আর তাদের মধ্য হতে গণ্য অন্য আরো লোকদের মাঝেও (তিনি রাসূলকে পাঠিয়েছেন) যারা এখনো তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। আর তিনিই তো মহা-পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী। আর সেটা হলো আল্লাহর অনুগ্রহ যা তিনি দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ তো বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।

(১৭) قُل يٰايها الذين هَادوا اِن زَعَمتُم اَنكم اَولياءُ لِلّٰهِ من دون الناس فَتَمَنَّوُا الموتَ اِن كنتُم صٰدقين * وَ لا يَتَمَنَّونَه اَبَدًا بِما قَدَّمت اَيدِيهم، وَ الله عليم بالظّٰلمين * قُل ان الموتَ الذي تَفِرُّون منه فَاِنَّه مُلٰقِيكم، ثم تُرَدُّون الى عَالِم الغَيْبِ وَ الشهادَةِ فَيُنَبِّئُكم بِما كنتم تعمَلون *

শব্দবিশ্লেষণ

هادوا (তারা ইহুদীরূপে প্রতিপালিত হয়েছে) (ن) هَوْدًا (إلى যোগে) সত্যের পথে ফিরে আসা। কোরআনে– إنا هُدنا إليك
هَادَ فلان সে ইহুদীরূপে প্রতিপালিত হলো।

تمنوا (তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো) تَمَنّٰى - يَتَمَنّٰى - تَمَنَّ - تَمَنِّيًا আকাঙ্ক্ষা করা।

ملاق (ال যোগে الملاقي) مُلاقيكم তোমাদের সম্মুখীন হবে।

تردون (তোমাদেরকে ফেরানো হবে) দেখো– ৪/৩

বাক্যবিশ্লেষণ

لله এটি أولياء এর সাথে متعلق (এর একবচন হলো ولي যা فعيل ওযনের الصفة المشبهة)

من دون الناس (معدودين) এটি أولياء এর মাঝে সুপ্ত যামীর থেকে حال

تمنوا	এটি جواب الشرط পরবর্তী شرط এর جواب উহ্য রয়েছে। পূর্ববর্তী في زَعْمِكم صُدقين অর্থাৎ কারীনা হচ্ছে جواب الشرط
بما قدمت	এখানে ب অব্যয়টি হেতুবাচক ما এর স্থানীয় অর্থ হলো السيئات أيديهم এখানে অংশ দ্বারা সমগ্র উদ্দেশ্য
إنه ملاقيكم	এ বাক্যটি প্রথম إن এর খবর ف অব্যয়টি অতিরিক্ত।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, হে ঐ লোকেরা যারা ইহুদীধর্ম অনুসরণ করেছো (হে ইহুদীগণ) যদি তোমরা দাবী করো যে, অন্য লোকদের পরিবর্তে তোমরাই আল্লাহর প্রিয়জন তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা (তোমাদের ধারণায়) সত্যবাদী হয়ে থাকো। যে সকল কর্ম তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে সেগুলোর কারণে কখনো তারা মৃত্যু কামনা করবে না। আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আপনি বলুন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো তা অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে। তারপর অবশ্যই তোমাদেরকে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপনীত করা হবে। আর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

(১৮) يٰايها الذين ءامَنوا اذا نُودِي لِلصلٰوة من يوم الجُمُعَةِ فاسعَوا اِلى ذكْرِ الله وَ ذَروا البيعَ، ذلكم خيرٌ لكم اِن كنتُم تعلَمون * فَاِذا قُضيَتِ الصلٰوة فانتَشِروا في الاَرْضِ وَ ابْتَغُوا من فَضْلِ اللّٰه و اذكُروا الله كثيرًا لعلكم تُفلحون *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

سعيا	চেষ্টা করা (إلى অব্যয়যোগে) ধাবিত হওয়া।
قضيت	(আদায় করা হয়) قَضاءً (ض) আদায় করা, কাযা করা ১১/১৫
من ...	এটি في এর সমার্থক, সুতরাং তা نُودى এর সাথে متعلق
ذلك	দ্বারা ইশারা করা হয়েছে السَّعْيُ إلى ذكرِ الله এবং تركُ البيعِ এর দিকে, তখন প্রতিটির দিকে আলাদাভাবে ইশারা হবে। কিংবা উভয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে– العملُ المذكورُ হিসাবে।

جواب الشرط আর شرط এর إن এটি كنتم تعلمون (أَنَّ ذلك خيرٌ لكم) উহ্য রয়েছে, যা পূর্ববর্তী جواب الشرط থেকে বুঝে আসে।

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, জুমু'আর দিনে যখন নামাযের জন্য আহ্বান জানানো (আযান দেয়া) হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা বর্জন করো; সেটা তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা (তা) বোঝো (তাহলে তা করো)

তারপর যখন নামায আদায় করা হয়ে যায় তখন তোমরা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

(১৯) إذا جاءَك المنٰفقون قالوا نشهَد إنَّك لَرسولُ اللّٰهِ و اللّٰه يعلَم إنَّك لَرسُوله، وَ اللّٰه يشهَدُ إنَّ المنٰفقين لَكٰذبون *

বাক্যবিশ্লেষণ

সাধারণ নিয়মে এখানে أن হওয়ার কথা। কেন ? কিন্তু এসেছে إن - কেন ? প্রয়োজনে দেখো- ২৮/৭

তরজমা ঃ যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

(২০) سَواءٌ عليهم أَستغفَرْتَ لهم أَمْ لم تستَغْفِرْ لهم لن يغفِرَ اللّٰه لهم، إنَّ اللّٰهَ لا يَهدِي القومَ الفٰسقين * هم الذين يقولون لا تُنفقوا على مَنْ عِندَ رسولِ اللّٰه حَتّٰى يَنْفَضُّوا، وَ لِلّٰه خَزائِنُ السمٰوٰتِ وَ الارضِ وَلٰكِنَّ المنٰفقين لا يفقَهون *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

ينفضوا (৪/১৬) لا يفقهون (৯/১৮)

أ এই همزة সমতাপ্রকাশক অব্যয়, যা পরবর্তী দু'টি ফেয়েলকে মাছদারে পরিণত করে مصدر مؤول দু'টি পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা

سواء হচ্ছে অগ্রবর্তী খবর عليهم তার সাথে متعلق বাক্যটির মূলরূপ– استغفارُك و عَدَمُ استغفارِك سواءٌ عليهم

هم ... এটি মুবতাদা, আর মাওছূল-ছিলা মিলে তার খবর।

حتى এটি كي এর সমার্থক হেতুবাচক অব্যয়। তখন এটি নিজেই ناصب হবে কিংবা তা সীমানির্দেশক হরফুলজর। তখন উহ্য أن হবে ناصب আর حتى হবে لاتنفقوا এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ তাদের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা কিংবা না করা তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ কিছুতেই তাদের ক্ষমা করবেন না। (কারণ) আল্লাহ্ পাপাচারী কাওমকে হেদায়াত দান করেন না। এরাই তো ঐ সকল লোক যারা বলে, আল্লাহর রাসূলের কাছে যারা পড়ে থাকে তাদের জন্য 'খরচ' করো না, যাতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অথচ আসমান-যমীনের খাজানা আল্লাহরই মালিকানাধীন, কিন্তু মুনাফিকরা তা অনুধাবন করে না।

(٢١) يَقولون لَئِن رجَعنا الى المدينةِ لَيُخرِجَنَّ الاَعَزُّ منها الاَذَلَّ، وَلِلّٰهِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِه وَ للمؤمنين وَ لٰكِنَّ المنٰفقين لا يعلَمون

তরজমা ঃ তারা বলে, (আল্লাহর কসম!) যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তাহলে অবশ্যই অধিক সম্মানীরা অধিক অপদস্থদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে, অথচ প্রকৃত মর্যাদা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য, অথচ মুনাফি-করা তা জানে না।

(٢٢) يُسَبِّح للّٰه ما في السمٰوٰت و ما في الاَرْضِ، له الملكُ و له الحمدُ، و هو على كُلِّ شيءٍ قدير * هو الذي خلَقكم فَمِنكم كافر وَ منكم مؤمن، وَ الله بِما تعمَلون بَصيرٌ * خلَقَ السمٰوٰتِ و الارضَ بالحقِّ و صَوَّرَكم فَاَحْسَنَ صُوَرَكم، وَ اليه المصير * يعلَم ما في السمٰوٰتِ وَ الارضِ وَ يعلَم ما تُسِرُّونَ و ما تُعلنون، وَ الله عليمٌ بِذات الصُّدورِ *

বাক্যবিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির তারকীব করো।

كافر এটি মুবতাদা, منكم (معدودٌ) হচ্ছে অগ্রবর্তী খবর। পরবর্তিতার কারণেই নাকিরা মুবতাদা হতে পেরেছে।

بالحق (مُتَلَبِّسًا) এটি خلق এর ফায়েল থেকে حال

المصير (এটি মাছদার) মুবতাদা إليه (ثابت) অগ্রবর্তী খবর (গমন তাঁরই দিকে সাব্যস্ত রয়েছে)

তরজমা ঃ যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে তা আল্লাহর চিরপবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই জন্য এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। আর সকল কিছুরই উপর তিনি ক্ষমতাবান। তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের একদল কাফির (হয়েছে) এবং তোমাদের একদল মুমিন (হয়েছে) আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত।

তিনি আসমান ও যমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, আর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। আর তাঁরই দিকে (হবে) তোমাদের প্রত্যাবর্তন। আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন করো এবং যা কিছু প্রকাশ করো তা তিনি জানেন। আর আল্লাহ অন্তরের গোপন কথা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

দ্রষ্টব্য ঃ 'তোমাদেরকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন' এরূপ সংক্ষেপিত অনুবাদ ঠিক নয়।

(٢٣) اَلَم يَأْتِكم نَبَؤُ الذين كَفَروا مِن قبلُ، فَذاقوا وَبالَ امرِهم وَ لهم عذابٌ اَليم * ذلك بِاَنَّه كانت تَأتِيهم رُسُلهم بالبيِّنٰتِ فقالوا اَ بَشَرٌ يَهدُونَنا فَكَفروا وَ تَوَلَّوا، وَاستَغنَى الله، وَ الله غَنِيٌّ حَميد *

শব্দবিশ্লেষণ

و بال মন্দ পরিণাম وَبالَ أمرِهم তাদের কর্মের মন্দ পরিণাম।

استغنى (عن অব্যয়যোগে) নির্মুখাপেক্ষী হলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

من قبل (অর্থাৎ من قَبلِكم) এটি كفروا এর সাথে متعلق

ذلك মুবতাদা, এর দ্বারা পূর্ববর্তী বাক্যের عذاب এর দিকে ইশরা। مصدر مؤول টি ب এর মাজরূরের স্থানে রয়েছে। قالوا এটি ف অব্যয়যোগে كانت تأتيهم এর উপর معطوف

পুরো বাক্যটির মূলরূপ এই– ذلك العذابُ حاصِلٌ بسبَبِ اتيانِهم الرسلُ بالبينٰتِ و قَولِهم أبشَرٌ يَهدونَنا و كُفرِهم و تَوَلِّيهم

তরজমা ঃ তোমাদের কাছে কি ঐ লোকদের খবর আসে নি, যারা ইতিপূর্বে কুফুরি করেছে, ফলে তারা তাদের মন্দ কর্মের পরিণাম ভোগ করেছে। আর তাদের জন্য (আখেরাতে রয়েছে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব। তা এই কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করতেন, তখন তারা বলতো, (একদল) মানুষ কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? এভাবে তারা প্রত্যাখ্যান করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো। অবশ্য আল্লাহ (তাদের থেকে) নির্মুখাপেক্ষী। (কারণ) আল্লাহ তো চিরনির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত।

(٢٤) زَعَمَ الذين كفَروا ان لن يُبْعَثوا، قُل بَلىٰ وَ ربي لَتُبعَثُنَّ ثم لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلتم، وَ ذلك على اللّٰه يَسير * فَآمِنوا باللّٰه و رَسولِه وَ النُّورِ الذي أنْزَلنا، وَ الله بِما تعمَلون خَبير *

তরজমা ঃ যারা কুফুরি করেছে তারা দাবী করে যে, তাদেরকে কখনো পুনর্জীবিত করা হবে না। আপনি বলুন, আমার রাবের কসম, অবশ্যই তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে, তারপর তোমাদের কৃত আমল সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হবে। আর আল্লাহর পক্ষে তা খুব সহজ। (বিষয়টি যদি এমনই হয়) তাহলে তোমরা আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং ঐ নূরের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি। আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অবশ্যই সম্যক অবগত।

(٢٥) مَا أَصابَ من مصيبةٍ إلاَّ باذنِ اللّٰه، وَ مَن يُؤمِن باللّٰه يَهْدِ قلبَه،

وَ اللّٰه بِكُلِّ شيءٍ عليم * وَ اَطِيعوا اللّٰهَ و اَطيعوا الرَّسولَ، فان تَوَلَّيتُم فَانما على رَسولنا البلٰغُ المبين * الله لا الٰه اِلاَّ هو، و على الله فَلْيَتَوكَّلِ المؤمنُون *

তরজমা ঃ কোন বিপদ কাউকে আক্রান্ত করে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তিনি তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।
আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। এরপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে রাসূলের কোন ক্ষতি নেই) কারণ আমার রাসূলের কর্তব্য তো শুধু স্পষ্ট পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। সুতরাং মুমিনগণ যেন শুধু আল্লাহরই উপর ভরসা করে।

(٢٦) اِن تُقرِضوا الله قَرْضًا حَسنًا يُضعِفْه لكم وَ يغفِرْ لكم، و الله شَكورٌ حليم * عٰلِمُ الغيبِ وَ الشهادة العزيزُ الحكيم *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

إقراضا করয দেয়া। مضاعفة দ্বিগুণ করা। দেখো– ৩/৫

شكور কৃতজ্ঞতার সাথে বান্দার আমল গ্রহণকারী।

الله এ মহান শব্দটি মুবতাদা, شكور ও حليم হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় খবর। পরবর্তী তিনটি খবরের মুবতাদা হচ্ছে উহ্য যামীর هو কিংবা الله এই মহান শব্দটি মুবতাদা এবং তার পাঁচটি খবর। এ তারকীব অনুসারেই বাংলা তরজমা করা হয়েছে।

তরজমা ঃ যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করো তাহলে তোমাদের জন্য তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন। আল্লাহ অতি কৃতজ্ঞ, অতি সহনশীল, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।

(٢٧) يٰاَيُّها الذين اٰمَنوا قُوا انفُسَكم وَ اَهْلِيكُم نارًا وَقودُها الناسُ وَ الحِجارَةُ عليها مَلٰئِكَةٌ غِلاظٌ شِداد لا يَعصُونَ اللّٰه ما اَمَرَهم و يفعَلون ما يُؤمَرون *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

أهـل পরিবার-পরিজন, বহুবচনে أهلون

غليظ বহু غلاظ কঠিন, রুক্ষ شديد বহু شداد ভয়ঙ্কর, ভীষণ।

أهليكم এটি أنفسكم এর উপর معطوف এর ই'রাব আলোচনা করো।

نارا এটি قوا এর দ্বিতীয় مفعول به পরবর্তী দু'টি বাক্য তার দু'টি ছিফাত। দ্বিতীয় বাক্যটির তারকীব করো।

لا يعصون الله এ বাক্যটি ملئكة এর তৃতীয় ছিফাত।

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদর পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হলো মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত (রয়েছে) কঠোর, ভীষণ কতিপয় ফিরেশতা, যারা, আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন তা লঙ্ঘন করে না, বরং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তাই করে।

(٢٨) يٰايُّها الذين كَفَروا لا تَعتذِروا اليومَ، اِنَّما تُجْزونَ ما كنتم
تعمَلون * يايها الذين اٰمَنوا تُوبوا الى اللّٰه تَوْبَةً نصوحًا،
عَسٰى ربُّكم ان يكفِّرَ عنكم سَيِّاٰتِكم و يُدخِلَكم جنّٰتٍ تجري
من تحتها الانهٰرُ، يومَ لا يُخزِي الله النبيَّ و الذين ءامنوا معه،
نورُهم يسعٰى بينَ اَيديهم وَ بِاَيمانِهم يقولون رَبَّنا اَتْمِمْ لَنا
نورَنا وَ اغفِرْ لَنا، اِنَّك على كُلِّ شيءٍ قدير *

শব্দবিশ্লেষণ

اعتذارا ওযর পেশ করা, অজুহাত পেশ করা। দেখো- ১১/১

توبة نصوحا খাঁটি তাওবা।

لا يخزى (অপদস্থ করবেন না) إخزاءٌ অপদস্থ করা। দেখো- ১২/৭

বাক্যবিশ্লেষণ

ما كنتم تعملون এটি تجزون এর দ্বিতীয় مفعول প্রথম مفعول কোন্‌টি?

نصوحا এটি مفعول مطلق এর ছিফাত (উভয় লিঙ্গের জন্য)

عسى এটি فعلٌ ماضٍ جامدٌ مِنْ أفعالِ الرَّجاءِ দেখো- ৯/৮

يوم ... الظرفُ متعلق بِـ : يُدخِل أو هو مفعول به لِفعلٍ محذوفٍ و هو : أُذكُرْ
معطوف এর উপর مفعول به এর لا يخزي মিলে মাওছূল-ছিলা

نورهم মুবতাদা, পরবর্তী বাক্যটি তার খবর।

এর ظرف হচ্ছে بأيمانهم আর ظرف এর يسعى হচ্ছে بينَ أيديهم উপর معطوف এবং يسعى এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা কুফুরি করেছো, আজ তোমরা অজুহাত পেশ করো না; (আজ তো) তোমাদেরকে শুধু তোমরা যে আমল করতে তার প্রতিদান দেয়া হবে।

হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো খাঁটি তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন বাগবাগিচায় যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।

ঐ দিনকে স্মরণ করো যেদিন আল্লাহ নবীকে এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে এবং তাদের ডানে চলতে থাকবে; (আর) তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি তো সবকিছুরই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(٢٩) يٰأيُّها النبيُّ جٰهِدِ الكُفارَ و المنٰفِقِين وَ اغلُظْ عَليهِم و مَأوٰهم جهنَّمُ و بِئسَ المصيرُ *

শব্দবিশ্লেষণ

اغلظ (কঠোর হোন) (ك) غِلَظًا، غِلْظَةً কঠোর আচরণ করা (على যোগে)

তরজমা ঃ হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আপনি জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম। আর (তা) কত না মন্দ গন্তব্যস্থল!

(٣٠) ضَرَبَ الله مَثَلا لِلذين كفروا امْرَاَتَ نوحٍ و امْرَاَتَ لُوطٍ، كانَتا تحتَ عبدين مِنْ عبادنا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهما فَلم يُغنيا

عنهما من الله شيئًا وَ قِيلَ ادْخُلا النارَ مع الدّٰخِلين * و
ضَربَ الله مَثَلا للذين اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرعونَ ۘ اِذْ قالَتْ ربِّ
ابْنِ لي عندكَ بيتًا في الجنةِ وَ نَجِّني من فِرعونَ و عَمَلِه و
نَجِّني مِنَ القومِ الظّٰلمين *

শব্দবিশ্লেষণ

خيانة (ن) বিশ্বাস ভঙ্গ করা। (ব্যবহার, সরাসরি مفعول به)
خان الوطن দেশের সাথে/প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

امرأت এটি ضرب এর (পশ্চাদ্‌বর্তী) প্রথম مفعول به আর مثلا হচ্ছে (অগ্রবর্তী) দ্বিতীয় مفعول به মূল তারতীব এরূপ– ضرب الله امرأت نوح و امرأت لوط مثلا (আল্লাহ নূহের স্ত্রী এবং লূতের স্ত্রীকে উদাহরণ বানিয়েছেন।)

للذين (ثابتا) এটি مثلا এর ছিফাত।

(معدودين من عبادنا) এটি عبدين এর ছিফাত, صلحين দ্বিতীয় ছিফাত

عندك (موجودا) এটি بيتا থেকে অগ্রবর্তী حال
في الجنة এটি عندك থেকে বদল।

তরজমা ঃ যারা কুফুরি করেছে আল্লাহ তাদের জন্য নূহের স্ত্রী এবং লূতের স্ত্রীকে উদাহরণ বানিয়েছেন। তারা আমার নেক বান্দাদের মধ্য হতে দু'জন বান্দার অধীনে ছিলো, কিন্তু তারা (ঈমান না আনার মাধ্যমে) তাদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করেছিলো, ফলে তারা দু'জন আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের কোন উপকার করতে পারেন নি, বরং তাদেরকে বলে দেয়া হলো, গমনকারীদের সাথে জাহান্নামে গমন করো।

আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ ফিরআউনের স্ত্রীকে উদাহরণ বানিয়েছেন যখন তিনি বললেন, আয় রাব্ব! আপনি আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি ভবন তৈরী করুন, আর আমাকে ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে নাজাত দিন এবং আমাকে যালিম কাওম থেকে নাজাত দিন।

(١) تَبٰرَكَ الذي بِيَدِهِ الملكُ و هو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ * الذي خَلَقَ
الموتَ و الحيٰوةَ لِيَبْلُوَكم اَيُّكم احسَنُ عَمَلًا * و هو العزيزُ الغفور

শব্দও বাক্যবিশ্লেষণ

تبارك — বরকতপূর্ণ/কল্যাণময় হয়েছেন (ن) بَلاءٌ ও بَلْوًا পরীক্ষা করা

الملك — পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা بيده (ثابت) এটি অগ্রবর্তী খবর।

الذي خلق — এটি بَدَلٌ مِن اسْمِ الموصولِ الأوَّلِ

أيكم — মুবতাদা, احسن তার খবর, عملا এটি شبه الفعل ও شبه الفاعل এর নিসবত থেকে تمييز

وَ الجملةُ الاِسْمِيةُ في مَحَلِّ نصبٍ مفعولٌ ثانٍ لِ : يبلو

তরজমা ঃ কল্যাণের আধার হয়েছেন ঐ সত্তা যার হাতেই রয়েছে পূর্ণ রাজত্ব, আর তিনি সকল কিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মাঝে কর্মে শ্রেষ্ঠ। আর তিনিই মহা-পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

দ্রষ্টব্য ঃ বাংলায় যদিও প্রচলন হলো 'জীবন ও মৃত্যু', কিন্তু এখানে তরজমায় কোরআনী তারতীব রক্ষা করতে হবে।

(٢) وَ لقد زَيَّنَّا السماءَ الدنيا بِمصابِيحَ و جعَلْنها رُجومًا
لِلشَّيٰطِينِ و اَعْتَدنا لهم عذابَ السعيرِ * وَللذين كفَروا بِربِّهم
عذابُ جهنَّمَ، و بئسَ المصيرُ * إذا اُلْقُوا فيها سَمِعُوا لَها شهيقًا
وَهي تفورُ * تَكاد تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ، كُلَّما اُلْقِيَ فيها فوجٌ سَأَلَهم
خَزَنَتُها اَلَمْ يأتِكم نَذير * قالوا بلى قد جاءَنا نَذير، فَكَذَّبنا
وَقلنا ما نَزَّلَ الله من شيءٍ، اِنْ انتم اِلَّا في ضَلٰلٍ كبيرٍ *

শব্দবিশ্লেষণ

رجوم পাথর ইত্যাদি, যা ছোঁড়া হয়, এটি رجم এর বহু।

شهيق প্রচণ্ড গর্জন (الصوتُ الشديدُ)

تفور (দাউ দাউ করে জ্বলছে) (ن) فَوْرًا، فَوَرَانًا

فارَتِ النارُ আগুন দাউ দাউ করলো।

فار الغضبُ ক্রোধ টগবগ করলো।

فار الماءُ পানি উৎসারিত হলো।

فارَتِ القِدْرُ ডেগ (এর পানি) টগবগ করলো।

تميزا পৃথক হওয়া, বিশিষ্ট হওয়া।

تَمَيَّزَ مِنَ الغيظِ ক্রোধে ফেটে পড়লো।

امتازَ (امتيازًا) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলো, পৃথক হলো।

কোরআনে আছে– وَ امتازوا اليومَ أيها المجرمون

مَيَّزَهُ তাকে পৃথক করলো, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করলো।

فوج দল أفواج বহু خازن বহু خزنة খাজানার রক্ষক। প্রহরী।

বাক্যবিশ্লেষণ

رجوما এটি جعلنا এর দ্বিতীয় مفعول به

للشيطن এটি رجوم এর সাথে متعلق

عذاب جهنم এটি মুবতাদা وَ الجارُّ و المجرورُ متعلق بِخبرٍ مقدَّمٍ، و هو ثابت

بئس المصير এটি فعلُ الذمِّ و فاعلُه، و المخصوصُ بالذم محذوفٌ تقديرُه هي (أي جهنم)

و هو مبتدأٌ مؤخَّرٌ و بئس المصير خبرٌ مقدَّمٌ

اذا এর شرط ও جواب الشرط নির্ধারণ করো, এটি কার ظرف? পুরো বাক্যটির মূলরূপ বলো।

من এটি হেতুবাচক অব্যয়, تميز এর সাথে متعلق

تميز মূলত تتميز সংক্ষেপন ও সহজায়নের জন্য একটি ت হযফ করা হয়েছে। এটি تكاد এর খবর, আর তার মাঝে সুপ্ত যামীর هي হচ্ছে তার ইসম।

كاد - يكاد সম্পর্কে প্রয়োজনে দেখো, الطريق إلى النحو

كلما সম্পর্কে দেখো– ৩/২২

كلما ألقي .... বাক্যটির বিশদ তারকীব করো।

كذبنا | এর مفعول به উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ كذبناه
من شيء | এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত, সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

তরজমা ঃ অবশ্যই আমি নিকটতম আসমানকে 'প্রদীপমালা' দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের জন্য 'ক্ষেপণবস্তু' বানিয়েছি, আর তাদের জন্য আমি তৈরী করেছি আগুনের আযাব।

আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর তা কত না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল! যখন তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা তার ভীষণ গর্জন শুনতে পাবে, এমন অবস্থায় যে তা দাউ দাউ করে জ্বলছে, যেন তা ক্রোধে ফেটে পড়বে।

যখনই তাতে কোন দল নিক্ষিপ্ত হবে তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলো, তখন আমরা (তার প্রতি) মিথ্যা আরোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ তো কোনকিছু নাযিল করেন নি। (আসলে) তোমরা মহাভ্রান্তিতে রয়েছো।

দ্রষ্টব্য ঃ شيء মানে, 'কিছু' অতিরিক্ত অব্যয়টি এসেছে لتاكيد النفي সেই তাকীদের প্রয়োজনটুকু রক্ষা করা হয়েছে 'কোনকিছু' দ্বারা।

(٣) وَ قَالوا لو كُنَّا نسمَعُ او نعقِلُ ما كنا في أَصْحٰبِ السعيرِ * فاعترفوا بِذنبِهم، فَسُحْقًا لِأَصْحٰبِ السعيرِ * إنَّ الذين يَخْشَوْنَ ربَّهم بالغيبِ لهم مغفرَة و اجرٌ كبيرٌ * وَ أَسِرُّوا قولَكم أَوِ اجْهَرُوا بِه، إنَّه عليم بِذاتِ الصُّدورِ * الَا يعلَم من خَلَقَ و هو اللطيفُ الخبير *

শব্দবিশ্লেষণ

اعترف بشيء কোন কিছু স্বীকার করলো।
سُحْقًا (س) বহু দূর হওয়া,
مكان سحيق বহু দূরবর্তী স্থান, أرض سحيقة বহু দূরবর্তী ভূমি।
سَحَقَه الله (سَحْقًا، ف) আল্লাহ তাকে ধ্বংস করলেন।

سَحَقَ شيئًا কোন কিছুকে গুঁড়ো/চূর্ণ করলো।

أسروا (তোমরা গোপন করো) أَسَرَّ شيئًا গোপন করলো।

جَهَرَ شيئًا/بشيءٍ প্রকাশ করা, প্রকাশ্যে ঘোষণা করা (ف، جَهْرًا)

বাক্যবিশ্লেষণ

ما كنا — এ বাক্যটি لو এর جواب

سحقا — এটি مفعولٌ مطلقٌ لِفعلٍ مَحذوفٍ অর্থাৎ فَسَحقَهم الله سُحْقًا দু'আ বা বদদু'আর বাক্যে মাছদার বাধ্যতামূলকভাবে তার ফেয়েলের স্থলবর্তী হয় أو هو مفعولٌ به لفعلٍ محذوفٍ অর্থাৎ فَألزَمَهم الله سُحْقًا

إن الذين — এখানে إن এর ইসম ও খবর চিহ্নিত করো।
এ বাক্যে দু'টি 'ইসনাদ' রয়েছে, তুমি তাকে এক 'ইসনাদ'-এ রূপান্তরিত করো এবং বাক্যটিকে মূল তারতীবে উল্লেখ করো।

بالغيب (مؤمنين) এটি يخشون এর ফায়েল থেকে حال

يعلم — এখানে الفاعِلُ هو الضميرُ المستَتِرُ، و هو يَعود إلى: الرب عائد إلى من خلق ছিলা-মাওছূল মিলে يعلم এর مفعول به আর الموصول উহ্য রয়েছে, কিংবা من خلق হচ্ছে يعلم এর ফায়েল, আর তার مفعول به উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ الا يعلَم سِرَّكم مَنْ خَلَقَكم

و هو ... — এটি يعلم এর ফায়েল থেকে حال

তরজমা ঃ আর তারা আরো 'বলবে', যদি আমরা শুনতাম কিংবা আকলকে কাজে লাগাতাম তাহলে (আজ) জাহান্নামীদের মাঝে থাকতাম না। এভাবে তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং জাহান্নামীদের জন্য হোক ধ্বংস। যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেও ভয় করবে অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। আর তোমরা তোমাদের কথা গোপন করো কিংবা তা প্রকাশ্যে বলো, (তিনি তা জানবেন, কারণ) তিনি তো অন্তরের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। যিনি তোমা-দেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না (তোমাদের গোপন বিষয়) অথচ তিনি তো সূক্ষ্মজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে অবগত।

(٤) قُل هو الذي أَنْشَأَكم و جَعَل لكم السمْعَ و الأبصارَ و الافئِدَة، قَليلًا ما تشكُرون * قُل هو الذي ذَرَأَكم في الأرْضِ و اليه

تُحشَرون * وَيقولون متى هذا الوعدُ ان كنتم صٰدقين * قُل إنَّما
العِلمُ عندَ اللهِ، وَ إنما أنا نذير مبين *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

أفئدة — এটি فُؤاد এর বহু, হৃদয় (ف) ذَرْءًا সৃষ্টি করা (দেখো- ৯/১৮)

দ্বিতীয় বাক্যটির তারকীব করো।

قليلا — এটি অগ্রবর্তী উহ্য মাছদারের ছিফাত, সুতরাং তা نائب عن المفعول المطلق মূলরূপ হলো- تشكرون شكرا قليلا جدا

ما এটি অতিরিক্তরূপে এসেছে قِلَّة এর তাকীদের জন্য।

متى هذا ... — এখানে ها অব্যয়টি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য (للتنبيه)

ذا এটি اسم الإشارة এবং مبدل منه আর الوعد হচ্ছে বদল। দুটো মিলে তারকীবে কী হয়েছে বলো।

متى এটি উহ্য ثابت এর ظرف এবং তা .... (পূর্ণ করো)

إن — এর শর্ত ও جواب এবং جواب এর কারীনা নির্ধারণ করো।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অতি অল্পই শোকর করে থাকো। আপনি বলুন, তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। আর তারা বলে, কবে হবে এই ওয়াদা! যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে আমাদেরকে সে সম্পর্কে জানাও)। আপনি বলুন, এই ইলম তো শুধু আল্লাহর নিকট, আমি তো শুধু স্পষ্ট সতর্ককারী।

দ্রষ্টব্য ঃ 'অতি' এবং 'অল্প' এবং 'ই' এগুলো কিসের তরজমা, বলো।

(٥) ن، وَالقلَمِ و ما يسطُرون * ما انتَ بنعمةِ ربك بِمجنونٍ * و ان
لَكَ لَأَجْراً غيرَ ممنونٍ * وَ إنك لَعلى خُلقٍ عظيمٍ * فستُبصِر
و يُبصِرون * بِأَيِّكُمُ المفتون * إن ربَّك هو اعلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عن
سبيلِه، و هو اعلَمُ بالمهتَدين * فَلا تُطِعِ المكذِّبين *

শব্দবিশ্লেষণ

يسطرون (তারা লেখে) (ن) سَطَر الكتابَ سَطْرًا লিখেছে।
سَطْرٌ যে কোন জিনিসের লাইন বা সারি। যেমন-
سطر من الشجَرِ এবং سَطرٌ من الكتابَةِ বহু سُطور، أَسْطُرٌ

غير ممنون দেখো- ২৪/২৫ مفتون (ফেতনাগ্রস্ত) দেখো- ৯/১৫

বাক্যবিশ্লেষণ

و এটি কসমের হরফুলজর, القلم তার মাজরূর এবং مُقْسَمٌ به
أَقسَمَ الله تعالى بالقلم تعظيمًا لِأَمْرِه، فَفَوائِدُه وَ مَنافِعُه لا يُحِيطُ
بها الوَصْفُ، وَ المراد به جنسُ القلمِ الشامِلُ للأقلامِ التى يُكتَبُ بها

ما يسطرون এটি معطوف على القلمِ، و ما موصولة أو مصدرية

ما এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

بنعمة এখানে ب অব্যয়টি হেতুবাচক এবং তা متعلق হয়েছে ঐ
معنى النفي এর সাথে যা ما দ্বারা مفهوم হয়। বাক্যটির ভাব এই-
اِنتفَى عنك الجنونُ بِسبَبِ إنعامِ رَبِّك عليك بالنبُوَّةِ
انتفاء রহিত হওয়া। বিদূরিত হওয়া (عن অব্যয়যোগে)

المفتون এটি খবর, أيكم হচ্ছে মুবতাদা, আর ب অব্যয়টি অতিরিক্ত।
মুবতাদার শুরুতেও ب অব্যয়টি কদাচিত অতিরিক্ত রূপে আসে

ان ربك ... বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ নূন – কলমের কসম এবং তাদের লেখার (কসম)! আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে 'অকৃপাদুষ্ট' প্রতিদান। আর আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। সুতরাং অতিসত্বর আপনি দেখতে পাবেন এবং তারাও দেখতে পাবে, তোমাদের কে ফিতনাগ্রস্ত। আপনার প্রতিপালকই অধিক অবগত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর তিনিই অধিক অবগত পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে। সুতরাং আপনি মিথ্যা আরোপকারীদের আনুগত্য করেন না।

বিগত যুগের ঘটনা– তিন ভাইয়ের একটি বাগান ছিলো। একবার আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেন–

(٦) إِنَّا بلونهم كما بلونا اصحٰبَ الجنةِ

তরজমা ঃ আমি তাদেরকে (মক্কাবাসীদেরকে) পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে।

দ্রষ্টব্য ঃ তারা ভেবেছিলো যে, খুব ভোরে গোপনে বাগানের ফল সংগ্রহ করতে যাবে, যাতে গরীব লোকেরা তাদের বিরক্ত করতে না পারে। কিন্তু রাত্রেই আসমানি বালা এসে তাদের বাগান নষ্ট করে দেয়।

(٧) فَطافَ عليها طائِفٌ مِن رَّبِّك و هم نائِمون، فَاصبحَتْ كالصريم

শব্দবিশ্লেষণ

طائف প্রদক্ষিণকারী, (উদ্দেশ্য, আল্লাহর পক্ষ হতে আগত মুছীবত)

صريم এমন বাগান যার ফল কেটে নেয়া হয়েছে, এটি مصروم এর সমার্থক। (البُستان الذي صُرِمَتْ ثِمارہ)
صَرَمَ النخلَ (صَرْمًا، ض) খেজুর গাছের খেজুর কাটলো।
صَرَمَ الحَبْلَ রশি কাটলো।
صَرُمَ السيفُ (صَرامَةً، ك) তরবারি ধারালো/শাণিত হলো।
صَرُمَ الرجلُ লোকটি শাণিত/দৃঢ়/অটল হলো।
سَيفٌ صارِمٌ ধারালো তরবারি رجلٌ صارِمٌ শাণিত/ দৃঢ়চেতা ব্যক্তি

বাক্যবিশ্লেষণ

من ربك অর্থাৎ نازل من ربك (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

أصبحت এর মাঝে সুপ্ত যামীর هي হচ্ছে এর ইসম, الجنة তার مرجع
ك এটি مثل এর সমার্থক রূপে মুযাফ, الصريم হচ্ছে مضاف إليه
এটি أصبحت এর খবর। অর্থাৎ فأصبَحتِ الجنةُ مِثْلَ الصريمِ

তরজমা ঃ তারপর তাদের ঘুমের অবস্থায় আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে ঐ বাগানের উপর এক বিপদ ঘুরে ঘুরে এলো, ফলে সকাল হতে হতে তা 'ছিন্নভিন্ন' হয়ে গেলো।

দ্রষ্টব্য ঃ ভোরে বাগানে গিয়ে তারা হতভম্ব হলো, প্রথমে ভাবলো, হয়ত তারা পথ ভুল করেছে, কিন্তু পরে বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের মন্দ নিয়তের কারণে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেছেন।

(٨) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ
أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ *
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ *
عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ * كَذَلِكَ
الْعَذَابُ، وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ *

শব্দবিশ্লেষণ

أوسط মধ্যবর্তী, অধিকতর উত্তম।

لولا উদ্বুদ্ধ করার বা ক্ষোভ প্রকাশ করার অব্যয় حرفُ التحضيضِ

أقبل على (অভিমুখী হলো) দেখো– ১৩/৬

يتلاومون (পরস্পরকে দোষারোপ/তিরস্কার করছে) تلاوما

طاغٍ (ال যোগে الطاغِي) স্বেচ্ছাচারকারী, সীমালঙ্ঘনকারী।
(ف) طَغْيًا، طُغْيَانًا সীমালঙ্ঘন করা, স্বেচ্ছাচার করা।

إبدالا পরিবর্তন করে দেয়া, একটির পরিবর্তে অন্যটি দেয়া।

راغب (في যোগে) আগ্রহী (عن যোগে) অনাগ্রহী দেখো– ১৯/১৪

বাক্যবিশ্লেষণ

سبحان ربنا এটি مفعولٌ مطلقٌ لِفعلٍ محذوفٍ، و هو نُسَبِّحُ

يتلاومون এটি أقبل এর ফায়েল ও متعلق থেকে حال

يا এটি حرفُ النداءِ নয়, কারণ ويل মুনাদা হওয়ার উপযুক্ত নয়, বরং এটি আফসোস প্রকাশের অব্যয়। তবে পরবর্তী অংশটি المنادى المضاف। এর সাথে সাদৃশ্যের কারণে তার ই'রাব গ্রহণ করেছে।

عسى তারকীব দেখো– ৯/৮ خيرا منها এটি يبدل এর দ্বিতীয় مفعول به

العذاب পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা, كذلك (ثابت) অগ্রবর্তী খবর।

لو এর পরিচয় দেখো– ৫/৮ ও ১৬/৯ ও ১৭/৫
পরবর্তী বাক্যটি এর শর্ত, جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ– ما فعلوا فَعْلَتَهم (তারা তাদের কর্মটি কিছুতেই করতো না)
শেষ বাক্যটির তারকীব বলো।

তরজমা ঃ তারপর যখন তারা তা দেখলো তখন বললো, আমরা তো অবশ্যই পথ ভুলেছি, বরং আমরা তো 'সর্বহারা'। তাদের উত্তম ব্যক্তিটি বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি, কেন তোমরা (আল্লাহর) পবিত্রতা বর্ণনা করছো না। তারা বললো, আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, অবশ্যই আমরা (নিজেদের উপর) জুলুমকারী ছিলাম। তখন তারা একে অপরের মুখোমুখি হলো এবং পরস্পর দোষারোপ করতে লাগলো; তারা বললো, আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

আশা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম দান করবেন; অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি অভিমুখী। (দুনিয়ার) আযাব এমনই হয়ে থাকে, আর আখেরাতের আযাব তো আরো বড়। যদি তারা জানতো (তাহলে যা করেছে তা করতো না।) নিঃসন্দেহে মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত।

দ্রষ্টব্য ঃ তরজমায় এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, العذابِ এর ال হচ্ছে عِوَضٌ عَنِ المضافِ إليه

(٩) اِنَّآ اَرْسَلنا نُوحًا الٰى قَوْمِه اَنْ اَنْذِرْ قومَك مِنْ قبلِ اَنْ يأتِيَهم
عذابٌ اليمٌ * قال يٰقومِ اِنّي لكم نذيرٌ مبين * اَنِ اعبُدوا اللّٰهَ
وَ اتَّقُوه وَ اَطِيعُونِ * يغفِرْ لكم مِن ذُنوبِكم و يُؤَخِّرْكم إلى
اَجَلٍ مُسَمًّى، اِنَّ أجلَ اللّٰهِ اذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لو كنتم تعلَمون *

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

لا يؤخر (তাকে বিলম্বিত করা হয় না) أجلٌ مسمًّى দেখো– ২১/২

أن এর বিশদ পরিচয় বলো। দেখো– ১৪/১৩ এবং ১৩/২৮

من قبل এটি أنذر এর সাথে متعلق পুরো বাক্যটির তারকীব করো

لكم এটি نذير এর সাথে অগ্রবর্তী متعلق

يغفر এই ফেয়েলটির এরাব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো।

من ذنوبكم অর্থাৎ بعضَ ذنوبِكم এটি يغفر এর সাথে متعلق

أجل الله — এটি إنّ এর ইসম, আর শর্ত ও জাওয়াব মিলে তার খবর। তুমি খবরটির পূর্ণ তারকীব করো এবং বাক্যটির মূলরূপ বলো

لو — পরবর্তী বাক্যটি এর শর্ত। এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে অর্থাৎ– لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم

তরজমা ঃ নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম (এই বার্তা দিয়ে) যে, তুমি তোমার কাওমকে সতর্ক করো তাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার আগে।

তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী (এই বক্তব্যের মাধ্যমে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো, তাহলে তিনি তোমাদের গোনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। যখন আল্লাহর আযাব আসে তখন তো তা বিলম্বিত করা হয় না। যদি তোমরা (তা) জানতে (তাহলে অবশ্যই ঈমান আনতে)।

দ্রষ্টব্য ঃ প্রেরণ করা ও সতর্ক করা কোন বার্তা বা বক্তব্য দাবী করে, বন্ধনীতে তাই সেটা সংযোজিত হয়েছে।

(١٠) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ سَلٰسِلَ وَأَغْلٰلًا وَسَعِيرًا * إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا *

শব্দবিশ্লেষণ

سلاسل — এটি سِلْسِلَةٌ এর বহু, শেকল أغلال এটি غل এর বহু, বেড়ী

أبرار — এটি بَرٌّ এর বহু, নেককার, بَارٌّ এর বহুবচন بَرَرَةٌ

بَرَّ بِوَعْدِهِ (بِرًّا، ض) সে তার ওয়াদা রক্ষা করলো।

بَرَّ فلانٌ ربَّه সে তার প্রতিপালকের পূর্ণ আনুগত্য করলো।

بَرَّ والِدَيهِ (برا، س) সে তার মা-বাবার সাথে সদাচার করলো

مزاج — পানীয়র সাথে যা মিশ্রিত করা হয়, 'মিশ্রণ' (মিশ্রিত পদার্থ)

বাক্যবিশ্লেষণ

عينا — এটি كافُورًا থেকে বদল। ... يشرب بها বাক্যটি عينًا এর ছিফাত, আর ها এর مرجع হচ্ছে كأس

শেষ বাক্যটি يشرب এর ফায়েল থেকে حال (এমন অবস্থায় যে, তারা ঐ ঝর্ণাকে নিজেদের ভবনের দিকে প্রবাহিত করে নেবে, পান করার জন্য ঝর্ণার কাছে যেতে হবে না, ঝরণাকেই তারা নিজেদের কাছে নিয়ে আসবে)

তরজমা ঃ নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য তৈরী করেছি শেকল এবং বেড়ি এবং প্রজ্বলিত আগুন। নিশ্চয় নেককাররা পান করবে এমন পেয়ালা যার মিশ্রণ হবে 'কাফুর', তা এমন ঝরণা, আল্লাহর বান্দারা যা থেকে পান করবে ঐ পেয়ালা দ্বারা, আর তারা সেটাকে প্রবাহিত করবে, (তাদের বাসস্থানের দিকে)।

(١١) اِنَّا نحن نَزَّلنا عليك القُرانَ تَنزيلًا * فاصبِرْ لِحُكمِ ربِّك و لا تُطِعْ منهم اٰثِمًا او كَفورًا * وَ اذكُرِ اسْمَ ربِّك بُكرةً وَ اصيلًا * وَ مِنَ الَّيلِ فاسجُدْ له وَ سَبِّحْه لَيلًا طويلًا *

বাক্যবিশ্লেষণ

تنزيلا এর তারকীব বলো।

منهم এটি معدودين এর সাথে متعلق আর তা اثما أو كفورا থেকে অগ্রবর্তী حال এটি পরে এলে اثما أو كفورا এর ছিফাত হতো।

من اليل অর্থাৎ بعضَ الليلِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।) উভয় হরফুলজর اسجد এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি পর্যায়-ক্রমে। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের ফায়ছালার জন্য ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করুন। তাদের মধ্য হতে কোন পাপাচারী বা কাফিরের আনুগত্য করবেন না।

আর আপনি সকাল-সন্ধ্যা আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং রাত্রের কিছু অংশে তার উদ্দেশ্যে সিজদা করুন এবং দীর্ঘ রাত্র তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

(١٢) اِنَّ هذه تَذكِرةٌ، فمن شاءَ اتَّخَذَ الى ربِّه سبيلًا * وَ ما تشاؤون اِلَّا ان يشاءَ اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰه كان عَليمًا حكيمًا * يُدْخِلُ من يَشاء في رحمَتِه، وَ الظّٰلِمينَ اَعَدَّلَهم عَذابًا اَليمًا *

বাক্যবিশ্লেষণ

من — এটি اسم موصول و شرط সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি তার ছিলা ও শর্ত। ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা।
شاء এর مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ من شاءَ حُسْنَ العاقِبَةِ

اتخذ — এ বাক্যটি جواب الشرط ও খবর।
سبيلا হচ্ছে اتخذ এর পশ্চাদ্‌বর্তী প্রথম مفعول به আর
إلى ربه (مُوصِلاً) হচ্ছে অগ্রবর্তী দ্বিতীয় مفعول به
শাব্দিক অর্থ– সে যেন একটি পথকে তার প্রতিপালকের দিকে উপনীতকারী বানায়।
বাংলা তরজমায় হবে মাওছূফ-ছিফাত, যেমন– সে যেন আপন প্রতিপালকের দিকে উপনীতকারী পথ গ্রহণ করে।

ما تشاؤون — এখানে شيئا এই مفعول به উহ্য রয়েছে।
أن يشاء الله এটি مصدر مؤول হয়ে উহ্য مضاف এর مضاف إليه
অর্থাৎ إلا وَقْتَ مشيئَةِ اللّٰهِ

الظلمين — এটি উহ্য ফেয়েল يعذب এর مفعول به

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে এটি উপদেশ, সুতরাং যে ব্যক্তি (উত্তম পরিণতি) চায় সে যেন এমন পথ গ্রহণ করে যা তাকে আপন প্রতিপালকের কাছে পৌঁছে দেবে। আর তোমরা কোন কিছু চাইতে পারো না আল্লাহর চাওয়া ছাড়া। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাপ্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আপন রহমতের মাঝে দাখেল করেন। আর যালিমদের জন্য তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈয়ার করেছেন।

(١٣) وَيْلٌ يومَئِذٍ للمكذِّبين * هذا يومُ لا يَنْطِقُونَ * و لا يُؤْذَنُ لهم فَيَعْتَذِرون * وَيل يومَئِذٍ للمكذِّبين * هذا يومُ الفَصْلِ جمعنٰكم وَ الأَوَّلين * فَإِنْ كانَ لكم كيدٌ فَكِيدُونِ * وَيلٌ يومَئِذٍ للمكذِّبين

শব্দবিশ্লেষণ

يوم الفصل — বিচারের দিন। কেয়ামতের দিন। فصلا (ض) পৃথক করা, বিচার করা। কোরআনে আছে– أن الله يفصل بينهم يوم القيمة
فصل القوم عن البلد লোকেরা শহর থেকে বের হলো।

কোরআনে আছে- فلما فَصَلَ طالوتُ بالجنودِ তালুত যখন বাহিনীসহ (শহর থেকে) বের হলেন।

বাক্যবিশ্লেষণ

ويل — এটি মুবতাদা يومئذ তার ظرف কিংবা উহ্য ছিফাত ظاهر এর ظرف للمكذبين (ثابت) হচ্ছে খবর। (ছিফাত হিসাবে অর্থ- সেদিন প্রকাশপ্রাপ্ত ধ্বংস মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য সাব্যস্ত হবে)

هذا — মুবতাদা, لا ينطقون এটি ظرف এর مضاف إليه অর্থাৎ يوم عدم نطقهم এটি هذا এর খবর। (এটি তাদের কথা না বলার দিন)

يعتذرون — এটি يؤذن এর উপর معطوف সুতরাং এটিও نفي এর অন্তর্ভুক্ত।

إن كان لكم كيد ... বিশদ তারকীব করো।

তরজমা ঃ সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে। এটা হলো তাদের কথা বলতে না পারার দিন। আর তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না, ফলে তারা ওজর পেশ করতে পারবে না। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে। এটা হলো বিচারের দিন। আমি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে (আজ) একত্র করেছি। সুতরাং যদি তোমাদের কোন চক্রান্ত থাকে তাহলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে।

(١٤) اِنَّ المتقين في ظِلَلٍ و عُيونٍ * وَ فَواكِهَ مِمَّا يشتَهون *
كُلوا و اشرَبوا هَنِيئًا بما كنتُم تعمَلون * اِنَّا كذلك
نَجْزِي المُحسِنين * وَيْلٌ يؤمَئِذٍ للمكذِّبين * كُلوا و
تَمَتَّعوا قَليلا اِنَّكم مُجرمون * وَيل يومَئِذٍ للمكذِّبين * و
اذا قِيل لهُمُ ارْكَعوا لا يركَعون * وَيلٌ يومئذٍ للمكذبين *
فَبِاَيِّ حَديثٍ بعدَه يُؤمِنون *

শব্দবিশ্লেষণ

ظلال — এটি ظل এর বহুবচন, ছায়া।

يشتهون — (রুচি বোধ করে) اِشتهاءٌ দেখো, ২৪/২৭

هنيئ — দেখো, ২৭/৫ تَمَتَّعوا দেখো, ২১/১৬

বাক্যবিশ্লেষণ

فواكه এটি عَطفٌ على عُيونٍ، و الموصولُ في مَحَلِّ جَرٍّ بِمِنْ، و الجارُّ و المجرورُ متعلق بمحذوفٍ، هو نعتٌ لِفواكهَ

كلوا و اشربوا এর পূর্বে يقال لهم উহ্য রয়েছে।

هنيئا بما كنتم تعملون এর তারকীব দেখো- ২৭/৫

قليلا অর্থাৎ تمتعا قليلا কিংবা وقتا قليلا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

لا يركعون এটি إذا এর جواب الشرط

بعده এটি نازل এর متعلق এবং তা حديث এর ছিফাত। এটি উহ্য إنْ لم يؤمِنوا بالقرآنِ فَبِأَيِّ حديثٍ بعده يُؤمنون অর্থাৎ شرط এর جواب

তরজমা ঃ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও ঝর্ণাসমূহে এবং ফলফলাদিতে যা তারা পছন্দ করবে। (আর তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তোমাদের আমলের বিনিময়ে আহার করো এবং পান করো (কিংবা পানাহার করো) তৃপ্তিসহকারে। এভাবেই আমরা নেক আমলকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে। (আর তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কিছু খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও; তোমরা তো অপরাধী। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে।

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা নত হও তখন তারা নত হয় না। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে। সুতরাং এরপর তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে!

(١) عَمَّ يَتَساءَلون * عَنِ النَّبَإِ العظيم * الذي هم فيه مُختَلِفون *
كَلَّا سيَعلَمون * ثم كلا سيعلَمون * اَلَم نجعَلِ الأرضَ مِهٰدا *
وَ الجِبالَ أوتادًا * و خَلَقْنٰكم أَزواجًا * و جعَلنا نومَكم
سُباتًا * وَ جَعَلنا الَّيلَ لِباسًا * و جَعلنا النهارَ مَعاشًا *

শব্দবিশ্লেষণ

تساؤلا	জিজ্ঞাসা করা, পরস্পর জিজ্ঞাসা করা।
كلا	হুঁশিয়ারি, প্রত্যাখ্যান ও তিরস্কারের জন্য ব্যবহৃত অব্যয়।
مهاد	বিছানা, সমতল ও বিস্তৃত।
وَتَدٌ	বহুবচনে أوتاد কীলক।
زوج	বহুবচনে أزواج জোড়া, নর ও নারীর জোড়া।
سبات	আরাম, স্বস্তি।
لباس	পোষাক, আবরণ (যা সবকিছুকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলে)
معاش	এটি মাছদার, জীবিকা

বাক্যবিশ্লেষণ

عم	এটি عن ও ما এর যুক্ত রূপ, ما হচ্ছে أي شيء এর সমার্থক। হরফুলজরের সাথে ব্যবহারের সময় এর ألف পড়ে যায়।
عن ...	এটি উহ্য يتساءلون এর সাথে متعلق যা পূর্ববর্তী ফেয়েল থেকে অনুমানযোগ্য।
الذي ...	এখানে الموصولُ و صِلَتُه صفةٌ ثانيةٌ للنبإِ
يعلمون	অর্থাৎ سُوْءَ عاقبَتِهِم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
مهادا	এটি لم نجعل এর দ্বিতীয় مفعول به
أزواجا	এটি خلق এর مفعول به থেকে حال
معاشا	অর্থাৎ وقتَ معاشٍ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ তারা কী সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসা করে? (তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে) এক মহাসংবাদ সম্পর্কে, যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য

করে। আচ্ছা, অতিসত্বর তারা (তাদের পরিণতি) জানতে পারবে। আবারও বলছি, আচ্ছা, অতি সত্বর তারা জানতে পারবে। আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে (পৃথিবীর জন্য) কীলক! আর আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। আর আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি স্বস্তির বিষয়, আর রাত্রকে করেছি লিবাস (আবরণ), আর দিবসকে করেছি জীবিকা (আহরণের সময়)।

(٢) ان يومَ الفَصْلِ كانَ ميقاتًا * يومَ يُنْفَخُ في الصُّورِ فَتأتُون اَفْواجًا * و فُتِحَتِ السَّماء فكانَتْ ابوابًا * و سُيِّرَتِ الجبالُ فكانَتْ سَرابًا * اِنَّ جهنَّمَ كانَتْ مِرْصادًا * لِلطّٰغين مَاٰبًا * لّٰبِثينَ فيها اَحْقابًا * لا يَذوقُونَ فيها بَرْدًا و لا شَرابًا * اِلاَّ حَميمًا و غَسَّاقًا *

শব্দবিশ্লেষণ

ميقات	নির্ধারিত সময় বা স্থান مَواقِيتُ বহু مَواقِيتُ الصلاةِ و مَواقِيتُ الإحرامِ
ينفخ	(ফুঁক দেয়া হবে) (ن) نَفْخًا ফুঁক দেয়া।
صور	বহু أَصْوارٌ ফুঁক দেয়ার শিঙ্গা।
سير	(চালানো হবে) এখানে মাযীগুলো মোযারের অর্থে ব্যবহৃত, ঘটনার 'নিশ্চিতি' প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।
سراب	মরিচীকা, অস্তিত্বহীনতার দিক থেকে পাহাড়গুলোকে মরিচীকার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। বলা হয়- السَّرابُ يحسَبُه الظمآنُ ماءً
مرصاد	ওত পেতে থাকার স্থান।
ماب	ফেরার স্থান, ঠিকানা, এটি اب থেকে اسم الظرف اَبَ - يَؤُوْبُ - أَوْبًا و مَاٰبًا (إلى অব্যয়যোগে) ফেরা।
لابث	(অবস্থানকারী) (س) لُبْثًا অবস্থান করা, বাস করা।
أحقاب	এটি حُقْبٌ ও حُقُبٌ এর বহু, আশী বা আরো অধিক বছর। সুদীর্ঘ কাল।
برد	অর্থাৎ بَارِدٌ এখানে উদ্দেশ্য শীতল পানীয়।
حميم	গরম, গরম পানি। غَسَّاقٌ জাহান্নামীদের পুঁজ।

বাক্যবিশ্লেষণ

يوم الفصل এটি إن এর ইসম, আর كان ميقاتا বাক্যটি إن এর খবর।

يومَ ينفخ এটি يومَ الفصلِ থেকে বদল কিংবা উহ্য ফেয়েল أَعْني এর مفعول به অর্থাৎ يومَ الفصل দ্বারা আমি বোঝাচ্ছি শিঙগায় ফুঁক দেয়ার দিনকে

هذا بَدَلٌ من يومَ الفصلِ أو منصوبٌ بِفعلٍ محذوفٍ، تَقديرُه: أَعْنِي، وَ يُنفَخ في مَحَلِّ جَرٍّ بالإضافَةِ، وَ فِي الصُّورِ في مَوضِعِ نائبِ فاعِل

أفواجا এটি تأتون এর ফায়েল থেকে حال

للطاغين এটি مابا এর সাথে متعلق আর তা كانت এর দ্বিতীয় খবর। এটি مرصادا এর সাথেও متعلق হতে পারে, তখন مابا এর পর لهم উহ্য থাকবে, যার কারীনা হবে পূর্ববর্তী للطاغين

لابثين এটি طاغين এর যামীর থেকে হাল أحقابا এটি لابثين এর ظرف

তরজমা ঃ নিশ্চয় বিচারের দিন নির্ধারিত রয়েছে, যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে তোমরা দলে দলে আগমন করবে। আর আসমানকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে বিভিন্ন দরজা সৃষ্টি হবে। আর পর্বতমালাকে চালিত করা হবে, ফলে সেগুলো মরীচিকা হয়ে যাবে। নিশ্চয় জাহান্নাম ওত পেতে থাকবে। (শাব্দিক অর্থ– নিশ্চয় জাহান্নাম হবে ওত পাতার স্থান)

(এবং হবে) স্বেচ্ছাচারীদের 'আশ্রয়স্থান', তারা সেখানে থাকবে যুগের পর যুগ। তারা সেখানে আস্বাদন করবে না শীতল পানীয় এবং সাধারণ পানীয়, তবে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

(٣) يومَ يقومُ الروح و الملائكةُ صَفًّا لا يتكلَّمون إلَّا مَنْ أَذِنَ له الرحمٰنُ و قال صَوابًا * ذٰلك اليومُ الحقُّ، فَمَنْ شاءَ اتَّخذَ الى رَبِّه مابًا *إنَّا أنذَرْنٰكم عَذابًا قريبًا، يومَ ينظُر المرأُ ما قدَّمَتْ يَداه وَ يَقولُ الكافِر يٰليتَني كنتُ ترابًا *

শব্দবিশ্লেষণ

روح প্রাণ, রূহ, এখানে উদ্দেশ্য ফিরেশতা হযরত জিবরীল (আঃ)।

صواب সঠিক (صائب এর সমার্থক এবং خاطئ এর বিপরীত) সঠিকতা। (خطأ এর বিপরীত)

ليت ও يا — এখানে تمني و نداء এর অব্যয়কে আফসোস ও অনুতাপ প্রকাশের অর্থে আনা হয়েছে।

বাক্যবিশ্লেষণ

يوم — এটি اذكر এই উহ্য ফেয়েলের مفعول به হতে পারে।

صفا — এটি মাছদার, তবে এখানে اسم المفعول অর্থে يقوم এর فاعل থেকে حال অর্থাৎ مَصفوفين (কাতারকৃত অবস্থায়)

صوابا — এটি উহ্য قولا এর ছিফাত। সুতরাং তা مفعول مطلق এর স্থলবর্তী
هو صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أيْ قولاً صوابًا، فهو نائبٌ عن المفعولِ المطلقِ

ذلك اليوم — এটি بدل ও مبدل منه মিলে মুবতাদা, الحق হচ্ছে তার খবর (ঐ দিনটি হলো সত্য)

কিংবা ذلك হচ্ছে মুবতাদা, আর اليوم হচ্ছে খবর এবং الحق হচ্ছে তার ছিফাত (সেটা হচ্ছে সত্য দিন)।

إلى ربه — এটি مابا এর সাথে متعلق আর তা اتخذ এর مفعول به

عذابا — এটি انذرنا এর দ্বিতীয় مفعول به (বাংলায় عن এর তরজমা হবে)

يوم — এটি عذابا এর ظرف পরবর্তী বাক্যটি يوم এর مضاف إليه

ما قدمت يداه এর বিশদ তারকীব করো। (এখানে جزء দ্বারা كل উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ما قَدَّمَتْ نفسُه)

তরজমা ঃ (ঐ দিনকে স্মরণ করো) যেদিন রূহ ও ফিরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন। তারা কথা বলবেন না, তবে 'রহমান' যাকে অনুমতি দান করবেন। আর তিনি সত্য কথা বলবেন। সেই দিনটি হলো সত্য। সুতরাং যে (নাজাতের) ইচ্ছা করে সে যেন তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থান গ্রহণ করে। অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আসন্ন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে ঐ আমল যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে। আর কাফির বলবে, হায়, আমি যদি মাটি হতাম!

(٤) هل أتك حديثُ موسى * إذْ نادٰه ربُّه بالوادِ المقدَّسِ طُوًى *
اِذْهَبْ الى فِرعونَ إنه طَغٰى * فَقُلْ هل لك إلى أن تَزَكّٰى * و
أَهْدِيَك إلى ربِّك فتَخْشٰى * فَأرٰه الاٰيةَ الكُبْرٰى * فَكَذَّبَ

وَ عَـصٰـى * ثم اَدْبَرَ يَـسـعٰـى * فَحَشَـر فَـنادٰى * فَقَـال اَنـا رَبُّكم الاَعْلٰى * فَاَخَذَه الله نَكـالَ الاٰخِـرَةِ و الاُوْلٰى *اِنَّ في ذلك لَعِبْـرَةً لِـمَن يَخْـشٰـى *

বাক্যবিশ্লেষণ

إذ এটি حديث এর যরফ, أتـاك এর যরফ নয়, কারণ উভয়ের সময় ভিন্ন الظرفُ متعلقٌ بحديثِ موسٰى، لا بِـ : أتَاكَ، لاخْتِلافِ وَقْتَيْهما পরবর্তী বাক্যটি إذا এর مضاف إليه সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ– هَل اَتـاك حديثُ مـوسـى حِيـنَ نِداءِ رَبِّه اِيّـاه بِالوَادِي المقدَّسِ

طوى ১৬/১৯

هل প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো পরবর্তী ঘটনার প্রতি আগ্রহী করা, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো পরবর্তী বিষয়টি গ্রহণ করার প্রতি কোমলভাবে আবেদন করা।

إلى أن تزكى (شوق) এটি মুবতাদা لك (ثـابت) এটি অগ্রবর্তী খবর। মূলরূপ– هل شَوقٌ إلى التزكِّي ثـابتٌ لك (এখানে تزكى মূলত تتزكى ছিলো)

أهـدي এটি تزكى এর উপর معطوف

تخشى ফেয়েলটি ف অব্যয়যোগে اهدي এর উপর معطوف

فأراه অর্থাৎ–فَذَهَبَ إلى فـرعونَ فَدعاه إلى الإيـمانِ فَرَفَـضَ فَـاَرَاه ... এই হযফের উদ্দেশ্য হলো সুসংক্ষেপন।

يـسـعى এটি أدبر এর ফায়েল থেকে حال

الأعلى শব্দটির পরিচয় ও তারকীব বলো।

نكال এটি أخذ এর مفعول لأجله আর الأخرة و الأولى হচ্ছে উহ্য الكلمة এর ছিফাত, মূলরূপ– فَأخذه الله لِأَجْلِ نَكالِ الكلمةِ الآخِرَةِ والكلمةِ الأولٰى আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন, শেষ কথাটির এবং প্রথম কথাটির শাস্তির জন্য।

ফেরআউনের প্রথম কথা ছিলো ما علمتُ لكم مِن الٰهٍ غيري এর চল্লিশ বছর পর তার বক্তব্য ছিলো أنا رَبُّكم الأعلٰى এ দুই বক্তব্যের শাস্তি দানের জন্য আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন।

إن في ... মূলরূপ– إِنَّ عِـبرةً (نافعةً) لمن يخشٰى (ثابتةٌ) في ذلك

তরজমা ঃ আপনার কাছে কি এসেছে মূসার খবর, যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র উপত্যকায়, তোয়ায় আহ্বান করলেন (এবং বললেন), তুমি ফেরআউনের কাছে যাও, নিঃসন্দেহে সে সীমা-লঙ্ঘন করেছে। তারপর (তাকে) বলো, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি (শিরক থেকে) পবিত্রতা অবলম্বন করবে এবং আমি তোমাকে পথ প্রদর্শন করবো, আর তুমি ভয় গ্রহণ করবে! (কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করলো) তখন তিনি তাকে মহানিদর্শন দেখালেন। কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করলো এবং অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো। তারপর সে অপচেষ্টায় মেতে উঠলো। তখন সে (সকলকে) সমবেত করলো এবং আওয়াজ দিলো, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক! তখন আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন শেষ কথার এবং প্রথম কথার শাস্তি দানের জন্য, নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য উপদেশ যে ভয় গ্রহণ করে।

(৫) إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ✻

শব্দবিশ্লেষণ

انفطر ফেটে গেলো, খণ্ডিত হলো। (فَطَرَ এর অনুবর্তী)
(فَطْرًا، ن) فَطَرَ شَيْئًا ফাটালো, খণ্ডিত করলো।
فَطَرَ اللّٰهُ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

انتشر ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো, বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো (مطاوع نثر)
(ن) نَثْرًا ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলো।

بعثر (বিক্ষিপ্ত করা হবে) এবং মুরদারকে বের করা হবে।
(بَعْثَرَةً) بَعْثَرَ شَيْئًا বিক্ষিপ্ত করলো।
(تبعثرًا) تَبَعْثَرَ বিক্ষিপ্ত হলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

إذا এটি اسم ظرفٍ و شرطٍ এখানে তা علمت এর ظرف
أداة الشرط কখনো جملة اسمية এর শুরুতে আসে না। তাই এখানে السماء শব্দটি মুবতাদা না হয়ে উহ্য ফেয়েলের ফায়েল

হবে। আর পরবর্তী ফেয়েলটি হবে পূর্ববর্তী উহ্য ফেয়েলের তাফসীর। মূলরূপ–

إذا انفطَرتِ السماءُ انفطَرَتْ، السماءُ فاعِلٌ لفعلٍ محذوفٍ يُفَسِّرُه المذكورُ، وجملةُ (انفطَرَتْ) السماءُ في مَحَلِّ جرٍّ بإضافةِ الظرفِ إليها، و الظرفُ متعلق بالجَوابِ، و هو عَلِمَتْ

পরবর্তী বাক্যগুলো সম্পর্কে একই কথা।

ما এর স্থানীয় অর্থ হলো 'আমল' عائد উহ্য রয়েছে।

তরজমা ঃ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যখন নক্ষত্রসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে এবং যখন সাগরগুলোকে উত্তাল করে তোলা হবে এবং যখন কবরগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে তখন প্রতিটি ব্যক্তি জানতে পারবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

(٦) يَاأَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ *

শব্দবিশ্লেষণ

غر প্রতারিত করেছে, ধোকা দিয়েছে। (দেখো, ১০/২)

سوى شيئا ১৪/৩

(عَدْلاً، ض) عَدَلَ شيئًا সুষ্ঠু ও নিখুঁত করলো। (অন্যান্য অর্থ দেখো, ২৫/২)

رَكَّبَ شيئًا কিছুকে (কিছুর সাথে) যুক্ত করলো। আকৃতি দান করলো

বাক্যবিশ্লেষণ

ما এটি أيُّ شيءٍ এর সমার্থক এবং মুবতাদা, পরবর্তী বাক্যটি খবর

الذي এই মাওছূল তার তিনটি ছিলাকে নিয়ে رب এর দ্বিতীয় ছিফাত

في أيِّ صورةٍ এটি ركب এর সাথে অগ্রবর্তী متعلق আর شاء হচ্ছে তার ছিফাত, এর مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ شاءها আর ما অব্যয়টি অতিরিক্ত, যা صورة এর নাকিরাত্বকে তাকীদ করেছে। (যে কোন আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন, তোমাকে আকৃতি দান করেছেন)

তরজমা ঃ হে মানুষ! কোন্ বিষয় তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে ধোকায় ফেলেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে সুষ্ঠু করেছেন এবং তোমাকে নিখুঁত করেছেন, আর যে কোন আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন তোমাকে গঠন করেছেন।

(٧) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ * وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ * كِرَامًا كٰتِبِيْنَ * يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ *

বাক্যবিশ্লেষণ

كراما كاتبين এ দু'টি حافظين এর ছিফাত। পরবর্তী বাক্যটি حافظين এর তৃতীয় ছিফাত, তুমি বাক্যটির তারকীব করো। বাংলা তরজমায় কোন্ তারকীব অনুসরণ করা হয়েছে?

তরজমা ঃ কিছুতেই না, বরং তোমরা তো দ্বীনকে মিথ্যা মনে করো। অবশ্যই তোমাদের উপর হেফাজতকারী ফিরেশতাগণ নিযুক্ত রয়েছেন, যারা সম্মনিত, যারা আমল লিপিবদ্ধ করেন। তারা জানেন যা তোমরা করো।

(٨) اِنَّ الابرارَ لفي نَعيمٍ * وَ اِنَّ الفُجَّار لَفِي جَحيم * يصلَوْنَها يومَ الدِّين * وَ ما هم عَنْها بِغائِبين * وَ ما اَدْرٰك ما يومُ الدين * ثُمَّ ما ادرٰك ما يومُ الدينِ * يومَ لا تملِكُ نفسٌ لنفسٍ شيئًا ، و الامرُ يومَئذٍ لله *

শব্দবিশ্লেষণ

أبرار দেখো – ২৯/১০

فجار এটি فاجر এর বহু (ن) فجورا পাপাচার করা।

يصلون (দেখো– ৪/২২)

ما أدراك শাব্দিক অর্থ– কোন্ জিনিস তোমাকে বুঝিয়েছে? তুমি কী জানো? উদ্দেশ্য, বিস্ময় প্রকাশ করা এবং ভয়াবহতা তুলে ধরা।

বাক্যবিশ্লেষণ

عنها এটি غائبين এর সাথে متعلق বাক্যটির তারকীব করো।

ما يوم الدين এর তারকীব করো।

يوم لا تملك এটি أعني এই উহ্য ফেয়েলের مفعول به হয়েছে। (আমি বোঝাতে চাই কোন ব্যক্তির জন্য কোন ব্যক্তির কোন কিছুর মালিক না হওয়ার দিনটিকে।) এখানে يوم الدين এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

نفس এর তানবীন ব্যাপকায়নের জন্য, অর্থাৎ কোন নফস।

وَ التنوينُ للتعميم، أيْ : كلُّ نفسٍ

لنفس এটি কার সাথে متعلق

বাক্যটির মূলরূপ- أَعْنِى يومَ عدَمِ مَلْكِ نفسٍ ... لِنَفْسٍ شيئًا

يومئذ এটি উহ্য খবর ثابت এর অগ্রবর্তী ظرف আর لله তার متعلق

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে নেককারগণ থাকবে (জান্নাতের) নেয়ামতে, আর বদকাররা থাকবে জাহান্নামে। বিচারের দিন তারা তাতে ঝলসিত হবে। সেখান থেকে তারা 'পলাতক' হতে পারবে না। আপনি কী জানেন, বিচার-দিবস কী? আবারও (বলছি) আপনি কী জানেন, বিচার-দিবস কী? যে দিন কেউ কারো জন্য কিছু করার অধিকারী হবে না। আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

(৯) وَيْلٌ لِلمطَفِّفِين * الذين إذا اكتالوا عَلَى النَّاسِ يستَوْفُون * و
إذا كالُوهم أوْ وَزَنوهم يُخسِرون * ألا يظُنُّ اولئك أنَّهم مَبْعُوثون،
ليومٍ عظيمٍ * يومَ يقوم النَّاسُ لربِّ العٰلَمين *

শব্দবিশ্লেষণ

مطفف মাপে (সামান্য পরিমাণে) কারচুপিকারী।

طَفَّفَ المكيالَ মাপে (সামান্য) কারচুপি করলো।

اِكتالَ منه / عليه (اكتيالًا) তার থেকে নিজে মেপে নিলো।

كالَه البُرَّ/كال له البرَّ (كَيْلًا، ض) তাকে গম মেপে দিলো। (পাত্র দ্বারা পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত) مكيال (পরিমাপপাত্র)

اِسْتَوفَى - يَسْتَوفِي - اِستيفاءً পূর্ণরূপে উশুল করা।

وَزَنَ فلانًا (وَزْنًا، ض) তাকে (পাল্লা দ্বারা) মেপে দিলো।

وَزَن شيئًا কোন কিছু মাপলো, ওজন করলো।

أَخْسَرَ شيئًا কোন কিছু মাপে কম করলো (দেখো-৭/২২)

বাক্যবিশ্লেষণ

ছিলা ও মাওছূলের বিশদ তারকীব করো।

ليوم عظيم এটি مبعوثون এর সাথে متعلق

يوم يقوم .... এটি পূর্ববর্তী يوم এর অর্থগত অবস্থানের উপর معطوف আর অর্থগতভাবে তা مبعوثون এর ظرف

বাংলা তরজমায় কোন্ দিকটি লক্ষ্য রাখা হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ যারা মাপে কম করে তাদের জন্য রয়েছে বরবাদি, যারা লোকদের থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় আর যখন লোকদেরকে মেপে দেয় বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে এমন মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব-জগতের প্রতি-পালকের সামনে।

(١٠) كَلَّا إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ * وَ مَا أَدْرٰكَ مَا سِجِّينٌ *
كِتٰبٌ مرقوم * وَيْلٌ يومَئِذٍ للمكذِّبِينَ * الذين يُكذبون بِيَوْمِ
الدينِ * وَ ما يُكَذِّبُ به إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أثيمٍ * إِذا تُتْلٰى
عَليه ءايٰتُنا قالَ أَسٰطِيرُ الأَوَّلِينَ *

শব্দবিশ্লেষণ

كلا — তিরস্কারের অব্যয়, মাপে কম দেয়া এবং কেয়ামতের হিসাব কিতাব সম্পর্কে গাফেল থাকার কারণে তিরস্কার করা উদ্দেশ্য।

سجين — কাফের, মুশরিক ও ফাসেক-ফাজেরদের আমল লেখার কিতাব

مرقوم — লিখিত, যা লেখা হয়। (ن) رَقْمًا লেখা।

معتد — (ال যোগে المعتدى) إعتداءً সীমালঙ্ঘন করা।

أثيم — এটি إِثْمٌ এর অতিশয়ী শব্দ।

(س) أَثَمًا، إِثْمًا، مَأْثَمًا গোনাহ করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

كتب مرقوم এটি উহ্য মুবতাদা هو এর খবর।

إذا تتلى বাক্যটির তারকীব করো, এটি معتد এর দ্বিতীয় ছিফাত।

ويل يومئذ ... এর তারকীব বলো। (প্রয়োজনে দেখো– ২৯/১৩)

তরজমা ঃ কিছুতেই না, পাপাচারীদের আমলনামা তো অবশ্যই সিজ্জীনে রয়েছে। আপনি কী জানেন, সিজ্জীন কী? (তা) এক লিপিবদ্ধ কিতাব। সেদিন বরবাদি রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য, যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা মনে করে। আর প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পাপীষ্ঠ ছাড়া কেউ তা মিথ্যা মনে করে না। (কিংবা প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠই শুধু তা মিথ্যা মনে করে) যখন তাকে আমার আয়াত তিলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন সে বলে, এটা তো আদি লোকদের অলিক কাহিনী।

(١١) يٰأَيُّها الإِنْسانُ إِنَّك كادِحٌ الى ربك كَدْحًا فَمُلٰقِيه، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَه بِيَمِينه * فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسابًا يَسِيْرًا * وَ يَنْقَلِب إلى أَهلِه مسرورًا * وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَه وراءَ ظَهرِه * فسوف يَدعوا ثُبورًا * و يَصْلٰى سَعِيرا * إنَّه كان في أَهلِه مَسْرُورًا إِنَّه ظَنَّ أَنْ لَنْ يحورَ * بلى إِنَّ رَبَّه كانَ به بَصِيرًا *

শব্দবিশ্লেষণ

كادح (চেষ্টাকারী) (كَدْحًا . ف) كَدَحَ لِعِيَالِه পরিবার পরিজনের জন্য পরিশ্রমপূর্বক উপার্জন করলো।
كَدَحَ لِنَفْسِه মন্দ বা উত্তম আমল করলো।

انقلب إلى .... (ফিরে গেলো) (দেখো- ৬/১৫)

لن يحور (إلى অব্যয়যোগে) (ن) حَوْرًا প্রত্যাবর্তন করা।
ثَبَرَ (ثَبْرًا، ثُبُورًا، ن) হালাক হলো,
ثَبَرَ شيئًا হালাক করলো।
ثَبَرَ عن شيءٍ তাকে কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করলো।
ثَابَرَ على أمرٍ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে লেগে থাকলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

ملاقيه এটি اسم منقوص যাতে রফা ও জর হয় সুপ্ত যাম্মা ও সুপ্ত কাসরা দ্বারা, আর নছব হয় প্রকাশিত ফাতহা দ্বারা।
এখানে ملاق শব্দটি كادح এর উপর معطوف রূপে মারফূ হয়েছে, আর اسم منقوص হওয়ার সুবাদে সুপ্ত যাম্মা দ্বারা মারফূ হয়েছে।

كادح এর উপযোগী হরফুলজর إلى নয়, তাই এখানে كادح কে ساع এর অর্থে গণ্য করা হয়েছে, إلى অব্যয়টি যার উপযোগী।

كدحا এর তারকীব বলো।

كتابه এটি أوتى এর দ্বিতীয় مفعول به

بيمينه এটি কার সাথে متعلق বলো।

وراء ظهره এর তারকীব বলো।

أن এটি أن এর লঘুরূপ।

তরজমা ঃ হে মানুষ! তোমার প্রতিপালকের নিকটে পৌঁছার বিষয়ে তোমাকে অবশ্যই চেষ্টা ও কষ্ট করতে হবে, তারপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব নেয়া হবে সহজ হিসাব। আর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে খুশিমনে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আলমনামা দেয়া হবে তার পিঠের পিছনে সে (মৃত্যু ও) ধ্বংসকে আহ্বান করবে। আর সে জাহান্নামে ঝলসিত হবে। সে তো (দুনিয়াতে) তার পরিবার পরিজনের মাঝে আনন্দিত ছিলো। সে মনে করেছিলো যে, কখনো (তার প্রতিপালকের কাছে) ফিরে আসবে না। অবশ্যই, তার প্রতিপালক তো তাকে দেখতেন।

(١٢) إِنَّ الذين فَتَنُوا المؤمنين وَ المؤمنٰتِ ثُمَّ لم يَتوبوا فَلَهُم عَذابُ
جهنَّم وَ لهم عَذابُ الحريقِ * إِنَّ الذين ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لهم جنّٰتٌ تَجْرِي من تَحْتِها الانهٰرُ، ذلك الفوزُ الكَبير * إِنَّ بطشَ
ربِّك لَشديد * إنه هو يُبدِئُ وَ يُعيد * وَ هو الغفورُ الودودُ
ذُو العَرْشِ المَجيدُ * فَعَّالٌ لما يُريد *

শব্দবিশ্লেষণ

فتنوا (দ্বীনের কারণে নির্যাতন করেছে) দেখো– ৯/১৫

بطش (পাকড়াও) দেখো– ২০/১০

يبدئ (সৃষ্টি করেন) (ف) بَدْأً ও أَبْدَأَ সৃষ্টি করা।

ودود (মমতাময়, করুণাময়) مجيد মহিয়ান, গৌরবময়।

বাক্যবিশ্লেষণ

لهم جنت تجري বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

إنه هو ... বাক্যটির তারকীব করো।

هو এটি মুবতাদা, এর পরে পরপর চারটি খবর এসেছে।

فعال এটি هو এই উহ্য মুবতাদার খবর।

তরজমা ঃ যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে নিপীড়ন করেছে, তারপর তওবা করেনি, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং আগুনের আযাব।

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগবাগিচা যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেটাই হলো মহাসফলতা। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও অতিকঠিন। তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। আর তিনিই ক্ষমাশীল, মমতাময়, আরশের অধিকারী, মহান। তিনি যা চান তাই করেন।

(١٣) اَفَلَا يَنظُرون اِلى الاِبِلِ كيف خُلِقَتْ * وَ الى السَّماء كيفَ رُفِعَتْ * وَ الى الجِبَالِ كيفَ نُصِبَتْ * وَ الى الارضِ كيفَ سُطِحَتْ * فَذَكِّرْ، اِنَّما اَنْتَ مذكِّر * لستَ عليهم بِمُصَيْطِرٍ * اِلَّا من تَوَلّٰى وَ كَفَرَ * فَيُعَذِّبُه الله العَذابَ الاكبَرَ * اِنَّ الينا اِيَابَهم ثم اِنَّ علينا حِسابَهم *

শব্দবিশ্লেষণ

نصبت (স্থাপন করা হয়েছে) (ض) نَصْبًا দাঁড় করা, স্থাপন করা نَصَبَ العَلَمَ পতাকা উত্তোলন করলো نَصَبَ خيمَةً তাঁবু স্থাপন করলো نَصَبَ الكَلِمَةَ কালিমাকে নছব প্রদান করলো।

سطحت (সমতল করা হয়েছে) (ف) سَطْحًا সমতল করা।

مصيطر এটি سَيْطَرَ থেকে اسم الفاعل কোরআনে س কে ص রূপে লেখা হয়েছে, سَيْطَرَةٌ প্রাধান্য বিস্তার করা, নিয়ন্ত্রণ করা। (ব্যবহার على অব্যয়যোগে)

إياب (প্রত্যাবর্তন) দেখো- ৩০/২

বাক্যবিশ্লেষণ

ذكر	এর مفعول به উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ ذَكِّرْهم
إنما	এ বাক্যটি হেতুবাচক। (هذه الجملةُ تعليلِيَّةٌ للأمرِ بالتذكيرِ)
عليهم	এটি কার সাথে متعلق বলো।
إلا	এটি 'لٰكِنْ' এর সমার্থক।
من تولى	পুরো বাক্যটির তারকীব বলো, (ف অব্যয়টি رابطة)
العذاب	এটি مفعول مطلق
إيابهم	পশ্চাদবর্তী মুবতাদা, إلينا (ثابت) হচ্ছে অগ্রবর্তী খবর।

তরজমা ঃ তারা কি তাকায় না উটের দিকে, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আসমানের দিকে, কীভাবে তাকে সুউচ্চ করা হয়েছে এবং পর্বতমালার দিকে, কীভাবে সেগুলোকে খাড়া করা হয়েছে এবং পৃথিবীর দিকে, কীভাবে তাকে সমতল করা হয়েছে! সুতরাং আপনি উপদেশ দান করুন, আপনি তো শুধু উপদেশ দানকারী। আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপকারী নন।
তবে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কুফুরি করবে তাকে আল্লাহ আযাব দেবেন, কঠিনতম আযাব। নিঃসন্দেহে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আমার দিকে, তারপর তাদের হিসাব হবে আমার দায়িত্বে।

(١٤) وَ لسوفَ يُعطِيكَ رَبُّك فَتَرْضٰى * اَلَمْ يَجِدْكَ يتيمًا فَاوٰى *
وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى * وَ وَجَدَك عَائِلًا فَاَغْنٰى * فَامَّا اليتيمَ
فَلا تَقْهَرْ * وَ اَمَّا السائِلَ فلا تَنْهَرْ * وَ اَمَّا بنعمَةِ رَبِّك فَحَدِّثْ *

শব্দবিশ্লেষণ

عائل	(দরিদ্র, অভাবী) (ض) عَيْلَةً ، عَيْلًا দরিদ্র/অভাবী হওয়া।
	عَالَ الرجلُ عِيَالَه (أي أهلَه) ভরণ পোষণ করা। عَوْلًا (ن)
لا تقهر	(নাজেহাল করো না) (ف) قَهْرًا কাবু/পর্যদুস্ত/নাজেহাল করা
لا تنهر	(ধমকিও না) (ف) نَهْرًا ধমকানো।

বাক্যবিশ্লেষণ

اوى	অর্থাৎ أَوَاكَ এবং هدى অর্থাৎ هداك এবং أغنى অর্থাৎ أَغْنَاكَ
بنعمة ربك	এটি حدث এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ আর অবশ্যই আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করবেন, ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। তিনি কি আপনাকে এতীম অবস্থায় পান নি, তারপর তিনি (আপনাকে) আশ্রয় দান করেছেন। আর তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা। তারপর (আপনাকে) পথপ্রদর্শন করেছেন। আর তিনি আপনাকে পেয়েছেন অভাবী, তারপর (আপনাকে) অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি এতীমকে নাজেহাল করবেন না এবং প্রার্থীকে ধমকাবেন না, আর আপনার প্রতিপালকের নেয়ামত সম্পর্কে আপনি আলোচনা করুন।

(١٥) اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك * وَ وَضَعنا عَنْك وِزْرَكَ الذي اَنْقَضَ ظَهرَك * وَ رفَعنا لك ذِكْرَكَ * فَإنَّ مع العُسْرِ يُسْرًا * اِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسرًا * فَإذا فَرغْتَ فَانْصَبْ * وَ الى رَبِّك فارغَبْ *

শব্দবিশ্লেষণ

(ف) شَرَحَ اللّٰهُ صدرَه شَرْحًا আল্লাহ তার বক্ষকে (সত্য গ্রহণের জন্য) উন্মুক্ত করলেন। وزر ভারী বোঝা, পাপ, বহুবচনে أوزار

أَنْقَضَ الحِمْلُ الظَّهْرَ বোঝা পিঠকে ভারাক্রান্ত করলো।

نَقَضَ البِناءَ - نقض الوُضوءَ - نقض الوَعْدَ ভাঙ্গা। (ن) نَقْضًا

انصب (শ্রান্ত হও) (س) نَصَبًا শ্রান্ত হওয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

الذي ... এর তারকীবগত অবস্থান বলো।

فإن ... এ বাক্যটি পূর্ববর্তী উহ্য নিষেধবাক্যের হেতু বর্ণনা করছে। অর্থাৎ لا تَيْأَسْ يا محمدُ من فَضْلِ الله فإن ....

إن مع العسر يسرا এর তারকীব বলো।

فرغت অর্থাৎ عَنِ الصلاةِ আর انصب অর্থাৎ في الدُّعاءِ

فارغب এটি মূলত উহ্য شرط এর جواب অর্থাৎ–
إذا مَسَّتْكَ حاجَةٌ فَارغَبْ إلى رَبِّك

তরজমা ঃ আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করিনি? (অবশ্যই করেছি) আর আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, যা আপনাকে ভারাক্রান্ত করেছে। আর আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। (হে

মুহম্মদ! আপনি আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হবেন না কারণ) অবশ্যই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। নিশ্চয় কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। অতএব যখন আপনি (নামায থেকে) ফারেগ হন তখন (দুআয়) ব্যস্ত হোন এবং (যখন আপনি প্রয়োজনগ্রস্ত হন তখন) আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনো নিবেশ করুন।

(١٦) اِنَّا اَنْزَلْنٰه في لَيْلَةِ القدرِ * وَ ما اَدْرٰىك ما لَيلَةُ القدرِ * لَيلَةُ القدرِ خيرٌ مِن اَلْفِ شهرٍ * تَنَزَّلُ الملٰئِكَةُ وَ الروحُ فيها بِاذْنِ رَبِّهِم من كُلِّ امرٍ * سَلٰم، هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الفَجْرِ *

শব্দবিশ্লেষণ

الروح দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত জিবরীল (আঃ) المٰلئِكَة। এর মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, তারপরো স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো তাঁর মর্যাদা প্রকাশ করা।

مطلع এটি طلع এর اسم الظرف নয়, বরং মাছদার।

وَ في إضمارِ القُرْاٰنِ بلا ذكرٍ سابقٍ شهادةٌ له بِعِظَمِ شَأْنِه

বাক্যবিশ্লেষণ

تنزل অর্থাৎ تتنزل (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

فيها এটি এবং পরবর্তী হরফুলজর দু'টি تنزل এর সাথে متعلق

من অব্যয়টি হেতুবাচক, أمر এর ছিফাত উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مِن كلِّ امرٍ قَضاه اللّٰه لِتلك السنَةِ (এমন প্রতিটি বিষয়ের জন্য যার ফায়ছালা আল্লাহ করেছেন ঐ বছরের জন্য)

هي পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা سلام অগ্রবর্তী খবর حَتّٰى مَطْلَعِ الفَجْرِ

এটি سلام মাছদারের সাথে متعلق

মাছদার ও তার معمول এর মাঝে ভিন্ন শব্দের আড়াল বৈধ নয়, তবে হরফুলজর ও যরফ-এর ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে। তাই এখানে سلام ও তার متعلق এর মাঝে মুবতাদার ব্যবধানকে গ্রহণ করা হয়েছে। (এভাবে তাতে অপূর্ব উচ্চারণ মাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে)

قَد وقَعَ الفصلُ بينَ المصدَرِ وَ مَعمُولِه بالمُبْتَدأ، و هو لا يجوز إلاَّ في الظُّروفِ وَ الجارِّ و المجرورِ

তরজমা ঃ আমি তা নাযিল করেছি লায়লাতুল কদরে, আপনি কী জানেন, লায়লাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাতে (ফায়ছালাকৃত) প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ফিরেশতাগণ এবং রূহ অবতীর্ণ হন তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে। এটা হলো শান্তি ফজরের উদয় পর্যন্ত।

(١٧) اِنَّ الذين كَفَروا مِنْ اَهْلِ الكتٰبِ وَ المشركين في نَارِ جهنَّم خٰلدين فيها، اُولئك هم شَرُّ البَرِيَّةِ * اِن الذين اٰمَنوا وَ عَمِلوا الصّٰلِحٰت اُولئك هم خَيْرُ البرِيَّة * جَزاؤُهم عِندَ رَبِّهم جنّٰتُ عَدْنٍ تجري من تحتها الانهٰرُ خٰلدين فيها اَبَدًا، رَضِيَ اللّٰه عنهم وَ رَضُوا عنه، ذلك لمن خَشِيَ رَبَّه *

শব্দবিশ্লেষণ

خير ও شر শব্দদু'টি কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং ভালো ও মন্দ অর্থে সাধারণ শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। তখন এটি فعل ওযনবিশিষ্ট শব্দ; আবার اسم التفضيل অর্থেও আসে, তখন এর মূলরূপ হলো أخيرُ ও أشَرُّ

برية সৃষ্টি, সৃষ্টিজগত, বহুবচনে بَرَايَا

جنت عدن দেখো- ১০/১১

رضوا (তারা সন্তুষ্ট হয়েছে) দেখো- ৬/৭

বাক্যবিশ্লেষণ

من أهل الكتب (معدودين) এটি كفروا এর ফায়েল থেকে حال

في نار (مُستَقِرّون) এটি إن এর খবর।

خلدين এটি إن এর খবর مستقرون এর যামীর থেকে حال

جزاؤهم মুবতাদা جنت عدن হচ্ছে খবর, পরবর্তী বাক্যটি তার ছিফাত

عند ربهم এটি موجودة এর যরফ, আর তা جنت থেকে حال

خلدين فيها এটি جزاؤهم এর যামীর থেকে حال

ابدا এটি خلدين এর যরফ।

ذلك দ্বারা جزاء এর দিকে ইশারা। এটি মুবতাদা, পরবর্তী অংশটি ثابت এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা খবর। (তুমি এই অংশটির তারকীব করো)

তরজমা ঃ যারা কুফুরি করেছে তারা, অর্থাৎ আহলে কিতাব ও মুশরিকরা নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে থাকবে। ওরাই হলো সৃষ্টির অধম। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে নিঃসন্দেহে ওরাই হলো সৃষ্টির সেরা। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রতিদান হলো চিরকাল বসবাসের এমন বাগবাগিচা যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ; তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। ঐ প্রতিদান তার জন্য, যে আপন প্রতিপালককে ভয় করে।

(١٨) قُل يٰاَيُّها الكٰفِرون * لا اَعْبُد ما تَعبدُون * وَ لا انتم عٰبِدون مَا اَعبُد * وَ لا اَنا عَابِدٌ ما عَبدتُّم * وَ لا انتم عٰبِدون ما اَعبُد * لكم دينُكم وَ لِيَ دِيْنِ *

বাক্যবিশ্লেষণ

ما تعبدون ছিলা-মাওছূল মিলে أعبد এর مفعول به এখানে عائد উহ্য রয়েছে, ما এর স্থানীয় অর্থ হলো 'উপাস্য' কিংবা এটি ما المصدرية আর
لا أعبدُ عِبادَتَكم অর্থাৎ مفعول مطلق টি مصدر مؤول
وَ ما موصولةٌ بمعنى الذي، في مَحَلِّ نصبٍ مفعول بِه، و جملَةُ تعبدون صِلَتُها، وَ العائد مَحذوفٌ، أيْ : تعبدونه، وَ يجوزُ أن تكونَ مصدريةً فيكونَ المصدرُ المؤول مفعولاً مطلقًا
ما أعبد এবং ما عبدتم সম্পর্কে একই কথা।
শেষ দুটি বাক্যের তারকীব করো।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, হে কাফেররা, তোমরা যাদের উপাসনা করো আমি তাদের উপাসনা করি না, আর আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদতকারী নও। আমিও তোমরা যার উপাসনা করছো তার উপাসনাকারী নই। (সুতরাং) তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল।

(١٩) إذا جاءَ نصرُ اللهِ و الفتحُ * و رأيتَ الناس يدخلون في دين الله أفواجًا * فَسَبِّح بِحَمْدِ ربِّك و استغفِرْه، اِنَّه كان تَوَّاباً *

বাক্যবিশ্লেষণ

إذا সম্পর্কে যা জানো বলো, (দেখো–১/৫ এবং ২/৯)
এখানে إذا এর শর্ত ও جواب الشرط নির্ধারণ করো। পুরো বাক্যটির মূলরূপ উল্লেখ করো।

الفتح কার উপর معطوف হয়েছে বলো।

أفواجا এটি يدخلون এর ফায়েল واو الجماعة থেকে حال

بحمد ربك এটি متلبسا এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق আর তা سبح এর ফায়েল সুপ্ত যামীর أنت থেকে حال
শাব্দিক অর্থ– তুমি (তোমার প্রতিপালকের) পবিত্রতা বর্ণনা করো, তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা করার সাথে যুক্ত অবস্থায়।

তরজমা ঃ যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, আর আপনি দেখবেন মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি তাওবা কবুলকারী।

(٢٠) قُل هو اللّٰهُ اَحَدٌ * الله الصَّمَد * لَمْ يَلِد وَ لم يُولَدْ * وَ لم يَكُن له كُفُواً اَحَد *

শব্দবিশ্লেষণ

صمد আল্লাহর গুণবাচক নাম, চিরমুখাপেক্ষী।

لم يلد (জন্মদান করেন নি) وَلَدَ- يَلِدُ- لِدْ- وِلادةً (ض) জন্মদান করা
وُلِدَ- يُوْلَدُ - وِلادةً (ض) জন্মগ্রহণ করা।
কিছু ফেয়েল معروف অবস্থায় متعدى রূপে, আর مجهول অবস্থায় لازم রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে যেমন হয়েছে, উদাহরণ–
سَرَّ - يَسُرُّ - سُرورًا (ن) আনন্দিত করা।
سُرَّ - يُسَرُّ - سُرورًا আনন্দিত হওয়া। (আরেকটি উদাহরণ–)
أَعْجَبَه شيءٌ কোন কিছু তাকে মুগ্ধ করলো।
أُعجِبَ بشيءٍ সে কোন কিছুতে মুগ্ধ হলো।

كفو সমকক্ষ।

বাক্যবিশ্লেষণ

هو এটি مرجع বিহীন যামীর, একে ضمير الشان বলা হয়। এখানে তারকীবে এর কোন অবস্থান নেই। মারজি' বিহীন যমীর পাঠকের কৌতুহল জাগ্রত করে, তাই সে ঐ যামীরের উদ্দেশ্যটি জানতে আগ্রহী হয়, পরে যখন যামীরের উদ্দেশ্যটি বলা হয় তখন অন্তরে তা অধিক রেখাপাত করে।

الله এই মহান শব্দটি মুবতাদা।

الله الصمد এটি মুবতাদা ও খবর।

لم يلد অর্থাৎ أحدا এবং لم يولد অর্থাৎ من أحد

له এটি كفوا এর সাথে متعلق আর তা لم يكن এর অগ্রবর্তী খবর। أحد হচ্ছে لم يكن এর পশ্চাদবর্তী ইসম।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, তিনি অর্থাৎ আল্লাহ এক। আল্লাহ চিরনির্মুখাপেক্ষী, তিনি (কাউকে) জন্মদান করেন নি এবং (কারো থেকে) জন্মগ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

تم الجزء الثاني بفضل الله وعون الله